নাট্যাঞ্জলি

জ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরী

কলিকাতা—৯

নাট্যাঞ্জলি

প্রথম প্রকাশ : অগ্রহায়ণ, ১৩৬৭

প্রকাশক : অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শান্তি লাইব্রেরী

১০-বি, কলেজ রো, কলিকাতা—৯

মুদ্রাকর : সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

মুদ্রণ : স্বস্তিক মুদ্রণালয়

২৭/১-বি, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা—৯

ব্লক : ষ্ট্যাণ্ডার্ড ফোটো এন্‌গ্রেভিং কোং

ব্লক মুদ্রণ : মোহন প্রেস

ভূমিকা

প্রকৃতি ও জীবনের হুবহু অনুকরণই শিল্পসৃষ্টির মূল কথা, সে সৃষ্টির মধ্যে শিল্পীর ব্যক্তিত্বের অনুপ্রবেশ একটা অবান্তর ব্যাপার, এই নীতি বা ধারণা উগ্র বাস্তববাদের একটি প্রিয় উপকরণ ; এই ধারণাকে সম্পূর্ণ সত্য বলে' স্বীকার করে' নিলে ফোটোগ্রাফি শিল্পসৃষ্টির গৌরব ও ফোটোগ্রাফার স্রষ্টার আসন দাবী করতে পারে ; কিন্তু ফোটোগ্রাফকে কি প্রকৃত চিত্র বা ফোটোগ্রাফারকে প্রকৃত চিত্রকর বলা যায় ? ফোটোগ্রাফ যদি দর্শকের মনে কোন আনন্দ বেদনার উদ্রেক করে, তবে সে আনন্দ বেদনার জন্যে ফোটোগ্রাফারের কৃতিত্বও কিছু নাই, ব্যর্থতাও কিছু নাই ; কিন্তু আলোছায়ার সংমিশ্রণ বা ভাষার সাহায্যে শিল্পী আত্মপ্রেরণায় যে চিত্র ফুটিয়ে তোলেন তার সৃষ্টির সম্পূর্ণ দায়িত্ব তাঁর নিজের। তাঁর তূলিকা বা লেখনীর মুখে যে চিত্র ফুটে' উঠে তা কখনোই ফোটোগ্রাফের মত যান্ত্রিক নকলমাত্র হ'তে পারে না। শিল্পীর অন্তরের আলোকপাতে প্রকৃতির বা জীবনের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি এক নূতন সুষমায় সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে। প্রকৃতি বা জীবন থেকে শিল্পী তাঁর সৃষ্টির স্থূল উপজীব্য গ্রহণ করেন, কিন্তু সেই উপজীব্য তাঁর নিজের জীবনরসে, তাঁর ব্যক্তিত্বের জাদুকরী স্পর্শে, এক অভিনব রূপ ধারণ করে। সেই রূপ পাঠককে, দর্শককে, দৈনন্দিন রূঢ় তথ্যের মধ্যে থেকে চিরন্তন সত্যের সৌন্দর্যময় জগতে নিয়ে যায়। মনা লিসার ঠোঁটে যে হাসি সারা জগতকে মুগ্ধ করেছে সে হাসির উৎপত্তিস্থান কোন রক্তমাংসের দেহধারিণী বরাঙ্গনার বিম্বাধর নয়, তার উৎপত্তি লিওনার্দো দা ভিঞ্চির স্বপনবিলাসী মানস-নেত্রে ; ঝড়বৃষ্টির তাণ্ডবের মধ্যে আমরা যে লিয়ারকে উন্মুক্ত আকাশের নীচে পাগলের মত ঘুরে' বেড়া'তে দেখি, সে লিয়ার কোন মানবজননীর সন্তান নয়, সে লিয়ারের জন্ম সেক্সপীয়ারের মানসজগতে, জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতার উপর কল্পনার রঙীন তূলিকাস্পর্শে। কোন মানুষ যেমন কিছুতেই তার নিজের ছায়া ছাড়িয়ে যেতে পারে না, কোন প্রকৃত শিল্পীও তেমনি তাঁর নিজ জীবনকে ছাড়িয়ে শিল্পসৃষ্টি করতে পারেন না ; তাঁর শিল্পসৃষ্টির উপরে তাঁর নিজ জীবনের ছায়া পড়বেই। পর্দার অন্তরালে থেকে পুঁতুলনাচের দড়ি টেনে যে লোকটি

পুঁতুল নাচায়, নাট্যকারকে তার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে ; এইরূপ তুলনাকারীরা বলেন, পুঁতুলগুলিকে দেখে বা তাদের নৃত্য দেখে যেমন দড়িটানা লোকটির আকৃতি প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারা যায় না, নাটকীয় চরিত্রাবলী ও তাদের অভিনয় দেখেও তেমনি নাট্যকার সম্বন্ধে কোনরূপ ধারণা করা সম্ভব নয়। এই মত আমরা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করতে অক্ষম। নাট্যসৃষ্টির ভিতর থেকে নাট্যকারের স্থূলজীবনী সংগ্রহ করা যায় না সত্য, কিন্তু নাট্যকারের রুচি, তাঁর চিন্তাধারা ও কল্পনার গতি ও সহানুভূতি কোন্ দিকে, তা কি তাঁর সৃষ্টির মধ্যে মোটামুটি ধরা যায় না ? বার্ণাড শ-এর নাটকগুলিতে যদি সুদীর্ঘ ভূমিকা না-ও থাকতো, তবু কি শুধু নাটকগুলি হ'তে, তাঁর বিষয়নির্বাচন, ঘটনাসমাবেশ, কাহিনীগ্রন্থন, চরিত্রাঙ্কন ও নাটকগুলির অন্তর্নিহিত জীবন-আলোচনা হ'তে, তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, বিচিত্র দৃষ্টিভঙ্গী, গভীর পাণ্ডিত্য, অগ্নিগর্ভ জীবন-দর্শন, এক কথায় যে জিনিস শ-কে শ করেছে, সে সম্বন্ধে একটি নির্ভরযোগ্য ধারণা গড়ে' তুলতে পারতেম না ? তা যদি না পারতেম, তা হ'লে তাঁর দীর্ঘ ভূমিকাগুলি লেখার শ্রম ব্যর্থশ্রম হ'ত ; কিন্তু যদি তা পারা সম্ভব হয়, তবে তাঁর জীবনীর সূক্ষ্ম সারাংশই জানা হয়ে যায়। শিল্পীর জীবন ও তাঁর রচিত চিত্রের মধ্যে এইভাবে একটা নিগূঢ় সম্বন্ধ থাকতে বাধ্য, দেহ ও আত্মার মধ্যে যেমন থাকে ; পদ্মপত্রের জলের মত সে সম্বন্ধ ইচ্ছা করলেই ঝেড়ে ফেলা যায় না।

নাটক উপন্যাস কাব্য, সমস্ত সাহিত্যেরই বিষয়বস্তু অবশ্য জীবন, কিন্তু জীবনের অভিব্যক্তিহিসাবে বহুধাবিভক্ত সাহিত্যের মধ্যে নাটকের কর্তব্যভার একটু বিশেষ রকমের। নাটক জীবনের যেরূপ পূর্ণ অভিব্যক্তি, অন্য কোন সাহিত্যশাখাই সেরূপ নয়, এমন কি উপন্যাসও না। নাটক জীবনের সামনে যেন দর্পণ ধরে' তার পূর্ণ প্রতিবিম্ব আমাদের চোখের উপর ফুটিয়ে তোলে ; উপন্যাসের মত শুধু জীবনের 'কাহিনী বলে' নয়, বাক্যে, গতিতে, নৃত্যে, গীতে, হাসিঅশ্রুর মধুর মিলনে, নাটক জীবনকে চোখের সামনে এমনভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারে যে সুনিপুণ অভিনয়কে সত্যকার জীবন বলেই মনে হয়। জীবনকে এইভাবে পুনঃসৃষ্টি করার গৌরব শুধু নাটকেরই। বলাবাহুল্য এই পুনঃসৃষ্টি অনুকরণমাত্র নয় ; এই পুনঃসৃষ্টির কার্যে নাট্যকারের ব্যক্তিত্ব বিবিধ ধারায়—তাঁর অভিজ্ঞতা, চিন্তা, কল্পনাশক্তি, আখ্যাননির্বাচন ও ঘটনাসন্নিবেশের কৌশল, বিশেষ করে' চরিত্রাঙ্কনে পটুতা ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে—নাটকে প্রবেশ

করে' জীবনীশক্তির সঞ্চার করে। আখ্যাননির্বাচনের ও তৎসঙ্গে চরিত্রাঙ্কনের ক্ষেত্র তাঁর চতুর্দিকে ছড়িয়ে আছে—পুরাণে, ইতিহাসে, লৌকিক আখ্যায়িকায়, সর্বোপরি সমসাময়িক সমাজজীবনে। ঈস্কাইলাস, সোফোক্লেস, এউরিপিদেশ, তাঁদের নাটকের বিষয়বস্তু—আখ্যান ও চরিত্রাবলী—সাধারণতঃ তাঁদের দেশের পুরাণ ও মহাকাব্যগুলি হ'তে নিয়েছেন ; এই সব বিষয়বস্তুর মাধ্যমে দূর অতীতের জাতীয় জীবনচিত্র ফুটে' উঠেছে এবং নাট্যকারগণ জীবনের সত্য বলতে যা বুঝেছিলেন সেই চিত্রের সাহায্যে তা-ই শিল্পসুষমায় মণ্ডিত করে' পাঠক ও দর্শককে উপহার দিয়েছেন। এই সত্যপ্রকাশই চারুশিল্পের প্রধান কাজ। নাটকের বিশেষ কর্তব্যের সংজ্ঞাহিসাবে যে 'to hold, as it were, the mirror up to nature' বলা হয়েছে, তার মধ্যে nature কথাটিকে আমি জীবন অর্থেই বুঝেছি এবং জীবন বলতে জীবনের বহিরঙ্গ অপেক্ষা অন্তর্নিহিত সত্যকেই বেশী করে' বুঝেছি। জীবনের এই অন্তর্নিহিত সত্য প্রকাশ পায় মানুষের সঙ্গে সারা বিশ্বের সম্পর্কে, বিশেষ করে' মানুষের সঙ্গে দৈবশক্তির ও মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কে। সোফোক্লেস জীবনের সত্য বলতে যা বুঝেছিলেন দেবতাদের সঙ্গে ওইদিপৌউসের সম্পর্ক-অঙ্কনে তার একটা দিকের ধারণা দিয়েছেন, এবং আন্তিগোনের ভ্রাতৃপ্রীতির চিত্রে সেই সত্যের আর একটা দিককে রূপ দিয়েছেন ; সেক্সপীয়ারের There's a divinity that shapes our ends, rough-hew them how we will বাক্যে যেমন, লিয়ারের সঙ্গে তার কন্যাদের সম্পর্ক অঙ্কনেও তেমনি, সেই সত্যের ভিন্নমুখী প্রকাশ দেখা যায় ; এবং সেই-ভাবেই ইবসেন, শ-আদি আধুনিক কালের নাট্যকারদের সৃষ্টির মধ্যে দৈবশক্তির তিরোধানে তাঁদের নূতন সত্যদর্শনের একটা দিক্, নোরা-হেলমারের বা মিসেস ওয়ারেন – ভিভির সম্পর্কের ন্যায় মানুষে-মানুষে সম্পর্কের ভিতর দিয়ে সেই সত্য-দর্শনের আর একটা দিক পরিস্ফুট হয়েছে। এই জীবনসত্য সম্বন্ধে জনসাধারণের ও শিল্পীদের ধারণা, অর্থাৎ সেই সত্যের রূপ, যুগে যুগে তো বদলিয়েছে বটেই, একই যুগের মধ্যেও শিল্পীদের ব্যক্তিত্ব ও দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী কমবেশী পরিবর্তিত হয়েছে।

ঈস্কাইলাস, সোফোক্লেস, এউরিপিদেশ, তিনজনেই নাটকের কাহিনী ও চরিত্রগুলি প্রাচীন গ্রীক পুরাণ বা উপকথা হ'তে গ্রহণ করেছেন বটে, কিন্তু বিষয়বস্তু মোটামুটি এক হ'লেও বিষয়ের অন্তর্নিহিত সত্য তিনজনের কাছে এক

নয়। ঈস্কাইলাস ও সোফোক্লেস দৈবশক্তিতে গভীর বিশ্বাসী, তাঁদের উভয়েরই মতে মানুষ নিয়তির হাতে ক্রীড়াপুত্তলি এবং সেই নিয়তি শেষ পর্যন্ত দেবতাদের ইচ্ছা বা খেয়াল। এউরিপিদেশ দেবতাদের অস্তিত্বে বিশ্বাস করলেও মানুষের ভাগ্যের উপর দেবতাদের শক্তি কতটা সে বিষয়ে তাঁর মন ঘোর সন্দেহে আচ্ছন্ন। দৈবশক্তির একটি প্রধান সহায় ভবিষ্যদ্বাণী; ভবিষ্যদ্বাণীর কুহক না থাকলে ওইদিপোউসের ট্র্যাজেডি সম্ভবই হ'ত না, কিংবা সম্পূর্ণ অন্যরূপ ধারণ করতো; সোফোক্লেস ভবিষ্যদ্বাণীর শক্তি মাথা পেতে নিয়েছেন, কিন্তু ভবিষ্যদ্বাণী ও ভবিষ্যদ্বক্তাদের বিরুদ্ধে এউরিপিদেশের ঘৃণার শেষ নাই; তাঁর মতে মানুষের জীবনগতি মানুষের নিজ ইচ্ছা দ্বারা যতটা নিয়ন্ত্রিত হয়, দেবতাদের ইচ্ছা দ্বারা ততটা হয় না। মানুষের সুখ দুঃখ, এক কথায় জীবন, সম্বন্ধে মূল ধারণা এইভাবে একই যুগের মধ্যে ব্যক্তিগত কারণে ভিন্ন আকার ধারণ করেছে, অর্থাৎ জীবনের সত্য ভিন্নরূপে প্রকাশ পেয়েছে।

কিন্তু ব্যক্তিগত কারণে একই যুগের মধ্যে জীবনসত্যের রূপ-পরিবর্তন ততটা সুপ্রকাশ হয় না যতটা হয় যুগ-পরিবর্তনে। মানুষ দেবতাদের ক্রীড়ার পুতুল, মানুষের নিয়তি দৈবশক্তির দ্বারা সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত, এই বিশ্বাস কালের গতির সঙ্গে ক্রমে ক্রমে হ্রাস পেয়েছে। সেক্সপীয়ারে এই বিশ্বাস বিশেষরূপে হ্রাস পেয়েছে কিন্তু লোপ পায় নি। আধুনিক মনোবিদ্যার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা সত্ত্বেও সেক্সপীয়রের নাটকে দৈব বা অতিপ্রাকৃত শক্তির অস্তিত্বকে ও মানব-নিয়তির নিয়ন্ত্রণে সেই শক্তির প্রভাবকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এই শক্তি যে জীবনের গতি নির্ধারণে একটা বিশেষ অংশ গ্রহণ করে' থাকে সে বিশ্বাস তাঁর জীবনচিত্রে পরিষ্কারভাবেই ব্যক্ত হয়েছে। অন্ততঃপক্ষে এটা নিশ্চিত যে তাঁর নাটকে, বিশেষ করে' তাঁর প্রধান ট্র্যাজেডিগুলিতে, মানুষের নিয়তি সম্পূর্ণরূপে নিজের হাতে নয়; মানুষের সকল চেষ্টা সত্ত্বেও তার জীবনের গতি একটা অজ্ঞাত দৈবশক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, এমন কি সামান্য একটা চড়ুইপাখীর জীবননাশের মধ্যেও বিধাতার বিশেষ বিধান আছে, এ বিশ্বাস সেক্সপীয়ারের জীবনদর্শনের মধ্যে একটি সুচিন্তিত স্থান পেয়েছে বলেই মনে হয়।

সেক্সপীয়ারের কল্পনা-রঙীন রোমান্টিক নাটকে অ-মানুষিক বা অতি-মানুষিক শক্তির যে প্রভাব বর্তমান, তাঁর সমসাময়িক বেন জনসনের নাটকে বা প্রায় অর্ধশতাব্দী পরের মলিয়ারের নাট্যরচনায় সে প্রভাব নাই; তাঁদের বিষয়বস্তু

সামাজিক জীবনের হাস্যরসাত্মক অংশ হ'তেই গৃহীত; সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ-ভাগের ইংরেজী নাটক সম্বন্ধেও মোটামুটি ঐ কথাই বলা চলে; এই নাটক-গুলিকে জীবনের কোন গভীর সত্যের প্রকাশ বলে' ধরা যায় না; জীবনের হাস্যরসাত্মক দিক্‌টিকে আরিস্তোতলের মতো একবারে 'কুৎসিতে'র অংশ বলে' না ধরলেও একথা স্বীকার্য যে এই দিক্‌টির মধ্যে জীবনের গভীর সত্য নিহিত নয়; সে গভীর সত্যের সন্ধানে অশ্রুসিক্ত মৃত্যুছায়াচ্ছন্ন ট্র্যাজেডির আশ্রয় লওয়া ভিন্ন উপায় নাই; বেন জনসন ও মলিয়ার-পন্থী নাট্যকারেরা যেন জীবনসমুদ্রের উপরে উপরে ভেসে বেড়িয়েছেন, তার গভীর তলদেশে গিয়ে সেখান থেকে কোন নিগূঢ় বার্তা সংগ্রহ করে' আনেন নি; কিন্তু সে কারণে তাঁদেরকে সাহিত্যিক-হিসাবে দোষী করলে ভুল হবে; সমসাময়িক সমাজের জীবনে তাঁরা যা সত্য বলে' বুঝেছিলেন, নিজ নিজ নাটকে তা-ই প্রকাশ করেছেন; সত্যের রূপ বদলিয়েছে কিন্তু নাটকের যা কাজ, জীবনসত্যের অভিব্যক্তি, তা ঠিকই থেকে গিয়েছে।

এই সত্য আরো আধুনিককালে এসে, উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর জিজ্ঞাসামূলক মনোবৃত্তির সংঘাতে, নবতর রূপ গ্রহণ করেছে। ইবসেন হ'তে আরম্ভ করে' শ, গলসওয়ার্দি পর্যন্ত বাস্তব-ধর্মী নাট্যকারদের সৃষ্টিতে জীবনচিত্রের গভীরতা ও গম্ভীরতা ফিরে' এসেছে; এই চিত্র আমাদের অন্তরকে আলোড়িত, বিক্ষুব্ধ করে, যেমন আকাশকোণ হতে ঝঞ্ঝাবায়ু এসে সাগরবক্ষকে আলোড়িত করে; কিন্তু এই আলোড়ন ও বিক্ষোভের পিছনে কোন অতিপ্রাকৃত, দৈবশক্তির খেলা নাই। ঈস্কাইলাস, সোফোক্লেসের ক্রুদ্ধ দেবতারা বিদায় নিয়ে গিয়েছেন, এমন কি সেক্সপীয়ারের ডাইনি, প্রেতাত্মা, অতিমানবিক বিধির বিধান পর্যন্ত অতীতের জিনিস হয়ে দাঁড়িয়েছে। দৈবশক্তির বন্ধনমুক্ত হয়ে মানুষ এখন নিজ পায়ে দাঁড়িয়ে নিজেই নিজের ভাগ্যনিয়ন্তারূপে জীবনপথের যাত্রী হয়েছে। সামাজিক রীতিনীতি ও আচার ব্যবহার, নরনারীর যৌন সম্বন্ধ, ব্যক্তিগত শিক্ষাদীক্ষা, অভ্যাস ও রুচিবৈশিষ্ট্য, পারিবারিক জীবনধারা ও আহারবিহারের বৈচিত্র্য, এমন কি দৈহিক স্বাস্থ্য পর্যন্ত মানুষের নিয়তির স্থান অধিকার করেছে। বংশগত দোষগুণপ্রবণতা পুরাকালের আশীর্বাদ-বা অভিসম্পাত-দাত্রী দৈবী-শক্তির-আসনে আসীন। অতীতের যুদ্ধ-বিগ্রহ, সৈন্যঅভিযান, অসির ঝঞ্ঝনা ও গোলাগুলির হুঙ্কার নাট্যকারের সৃষ্টি থেকে দূরীভূত হয়েছে; মানুষের অদৃষ্টপরীক্ষা এখন

যুদ্ধক্ষেত্রে নয়, তার দৈনন্দিন বাসগৃহের মধ্যে, শয়ন কক্ষে, অফিসঘরে, কারখানার ধূম ও ধূলিমলিন প্রাঙ্গণে।

জীবনের এই রূপপরিবর্তনে, সাহিত্যিকদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনে, নাটকের যে রূপপরিবর্তন হয়েছে, তার ফলাফল সুদূরপ্রসারী হওয়া নিশ্চিত। ঈস্কাইলাসের 'প্রোমেথেউস বন্দী' নাটকখানি বাদ দিলে বলতে পারা যায় দুই সহস্র বৎসর ধরে' নাট্যকার জীবনচিত্র এঁকেছেন ও জীবনসত্য প্রকাশ করেছেন দৈহিক গতি (action) ও ভাষার মধ্য দিয়ে। এই গতি ও ভাষা বলিষ্ঠ না হ'লে নাটক কখনো প্রাণময়, বলিষ্ঠ হ'তে পারে না। বস্তুতঃ ইংরেজ 'ড্রামা' কথাটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থই এই গতিসমৃদ্ধ জীবনচিত্র। গতি না থাকলে বা দুর্বল হ'লে এবং ভাষার সাহায্যে বলিষ্ঠ ভাবপ্রকাশ না থাকলে আমরা সাধারণতঃ নাটক বলতে যা বুঝি তা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়; কিন্তু নাটকসম্বন্ধে এই অভিমত কার্যতঃ সার্বজনীন হ'লেও, সকল অবস্থাতেই জীবন যে দৈহিক গতি ও উচ্চারিত ভাষার মধ্যে দিয়েই সম্পূর্ণ প্রকাশ পায় না, এ-মতটিও কালক্রমে সুধীজনের মনকে অধিকার করতে আরম্ভ করেছে। ঈস্কাইলাসের 'প্রোমেথেউস বন্দী'তে বাহ্যগতি অতি সামান্য; মানববন্ধু প্রোমেথেউস ককেসাস পর্বতের জনহীন ঊষরভূমিতে শৃঙ্খলিত হওয়ার পর তার অসহ্য দৈহিক ও মানসিক যন্ত্রণা প্রকাশ পেয়েছে শুধু ভাষার মাধ্যমে; শুধু ভাষার সাহায্যেই তার মানবপ্রীতি ও বিরাট্ ব্যক্তিত্ব যেরূপ ফুটে' উঠেছে শত অস্ত্রের মত্ত নিনাদের মধ্যে দিয়েও সেরূপ ফুটতে পারতো না। ঈস্কাইলাসের সম্মুখে নাট্যরচনার গতি ও ভাষার ব্যবহার সম্বন্ধে কোন ধরাবাঁধা নিয়মকানুন ছিল না, জীবনপ্রকাশের প্রয়োজনবশেই এইরূপ গতিহীন নাটক তাকে সৃষ্টি করতে হয়েছিল; আধুনিক কালে এই গতিহীনতা সম্বন্ধে সুচিন্তিত রীতি ও নিয়ম দেখা দিয়েছে। সপ্তদশ শতাব্দীতে ড্রাইডেন বলেন, নাটকীয় পাত্র-পাত্রীর মনের মধ্যে উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায়ের প্রত্যেকটি পরিবর্তন বা সংঘাত, হৃদয়ের প্রত্যেকটি নবজাত আবেগ ও তার দিক্‌পরিবর্তন জীবনের গতির একটা অংশ, মহত্তম অংশ। তিনি ব্যঙ্গ করে' একথাও বলেছিলেন, মানসিক অভিপ্রায় ও হৃদয়ের আবেগের উত্থান পরিবর্তনকে জীবনের মহত্তম গতি বলতে আপত্তি করবেন তাঁরাই যাঁরা ভাবেন পাত্র-পাত্রীগণ মুষ্ট্যাঘাত বিনিময় না করা পর্যন্ত নাটকীয় গতির উৎপত্তি হয় না। ড্রাইডেনের এই মতের চরম পরিণতি ঘটেছে সাম্প্রতিক কালে মেটারলিংকের

গতিহীন (Static) নাটকে ও জিন্-জ্যাক্স্ বার্ণার্ডের শব্দহীন নাটক (Drama of Silence) এ। Static Drama ও Drama of Silence কে অনেকে একটা আত্মবিরোধী, সম্ভবতঃ আত্মঘাতী, সাহিত্যিক প্রচেষ্টা বলে' মনে করবেন ; কিন্তু নাটককে যদি জীবনের গভীরতম সত্যের প্রকাশ বলে' গ্রহণ করতে হয় তবে আপাতদৃষ্টিতে আত্মবিরোধী এই দুই প্রকার নাটকসৃষ্টিকে নস্যাৎ বা অগ্রাহ্য করা চলে না। কেহ কেহ হয় তো বলবেন দেহের গতিই যদি বন্ধ হয়ে গেল, মুখের ভাষাই যদি স্তব্ধ হয়ে গেল, তবে নাট্যকার রঙ্গমঞ্চের উপর কিসের রঙ্গ দেখাবেন ? কয়েকজন নরনারীকে মঞ্চের উপর চুপচাপ বসিয়ে বা দাঁড় করিয়ে রাখলে কি নাটক হ'তে পারে ? বলা বাহুল্য এ আপত্তি খুবই ন্যায্য, শতকরা হয়তো নিরানব্বইটি ক্ষেত্রে এইরূপ গতিহীন বাক্যহীন স্ত্রীপুরুষকে একত্র করে' জীবনের কোনরূপ প্রকাশ সম্ভব নয়, কারণ এরূপ জীবনচিত্রে দর্শকের চোখ দ্রষ্টব্য কিছুই দেখতে পায় না, কান কিছুই শুনতে পায় না, হৃদয়মন আহারের অভাবে ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ে ; কিন্তু এ কথাও কি সত্য নয় যে সকলের জীবনেই এমন সময় আসে, এমন অবস্থার উদ্ভব হয় যখন দেহের গতি আপনাআপনি বন্ধ হয়ে যায়, মুখ তার ভাষা হারিয়ে ফেলে ? জীবনের অনেক পরম মুহূর্তে, যখন একটি পরম ঘটনা ঘটে' যায়, একটা পরম সত্যের প্রকাশ হয়, মানুষ কিছুই করতে পারে না, কিছুই বলতে পারে না, গতিহারা বাক্যহারা হয়ে মহাকালের সামনে অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। দৈনন্দিন হাসিখেলা, চিরাভ্যস্ত সুখশান্তিময় জীবনপ্রবাহের মধ্যে যখন মৃত্যুর ছায়া এসে পড়ে মিলনের প্রশান্তি যখন অশ্রুময় বিরহে পরিণত হয় তখন দেহের আস্ফালন, জিহ্বার বাচালতা কোথায় থাকে ? দৃষ্টান্তস্বরূপ মেটারলিংকের 'অভ্যন্তর' (**Intérior**) নাটিকায় আমরা দেখি : উইলোগাছে ঘেরা একটা বাগানের মধ্যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শান্ত স্তব্ধ একখানা ছোট বাড়ী ; সময় সন্ধ্যা ন'টা , বাড়ীর জানালা দরজা বন্ধ, কিন্তু ঘরের মধ্যে সন্ধ্যাদীপ জ্বলেছে ; কাঁচের শার্সি দিয়ে ঘরের ভিতর বেশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে ; মা, বাবা, দুটি তরুণী মেয়ে ও মায়ের কোলে একটি ছোট শিশু—সমস্ত পরিবারটি দীপাধারের চতুর্দিকে উপবিষ্ট ; সমস্ত ঘরখানিতে একটা অনাবিল শান্তির আবেষ্টন ; পিতা চিমনির নীচে অগ্নিতাপের নিকট বসে', মাতার বাম বাহুতে নিদ্রিত শিশুর মস্তক ও তাঁর দক্ষিণ বাহু টেবিলের উপর রক্ষিত ; তাঁর দৃষ্টি লক্ষ্যহীনভাবে সম্মুখদিকে প্রসারিত ; তরুণী কন্যাদুটি শাদা পোষাক পরে' বসে' বসে' কি একটা সেলাইয়ের কাজে নিযুক্ত ; তাদের চোখে যেন স্বপ্ন, ঠোঁটে হাসি ; তাদের একজন

উঠে' দাঁড়া'লে, হাঁটলে বা দেহসঞ্চালন করলে ঘরের বাহির থেকে শাসির মধ্যে দিয়ে দেহের সে গতিকে একটা গাম্ভীর্যময় আত্মিক কিছু বলে' মনে হয়; কারো মুখে কোন কথা নাই, ঘরের ভিতর সম্পূর্ণ নিঃশব্দ, কেবল এক কোণে একটা ঘড়ির টিক্ টিক্ শব্দ বাদে। চিত্রার্পিতের মতো শান্ত সমাহিত এই নরনারীকটিকে দেখে স্বতঃই মনে হয় এরকম সুখী পরিবার আর হয় না; কিন্তু ঘরের মধ্যে যখন এইভাবে একটা পবিত্র পারিবারিক শান্তি ও সুখ নিস্তরঙ্গ জলধারার মতো অবাধে বয়ে যাচ্ছে, তখন প্রকৃতির কোন্ এক অন্ধকারাচ্ছন্ন সীমানা থেকে মাঠ পার হয়ে, টিলার উপর দিয়ে, গ্রামের আঁকাবাঁকা পথ ধরে,' মৃত্যু এসে সেই শান্তিধারাকে আলোড়িত করে' দিল। দুটি তরুণী মা বাবার সঙ্গে সান্ধ্য নিরালায় হাসিমুখে স্বপ্নালসচোখে বসে' আছে; তাদের ভগ্নী, এই পরিবারের তৃতীয়া কন্যা, দিনের বেলায় বৃদ্ধা মাতামহীকে দেখতে গিয়ে গ্রামের নদীতে ডুবে' মারা গিয়েছে; চতুষ্পার্শ্বের প্রতিবেশীরা তার মৃতদেহ নিয়ে বাড়ীর পিছনে বাগানের মধ্যে উপস্থিত; পরিবারের সকলে বাড়ার সম্মুখদিকে আলোকিত জানলাদরজার দিকে বদ্ধদৃষ্টি, মৃত্যুর করাঘাত আসলো বাড়ীর পিছন দিক্ হ'তে। একজন বৃদ্ধ ঘরের মধ্যে গিয়ে শোকবার্তা দিলে বাহির থেকে দেখা গেল কেহ উঠে' দাঁড়িয়েছে, কারও বা মাথাটা সঞ্চালিত হচ্ছে, ঠোঁটও বোধ হয় কাঁপছে; কিন্তু কোন চীৎকার বা চিরবিদায়ের অভ্যস্ত হাহাকার কিছুই শোনা গেল না; সাধারণ মানুষের জীবনে যতদূর শোকাবহ ঘটনা ঘটতে পারে ঘটে' গেল লঘুতম গতি ও কার্যতঃ সম্পূর্ণ নীরবতার মধ্য দিয়ে। মেটারলিংকের 'অনাহুত আগন্তুক' (**L'Intruse**) নাটকেও এইভাবে একটা আদর্শ প্রশান্তির মধ্যে মৃত্যুর আগমন দেখানো হয়েছে। জীন-জ্যাক্স্ বার্ণার্ডের 'মার্টিন' (**Martine**)-নাটকে নীরবতার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে অনাদৃত প্রেমের বেদনা এবং এইচ্ আর্ লেনর্মার 'মানুষ ও তার ছায়া' (**L' Homme et ses Fantomes**) প্রভৃতি মনঃসমীক্ষণ (Psycho-analysis)-মূলক নাট্যরচনায় দেখানো হয়েছে কিভাবে আমাদের জীবনের গতি উৎপন্ন ও নিয়ন্ত্রিত হয় অবচেতনার অন্ধকার তলদেশে। এই সমস্ত আধুনিক নাটকে নীরবতাকে বা দৈহিক গতির আত্যন্তিক অল্পতাকে খামখেয়ালির বশে বা মৌলিকতার নেশায় জীবনের সত্যপ্রদর্শন কাজে লাগানো হয়েছে বললে নাট্যকারদের উপর অন্যায় করা হবে। নাট্যকারদের এই অভিনবত্বের মূলে আছে তাঁদের জীবনের উপর একটা নূতন দৃষ্টিভঙ্গী—প্রায় দুই সহস্র বৎসর ধরে' জীবনকে মোটামুটি যে দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখা হয়েছিল তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা

দৃষ্টিভঙ্গী। এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গীতে নাট্যকার দেখেন যে মানুষের জীবনগতি এখন নিয়ন্ত্রিত হয় কোন অদৃষ্ট দৈবশক্তির প্রভাবে নয়, তার নিজ জীবনের মধ্যে যে সব শক্তি নিহিত আছে সেই সব শক্তি দ্বারাই এই গতির উৎপত্তি ও পরিণতির দিক্ স্থির হয়। ইবসেন-শ-প্রমুখ বাস্তবপন্থী নাট্যকারদের রচনায় নরনারীর সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অবস্থাই তাদের সুখদুঃখের মূলীভূত কারণ; গতিহীন ও নীরবতা-প্রধান নাটকে এই ধারণা আরো কিছুদূর অগ্রসর হয়ে এই সুখদুঃখকে সম্পূর্ণরূপে মানুষের অন্তরের বস্তুতে পরিণত করেছে। এই পরিবর্তনের ফলে সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে মানুষ চরিত্রের গৌরব ও মহিমা বেড়েছে না কমেছে বলা কঠিন ;একদিক্ থেকে দেখলে মনে হয় বেড়েছে, অপরদিক্ থেকে মনে হয় কমেছে। সোফোক্লেসের ওইদিপোউস স্বর্গবাসী অদৃষ্টদেবতার ক্রীড়াপুত্তলি, নিজের আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও তাকে ক্রমে ক্রমে অসহায়ভাবে দুঃখশোকের গভীর আবর্তে গিয়ে পড়তে হয়েছে, কিন্তু ইবসেনের নোরা ও নোরার স্বামী হেলমারের ভাগ্যক্রম, বা শ-এর মিসেস ওয়ারেনের জীবনধারা তাদের নিজ নিজ ইচ্ছাশক্তিপ্রয়োগের ফল; তারা নিজেই নিজের ভাগ্যবিধাতা; এটা মানুষের গৌরব বলে' স্বীকার করা যেতে পারে; কিন্তু বিশ্বের অনন্ত, অদৃষ্ট, দৈবশক্তির সঙ্গে সম্পর্ক হারিয়ে সম্পূর্ণ মাটির জীব হয়ে জন্মমৃত্যুর সম্মুখীন হওয়ায় তার আত্মিক উচ্চতা অনেকখানি কমে' গিয়েছে মনে করাও বোধ হয় অসঙ্গত হবে না; কিং লিয়ার, ম্যাকবেথ, হ্যামলেটকেও দৈববিধানের অতি-মানুষিক সৃষ্টি মনে করায় ক্ষতি নাই, কিন্তু মিসেস ওয়ারেন কোন্ স্তরের জীব? হেলমার 'মানুষ'-এর ভাগ্যনিয়ামক শক্তিগুলি ছায়ারূপে তার অবচেতন জীবনস্তরের মধ্যেই যেন লুকোচুরি খেলায় ব্যস্ত, কিন্তু তাতে তাকে ডাইনি-চালিত ম্যাকবেথের চেয়ে কি উচ্চতর মহিমময় সৃষ্টি বলে' ধারণা জন্মে?

যুগধর্মের পরিবর্তনে, দৈবশক্তির সঙ্গে ছিন্নসম্পর্ক হয়ে, মানুষের মহিমা বাড়ুক বা কমুক, আধুনিক কালে, বিশেষতঃ আমাদের বিংশ শতাব্দীতে, মানুষের চরিত্র যে একটা অতিমাত্রায় নূতন রূপ ধরেছে তাতে সন্দেহ নাই। জীবনের মূল্যমান যেন অতীতের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে' ফেলছে। সাম্য-বাদের উৎপত্তি ও অগ্রগতির ফলে জাতির সঙ্গে জাতির ও ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্বন্ধ দিনে দিনে পরিবর্তিত হচ্ছে। জাতির সঙ্গে জাতির সম্বন্ধকে নাটকের সাহায্যে রঙ্গমঞ্চের উপর রূপ দেওয়া অনায়াসসাধ্য ব্যাপার নয়; বিশেষতঃ আণবিক

যুগের জন্মের পর এই সম্বন্ধ সাহিত্যে কি রূপ গ্রহণ করবে ধারণা করা কঠিন; কিন্তু পারিবারিক জীবনে, আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে, সাম্যবাদের সাক্ষাৎ ও পরোক্ষপ্রভাবে কি অচিন্তিতপূর্ব পরিবর্তন, যাকে বিপ্লবই বলা যেতে পারে, ঘটছে ও ভবিষ্যতে আরো ব্যাপকভাবে ঘটবে, তার প্রকাশ চতুর্দিকেই দেখা যাচ্ছে। বর্তমানে পারিবারিক ও ব্যক্তিগত সম্পর্কের উপর শ্রদ্ধা ও হৃদয়ের আকর্ষণ যেন ধূলিসাৎ হয়ে যাচ্ছে; শুধু ধনীর বিরুদ্ধে দরিদ্র, ভূমিপতির বিরুদ্ধে ভূমিহীন চাষী বা শিল্পপতির বিরুদ্ধে শ্রমিক মাথা তুলেছে তাই নয়, আজ পিতামাতার বিরুদ্ধে পুত্রকন্যা, ভাইবোনের বিরুদ্ধে ভাইবোন, প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে প্রতিবেশী, শিক্ষকের বিরুদ্ধে ছাত্র, বিদ্রোহের রক্তপতাকা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েছে। আজ সকলেই সাম্যের দাবীতে ধৈর্য হারিয়ে যুগে যুগে সম্মানিত সকল বাঁধনকে ছিন্ন করছে। বিবাহবন্ধন, যা এতদিন ভারতীয় জীবনের একটা প্রধান ধর্মবিহিত অনুষ্ঠানরূপে ও সমাজের প্রধানতম মিলনসূত্র বলে' গণ্য হ'ত, এখন দেশের আইনবলে একটা চুক্তিমাত্রে পরিণত হয়েছে, এবং সে চুক্তির ভঙ্গ অনুমোদনের জন্যে ধর্মাধিকরণের দ্বার উন্মুক্ত; বিবাহবিচ্ছেদের অভিযোগভারে বিচারপতিদের দপ্তর ভারাক্রান্ত। বিবাহবিচ্ছেদের দাবী বিদ্রোহী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যেরই দাবী। সামাজিক, পাবিবারিক ও ব্যক্তিগত জীবনে এই যে বিদ্রোহের ঝঞ্ঝা জেগে উঠেছে এর ভবিষ্যৎ কি, তা কে জানে। এই ঝঞ্ঝার প্রসাদে নাটকসৃষ্টির মধ্যে অতীতের কোলাহলময় জীবনধারা ফিরে' আসার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। সাহিত্যকে এ ঝঞ্ঝাবিদ্রোহ রূপায়িত করতে হবে; এই বিদ্রোহের বহুমুখী প্রকাশকে নাট্যকার নাটকের বিষয়বস্তু কবতে বাধ্য, নতুবা নাটককে জীবনীরস হারিয়ে অবাস্তবতার মৃত্যুপথ ধরতে হবে।

দূর অতীত থেকে আরম্ভ করে' বর্তমান পযন্ত জীবনধারার এই যে বিচিত্র গতি, কখনো কোলাহলময় কখনো শান্ত সমাহিত, কখনো দৈবপ্রভাবে স্বাতন্ত্র্যহারা কখনো নিজশক্তিতে প্রাণময়, এই গতি পাশ্চাত্য নাটকের তুলনায় সদ্যোজাত বাংলা নাটকে কি রূপে প্রকাশ পেয়েছে?

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ও শেষভাগে মাইকেল মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্র যখন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে গৌরবের রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করছিলেন, তখন বাংলা নাটকের জন্ম বেশ শুভলগ্নেই হয়েছিল বলে' মনে হয়। সংস্কৃত নাটক, পুরাণ, দেশীয় মহাকাব্য, বিদেশী কথা ও নাট্যসাহিত্য ইত্যাদি যতপ্রকার

জীবনকাহিনী তদানীন্তন বাঙ্গালী লেখকদের মনোজগতের সীমানার মধ্যে এসে পড়েছিল, সে সমস্তকেই তাঁরা উপজীব্যরূপে ব্যবহার করে' নাট্যসৃষ্টির চেষ্টা করেছিলেন ; অনুবাদ, অনুকরণ, নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তন, উপন্যাসকে নাটকের রূপদান, যে কোন পন্থায় যে কোন ভাণ্ডার থেকে সম্ভব তাঁরা বাংলা নাট্যসাহিত্যের শৈশবকে সমৃদ্ধ করতে চেয়েছিলেন ; ইহা ব্যতীত সমসাময়িক জীবন সম্বন্ধে নিজেদের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানকে ভিত্তি করে' স্ব স্ব সৃজনীশক্তির সাহায্যে মৌলিক নাটকও তাঁদের মধ্যে অনেকে রচনা করে' গিয়েছেন। এই মৌলিক নাট্যশিল্পীদের মধ্যে দীনবন্ধু মিত্রের স্থান যে সকলের উপরে তা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করবেন না। তাঁর 'নীলদর্পণ', 'সধবার একাদশী'-আদি নাটকগুলি যেরূপ শক্তিশালী, সেই সময়ের অন্যান্য নাট্যকাররা যদি সেই রকম শক্তিশালী, জীবনরসে পুষ্ট নাটক সৃষ্টি করতে পারতেন, তা হ'লে সম্ভবতঃ বাংলা নাট্যসাহিত্যের ভবিষ্যৎ ভিন্নরূপ হয়ে যেত ; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেরূপ সৃষ্টিক্ষমতা তাঁরা কেউ দেখা'তে পারেন নি ; বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসকে যেরূপ সুদৃঢ় অক্ষয় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, কোন লেখকই নাটককে সেরূপ ভিত্তি দিতে পারেন নি, এমন কি দীনবন্ধুও না। শতাব্দীর শেষাংশে গিরিশচন্দ্র অসাধারণ নাট্যপ্রতিভা নিয়ে কার্যক্ষেত্রে নেমেছিলেন ; কিন্তু তাঁর নাটকাবলীর মধ্যে অধিকাংশেরই বিষয়বস্তু মহাভারত, পুরাণ বা বহুপ্রচলিত কাহিনী থেকে সংগৃহীত। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ইত্যাদি অতীত আখ্যান থেকে বিষয়বস্তু নিয়ে নাটক রচনা করলে তার মধ্যে চরিত্র বা পরিস্থিতি সৃষ্টিতে মৌলিকতা দেখানোর বিশেষ কোন সুযোগ থাকে না ; প্রাচীন গ্রীক নাটকে যেমন এখানেও তেমনি চরিত্রগুলি নাট্যকারের হাতে একেবারে তৈরী অবস্থাতেই আসে, এবং যে সব পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে এই সমস্ত চরিত্রের জীবনকাহিনী অগ্রসর হয় সে সব পরিস্থিতিও পূর্ব হ'তেই স্থির থাকে ; ফলে চরিত্র বা পরিস্থিতির পরিবর্তনের ক্ষেত্র অত্যন্ত সীমাবদ্ধ, নাই বললেও চলে ; মাত্র সংলাপের মধ্যে নাট্যকারের মৌলিকতা প্রদর্শনের যা সম্ভাবনা থাকে ; প্রাচীন গ্রীকজনগণ তাদের বহুপরিচিত আখ্যায়িকাগুলিকে নাট্যাকারে দেখে গভীর আনন্দ উপভোগ করতো ; আমাদের দেশেও এখন পর্যন্ত রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণের যুগযুগপরিচিত শিক্ষামূলক আখ্যান ও সেই সমস্ত আখ্যানের আদর্শ নায়কনায়িকা ও অন্যান্য চরিত্রকে রঙ্গমঞ্চের উপর রূপায়িত দেখে জনসাধারণ নির্মল আনন্দ উপভোগ ও নৈতিক শিক্ষালাভ করে' থাকে ; কিন্তু এই সব নাটককে নাট্যকারের মৌলিক সৃষ্টির

প্রেরণায় নিজ অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের ভিত্তিতে রচিত নাটকের সঙ্গে সমান মর্যাদা না দিলে কিছু অন্যায় করা হয় না। সেক্সপীয়ারের অনেক নাটকই অবশ্য অতীত কাহিনী অবলম্বনে রচিত, কিন্তু সে সব কাহিনী গ্রীক পৌরাণিক কাহিনী বা রামায়ণ মহাভারত ও ভারতীয় পুরাণের কাহিনীর মত চরিত্র ও পরিস্থিতির বিষয়ে একবারে অপরিবর্তনীয় খুঁটিনাটির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; সংলাপ, চরিত্র ও পরিস্থিতি সমস্ত বিষয়েই তাঁর সৃষ্টিকলার অবাধগতি ছিল। গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল' ও 'বলিদান' যথেষ্ট মঞ্চ-সাফল্য লাভ করলেও তিনি তাঁর নাট্যপ্রতিভাকে সামাজিক নাটকরচনার কাজে যতটা ব্যাপকভাবে ব্যবহার করতে পারতেন তা করেন নি। অমৃতলালের নাটকগুলি প্রায় সমস্তই সমসাময়িক জীবনের আলেখ্য, কিন্তু আলেখ্যগুলি সমস্তই প্রহসনজাতীয়, শ্লেষাত্মক, ব্যঙ্গরসে পরিপূর্ণ; আরিস্তোতল জীবনের যে অংশকে 'কুৎসিত' বলে' বিচার' করে' গিয়েছেন সেই অংশের মধ্যেই এদের উৎপত্তি ও পরিণতি; এগুলির পাঠে বা রঙ্গমঞ্চে অভিনয়-দর্শনে পাঠক ও দর্শক হাস্যরসে আপ্লুত হবেন সন্দেহ নাই, কিন্তু ট্র্যাজেডিতে জীবনের যে উচ্চতম সত্যের ও সৌন্দর্যের অভিব্যক্তি তা এই সমস্ত বা অন্য কোন প্রহসনের মধ্যেই পাওয়া সম্ভব নয়। কাজেই গিরিশ-অমৃতলালের যুগের শেষেও বাংলা নাট্যসৃষ্টি বঙ্কিমসৃষ্ট উপন্যাসের বহু নীচেই থেকে যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের অতি উচ্চস্তরের প্রতিভা ও অসাধারণ সৃষ্টিক্ষমতা তাঁর সমসাময়িক বা প্রায়-সমসাময়িক নাট্যকারগণের সাহিত্যস্রষ্টাহিসাবে আপেক্ষিক খর্বতার অন্ততঃ আংশিক কারণ বলে' মনে হয়; তাঁর হাতে উপন্যাসের অতটা উৎকর্ষ না হ'লে নাটকগুলি হয় তো আর একটু সাহসের সঙ্গে জীবনচিত্র আঁকতে পারতো। উপন্যাস ও নাটকের মধ্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত এই যে উৎকর্ষের তারতম্য, তা বিংশ শতাব্দীতেও বর্তমান তো আছেই, বরং বিস্তৃততর ও গভীরতর হয়েছে। তার কারণ, এই শতাব্দীর উজ্জ্বলতম যে দুজন সাহিত্যস্রষ্টা, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র, তার মধ্যে শরৎচন্দ্র উপন্যাসকেই অভূতপূর্ব উৎকর্ষ ও উন্নতির পথে নিয়ে গিয়েছেন, আর রবীন্দ্রনাথ স্রষ্টা হিসাবে মুখ্যতঃ নাট্যকার নন, কবি, গীতিকাব্যের কবি: তাঁর নাটকগুলি গীতিকাব্যের সুরের ধারায় সিঞ্চিত ও সঞ্জীবিত; তা ছাড়া নাটকীয় চরিত্র ও পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য তিনি সমসাময়িক জীবনের কোলাহলের মধ্যে নেমে আসেন নি; জীবনের আলেখ্যকে কল্পনার বিচিত্রবর্ণে রঞ্জিত করে' এক অপূর্ব সুরময় সৌন্দর্যময় আদর্শজগৎ সৃষ্টি করেছেন। যে নাটককে আমরা বাস্তব জীবনের মুকুররূপে দেখবার আশা করি রবীন্দ্রনাথের নাটক সে নাটক নয়;

অধিকন্তু তাঁর ঔপন্যাসিক হিসাবে কৃতিত্বও নাট্যকার হিসাবে কৃতিত্বের তুলনায় কম ভাস্বর নয়। কাজেই বাংলা উপন্যাস ও নাটকের মধ্যে বঙ্কিমী যুগ থেকে যে আপেক্ষিক সবলতা ও দুর্বলতা চলে' আসছিল রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের সাহিত্যসৃষ্টির ফলে সে তারতম্য ঔপন্যাসের অনুকূলেই আরো অধিকতরভাবে প্রকট হয়। দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যসৃষ্টিতে সাময়িকভাবে নাট্যসাহিত্যের দিকে জনসাধারণের দৃষ্টি গেলেও তা দ্বারা উপন্যাসের শ্রেষ্ঠত্বের দাবী ব্যাহত হয় নি। দ্বিজেন্দ্রলালের কৃতিত্ব ঐতিহাসিক নাটক রচনায়। মানবজীবন সম্বন্ধে তাঁর যা মনোভাব তা তাঁর ঐতিহাসিক চরিত্রসৃষ্টির মধ্যে দিয়েই প্রকাশ পেয়েছে। রামায়ণ মহাভারত ও পৌরাণিক আখ্যানে নায়ক নায়িকা ও অন্যান্য চরিত্রের ব্যক্তিগত জীবনের খুটিনাটি যেভাবে সুনির্দিষ্ট, ইতিহাসে সেরূপ নয়; পারিবারিক ও ব্যক্তিগত জীবনের খুঁটিনাটি ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থান পায় না; সুতরাং জাতীয় মহাকাব্য ও পুরাণাদি অতীত কাহিনী থেকে লওয়া চরিত্র ও পরিস্থিতি রচনায় নাট্যকারের সৃষ্টিকৌশলের গতি যেরূপ সীমাবদ্ধ, ঐতিহাসিক নাটকসৃষ্টিতে সেরূপ নয়, অন্ততঃ ততটা সীমাবদ্ধ নয়; 'নলদময়ন্তী', 'দক্ষযজ্ঞ' বা 'জনা' থেকে গিরিশ চন্দ্রের জীবনদর্শন যতটুকু জানা যেতে পারে, 'চন্দ্রগুপ্ত' বা 'সাজাহান' থেকে দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনসমীক্ষা ও জীবন-সত্য সম্বন্ধে ধারণা তার চেয়ে অনেক বেশী জানা সম্ভব; কিন্তু এ সত্ত্বেও স্বীকার করতে হবে যে দ্বিজেন্দ্রলালও সমসাময়িক জীবনের নাট্যচিত্র আমাদেরকে দেন নি। নাট্যসৃষ্টির এই দুর্বলতার জন্যেই বোধ হয় বর্তমান যুগের লেখকরা প্রায় সকলেই উপন্যাস ও ছোটগল্পের দিকে ঝুঁকে' পড়েছেন। এটা উপন্যাসের গৌরবের কথা যে সাম্প্রতিক জীবনের যে সমস্ত পরিস্থিতি ও সমস্যার আলোচনার জন্যে কোন নাট্য-কারের আবির্ভাব হচ্ছে না, সেই সমস্ত পরিস্থিতি ও সমস্যাকে সাহসের সঙ্গে গ্রহণ করে' উপন্যাস সৃষ্টির জন্যে কলাকুশলীর বিশেষ অভাব নাই। নাট-কের এই অধোগতি ও উপন্যাসের প্রগতির জন্যে পাঠকদের অভ্যাস ও রুচিও নিশ্চয় অনেকটা দায়ী, কিন্তু এই অভ্যাস ও রুচি গঠনের জন্য পাঠযোগ্য ও দর্শনযোগ্য নাটকের নিয়মিত সরবরাহ আবশ্যক; সে সরবরাহ বাংলাভাষায় আছে কিনা তাই জিজ্ঞাস্য। পাশ্চাত্য সাহিত্যে জীবনের স্বল্পগতি বা গতিহীন ও নৈঃশব্দ্যময় প্রকাশের জন্য যে সব নূতন ধরণের নাটকের সৃষ্টি হয়েছে ও হচ্ছে সে সব নাটকের কথা দূরে থাকুক, শব্দময় ও গতিময় যে সাধারণ নাটক জনগণের নাট্যকলার পিপাসা মিটিয়ে থাকে তারও বেশ

স্বাস্থ্যকর বলিষ্ঠ সৃজন আমাদের মধ্যে প্রায় অস্তিত্বহীন।

নাটকের এই জীবনীশক্তিহীন অস্তিত্ব ও উপন্যাসের অসীম শক্তির সঙ্গে অবিরাম অগ্রগতি দেখে আশঙ্কা হয় নাটক কি শেষপর্যন্ত আমাদের দেশে সম্পূর্ণ লুপ্তই হয়ে যাবে? কিন্তু তা কি সম্ভব? সভ্যতা বা অসভ্যতার আদিম যুগ থেকেই মানুষের গল্প বলা ও গল্প শোনার স্পৃহা যেমন তার রক্তের সঙ্গে মিশে' আছে, নটের ভঙ্গীতে জীবনকাহিনীর প্রকাশ ও দর্শনস্পৃহাও ঠিক তেমনি মিশে' আছে; বর্তমানে আমাদের ক্ষীণবল নাটকের দেশেও সত্য-কার নাটকসৃষ্টি হোক আর না-ই হোক, নাট্যমূলক আনন্দ উৎসব ও রঙ্গমঞ্চে, বিশেষতঃ সিনেমা-মঞ্চে, মানবিক ও যান্ত্রিক অভিনয়ের অভাব দেখি না; শিশুদের রঙ্গমঞ্চও বলিষ্ঠ বৃক্ষশিশুর মতো দিন দিনে আলোবাতাসে চঞ্চল জীবনময় বহির্জগতের দিকে তরুণশাখা বিস্তার করছে; এরকম অবস্থায় নাটকের অস্তিত্ব লুপ্ত হয়ে যাবে এ আশঙ্কার খুব যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই; এই সমস্ত মানবিক ও যান্ত্রিক রঙ্গালয় উপন্যাস ও ছোটগল্পকে পর্যন্ত নাটকে পরিণত করে' নাটকের ক্ষুধাশান্তির চেষ্টা করছে, কাজেই নাটক আমাদের চাই-ই; এপর্যন্ত নাটকের যে উন্নতি ও শক্তি কার্যক্ষেত্রে দেখা দেয়নি, ভবিষ্যতে সে উন্নতি ও শক্তি দেখা দিবে, এ আশা করা কি অন্যায়?

এই আশা ব্যক্ত করার সঙ্গে সঙ্গে শুধু বাংলা নাটক নয়, সমস্ত নাটকের ভবিষ্যৎ অস্তিত্ব সম্বন্ধে একটি অস্বস্তিকর আশঙ্কা মনে জাগে। পূর্বে গতি-হীন নাটক ও নীরবতার নাটক সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তার মূল কথা এই যে শিক্ষিত সভ্য জগতে মানুষের পারিবারিক ও ব্যক্তিগত জীবনে উত্তেজনাময় দৈহিকগতির প্রয়োগ ও অসংযত উচ্চ ভাষার ব্যবহার ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে; অপ্রত্যাশিত দুঃসহ দুঃখশোকে নিষ্পেষিত সংকটগুলিও নীরব অশ্রুধারার মধ্যে দিয়ে অতিক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে; জীবনের এইরূপ শান্ত গতি যদি সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আরও শান্ত হয়ে আসে, তবে নাটকের উপজীব্য সংগ্রহ হবে কোথা থেকে? নাটক বলতে যুগ যুগ ধরে' জীবনের যে কর্মচঞ্চল বাক্যমুখর প্রকাশ আমরা বুঝে' এসেছি সে নাটক কি সভ্যতার চরম উৎকর্ষের ফলে আত্যন্তিক রক্তশূন্যতাতেই অস্তিত্ব হারাবে? এ আশঙ্কার উত্তরেও বলতে হয়, তা কি সম্ভব? অন্তর্জীবন যে পরিমাণে আলোকিত, শান্ত, সমাহিত হ'লে দৈহিক গতিচাঞ্চল্য ও শব্দমুখরতা

লুপ্তপ্রায় হয়ে আসে, সে রকম আলোক, শান্তি, সমাধি. দৈনন্দিন পারিবারিক ও ব্যক্তিগত জীবনে কোন কালেই দেখা দিবে না; শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাবে মানবজাতির অতি ক্ষুদ্র একটা অংশই নীরব অশ্রুহাসির মধ্যে দিয়ে তার জীবনের সার্থকতা লাভ করবে, কিন্তু বৃহত্তম অংশটি কলরবমুখর গতিচঞ্চলতার ভিতর দিয়েই জন্মমৃত্যুর খেলা খেলে যাবে। জীবনেও গতি ও শব্দ থাকবে, জীবনের পূর্ণপ্রকাশ নাটকেও গতি ও শব্দ থাকবে; গল্প বলা ও শোনার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্ময় গতিময় জীবনের অনুকৃতি নাট্যকলা ও নাট্যসাহিত্যও মানবসমাজে চিরস্থায়ী আসনের অধিকারী হয়ে থাকবে; সত্য ও সৌন্দর্যের প্রকাশহিসাবে যুগধর্মানুযায়ী তার রূপপরিবর্তন হ'তে পারে, কিন্তু অবলুপ্তি অসম্ভব।

আরও একটি কথা। শিক্ষা ও সভ্যতার প্রগতির সঙ্গে মানুষ আজ একদিকে যেমন শান্তিময় সমাধিমগ্ন জীবনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, অপরদিকে তেমনি জ্ঞানবিজ্ঞানের অভূতপূর্ব অগ্রগতির সঙ্গে অমিত শক্তির অধিকারী হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই ক্রমবর্ধমান শক্তির চরম পরিণতি কি, তা ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত। শিক্ষা ও সংস্কৃতির আলোকস্নাত হয়ে সে আত্মিক পূর্ণতা বা দেবত্বের পথের পথিক, কিন্তু আণবিক শক্তির আবিষ্কারে দৈত্যের ক্ষমতাও তার করতলগত; আণবিক অস্ত্র হাতে নিয়ে নাগাসাকি-হিরোশিমার ধ্বংসকারী মানুষ বজ্রপাণি ইন্দ্রের মতই আজ জগতের দণ্ডমুণ্ডের কর্তারূপে দণ্ডায়মান; এই নব বজ্রপাণি ভবিষ্যতের কী রূপ দিবে? জগদধ্বংসের নায়ক হবে সে, না জন্মমৃত্যুর গোপনরহস্য উদ্ঘাটিত করে' মৃত্যুঞ্জয় মহাবলীরূপে বিধাতার সিংহাসন দাবী করবে? এবং সাহিত্যক্ষেত্রে তার প্রতিক্রিয়া হবে কিরূপ?

বিজ্ঞান-সাধনার ফলে পৃথিবী যদি মরুভূমিতে পরিণত হয় এবং মানুষের অস্তিত্ব যদি লোপ পেয়েই যায়, তবে তার সাংস্কৃতিক ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশা আশঙ্কার কোনই অবকাশ থাকে না; কিন্তু সেরূপ ধ্বংসলীলা যদি না ঘটে, পরন্তু সেই সাধনা-বলে মানুষ যদি দৈহিক অমরত্ব লাভ করে, তবে তার পরিণতি হবে কী? বিজ্ঞানের বর্তমান উন্নতি ও অগ্রগতি দেখে মনে হয় ভবিষ্যতে মৃত্যুকে জয় করাও হয়তো মানুষের পক্ষে অসম্ভব হবে না, কিন্তু মানুষ যদি কোন কালে সত্যসত্যই মৃত্যুকে জয় করে, তাতে কি তার জীবনে সুখশান্তি চরম পূর্ণতা লাভ করবে? না শোকদুঃখ হাসিকান্না এখন

যেমন সহনীয়ভাবে জীবনধারায় মিশে' আছে তখনও তেমনি থাকবে? না অমরত্বলাভের ফলে সুখ সম্ভোগের সঙ্গে সঙ্গে দুঃখশোকও অমিতমাত্রায় বৃদ্ধি পেয়ে অস্তিত্বকে বিষময় করে' তুলবে? মৃত্যুঞ্জয়ের সম্ভাবনা জীবের পক্ষে একেবারেই সুখকর নয়; মৃত্যুর শীতলস্পর্শে জীবনের জ্বালাযন্ত্রণা দূরীভূত হয়ে অনন্ত শান্তি নেমে আসে; 'after life's fitful fever Duncan sleeps well'; ধনীদরিদ্র সকলের শেষ ভরসা সেই চরম শান্তিই যদি চিরকালের মতো নষ্ট হয়ে যায়, তার ফলে জীবন একটা অচিকিৎস্য ব্যাধিতেই পরিণত হবে। কাজেই মানুষ এখনকার মতো মৃত্যুর পদানতই থাকুক, কিংবা মৃত্যুই তার পদানত হোক, সে দেবত্বই লাভ করুক বা দানবত্বই লাভ করুক, জীবন চিরকালই সুখদুঃখময় শত দ্বন্দ্বের লীলাক্ষেত্র হয়েই থাকবে; তবে মানুষের এই চিরন্তন বেদনাচ্ছন্ন পথে একটা নূতন আলোক দেখা দিয়েছে বলে' মনে হয়। আন্তর্জাতিক জগতে বিশ্বব্যাপী একতার আশা, সমস্ত মানবজাতিজোড়া বন্ধুত্বের বার্তা, মানুষের মুখে ও মনে ক্রমেই শক্তিসঞ্চয় করছে; প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও পরহিংসাজর্জর পৃথিবীর স্থলে ভ্রাতৃত্বের সহানুভূতি ও প্রেমসূত্রে আবদ্ধ 'এক পৃথিবী' ও একীভূত মানবজাতির আদর্শ ধীরে ধীরে স্বপ্ন থেকে বাস্তবতার স্তরে উন্নীত হচ্ছে। পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের চিরন্তন সুখদুঃখ শান্তি অশান্তির সঙ্গে মিলিত ও মিশ্রিত হয়ে এই 'এক জগৎ' ও 'এক মানবজাতি'র আদর্শ, এবং সেই একীভূত মানবজাতির চিন্তা, কর্ম ও স্বপ্ন, শতবর্ষ পরে হোক, সহস্রবর্ষ পরে হোক, কাব্য, উপন্যাস ও নাটকের নব পাথেয়ের সৃষ্টি করবে, এই আমাদের আশা।

দীপালি,
২রা কার্তিক, ১৩৬৭
১৯৪বি, রাসবিহারী অ্যাভেনিউ
কলিকাতা—২৯

জ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরী

নাট্যাঞ্জলি

সূচী

মাস্টার

সাহিত্যাচার্য শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু

চরিত্রাবলী

সুধীরঞ্জন ভট্টাচার্য ... ... মাস্টার
ভবরঞ্জন ... ... জ্যেষ্ঠপুত্র
চিত্তরঞ্জন .. ... দ্বিতীয়পুত্র
দেবরঞ্জন .. .. কনিষ্ঠপুত্র

স্কুলের হেডমাস্টার,
স্কুলের গভর্নিং বডির প্রেসিডেণ্ট,
সেক্রেটারি, সভ্য দুজন ও প্রতিবেশী দুজন

কল্যাণী দেবী .. ... সুধীরঞ্জনের স্ত্রী
ভবানী .. .. .. কন্যা

স্থান—বাংলার মফস্বল
সময়—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরে

প্রথম দৃশ্য

বাংলা দেশের মফস্বলের একটি নগর। নাতিপ্রশস্ত রাজপথের ধারে একটি প্রকাণ্ড বটগাছ ও তাহার নীচে শিবমন্দির। মন্দিরের চূড়া ঘেঁষিয়া বটগাছের একটি শাখা চলিয়া গিয়াছে। মন্দিরটি প্রাচীন; বাহিরে চূণবালি প্রায় সমস্তই ধ্বসিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু ভিতর মোটামুটি পরিষ্কার আছে; দেখিয়া বোঝা যায় দৈনিক পূজা এখনও হইয়া থাকে; শিবলিঙ্গের এপাশে ওপাশে কিছু ফুল ও বিল্বপত্র পড়িয়া আছে এবং দেওয়ালের কুলুঙ্গিতে অর্ধদগ্ধ সলিতা সমেত একটা মাটির প্রদীপ; কুলুঙ্গির উর্ধ্বাংশ ও তাহার উপরে দেওয়ালের খানিকটা প্রদীপের কালিতে আচ্ছন্ন। বৈশাখ মাসের শেষের দিক, রাত্রি প্রায় দশটা। সন্ধ্যায় কালবৈশাখীর ঝড়বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, তাই বাতাস বেশ ঠাণ্ডা। রাস্তা ও মন্দিরের চতুর্দিক জনশূন্য।

জ্যেষ্ঠপুত্রকে সঙ্গে লইয়া সুধীরঞ্জনের মন্দিরমধ্যে প্রবেশ। তাহার হাতে একটি দেশী কাঁচের চারকোনা লণ্ঠন; লণ্ঠনের ভিতর মাটির প্রদীপ জ্বলিতেছে।

সুধী। (লণ্ঠন মন্দিরের ভিতর এক কোণায় রাখিয়া সপুত্রক শিবলিঙ্গের সম্মুখে নতজানু হইয়া উপবেশনপূর্বক) —ভবরঞ্জন, মহাদেবের প্রণামের মন্ত্র জান?

ভবরঞ্জন। না।

সুধী। আচ্ছা, আমার সঙ্গে সঙ্গে বল —নমস্তুভ্যং

ভব। নমস্তুভ্যং

সুধী। বিরূপাক্ষ

ভব। বিরূপাক্ষ

সুধী। নমস্তে দিব্যচক্ষুষে

ভব। নমস্তে দিব্যচক্ষুষে

সুধী। নমঃ পিনাকহস্তায়

ভব। নমঃ পিনাকহস্তায়

সুধী। বজ্রহস্তায় বৈ নমঃ

ভব। বজ্রহস্তায় বৈ নমঃ

সুধী। নম ত্রিশূল হস্তায়

ভব। নম ত্রিশূল হস্তায়

সুধী। দণ্ডপাশাসি পাণয়ে

ভব। দণ্ডপাশাসি পাণয়ে

সুধী। নম ত্রৈলোক্যনাথায়

ভব। নম ত্রৈলোক্যনাথায়

সুধী। ভূতানাং পতয়ে নমঃ

ভব। ভূতানাং পতয়ে নমঃ

সুধী। দারিদ্র্যদুঃখ দহনায়

ভব। দারিদ্র্যদুঃখ দহনায়

সুধী। নমঃ শিবায়

ভব। নমঃ শিবায়

সুধী। নমঃ শিবায় শান্তায়

ভব। নমঃ শিবায় শান্তায়

সুধী। কারণত্রয় হেতবে

ভব। কাবণত্রয় হেতবে

সুধী। নিবেদয়ামি চাত্মানং

ভব। নিবেদয়ামি চাত্মানং

সুধী। ত্বং গতিঃ পবমেশ্বব

ভব। ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর

(পিতাপুত্র দুজনের ভূমিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম)

সুধী। ভববঞ্জন, এসো এবার তোমাকে দেবাদিদেব মহাদেবেব সম্মুখে একটা শপথ গ্রহণ কবাব…

ভব। শপথ, বাবা ?…

সুধী। হাঁ, শপথ…

ভব। কী শপথ বাবা, শপথ কেন ?…

সুধী। শোন বলি ভবরঞ্জন তোমার সতর আঠার বৎসর বয়স

হয়েছে, তুমি আর নিতান্ত বালক নও, তুমি এখন বুঝতে পার কী কষ্টে আমি তোমাদেরকে নিয়ে সংসারযাত্রা নির্বাহ করছি…জীবনে কোন বিলাস উপভোগের কথা ছেড়েই দিলাম, আনন্দ উৎসবের কথা ছেড়েই দিলাম, কিন্তু উদরের অন্ন, পরিধানের বস্ত্র, জীবনধারণের এই দুটি সাধারণ বস্তু, এও তোমাদেরকে আমি প্রয়োজন মত দিয়ে উঠতে পারি না, তাই আমি স্থির করেছি তোমাকে আমি আমার পথে জীবিকা অর্জন করতে দিব না, তোমাকে আমি মাস্টার হ'তে দিব না…

ভব। তবে বাবা…

সুধী। তবে কী হবে, কোন্ পথে জীবিকা অর্জন করবে, সে প্রশ্নের সমাধান পরে হবে ভবরঞ্জন, এখন তুমি শপথ গ্রহণ কর যে আর যা-ই হও না কেন, হতভাগ্য মাস্টার যেন তোমাকে না হ'তে হয়। বলো আমার সঙ্গে…

ভব। বলুন।

সুধী। বলো দেবাদিদেব মহাদেব,

ভব। দেবাদিদেব মহাদেব,

সুধী। তোমার নিকটে আমি

ভব। তোমার নিকটে আমি

সুধী। শপথ করিতেছি

ভব। শপথ করিতেছি

সুধী। জীবিকা অর্জনের জন্য

ভব। জীবিকা অর্জনের জন্য

সুধী। আমি কখনো

ভব। আমি কখনো

সুধী। শিক্ষকের কার্য

ভব। শিক্ষকের কার্য

সুধী। গ্রহণ করিব না

ভব। গ্রহণ করিব না

সুধী। পথে পথে

ভব। পথে পথে

সুধী। ফেরিওয়ালার কার্য করিব

ভব। ফেরিওয়ালার কার্য করিব

সুধী। সেও ভাল

ভব। সেও ভাল

সুধী। মুটে মজুরের কার্য করিব

ভব। মুটে মজুরের কার্য করিব

সুধী। সেও ভাল

ভব। সেও ভাল

সুধী। অনশনে মরিব

ভব। অনশনে মরিব

সুধী। সেও ভাল

ভব। সেও ভাল

সুধী। তথাপি

ভব। তথাপি

সুধী। এই দুর্ভাগা দেশে

ভব। এই দুর্ভাগা দেশে

সুধী। শিক্ষকের কায

ভব। শিক্ষকের কার্য

সুধী। গ্রহণ করিব না

ভব। গ্রহণ করিব না

সুধী। ভগবান্ তুমি আমার সহায় হও

ভব। ভগবান্ তুমি আমার সহায় হও

সুধী। দেবতাকে প্রণাম কর ভবরঞ্জন…

(সুধীরঞ্জন ও পুত্র দুজনের একসঙ্গে ভূমিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম)।

এসো এবার যাই…

(লণ্ঠন লইয়া সপুত্রক মন্দির ত্যাগ)।

দ্বিতীয় দৃশ্য

সুধীরঞ্জনের বাড়ী। নগরের একটা গলির ভিতর ছোট একখানি পাকা বাড়ী, কিন্তু তাহার অবস্থা এত জরাজীর্ণ যে দেখিলে মনে হয় আর দুই এক বর্ষাতেই দেওয়াল ও ছাদ সমস্ত ভাঙ্গিয়া পড়িবে। দেওয়ালের বহির্দিক্‌ পলস্তারা খসিয়া পড়ায় অধিকাংশ স্থলেই নগ্ন; তাহার মধ্যে কয়েকটি বড় ফাটল দেখা দিয়াছে ও ফাটলের মধ্য হইতে ঘাস ও ছোটখাট নানাবিধ গাছ গজাইয়াছে; ছাদের এক কোণে একটা শিশু বটগাছ বেশ জোর বাঁধিয়া উঠিয়াছে। পাশাপাশি দুখানি ঘর; প্রত্যেকখানি ঘরের মধ্যস্থলে রাস্তার দিকে একটি দরজা ও দরজার দুইধারে দুটি জানালা। দরজা জানালা সবগুলিরই কাঠ অতি পুরাতন, স্থানে স্থানে ফাটিয়া গিয়াছে; একটি জানালার অর্ধেকটায় কোন পাল্লা নাই। রাত্রি প্রায় এগারোটা, তথাপি জানালা দরজা সমস্তই এখনো খোলা; ভিতরে একটি দেশী চারকোনা লণ্ঠন টিপটিপ করিয়া জ্বলিতেছে; তাহাতে দুখানি ঘরই ম্লান আলোকে আলোকিত হইয়াছে। প্রত্যেকটি ঘরে একখানা সাধারণ চৌকির উপর মলিন শয্যা পাতা; একখানি শয্যায় সুধীরঞ্জনের কন্যা ভবানী ও পুত্র চিত্তরঞ্জন ও দেবরঞ্জন নিদ্রিত, অপরখানিতে কল্যাণী দেবী বসিয়া একখানি কি বই পড়িবার চেষ্টা করিতেছেন। ঘর দুখানিতে আসবাবপত্র কিছু নাই বলিলেই চলে; চৌকির নীচে দুএকটি ট্রাঙ্ক; দুই কোণে টাঙ্গানো দড়িতে দুএকখানি কাপড় ও জামা ঝুলিতেছে; এককোণে কয়েকটি হাঁড়ি একটির উপর আর একটি সাজানো রহিয়াছে।

[লণ্ঠনহাতে সুধীরঞ্জন ও তৎসঙ্গে ভবরঞ্জনের প্রবেশ]

কল্যাণী। এত রাত্তির কোথায় ছিলে দুজনে?…

সুধী। কেন, কত রাত্তির হয়েছে?…

কল্যাণী। এই তো খানিকক্ষণ হ'ল থানার ঘড়িতে এগারোটা বেজে গিয়েছে…

সুধী। তা বাজুক…মাস্টার মাস্টার মাস্টার, মাস্টার মাস্টার মাস্টার, আর সহ্য হয় না এই অপমান, ব্রহ্মাণ্ডের লোক মাস্টার মাস্টার করবে, কিন্তু মাস্টারকে খেতে দেওয়ার বেলা কেউ নাই…মাস্টার কথাটা শুনলে ঘেন্না ধরে' যায় যেন…

কল্যাণী। কী হ'ল, তুমি আজ খেপলে নাকি ? এত বারবার মাস্টার মাস্টার করছো কেন ? কার উপরে এত রাগ করছো ? ··

সুধী। রাগ আর কার উপরে করবো···দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কেটে যাচ্ছে, ছেলেমেয়ে নিয়ে আধপেটা খাচ্ছি, উপোস করছি, না দ্যাখে মানুষ, না দ্যাখে ভগবান্, রাগ করবো কার উপর ?···

কল্যাণী। নাও চারটি ভাত আছে, তোমরা দুজনে খাও, খেয়ে শুয়ে পড়···

সুধী। কই কতটি ভাত আছে দেখি ?···

(কল্যাণী কর্তৃক ঘরের এককোণে একটি পাত্রের আবরণ উত্তোলন)

সুধী। ও ভাত ভবরঞ্জন খাক্, আমাকে এক গ্লাস জল দাও···ঘরে গুড়টুড় কিছু আছে ?···

কল্যাণী। গুড় আর কোত্থেকে থাকবে ? গুড় কি এ মাসে এসেছে ?···

সুধী। আচ্ছা থাক্ থাক্, তুমি কিছু খেয়েছ ?···

কল্যাণী। খেয়েছি···

সুধী। কী খেয়েছ ? মিথ্যা কথা বলছো···

কল্যাণী। বলছি তো বলছি, আমি এখন তর্ক করতে পারবো না··· ভবরঞ্জন আর তুমি ভাত ক'টা ভাগ করে' খাও, তাও জল খাওয়ার মত হবে তো···

সুধী। ভবরঞ্জন তুই খেতে বস্ বাবা, আমার আজ আর ক্ষিধে নাই···

কল্যাণী। ক্ষিধে তো তোমার রাত্তিরে কোন দিনই থাকে না, কিন্তু এই ভাবে রোজ রোজ রাত্রে উপোস করলে শরীর কতদিন টিকবে বল তো···তুমি কি আমাদেরকে একবারে পথে বসা'তে চাও নাকি ?···

সুধী। পথে যাতে বসতে না হয় আজ তাই করে' এলাম শোন বলছি···

কল্যাণী। কী রকম ?···

সুধী। বলছি শোন, ভবরঞ্জন তুই বস্ বাবা খেতে, আমি দুটো কথা বলে' নিই··

(অন্নপাত্রের পার্শ্বে দর্শকদের দিকে পশ্চাৎ করিয়া ভবরঞ্জনের উপবেশন ও আহার আরম্ভ)

সুধী। ভবরঞ্জন আর যাতে আমার মত মাস্টার না হয় তারই ব্যবস্থা করে' এলাম···

কল্যাণী। কী ব্যবস্থা করলে ?···

সুধী। ওকে বুড়োশিবের মন্দিরে নিয়ে গিয়ে মহাদেবের সামনে দিব্যি করিয়ে এলাম যে সে যেন কখনো মাস্টারি করে' পেটের ভাত রোজগারের চেষ্টা না করে···

কল্যাণী। মাস্টারি তো করবে না বুঝলাম, কিন্তু কী করবে তার কিছু পথ দেখিয়ে এলে ?···

সুধী। ফেরিওয়ালার কাজ করবে, মুটে মজুরের কাজ করবে, না খেয়ে মরবে, সেও ভাল, তবু মাস্টারি করবে না···মাস্টার, মাস্টার, মাস্টার, ওঃ—

(চৌকির উপর বসিয়া দুই হাতে মাথা চাপিয়া ধরিয়া চোখ বুঁজিয়া অবস্থিতি)

কল্যাণী। দ্যাখো, তুমি শুয়ে পড়, শেষ কালে মাথা খারাপ করবে নাকি ?···

সুধী। মাথা খারাপ হ'লে তো বাঁচতাম গো, সব যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি পেতাম···

কল্যাণী। কেন তুমি অত ভাবছো, আর দুটো বছর কোনরকমে চালিয়ে নিতে পারলে তো ভবরঞ্জন রোজগার করবে···

সুধী। দুটো বছর চালা'তে পারলে তো ? এক একটা দিন যাওয়া যার কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে সে দুবছর সংসার চালাবে ? তার আগে কোন্ দিন দেখবে সুধী ভট্টচায কড়িকাঠে ঝুলছে···

কল্যাণী। তুমি শোও তো, তুমি শোও, (কল্যাণী এক গ্লাস জল আনিয়া সুধীরঞ্জনের হাতে দিয়া) জলগ্লাসটা খেয়ে একটু ঘুমনোর চেষ্টা কর···

সুধী। (জলগ্লাসটি নিঃশেষ করিয়া)—আঃ ভগবান্ (একটু চোখ বুঁজিয়া থাকার পর পুনরায় চোখ খুলিয়া) জেনে শুনেও লোকে মাস্টার হয় আমাদের দেশে—হতভাগা মাস্টারের কাজ জেনে শুনে···

কল্যাণী। মাস্টারি কাজকে তুমি এত ঘেন্নাই বা করছো কেন ? এই মাস্টারি করেই তো কয়েক বছর আগে পর্যন্ত একরকম আরামেই কাটিয়েছ···

সুধী। আরাম মানে দুবেলা পেটে ভাত জুটতো, এখন তা-ও জুটছে না, এই তো?···

(ভবরঞ্জনের আহারান্তে শয্যাগ্রহণ)

কল্যাণী। পেটের ভাত পরনের কাপড় ছাড়া কি তুমি মোটর হাঁকা'তে চাও?···

সুধী। পরনের কাপড় আর পেটের ভাতের পরেই বুঝি মোটর হাঁকানো, মাঝামাঝি আর কিছু নাই?···চিরকাল তো পুঁটিমাছ আর ট্যাংরামাছের ঝোল খেয়েই কাটা'লে, একদিন একখানা রুইমাছ খেতে ইচ্ছে হয় না? একদিন একটু দই খেতে ইচ্ছে হয় না?···

কল্যাণী।···

সুধী। চুপ করে' আছ যে?···মনোরঞ্জন বেঁচে থাকলে আজ

কল্যাণী। থাক্ ওকথা এখন, ওসব কথা বলে' আর কাজ কী?···

সুধী। কেন, ও কথা থাকবে কেন? বেঁচে থাকলে সে আজ ভবরঞ্জনের পাশে দাঁড়া'তে পারতো, আমার বুকের জোর দ্বিগুণ হ'ত···সাত দিনের জ্বরে ছেলেটা আমার মরে' গেল, একদিন একটা ভালো ডাক্তার দেখা'তে পারলাম? তখন তো এই আকাল আরম্ভ হয় নি?···

কল্যাণী। তা তো বুঝলাম, কিন্তু একটা দিক্ তুমি একেবারে দেখছো না···

সুধী। কি বলতো···

কল্যাণী। গরীব বলে' তোমাকে তো কেউ ঘেন্না করে না, বরং শিক্ষক ভদ্রলোক বলে' সকলে সম্মানই করে···

সুধী (উত্তেজিত ভাবে)—দ্যাখো ঐ বাঁধাবুলি তুমিও আওড়াচ্ছো? ভদ্রলোক, ভদ্রলোক, ও রকম ভদ্রলোকির মাথায় আমি···

কল্যাণী। তুমি শোও, শোও তো, তা না হ'লে আবার মাথা ঘুরে' ফিট্ হবে সেদিনকার মত···

সুধী। ভদ্রলোক বলে' সম্মান করে, না? ঘোষালবাড়ী নিমতন্ন খেতে গিয়ে গেলবার আমাকে কী অপমান হ'তে হয়েছিল সে কথা বুঝি এরই মধ্যে ভুলে' গেলে?···

কল্যাণী। ঘোষালবাড়ী?···

সুধী। হ্যাঁ হ্যাঁ ঘোষালবাড়ী···ঘোষালবাবু যে সকলের সামনে আমাকে বললে, খাও হে মাস্টার পেট ভরে', এরকম মিষ্টি কখনো খেয়েছ নাকি দ্যাখো···ছেলে ক'টাকে আনো নি কেন, মুখ বদলে' যেত ?···

কল্যাণী। তা আর এমন অন্যায় কথা কী বলেছিল ?···

সুধী। বটে! বটে! বটে! (শুইয়া পড়িয়া চক্ষু নিমীলন)···

কল্যাণী। তুমি ঘুমোও এবার (অপর ঘরে যাইতে উদ্যত)

সুধী (পুনরায় উঠিয়া বসিয়া)—একটু দাঁড়াও·· দ্যাখো, রাস্তার কুকুরগুলো যে আঁস্তাকুড় ঘেঁটে বেড়ায় দুদানা ভাতের জন্যে, ওরা বুঝতে পারে না ওদের কী কষ্ট···আমাদের অন্নহীন মাস্টারদের পরিবারেরও সেই অবস্থা হয়েছে, আমাদের যে কী কষ্ট তা বুঝবার ক্ষমতা পর্যন্ত আমাদের লোপ পেয়েছে, তা না হ'লে তুমি এ কথা বলতে না···

ভবরঞ্জন (বিছানা ছাড়িয়া আসিয়া পিতামাতার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া)—মা, বাবা, তোমরা দুজনেই এখন শোও, আমি তোমাদের সামনে দিব্যি করছি, আমাদের এই অভাব, এই অন্নবস্ত্রের অভাব, সমাজে অপমান, যাতে দূর হয় তার চেষ্টায় আমি কাল থেকেই বের হব···বাবা তুমি একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর, মা তুমি শোবে এসো···

(মায়ের হাত ধরিয়া দ্বিতীয় ঘরে গমন)

তৃতীয় দৃশ্য

স্কুলের অফিস গৃহ। নাতিবৃহৎ একখানি ঘরের পশ্চাদ্দিকে দেওয়াল ঘেঁষিয়া তিনখানি চেয়ার; চেয়ার তিনখানির সম্মুখে একখানি বড় টেবিল; মধ্যেকার অপেক্ষাকৃত উচ্চ চেয়ারখানিতে স্থূলকায় পক্বকেশ ও পক্বগুম্ফ দাড়িহীন গৌরবর্ণ প্রেসিডেণ্ট রায়বাহাদুর ঘোষ সমাসীন; গায়ে মটকার ঢিলে কোট, বুকপকেটে সোনার চেনের প্রান্তভাগ দেখা যাইতেছে; তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বের চেয়ারে সেক্রেটারি উকিল শ্রীযুক্ত দাস, দীর্ঘ-শীর্ণ-কৃষ্ণকায়, মস্তকের সম্মুখের প্রায় অর্ধেকটা কেশহীন, মসৃণ, চকচকে; পরনে উকিলের পোষাক; বুক পকেট হইতে ঘড়ির রৌপ্যশৃঙ্খল ঝুলিতেছে; তাঁহার সম্মুখে টেবিলের উপর একটি কাগজের ফাইল; তিনি ফাইল হইতে দুএকখানি কাগজ লইয়া দেখিতেছেন; প্রেসিডেণ্টের বামপার্শ্বে হেডমাস্টার সত্যশরণবাবু, লম্বাচওড়া শ্যামবর্ণ মানুষ; প্রকাণ্ড কাঁচাপাকা গোঁপ প্রায় কর্ণমূল পর্যন্ত বিস্তৃত, ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, লম্বা সিমেণ্ট রংএর কোট এবং তদুপরি ভাঁজকরা চাদর; তাঁহার সামনে টেবিলের উপর কয়েকখানি ক্লাস রেজিস্টার; টেবিলের দক্ষিণধারে দুখানি চেয়ারে গভর্ণিং বডির আর দুইজন সভ্য, অভিভাবকদের প্রতিনিধি নীরেনবাবু ও অমলবাবু, দুজনেই মুণ্ডিতশ্মশ্রু অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক ভদ্রলোক, একজনের গায়ে সিল্কের ও অপর জনের গায়ে আদ্দির পাঞ্জাবি, দুজনেরই হাতে হাতঘড়ি ও চোখে চশমা; প্রেসিডেণ্ট ব্যতীত আর সকলেরই বুকপকেটে ফাউণ্টেন পেন। টেবিলের বামপার্শ্বে একখানি শূন্য চেয়ার। ঘরের এককোণে কিছু বই ও খাতাপত্রপূর্ণ একটি আলমারি; বাম ও দক্ষিণদিকের দেওয়ালে একটি করিয়া দরজা; দক্ষিণ দেওয়ালের দরজা বন্ধ; বাম দেওয়ালের উন্মুক্ত দরজায় নীল রংএর মোটা পর্দা ঝুলিতেছে। সময় আষাঢ় মাস, বৈকাল প্রায় পাঁচটা।

প্রেসিডেণ্ট। মিষ্টার দাস, তবে আর আমাদের কাজ আরম্ভ করা যাক্, বসে' থেকে লাভ কি?

সেক্রেটারি। আজ্ঞে হ্যাঁ, আজ একটু তাড়াতাড়ি বাড়ী যেতে চাই, শরীরটা বড় টায়ার্ড আছে; একটা সেসন্‌স্ কেস ছিল কিনা, ঝাড়া তিন ঘণ্টা

দাঁড়িয়ে বক্তৃতা, বুঝেছেন রায় বাহাদুর···আর জজ সেই আগের দিনের আই সি এস্, বড্ড কড়া, প্রতি পদে বাধা দেয়···

প্রেসিডেণ্ট। আর বলবেন না মিষ্টার দাস ঐ আই সি এস্ জজদের কথা, পঁচিশটি বছর ফোরম্যানের কাজ করতে করতে ওদের হাতে হাড় জ্বালাতন হয়ে গিয়েছে···এই মাত্র বছর তিন চার হ'ল কোন রকমে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে ধরে' জুরিগিরির হাত থেকে অব্যাহতি পেয়েছি, তা-ও কি সে ছাড়তে চায়, বলে আপনার মত লোক এ কাজ থেকে সরে' দাঁড়া'লে কোর্ট চলবে কি করে'? (মৃদু হাস্য)

সেক্রেটারি। কথা অবশ্য ঠিকই বলেছিল, জুরি নিয়ে প্রতি সপ্তাহেই ঘাঁটাঘাঁটি করছি তো, আজকাল যেমন হয়েছে জুরার তেমনি হয়েছে ফোরম্যান্ অব দি জুরি, আর্গুমেণ্ট বুঝতেই পারে না, পরেশ গোঁসাইকে তাও কোনরকমে ফলো করে, কিন্তু আমি যখন আর্গু করি, বুঝেছেন রায় বাহাদুর, তখন সব হাঁ করে' বসে' থাকে···

প্রেসিডেণ্ট। আপনি কি আর্গু করেন ইংরিজীতে?···

সেক্রেটারি। বেশীর ভাগই ইংরিজীতে, না হ'লে জজ বোঝে না, কিন্তু বাংলাও মিশিয়ে নিতে হয় সেই সঙ্গে, নইলে জুরাররা বোঝে না, আর বলেন কেন, সে হয়েছে এক মহামুস্কিল···

প্রেসিডেণ্ট। সহজে কি আর বড় হওয়া যায় মিস্টার দাস···ভগবানের ইচ্ছায় আপনার তো আজকাল খুব নামডাক, সকলের মুখেই মিস্টার দাস, মিস্টার দাস, আর কারো নাম তো শুনি না···

সেক্রেটারি। হ্যা হ্যা হ্যা—সে—সে আর কি—সে আপনাদের আশীর্বাদ, আর কিছু না, গুরুজনের আশীর্বাদ ছাড়া···

প্রেসিডেণ্ট। সে তো বটেই মিস্টার দাস, তবে কিনা জানেন, শুধু আশীর্বাদ টাশীর্বাদে হয় না? নিজের পুরুষকার থাকা চাই, পুরুষকার ভিন্ন কিছু হবার জো নাই, ন হি ন হি উদ্যোগিনং পুরুষং না কি বলে আরে (চোখ বুঁজিয়া দক্ষিণ হস্তের আঙ্গুল নাড়িতে নাড়িতে) সুপ্তস্য সিংহস্য···

সেক্রেটারি। সে কথা কি আর বলতে, পুরুষকার ভিন্ন এক পা চলবার উপায় নাই, কিন্তু রায় বাহাদুর যা দেখছি আজকাল আমাদের বাঙ্গালী জাতটার মধ্যে থেকে পুরুষকার জিনিষটা যেন উড়েই গেছে···

নীরেনবাবু। সার্ আমাদের কাজটা এবার আরম্ভ করলে হ'ত না, আকাশের অবস্থা বড় ভাল নয়···

প্রেসিডেণ্ট। হ্যাঁ নীরেনবাবু এবার কাজ আরম্ভ করি, (বাহিরে আকাশের দিকে চাহিয়া) আকাশের অবস্থা সত্যি ভাল নয়, মিস্টার দাস, আপনি হেডমাস্টারের রিপোর্টটা একবার পড়ুন তো শুনি···

সেক্রেটারি (ফাইল হইতে একখানি কাগজ তুলিয়া লইয়া)—শুনুন তবে সার্, নীরেনবাবু, অমলবাবু শুনুন—

ভবতারণ বয়েজ হাই ইংলিশ স্কুল

গভর্নিং বডির প্রেসিডেণ্ট মহোদয় সমীপেষু,

সার্, ইহা সর্ববাদিসম্মত সত্য যে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতাই সমস্ত শিক্ষার প্রাণ। শিক্ষকগণ যতই উপযুক্ত হউন না কেন, শিক্ষাপদ্ধতি যতই উন্নত হউক না কেন, পাঠ্যপুস্তক যতই উৎকৃষ্ট হউক না কেন, শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা ব্যতীত সুকুমারমতি বালকবালিকাগণকে

প্রেসিডেণ্ট। আমাদের বয়েজ স্কুল, বালিকাদের কথার আর দরকার কি···

হেডমাস্টার। ওটা এমনি সাধারণ তথ্য হিসাবে উল্লেখ করেছি···

প্রেসিডেণ্ট। ও—আচ্ছা পড়ুন, পড়ুন···

সেক্রেটারি। সুকুমারমতি বালকবালিকাগণকে মানুষ করিয়া তোলা অসম্ভব। আমার এই দীর্ঘ পঁচিশ বৎসরের অভিজ্ঞতার ফলে

প্রেসিডেণ্ট। পঁচিশ বৎসর হয়ে গেল আপনার হেডমাস্টারি, সত্যবাবু···

হেডমাস্টার। আজ্ঞে হেডমাস্টারি হ'ল সতর বৎসর, মাস্টারি হ'ল মোট পঁচিশ বৎসর···

প্রেসিডেণ্ট। বেশ বেশ, উই আর ফরচুনেট ইন্ হ্যাভিং অ্যান্ এক্স-পিরিয়েন্সড্ ম্যান্ লাইক্ ইউ অ্যাজ্ আওয়ার হেডমাস্টার···তারপর মিস্টার দাস···

সেক্রেটারি। পঁচিশবৎসরের অভিজ্ঞতার ফলে এই বিশ্বাস আমার বদ্ধমূল হইয়াছে যে দুষ্ট গরু অপেক্ষা যেমন শূন্য গোহাল বাঞ্ছনীয়, উচ্ছৃঙ্খল ছাত্র অপেক্ষা তেমনি শূন্য স্কুল বাঞ্ছনীয়···

প্রেসিডেন্ট। সর্বনাশ সত্যবাবু, তা হ'লে স্কুলফাণ্ডের কী হবে, এতেই তো সব মাসে মাস্টারদের পুরো মাইনা দিয়ে উঠতে পারি না, এর উপর যদি ছাত্রসংখ্যা কমে' যায়…

হেডমাস্টার। আজ্ঞে সেইটেই তো আমাদের বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির প্রধান সমস্যা…

প্রেসিডেন্ট। তা বেশ বুঝলাম…কিন্তু স্কুলই যদি উঠে' যায় তবে আর মানুষ করবেন কাদেরকে?…পড়ুন মিস্টার দাস, বড় কঠিন সমস্যা…

সেক্রেটারি। বাঞ্ছনীয়। দুঃখের বিষয় কিছুদিন হইতে ছাত্রদের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা ও অবাধ্যতা সকল শাসনের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়। স্কুলে আসিয়া ছাত্ররা নাটকাভিনয়ের চেষ্টা করিতে পারে, কেহ বা মুক্তকচ্ছ হইয়া স্ত্রীলোক সাজিয়া বক্তৃতা করিতে পারে, ইহা আমাদের স্বপ্নের অগোচর ছিল, কিন্তু যাহা এতদিন স্বপ্নের অগোচর ছিল তাহা এখন বাস্তবে পরিণত হইতেছে বা হইয়াছে…

প্রেসিডেন্ট। বলেন কি সত্যবাবু, স্কুল আওয়ার্সে'র মধ্যে স্ত্রীলোক সেজে বক্তৃতা, সর্বনাশ, এযে…

হেডমাস্টার। আজ্ঞে হ্যাঁ, স্কুলের জিমন্যাসিয়ামের মধ্যে টিফিনের সময় ক্লাস নাইনের ছেলেরা কচ ও দেবযানীর পার্ট প্লে করছিল আমি স্বচক্ষে দেখেছি; আমি গিয়ে দরজায় দাঁড়াতেই কচ দেবযানী দুজনেই উল্টোদিকের দরজা দিয়ে রাস্তায় পালিয়ে গেল…

প্রেসিডেন্ট। সর্বনাশ, এত উচ্ছৃঙ্খলতা, এ তো…আপনি কি স্টেপ নিয়েছেন এদের সম্বন্ধে?…

হেডমাস্টার। আবার যদি ও রকম কাজ করে তবে রাস্টিকেট করবো বলে' ভয় দেখিয়েছি; কিছু কি করার উপায় আছে, কথায় কথায় স্ট্রাইক্…

প্রেসিডেন্ট। তা তো বটেই। কিন্তু এযে সর্বনাশের পথ ধরলো ছেলেরা, সর্বনাশ বলে' সর্বনাশ…পড়ুন মিস্টার দাস…

অমলবাবু। রায় বাহাদুর, ছেলেরা একটু নাটক ফাটক করাতে অত ভয় পেলে চলবে না; কোন কোন কলেজে তো আজকাল ছাত্রদের অভিনয়ের জন্যে রীতিমত বাঁধা স্টেজ তৈরী হয়ে গিয়েছে…

প্রেসিডেন্ট। তা তো জানি, তবু…

অমল। তবু আর কি, স্কুলের ছেলেরা তো কলেজের ছেলেদের ইমিটেট্ করবেই…

প্রেসিডেণ্ট (একটু বিরক্ত ভাবে)—তবে ইনস্পেক্টর এসে যেন আর আমাদেরকে ডিসিপ্লিন ডিসিপ্লিন করে' বক্তৃতা না ঝাড়েন, পড়ুন মিস্টার দাস…নীরেনবাবু, বৃষ্টি পড়ছে নাকি ?…

নীরেন। না সার্ এখনো পড়েনি, কিন্তু আকাশ একবারে ঘোরালো…

হেডমাস্টার। হ্যাঁ অন্ধকারই তো হয়ে এলো দেখি, মিস্টার দাস আপনার পড়তে কষ্ট হচ্ছে বোধ হয়…

সেক্রেটারি। না তেমন কিছু…

হেডমাস্টার। না কষ্টই হচ্ছে যেন আপনার—হরিচরণ, হরিচরণ

(হরিচরণ বেয়ারার প্রবেশ)

লণ্ঠন আন্ লণ্ঠন…

হরিচরণ। আজ্ঞে লণ্ঠনে তো তেল নাই…

হেডমাস্টার। কী উৎপাত (পকেট হইতে পয়সা বাহির করিয়া দিয়া), যা শীগগির তেল নিয়ে এসে লণ্ঠন জ্বেলে দে…(হরিচরণের প্রস্থান)

সেক্রেটারি। নিতান্ত দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে এই উচ্ছৃঙ্খলতার ব্যাপারে আমাদের সহকর্মী শ্রীসুধীরঞ্জন ভট্টাচার্যের জ্যেষ্ঠপুত্র ক্লাসটেনের ছাত্র ভবরঞ্জন ভট্টাচার্য বিশেষভাবে জড়িত। স্কুলের উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা সৃষ্টিতে ভবরঞ্জনের অংশ একটু বিশেষ প্রকারের। আপনারা জানেন একবৎসর পূর্বে সুধীবাবুর পারিবারিক অর্থাভাবের জন্য ভবরঞ্জনকে উত্তম ছাত্র হিসাবে স্কুল হষ্টেলে বিনা চার্জে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হইয়াছিল। ভবরঞ্জন এই সাহায্যের সদ্ব্যবহার করে নাই। সে কিছুদিন হইতে উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মনোভাব সৃষ্টি করিতেছিল। হষ্টেলের মধ্যে ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া ছাত্রদের নিকট উচ্ছৃঙ্খলতামূলক বক্তৃতাপ্রদান তাহার একটি প্রধান কার্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সমাজের বর্তমান অবস্থার উচ্ছেদ করিতে চাহে এরূপ কোন রাজনৈতিক দলের কবলে পড়িয়া তাহাদের গুপ্তচর হিসাবে যে সে কার্য করিতেছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এরূপ ছাত্রকে আমাদের হস্টেল হইতে দূর করিতে হইয়াছে এবং এক্সপালসন ফ্রম দি হস্টেল মিন্‌স্ এক্সপালসন

ক্রম দি ইনস্টিটিউসন্; কাজেই আমরা তাহাকে স্কুল হইতেও বিদায় দিয়াছি। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি যে সে উক্ত রাজনৈতিক দলের একজন পাণ্ডা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এরকম অবস্থায় ভবরঞ্জনের পিতা শ্রীসুধীরঞ্জনকে আমাদের স্কুলের শিক্ষক রাখা অত্যন্ত বিপজ্জনক।

প্রেসিডেন্ট। ছেলের পাপে বাবা মারা যাবে, সত্যবাবু ?···

হেডমাস্টার। আজ্ঞে তা তো বহুক্ষেত্রেই যাচ্ছে; ছেলে দেওয়ালে গবর্নমেণ্ট-বিরোধী বিজ্ঞাপন লাগোনোর দরুণ বাবার চাকুরি যাওয়া এরকম অনেক কেস্ আমাদের গোচরে এসেছে; অন্ততঃপক্ষে আমাকে যদি এই স্কুলের শৃঙ্খলা ও মঙ্গলামঙ্গলের জন্য দায়ী থাক্তে হয়, তা হ'লে এরকম ঘোরতর বিদ্রোহিভাবাপন্ন ছেলের পিতাকে আমি স্কুলের শিক্ষক থাকতে দিতে পারবো না; যিনি নিজের সন্তানকে সৎপথে রাখতে পারেন না, তিনি স্কুলের ছাত্রদেরকে সৎপথে রাখবেন কী করে' ?

(হরিচরণ লণ্ঠন জ্বালিয়া আনিয়া টেবিলের উপর রাখিল)

অমল। কিন্তু রায়বাহাদুর, আজকাল প্রায় সমস্ত ছেলেরই স্বভাব ও অভ্যেস এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে

প্রেসিডেন্ট। তাই তো, তাই তো হচ্ছে কথা···

হেডমাস্টার। এবং সেই জন্যেই সার্ আমাদের সাবধান হ'তে হবে আরো বেশী···

প্রেসিডেন্ট। আচ্ছা আমি একটা কথা বলি, সুধীবাবুকে একটা ওয়ার্নিং দিয়ে দেওয়া যাক যদি তাঁর ছেলের বিরুদ্ধে আমরা আর কোন রির্পোট পাই তা হ'লে আমরা তাঁকে শিক্ষকের পদে রাখতে পারবো না···কি বলেন মিষ্টার দাস ?···

সেক্রেটারি। আজ্ঞে আমি হেডমাস্টারের মতের বিরুদ্ধে যেতে পারবো না···শেষ পর্যন্ত স্কুলের ডিসিপ্লিন অ্যাণ্ড ওয়েলফেয়ারের জন্য হেড মাস্টারের দায়িত্বই সকলের চেয়ে বেশী···

প্রেসিডেন্ট। তাতো বটেই, বিশেষতঃ সত্যবাবুর মতো হেডমাস্টার, আমরা তাঁর মতের বিরুদ্ধে যেতে পারি না, কিন্তু মিষ্টার দাস, সত্যবাবু আপনাকেও বলি, বড় দুর্দিন পড়েছে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের, বিশেষতঃ

মাস্টার শ্রেণীর লোকেদের, আজকালকার দিনে একটা লোকের রুটি···ভেবে দেখুন আপনারা···

নীরেন। সার্ আমি অমলবাবুর সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ করেছি, আমাদের অর্থাৎ অভিভাবকদের মত হচ্ছে সুধীবাবুকে এবারকার মতো ওয়ার্নিং দিয়ে অব্যাহতি দেওয়া···

অমল। আজ্ঞে হ্যাঁ···

প্রেসিডেণ্ট। সত্যবাবু কি বলেন?···

হেডমাস্টার। আমি এ বিষয়ে আর কিছু বলবো না; আপনারা তাঁকে স্টাফ্-এ রাখতে চান রাখুন, কিন্তু এরপর ছাত্রদের মধ্যে কোন গোলমাল হ'লে অভিভাবকরা যেন আমাকে দায়ী না করেন···(একখানি রেজিস্টার হাতে লইয়া) সুধীবাবু নিজেও স্কুলের কাজ খুব মনোযোগ দিয়ে করেন বলে' মনে হয় না···(রেজিস্টার খুলিয়া প্রেসিডেণ্টের সম্মুখে ধরিয়া) এই দেখুন সার্, ক্লাস না নেওয়া, বিশেষতঃ ফার্স্ট পিরিয়ডের ক্লাস, তাঁর একরকম অভ্যেস হয়ে দাঁড়িয়েছে, বার বার বলাতেও কোন পরিবর্তন হচ্ছে না···

প্রেসিডেণ্ট (মনোযোগ দিয়া রেজিস্টার দেখিতে দেখিতে) তাই তো, আচ্ছা একবার সুধীবাবুকে ডাকান তো···উনি আছেন এখানে?···

হেডমাস্টার। হাঁ:আছেন, হরিচরণ, হরিচরণ

(হরিচরণের প্রবেশ)

হরিচরণ। আজ্ঞা···

হেডমাস্টার। সুধীবাবুকে একবার আসতে বল্ তো···

হরিচরণ। আজ্ঞা আচ্ছা···

(বহির্গমন; সুধীবাবুর প্রবেশ ও সকলকে নমস্কার)

প্রেসিডেণ্ট। বসুন সুধীবাবু বসুন (সুধীবাবুর শূন্য চেয়ারে উপবেশন) আচ্ছা সুধীবাবু, আপনার ছেলে ভবরঞ্জন তো বেশ ইন্‌টেলিজেণ্ট ছেলে, পড়াশুনোয় তো খুব ভালই ছিল, প্রতিবৎসর ক্লাশপ্রোমোশনে ফার্স্ট হ'ত, আমরাও আপনার আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করে' তাকে যতদূর পারি সাহায্য করেছি, কিন্তু এই বছর খানেকের মধ্যে এরকম উচ্ছৃঙ্খল হয়ে গেল কেন বলুন তো···

সুধী। আমার কপাল সার্…

প্রেসি। কপাল বলে' হাল ছেড়ে দিলে তো হবে না সুধীবাবু, পরিবারের ভরসা, মুখের ভাত…

সুধী। আমার ক্ষমতায় যতদূর ছিল সার্ আমি করেছি, কিছুতেই কিছু হ'ল না, কথা গ্রাহ্যই করে না, কোথায় যায়, কাদের সঙ্গে মিশে, কিছুই স্থির করতে পারি না…

প্রেসি। দেখুন ছেলেটিকে কণ্ট্রোল করার দায়িত্ব আপনি নিন, আমাদেরকে কথা দিন আপনি যে ওকে আর কুসংসর্গে মিশতে দিবেন না, তা না হ'লে ফল বড় ভীষণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে…

সুধী। বুঝি সার্ ফল কি হবে, কিন্তু যা আমার ক্ষমতায় নাই তার জন্যে আমি কথা দিব কী করে'? কথা দিয়ে তো আমাকে শুধু অপদস্থ হ'তে হবে…

প্রেসি। দেখুন স্কুলকর্তৃপক্ষ বলছেন, ও ছেলেকে শাসন করতে না পারলে আপনাকে আর স্কুলের স্টাফে রাখা সম্ভব হবে না…তা ছাড়া আরো একটা কথা, আপনি নাকি প্রায় প্রত্যহই দেরী করে' স্কুলে আসেন, দেরী করে' ক্লাসে যান, বিশেষতঃ ফার্স্ট পিরিয়ডে…

সুধী। প্রত্যহ নয় সার্, মধ্যে মধ্যে দেরী হয়ে যায়, সকালে তিনটে প্রাইভেট্ টুইশনি করি, তারপর একটু বাজারটা করে' আসতে মধ্যে মধ্যে দেরী হয়ে যায়, স্নানাহার পর্যন্ত করে' উঠতে পারি না, কোন কোন দিন স্নান হয়, খাওয়া হয় না…

প্রেসি। তা তো বুঝলাম সুধীবাবু, কিন্তু আমাদের তো স্কুলের ইণ্টারেস্ট দেখতে হবে; হেডমাস্টার মশায় আপনাকে বললেও কোন ফল হয় না…

সুধী।…

প্রেসি। চুপ করে' থাকলেন যে সুধীবাবু?…

সুধী। কী আর বলবো সার্…এতদিন একবেলা খাচ্ছিলাম, চাকরি গেলে উপোস দিব…

প্রেসি। একটু ভেবে চিন্তে কাজ করুন সুধীবাবু, দিনকাল বড্ড খারাপ, একবার চাকরি গেলে আবার একটা চাকরি পাওয়া বড় কঠিন…

সুধী। পঞ্চাশ বছর বয়স হ'তে চললো সার্, সে কথা কি আর আপনাকে বলে' দিতে হবে?…

প্রেসি। আচ্ছা আপনি যান এখন, গভর্নিং বডি কি সিদ্ধান্ত করেন কালই আপনাকে জানানো হবে

(সুধীরঞ্জনের নমস্কারপূর্বক গৃহত্যাগ)

হেডমাস্টার। দেখলেন সার্ স্পিরিটটা কেমন সুধীবাবুর ?···

প্রেসি। অমলবাবু নীরেনবাবু কী বলেন ?···

অমল। অভাবে আর সাংসারিক অশান্তিতে মেজাজটা খিটখিটে হয়ে গিয়েছে কিনা, তা না হ'লে আমাদের যতদূর জানা আছে সুধীবাবুর ব্যবহার তো খারাপ নয় কারো সঙ্গে, পাড়ার সকলেই ভালোবাসে, কিছু কিঞ্চিৎ সাহায্যও যে না করে তা নয়···

নীরেন। আমারো ইনফরমেশন তাই···আমার মনে হয় এবার ওয়ার্নিং দিয়ে ছেড়ে দিলেই হয়···

প্রেসি। মিষ্টার দাস ?···

সেক্রে। আমি রায়বাহাদুর হেডমাস্টারের মতের বিরুদ্ধে যাওয়ার দায়িত্ব নিতে পারবো না, এ তো একটা ব্যক্তিগত দয়ামায়ার কথা নয়, একটা পাবলিক ম্যাটার···

প্রেসি। সত্যবাবু···

হেড। আমি সার্ সুধীবাবুকে নিয়ে স্কুল চালাতে পারবো না···

প্রেসি। আচ্ছা তবে ভোটেই দিই ম্যাটারটা········ নীরেনবাবু,

নীরেন ও অমল। আমরা সার্ ডিসমিস্যালের বিরুদ্ধে···

হেড। আমি প্রস্তাব করছি সুধীবাবুকে নোটিশের পরিবর্তে দুমাসের মাইনা দিয়ে বিদায় দেওয়া হোক্···

অমল। স্মল মার্সি···

সেক্রে। আচ্ছা তা হ'লে এই সিদ্ধান্ত হ'ল, ডিসমিস্যাল উইথ টু মান্থ্স্ পে, কেমন ?···

প্রেসি। হ্যাঁ তাই, তাই···সত্যবাবু কাল তা হ'লে একখানা চিঠি পাঠিয়ে দিবেন···আজকের মত মিটিং শেষ ··বৃষ্টি পড়ে নাকি ?···

হেড। না সার্ এখনও পড়ে নি···

প্রেসি। বাড়ী পৌছাতে পারলে হয় না ভিজে' ?···

হেড। হরিচরণ, হরিচরণ···

চতুর্থ দৃশ্য

সুধীরঞ্জনের বাড়ী। সন্ধ্যা সাতটা।

দুখানি ঘরের একখানিতে চারকোণা কাঁচের দেশী লণ্ঠনটি টিপ টিপ করিয়া জ্বলিতেছে। চৌকির উপর মলিন ছিন্ন শয্যায় রুগ্না কল্যাণী দেওয়ালে হেলান দিয়া উপবিষ্টা; শরীর অত্যন্ত শীর্ণ, গাল বসিয়া গিয়াছে, চক্ষু কোটরগত; মাথার চুল পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী পাকিয়া গিয়াছে। কল্যাণী কথা বলিতে বলিতে মধ্যে মধ্যেই কাশিতেছেন। সুধীরঞ্জন চৌকির পাশে একখানি ভাঙ্গা চেয়ারে বসিয়া; শরীর পূর্বের তুলনায় অনেক খারাপ; গায়ে একটি ছিন্ন ফতুয়া। কনিষ্ঠপুত্র দেবরঞ্জন ঘরের ভিতর ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। অপর সন্তানরা এখন কেহ নাই।

সুধী। দু মাসের মাইনা একসঙ্গে দিয়েছিল, তা তো এই একমাসেই সব ফুরিয়ে গেল···

কল্যাণী। তা আর যাবে না কেন···আমার চিকিচ্ছেতেই তো অদ্ধেক টাকা বেরিয়ে গেল, অথচ এ চিকিচ্ছের দরকারই বা কি ছিল···আমার দিন কাছিয়ে এসেছে তা তো দেখতেই পাচ্ছ, টাকা ক'টা থাকলে তাও একমাস ডাল ভাত হ'ত···

সুধী। এক মাসের পর ?···উপোস তো কপালে আছেই, দুদিন আগে না হয় দুদিন পরে···একবারে চিকিৎসা না করানো, সেটা তো মানুষের কাজ নয়··

কল্যাণী। বাঁচবার যদি আশা থাকে···আমার এ ব্যারামে চিকিচ্ছে করিয়ে লাভ কি···ছেলে ক'টা রাত্তিরে আজ কি খাবে বল তো···চালভাজা খেতে খেতে ওদের যে প্রাণ বেরিয়ে গেল···ভবানীর তো রক্তামাশা দেখা দিয়েছে···এখন একমাত্র ভরসা ভবরঞ্জন যদি চাকরি-বাকরি একটা কিছু··· (একটানা অনেকক্ষণ ধরিয়া কাশি)

সুধী। তুমি একটু শোও, কথা বলো' না, কথা বলে' লাভই বা কী ?···

কল্যাণী। সারা দিন রাত্রি তো শুয়েই আছি, আর পারি না শুয়ে থাকতে...

সুধী। আচ্ছা একটু চুপ করে' থাকো...

কল্যাণী (খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া)—ভব নিশ্চয়ই কলকাতায় গেছে, এ সহরে থাকলে এই একমাসের মধ্যে তোমার চোখে পড়তো না এ হ'তেই পারে না...

সুধী। খুব সম্ভব কলকাতাই গিয়েছে...জাহান্নামে যাওয়ার যেটুকু বাকী ছিল...

কল্যাণী। জাহান্নামে যাওয়ার কথাই বা বলছো কেন...ওতো আমাদের কষ্ট দূর করার জন্যেই গেছে, তা না হ'লে তোমার যেদিন চাকরি গেল ঠিক সেইদিনই বাড়ী থেকে উধাও হবে কেন...তা ছাড়া ও আমাকে একবার বলেওছিল, মা এবার আমি কিছু রোজগার করতে না পারলে সংসার চলবে না...

সুধী। সে তো ভাল কথা, কিন্তু একবার একটু বলে' যেতে পারতো না...একে এই অভাব তার উপর তিনি বাঁচলেন না মরলেন এই দুশ্চিন্তা.. মানুষের সহ্যের তো একটা সীমা আছে...

কল্যাণী। রোজগারের একটা কিছু উপায় হ'লেই আমাদের জানাবে নিশ্চয়, কিন্তু সে পর্যন্ত সংসার চলবে কি করে'...ছেলে পড়ানোর কাজ-কটাও তো একে একে সবই গেল...

সুধী। ইস্কুলে মাস্টারি না থাকলে বাড়ীতে কেউ ছেলে পড়ানোর কাজ দিতে চায় না বুঝলে...তার অনেক কারণ আছে...

কল্যাণী। তা তো বুঝলাম, কিন্তু সংসার চলবে কী করে'...বন্ধু-বান্ধব পাড়াপড়শীর কাছে হাত পেতে আর কত দিন চলবে...

সুধী। প্রতিবেশী বন্ধু-বান্ধবদের কোন দোষ দিই না, তারা যথেষ্টই করছে আমার জন্যে...কিন্তু তাদেরই বা হাতে এমন কি জমা আছে যে আমাকে চিরকাল সাহায্য করে' যাবে...আর হাতে থাকলেও সাহায্য করার মতো বুকের জোর থাকে ক'টা লোকের...

কল্যাণী। সকলেরই তো ছেলেমেয়ে আছে, সংসারখরচ আছে... তাই বলছি আর আমার চিকিচ্ছের জন্যে কিছু খরচ করো' না, ধারে ওষুধ-

পত্র, ধারে সাগুবার্লিটুকু পর্যন্ত, শেষকালে শোধ হবে কোথেকে (জোরে জোরে অনেকক্ষণ ধরিয়া কাশি)…

সুধী। তুমি এবার একটু শোও, অত চিন্তা করে' লাভ কি…ভগবান্ যা করেন তাই হবে…(কল্যাণীর কাশিতে কাশিতে শয়ন)

কল্যাণী। আমাদের গরীবের কি আর ভগবান্ আছেন…

সুধী। তাই তো সন্দেহ হয়, কিন্তু, সুখের সময় লোকে ভগবান্‌কে স্মরণ করে না, দুঃখের সময়ই তাঁকে দায়ী করে এ বড় আশ্চর্য ব্যাপার…

(ভবানী ও চিত্তরঞ্জনের প্রবেশ; ভবানীর কোঁচড়ে অনেকগুলি ভারী বস্তু)

ভবানী। মা এই দ্যাখো, লক্ষ্মীনারা'ণের মন্দিরে আরতি দেখতে গিয়েছিলাম, আরতিপুজো হয়ে গেলে ঠাকুরবাড়ীর সোনাদি' আমাকে এই লুচি আর নারকেলের নাড়ু দিয়ে বললে, ভবানী তোমরা ভাইবোনে মিলে' খাওগে, তোমার মাকেও দুখানা লুচি খেতে দিও, তোমার মায়ের শরীরটা বড্ড খারাপ কিনা…(কোঁচড়ের মধ্যের খাবার প্রদর্শন)

কল্যাণী। আচ্ছা তোমরা ঐ ঘরে বসে' খাওগে…দেবু ঘুমিয়ে পড়লো নাকি দ্যাখো, ওকে সঙ্গে নিয়ে বসো'…

ভবানী। মা তুমিও তো ঘুমিয়ে পড়বে এক্ষুনি, তুমি দুখানা লুচি খাও না…

কল্যাণী। ও আর আমি খাবো না ভবানী, তোমরা পেটভরে' খাওগে তা হ'লেই হবে…

ভবানী। না মা দুখানা খাও, তোমাকে খেতেই হবে, তা না হ'লে আমি খাবো না…

কল্যাণী। আচ্ছা তোমরা আগে খাওগে, তোমরা খাওয়ার পর যদি বাঁচে তো আমি খাবো…যাও খাওগে যাও…(চক্ষু মুদিয়া পাশ ফিরিয়া শয়ন; ভবানীর ভাইদেরকে লইয়া খাইতে বসার আয়োজন)

সুধী। ভগবান্ নাই, হ্যাঁ গো?…এর মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?…

কল্যাণী। অ্যাঁ…

সুধী। আচ্ছা তুমি ঘুমোও, দ্যাখো আমি একবার ওপাড়ায় নীরেন বাবুর কাছে যাচ্ছি; নীরেনবাবু ওপাড়া থেকে আমাকে কিছু সাহায্য যোগাড় করে' দিবেন বলেছিলেন…

কল্যাণী। কে, নীরেনবাবু?…

সুধী। হ্যাঁ…ভদ্রলোক আমাকে সাহায্য করার জন্য কত চেষ্টাই যে করছেন…মানুষের মধ্যেও দেবতা থাকে…

কল্যাণী। আচ্ছা তুমি যাও, একটু শীগগির শীগগির ফিরো'…

সুধী। হ্যাঁ দশটার আগেই ফিরবো…ভবানী তোমরা খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়ো,' কেমন…

ভবানী। না বাবা আমি একটু পড়াশুনা করবো…

সুধী। আচ্ছা, দেবুকে আর চিতুকে শুইয়ে দিও…

(একটি ছিন্নশার্ট গায়ে দিয়া বহির্গমন;
ছেলেমেয়েদের একটু আনন্দের সঙ্গে আহার;
কল্যাণীর চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বিশ্রাম)

পঞ্চম দৃশ্য

সুধীরঞ্জনের প্রতিবেশিগৃহ।

সুধীরঞ্জনের বাড়ীর সম্মুখস্থ গলির একাংশে কিন্তু খানিকটা দূরে অবস্থিত একটা বাড়ীর বাহির বারান্দায় বসিয়া মধ্যবয়স্ক একজন লোক অন্যমনস্কভাবে তামাক খাইতেছে। সময় প্রাতঃকাল। রাস্তায় এখনও বিশেষ লোক চলাচল আরম্ভ হয় নাই। তামাকুসেবনকারীর প্রায় সমবয়সী একব্যক্তি রাস্তা দিয়া যাইত যাইতে বারান্দার নীচে দাঁড়াইলে পর—

তামাকুসেবনকারী। কি নিত্যগোপাল যে, এত সকালে কোথায় যাচ্ছ?

দ্বিতীয় ব্যক্তি। যাচ্ছি দাদা একবার ডাক্তারবাড়ী, কাল রাত্রে ছোট ছেলেটার বড্ড জ্বর গেছে, একশো চার টেম্পারেচার উঠেছিল…

তামাকুসেবনকারী। সাবধান, চারিদিকে বড্ড টাইফয়েড দেখা দিয়েছে, তারপর শোন দুটো কথা আছে…

নিত্য। কি কথা পাঁচুদা, বিশেষ জরুরি? ও বেলা এসে শুনবো…

পাঁচু। এই দুমিনিট…একটু উপরে এসো না…(হুঁকায় টান)

নিত্য। না পাঁচুদা এখন আর বসবো না, বলুন শুনি এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই…

পাঁচু। বলছিলাম এই সুধী মাস্টারের কথা…মাস্টারের স্ত্রী কাল মারা গেছেন জানো তো?…

নিত্য। তাই নাকি? কাল দিনের বেলা বাড়ী ছিলাম না, আর রাত্রে ছেলের জ্বরের হাঙ্গামায় পাড়ার কোন খবর নিতে পারি নি…মারা যাবেন সে তো জানা কথা…(একটু নীচু গলায়) যে রক্ত উঠতে আরম্ভ হয়েছিল এদিকে…

পাঁচু। হ্যাঁ যক্ষ্মার ডাক না যমের ডাক…কিন্তু কাল পাড়ার ছেলেরা খুব করেছে…জানো তো ও ব্যারামে দাহ করার লোক পাওয়া যায় না সহজে, ছেলেরা কিন্তু সংবাদ পাওয়া মাত্র এসে হাজির…তা ছাড়া জানো দাহের

খরচাও ঘণ্টাখানেকের মধ্যে প্রায় সমস্তটাই জোগাড় করে' নিয়ে এলো, আমাকে গোটা দশেক টাকা দিতে হয়েছিল…(হুঁকায় টান)

নিত্য। দাহ তো হয়ে গেল বটে পাঁচুদা, কিন্তু মাস্টারের এখন সংসার চলবে কি করে'? একে তো চাকরি নাই, তার উপর বড় ছেলেটি পালিয়েছে, তার উপর এই বিপদ্…

পাঁচু। তাই তো ভাবছিলাম তামাক খেতে খেতে, বাড়ীর পাশে বাড়ী, তা ছাড়া সুধীমাস্টার লোকটি অতি সজ্জন, ভদ্রমহিলা রোগে ভুগতে ভুগতেও ছেলেমেয়েগুলোকে বুক দিয়ে ঘিরে' রেখেছিলেন…

নিত্য। তা তো বটেই, হাজার হ'লেও মা তো…

পাঁচু। কিন্তু এখন কী করা যায় বল তো…একটা পয়সা আয় নাই ভদ্রলোকের, অথচ অত ক'টি প্রাণী খাইয়ে…বাড়ীর পাশে ছেলেক'টি নিয়ে দিনের পর দিন উপোস পারবে তাও তো দেখা যায় না (হুঁকায় জোরে জোরে টান)…আচ্ছা আমাদের দেশের সব মাস্টারের অবস্থাই কি এই রকম নাকি ?…

নিত্য। প্রায়…চাকরি থাকতেই সংসার চলে না, চাকরি গেলে তো কথাই নাই, ভিখেরীর অধম…

পাঁচু। রাম রাম রাম, শিক্ষিত ভদ্রলোক, আমাদের ছেলেমেয়েদের পড়িয়ে শুনিয়ে মানুষ করছে যারা, তাদের এত কষ্ট সমাজের দেখা উচিত না ?…

নিত্য। সমাজ কত করবে পাঁচুদা, আমাদের দেশের আর্থিক অবস্থা কারই বা তেমন ভাল… আমি দোষ দিই সরকারের ; সরকার কলকারখানার মজুরদের চিকিচ্ছের বন্দোবস্ত করছে, তাদের লাইফ ইনসিওর, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড কত কি করছে, কিন্তু হতভাগা মাস্টারগুলোর পেটে ভাত নাই, পরনে কাপড় নাই, কুকুরবিড়ালের মত না খেয়ে খেয়ে মারা যাচ্ছে, সেদিকে সরকার-বাহাদুরের নজর নাই ; যদি দুটো টাকা তাদের মাইনা বাড়া'তে হয় তাই নিয়ে কত বক্তিতে, কত কথাকাটাকাটি, রামঃ…

পাঁচু। আরে নিতু ভাই, কারখানার মজুররা কাপড় বুনছে, জুতো তৈরি করছে, ইঞ্জিন, ফ্যান্, ওষুধপত্তর কত কী তৈরি করছে ; কাপড় ছাড়া, জুতো ছাড়া, রেলগাড়ী ছাড়া সংসার চলবে ? আর তোমার বি এল্ এ রে লেখা পড়া ঘোড়ার ডিম ও শিখলেই বা কি না শিখলেই বা কি…(শেষ টান

দিয়া হুকাটিকে দেওয়ালের গায়ে খাড়া করিয়া রাখিয়া গাত্রোত্থান) কাজেই মাস্টারদের উপর সরকারের অত দয়া…

নিত্য। পাঁচুদা বলেছেন ভালো, লেখাপড়ার কি দরকার…গণ্ডমূর্খ দিয়ে কলকারখানা, দেশের ব্যাবসাবাণিজ্য সব চলবে…আচ্ছা দাদা আমি এখন যাই, ছেলেটার জ্বর একটু কমলেই এসে পাড়ার আরো দুচারজনকে ডেকে আপনার সঙ্গে পরামর্শ করে' যা হয় একটা কিছু করা যাবে…

পাঁচু। আচ্ছা বেশ তাই করা যাবে…আমি ওবেলায় যাবো একবার তোমার ওখানে তোমার ছেলেটাকে দেখতে, বুঝলে…

নিত্য (হাঁটিতে হাঁটিতে)—আচ্ছা, আমি তো বাড়ীতেই থাকবো…

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থধীরঞ্জনের বাড়ী।

ভাদ্র মাসের আকাশ ঘনমেঘাচ্ছন্ন; চতুর্দিক্ অন্ধকার; প্রবল বাতাসের ঝাপটায় স্থধীরঞ্জনের ঘরের ভগ্ন জানালা দরজাগুলি খট্ খট্ শব্দ করিতেছে ও মধ্যে মধ্যে দেওয়ালের সঙ্গে ধাক্কা খাইতেছে। ঘরের মধ্যে স্থধীরঞ্জন একখানি ভাঙ্গা চেয়ারে বসিয়া চোখে স্থতাবাঁধা চশমা লাগাইয়া একখানি চিঠি মনোযোগের সহিত পড়িতেছে। ছেলে-মেয়েরা কেহ নাই। বেলা প্রায় ন'টা হইয়াছে কিন্তু আকাশ অন্ধকার বলিয়া বেলা বুঝিবার উপায় নাই।

খানিকক্ষণ পড়ার পর চিঠিখানিকে চৌকির উপর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া—

স্থধী (ক্রুদ্ধভাবে স্বগতোক্তি)—বিনা চিকিৎসায় মা মারা গেল—মরণের আগে কয়েকদিন ভবরঞ্জন এসেছে ভবরঞ্জন এসেছে করে' পাগলের মত হয়ে গেল, তখন ছেলের একবার দর্শন পাওয়া গেল না···গুপ্ত রাজনৈতিক দল তাঁকে মাসে মাসে নিয়মিত ভাবে সাহায্য করবে আর তিনি এই অঞ্চলের লোকদের সম্বন্ধে সমস্ত সংবাদ সরবরাহ করবেন—অর্থাৎ সোজা ভাষায় যাকে বলে গোয়েন্দাগিরি—গোয়েন্দাগিরির টাকা নিয়ে আমি ছেলে মেয়ে পোষণ করবো!—কেন, মরণ নাই খিদে মিটাবার জন্যে—সব খিদে সব চিন্তা দূর হবে মরণের অনুগ্রহে—গোয়েন্দাগিরি! মুটের কাজ করবো, ভিক্ষে করবো, উপোস করে' মরবো সেও ভাল, গোয়েন্দাগিরির টাকা পা দিয়েও ছোঁব না—আদর্শবাদী রাজনৈতিক দল! ধনী দরিদ্র ভদ্র অভদ্র সমস্ত পার্থক্য দূর করে' তাঁরা সাম্য প্রতিষ্ঠা করবেন, সকলকে সমান করে' এক আসনে বসাবেন! সাম্য! সকলে সমান! বিধাতার সৃষ্টিতে কোথাও সাম্য আছে! আরে বাবা হাতী চিরকাল হাতীই থাকবে, ইঁদুর ইঁদুরই থাকবে—হাতী ইঁদুর হয়ে যাবে না, ইঁদুরও হাতী হয়ে যাবে না—(চিঠিখানা লইয়া পুনরায় পাঠ ও পাঠান্তে পুনরায় চৌকির উপর নিক্ষেপ করিয়া) পঞ্চাশ টাকা মাসে! গোয়েন্দাগিরি করে' পঞ্চাশ টাকা! কেন মুটেগিরি করে' পঞ্চাশ টাকা রোজগার করা যায়

না! আমি এবার মুটের কাজ করবো ঠিক করেছি, কাল থেকেই, আর না, আর পরের কাছে হাত পাতবো না—ভগবানের দেওয়া হাত, ভগবানের দেওয়া হাত! কে, ভবানী নাকি···

ভবানী (ঘরে প্রবেশপূর্বক চৌকির উপর একটি শূন্য চটের থলি রাখিয়া)—বাবা আজ আর কোথাও চাল ধার মিললো না; দত্তবাড়ী, সেনবাড়ী, রায়বাড়ী, সব জায়গাতেই বললো, আজ তো ধার দেওয়ার মত চাল নাই ভবানী, চারটি মুড়ি খেয়ে যা, একবার ভাবলাম সোনাদির কাছে যাবো নাকি, কিন্তু রোজ রোজ একজনার কাছে যাওয়া কেমন দেখায় ভেবে আর গেলাম না···

সুধী। আচ্ছা বেশ করেছ মা বসো', খিদে লেগেছে বড্ড, না?···

ভবানী। না এখনও তেমন···

সুধী। আচ্ছা তুমি বসো' ভবানী, এই ঘণ্টাখানেক, আমি একবার দেখি···অমলবাবুদের পাড়ায় একবার···দেখি থলিটা (থলি তুলিয়া হাতে লইয়া বাহিরে যাইতে যাইতে উর্ধ্বপানে চাহিয়া) ভগবান্, ভগবান্, এই যেন আমার শেষ ভিক্ষা হয়, কাল থেকে পুনর্জন্ম।

(দ্রুত প্রস্থান; ঘরের বাহিরের দিকে
নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া ভবানীর প্রস্তরবৎ অবস্থিতি)।

সপ্তম দৃশ্য

রাজপথ। বেলা দ্বিপ্রহর। মুষলধারে বৃষ্টি নামিয়াছে এবং সেই সঙ্গে শোঁ শোঁ শব্দে প্রবল বাত্যা বহিয়া যাইতেছে। বায়ুর বেগে বৃষ্টিধারা এলোমেলোভাব বিক্ষিপ্ত ও উৎক্ষিপ্ত হইতেছে ও গাছপালার শাখাপ্রশাখা উন্মত্তের ন্যায় নৃত্য করিতেছে। প্রকৃতির এই তাণ্ডবের মধ্যে জনশূন্য রাস্তায় একমাত্র পথিক সুধীরঞ্জন, স্কন্ধে পূর্ব দৃশ্যের চটের থলিটি, অর্ধপূর্ণ, বামহস্তের দ্বারা সজোরে চাপিয়া ধরিয়া রাখিয়াছে। তাহার ছিন্ন বস্ত্র ও জামা বৃষ্টিধারায় ও বায়ুর ঝাপটায় শরীরের সঙ্গে লিপ্ত হইয়া গিয়াছে। চোখে মুখে বাত্যাহত হইয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা কপাল ও মুখ মুছিতে মুছিতে সুধীরঞ্জন ধীরে ধীরে পথ চলিতেছে। অপরিচিত লোকে এ অবস্থায় তাহাকে দেখিলে বিকৃতমস্তিষ্ক বলিয়াই মনে করিবে। সুধীরঞ্জন একটি বাক্যও উচ্চারণ না করিয়া এইভাবে রঙ্গমঞ্চের প্রায় সমস্তটা দৈর্ঘ্য অতিক্রম করিলে—

যবনিকা

মধ্যবিত্ত

শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু

চরিত্রাবলী

মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত ... ... অধ্যাপক

মহেন্দ্রনাথের পুত্র

সুখময় রায় ... ... উকিল

ধীরেন্দ্রনাথ বসু ... ... ডাক্তার

বীরেন্দ্রনাথ ... ... ধীরেন্দ্রনাথের ভ্রাতা

মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার .. ... টোলপণ্ডিত

সনাতন বৈরাগী ... ... ভিক্ষুক

জ্যোতি কর্মকার ... ...শ্রমিকসভার উদ্যোক্তা
ও কর্মকরীসমিতির সহকারী সভাপতি

হারাধন পাল... শ্রমিকসভার ও কর্মকরীসমিতির সভাপতি

নিরঞ্জন মণ্ডল... ... শ্রমিকসমিতির সেক্রেটারী

প্রফুল্ল ও আর চারজন মধ্যবিত্তশ্রেণীর যুবক,

কালীপদ ও আর চারজন শ্রমিকশ্রেণীর যুবক,

সভার শ্রোতৃগণ

সরলা—মহেন্দ্রনাথের স্ত্রী

মলিনা—মহেন্দ্রনাথের শ্যালিকা

প্রথম দৃশ্য

মহেন্দ্রনাথের বাড়ী; সময়—সকাল ৮টা।

বাঙ্গলাদেশের গ্রামাঞ্চলে ধূলিধূসর একটি রাস্তার পার্শ্বে একখানি মধ্যবিত্ত পরিবারের দেওয়াল-ঘেরা বাড়ী। বাড়ীর ভিতর আতা, পেয়ারা, কলা ইত্যাদি গাছের আড়ালে বারান্দাসমেত দুতিনটি ইষ্টকনির্মিত ঘর দেখা যাইতেছে দেওয়ালের মধ্যস্থলের বন্ধ দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া একজন গেরুয়ারঙের আলখাল্লা-পরিহিত বৈরাগী মন্দিরা বাজাইয়া গাহিতেছে—

আসবে কি আর বৃন্দাবনে বৃন্দাবনোশ্যাম
গোঠে আর চরে না ধেনু
বাজে না রাখালের বেণু
তোমা বিনে পাগল আজি সারা ব্রজধাম,
আসবে কি আর বৃন্দাবনে বৃন্দাবনো শ্যাম।

গানটি গাওয়া শেষ হইতে চলিয়াছে এমন সময় মহেন্দ্রনাথের স্ত্রী সরলা হাতে একটি পাত্র লইয়া দরজা খুলিয়া দাঁড়াইলেন; তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে দশবারো বৎসরের একটি বালক আসিয়া দাঁড়াইল ও হাতের মুড়িপূর্ণ বাটি হইতে মুড়ি খাইতে লাগিল।

সরলা। কি গো সনাতন, এদিকে যে বহুদিন তোমাকে দেখিনি, গ্রামে ছিলে না নাকি···

বৈরাগী। না মা, দু তিন মাস হ'ল গ্রাম ছেড়ে গেছিলাম জেলার সহরের দিকে···গ্রামে তো আর পেটের ভাত হচ্ছে না মা কি করি, এই কাল মাত্র ফিরেছি···

সরলা। ওই সবারই মুখে এক কথা, গ্রামে পেটের ভাত হচ্ছে না, কিবা ভদ্রলোক, কিবা চাষাভুষো, সবাই ঝুঁকেছে সহরের দিকে, তার উপরে এক বড় বিপদ্ জুটেছে সনাতন, আমাদের নাকি এই গ্রাম ছেড়ে যেতে হবে···

বৈরাগী। কেন, কেন মা, গ্রাম ছাড়তে হবে কেন?···

সরলা। এই গ্রামের উপর দিয়ে নাকি সরকারী খাল যাবে···

বৈরাগী। কী সর্বনাশের কথা···আমরা গরীব মানুষ দাঁড়াব কোথায় মা···(গৃহস্বামী মহেন্দ্রনাথের প্রবেশ) এই যে বাবা নমস্কার···

মহেন্দ্র। কী, সনাতন যে, ভাল আছ তো? অনেকদিন যেন দেখিনি তোমাকে···

বৈরাগী। হ্যাঁ বাবা, মাস দুই ছিলাম না গ্রামে···

মহেন্দ্র। বেশ, গ্রামছাড়বার হুকুম হওয়ার আগেই তোমরা গ্রাম ছাড়তে আরম্ভ করেছ···

বৈরাগী। একি কথা শুনছি বাবা, গ্রাম ছাড়তে হবে কেন···

মহেন্দ্র। সে অনেক কথা সনাতন, আরেক সময় এসো বলবো··

বৈরাগী। আচ্ছা বাবা এখন তবে আসি (ভিক্ষা লইয়া প্রস্থান)

মহেন্দ্র (বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতে করিতে)—ভিতরে চল, কথা আছে···(মহেন্দ্রনাথ ও ছেলেটির বাড়ীর ভিতরে গমন ; স্ত্রী সরলা মহেন্দ্রনাথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বারান্দার উপর উঠিলে) ত্যাখো আমি এক্ষুনি বেরোব, আমাকে একটু গুড় আর একগ্লাস জল দাও, আজই সন্ধ্যার পর একটা মিটিং করতে হবে···

সরলা। ব্যাপার কি, এত তাড়াতাড়ি মিটিংএর বন্দোবস্ত ?···

মহেন্দ্র। ব্যাপার আর কি, আজ সরকারী হুকুম এসে গেছে, গ্রাম ছাড়তেই হবে···(ঘরের ভিতর গিয়া একখানি চেয়ারে বসিয়া ক্লান্ত ভাবে) দাও এক গ্লাস জল দাও···

(সরলার ঘরের মধ্যে অন্তর্ধান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

গ্রামের স্কুলগৃহের প্রাঙ্গণ। সময়—সন্ধ্যা।

পিছনে বেশ বড় একটি অট্টালিকা; সম্মুখে প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণ; অট্টালিকার ঠিক নীচেই, প্রাঙ্গণের পিছন অংশে, একখানি বড় টেবিল, টেবিলের পশ্চাৎ দিকে একখানি ও ডাইনে বাঁয়ে কয়েকখানি চেয়ার ও সম্মুখে কয়েকখানি বেঞ্চি; টেবিলের উপর একটি গ্যাসের আলো জ্বলিতেছে।

টেবিলের পিছন দিকের চেয়ারখানি এখনও শূন্য; অপর চেয়ার ও বেঞ্চি-গুলিতে অধ্যাপক মহেন্দ্রনাথ, মহেন্দ্রনাথের প্রায় সমবয়স্ক উকিল সুখময় ও ডাক্তার ধীরেন্দ্রনাথ, অশীতিপর বৃদ্ধ সম্পূর্ণ পলিতকেশ টোলপণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার, এবং কয়েকজন মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক বসিয়া কথাবার্তা বলিতেছেন; যুবক ও বালকের দলের কেহ কেহ বসিয়া কেহ কেহ দাঁড়াইয়া বেশ উত্তেজিতভাবে আলোচনায় নিযুক্ত; সকলেরই আলোচনার বিষয় প্রস্তাবিত সরকারী খাল ও গ্রামের ভবিষ্যৎ। অল্পক্ষণ এইভাবে কথাবার্তা ও আলোচনা চলিবার পর—

মহেন্দ্রনাথ (দাঁড়াইয়া)—সমবেত বন্ধুগণ, আপনারা সকলেই জানেন আজ আমরা এখানে কি জন্যে সমবেত হয়েছি। আমরা আজ একটা জীবনমরণ সমস্যার সম্মুখীন। আপনারা অনেকদিন থেকেই গুজব শুনে' আসছেন আমাদের এই কুসুমপুর গ্রামের উপর দিয়ে গবর্ণমেণ্টের খাল যাবে, সেচবিভাগের খাল—আমাদের এই গ্রাম সম্পূর্ণই খালের কাজে বাজেয়াপ্ত হবে, আমরা সকলেই গৃহচ্যুত হয়ে রাস্তায় দাঁড়াব। সমস্যা সঙ্গীন। জীবনমরণ সমস্যা। আজ এই সমস্যায় আমাদের কি কর্তব্য আপনারা সকলে মিলে' স্থির করবেন। সেই জন্যেই এ সভার আয়োজন। আমি প্রস্তাব করি আমাদের গ্রামের সর্বপ্রবীণ অধিবাসী শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার মহাশয় আজকের এই সভায় সভাপতিত্ব করুন।

সুখময় (দাঁড়াইয়া)—আমি এই প্রস্তাব সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি।

(উপস্থিত সকলের সমর্থনসূচক করতালি ও তর্কালঙ্কার কর্তৃক টেবিলের পিছন দিকের শূন্য চেয়ারে বসিয়া সভাপতিত্ব গ্রহণ)

তর্কালঙ্কার। অধ্যাপক মহেন্দ্রনাথ আজকের এই সভা আহ্বান করেছেন; আমাকে এ সভার সভাপতিত্বে বরণ করে' আপনারা আমাকে সম্মানিত করেছেন সন্দেহ নাই, কিন্তু আমি জানি এ সম্মানের একমাত্র কারণ আমার বয়স। অশীতিপর বৃদ্ধ আমি, আমার কার্যক্ষমতা কিছুই নাই; তবু আমাদের গ্রামের আজ যে বিপদ্ দেখা দিয়েছে তাতে আমার মত অথর্বের মনেও একটা বড় রকম চাঞ্চল্য জেগেছে, একটা প্রবল আবেগ উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে; তাই দুচারটে কথা আমি আপনাদের কাছে নিবেদন করবো। আমার বয়স বিরাশী বৎসর পূর্ণ হয়ে তিরাশী চলছে; আমার যখন যৌবন, তখন এ সভায় যাঁরা উপস্থিত আছেন তাঁদের কাউরি জন্ম হয় নি; এই অতি দীর্ঘ জীবনের সমস্ত পরিবর্তন, সমস্ত সুখদুঃখ আনন্দআহ্লাদ এই কুসুমপুর গ্রামের সঙ্গেই জড়িত; আমি এই বিরাশী তিরাশী বৎসরের মধ্যে কখনো একসঙ্গে সাতদিনের বেশী এ গ্রাম ছেড়ে অন্য কোথাও গিয়ে থাকিনি; আমার ব্যাকরণ ন্যায় ও স্মৃতি অধ্যয়ন শেষ হ'লে আমার পরমপূজ্য শিক্ষক পণ্ডিতচূড়ামণি বিরূপাক্ষ সিদ্ধান্তবাগীশ (জোড়হাত কপালে ঠেকাইয়া) মহাশয় আমাকে বারাণসীধামে যেতে বলেছিলেন উচ্চতর অধ্যয়নের জন্যে; আমি যাই নি; আমি তাঁর পদতলে বসেই আমার প্রথম জীবনের অধ্যয়ন সম্পূর্ণ করেছিলাম; তারপর আমার নিজের শিক্ষকজীবনও এই কুসুমপুরেই অতিবাহিত হয়েছে ও এখনো হচ্ছে; কত অভাব, কত দারিদ্র্যের মধ্যে দিয়েও কত আনন্দেই দিন কাটিয়েছি এই কুসুমপুরের কোলে; আর ক'টাদিনই বা বাঁচবো; দিন আমার শেষ হয়ে এসেছে; কিন্তু এই ক'টা দিনের জন্যে এ গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র গিয়ে আবার নূতন করে' বাসা বাঁধবো মনে করতেও আমার বুকের মধ্যে যেন হুহু করে' উঠছে; ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি, ভগবান্, এ গ্রাম ছেড়ে যাওয়ার আগেই যেন আমার জীবন শেষ হয়; এ গ্রামকে বাঁচাবার জন্যে আপনারা, সমবেত পল্লীবাসীরা, আপ্রাণ চেষ্টা করবেন সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। আমি সভার আহ্বানকর্তা অধাপক মহেন্দ্র-নাথকে তাঁর বক্তব্য বলতে অনুরোধ করছি।

মহেন্দ্র (স্বস্থানে দাঁড়াইয়া)—সভাপতি মহাশয় ও উপস্থিত বন্ধুবর্গ, আজ অনেকদিন থেকেই আপনারা শুনে' আসছেন সরকারী খালের জন্যে আমাদের কুসুমপুর গ্রামের অস্তিত্ব লোপ পাবে, অন্ততঃপক্ষে আমাদের সকলকে এই গ্রাম ছেড়ে যেতে হবে। এই গ্রাম ছেড়ে যাওয়ার অর্থ যে কী,

তা আমরা যেরকম হাড়ে হাড়ে বুঝবো তা আর কেউই বুঝবে না।
সভাপতি তর্কালঙ্কার মশায় বলেছেন, আর ক'টা দিনই বা বাঁচবো, এই ক'টা দিনের জন্যে আবার কোথায় গিয়ে নতুন করে' বাসা বাঁধবো ; তিনি আমাদের সকলেরই মনের কথা প্রকাশ করেছেন ; ক'টা দিনই হোক আর ক'টা বৎসরই হোক, আমরা আবার নতুন করে' কোথায় গিয়ে বাসা বাঁধবো ; পাখীরাও বৎসরের পর বৎসর যে গাছটিতে নিজেদের বাসা বাঁধে, নীড় তৈরী করে, ডিম পাড়ে, শাবকদের মানুষ করে, দিনান্তে সন্ধ্যার সময় এসে আশ্রয় গ্রহণ করে, সে গাছটিকে সহজে ছেড়ে যেতে চায় না···

জনৈক শ্রোতা। আমরাও আমাদের আশ্রয় ছেড়ে যাবো না, মরতে হয় সে-ও ভাল···

মহেন্দ্র। সে আশা আমি রাখি। আমাদের এই গ্রাম ছেড়ে যাওয়া মাত্র একটা আর্থিক সুখসুবিধার ব্যাপার নয় ; শুধু আমাদের দেনাপাওনা, খাওয়াপরা, দৈনন্দিন লাভক্ষতির ব্যাপার নয় ; আমাদের মানসিক ও আত্মিক জীবনের মঙ্গলামঙ্গল এই গ্রাম-ছাড়ার প্রশ্নের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ; কথাটা একটু বিস্তৃতভাবে পরিষ্কার করে' বলা দরকার ; আপনারা সাম্প্রতিক কালে লক্ষ্য করে' আসছেন আমাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে সামাজিক, রাজনৈতিক, আর্থিক, নানাদিক্ থেকে কোনঠাসা হ'তে হচ্ছে ; চারিদিক্ থেকে ধুয়ো উঠেছে আমরা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা নাকি সমাজের গলগ্রহ, সমাজের পুরুষ মৌমাছি, আমরা নাকি কিছু উৎপাদন করি না, শুধু খাই আর ঘুমোই আর বংশ বৃদ্ধি করি, দেশের কৃষি শিল্প অর্থ সম্পদ্ সব চাষী মজুরদেরই সৃষ্টি ; কাজেই তাদের মঙ্গলামঙ্গল সুখস্বাচ্ছন্দ্যই সরকার বাহাদুরের প্রধান চিন্তার বিষয়, আমরা মধ্যবিত্ত শ্রেণী থাকি বা না থাকি তাতে তাঁদের কিছু আসে যায় না···

সভাপতি। মহেন্দ্রবাবু, সরকারের বিরুদ্ধে বেশী অভিযোগ করে' আমাদের লাভ হবে না ; আমাদের গ্রামখানা যদি প্রস্তাবিত খালের গ্রাসে যায় তা হ'লে আমাদের কপালে কী দুর্দশা আছে সেই বিষয়টাই আজকের সভায় ভাল করে' আলোচনা করা হোক···

মহেন্দ্র। নিশ্চয়ই, তবে কথাটা হচ্ছে এই যে আমাদের গ্রামের ধ্বংস ও তার ফলে এখানকার বাসিন্দাদের, যারা অধিকাংশই গৃহস্থ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক, তাদের উচ্ছেদ, এ ব্যাপারটাকে শুধু আমাদের গ্রামের একটা স্থানীয়

ব্যাপার বলে' ধরা উচিত হবে না। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিরুদ্ধে দেশব্যাপী যে একটা জেহাদ, হ্যাঁ জেহাদই বলবো এটাকে, যে জেহাদ আরম্ভ হয়েছে, কুসুমপুরের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উচ্ছেদকে তারই একটা অংশ বা প্রতীক হিসেবে আমি দেখছি, দেখতে বাধ্য হয়েছি ; আমি দিব্য চক্ষে দেখতে পাচ্ছি অদূর ভবিষ্যতে আমরা, আমাদের ছেলেপুলেরা, চাষীমজুরের দলেই মিশে' যাবো···

জনৈক শ্রোতা। তাতে এমন ক্ষতিই বা কী ?···

মহেন্দ্র। ক্ষতি আছে কি নাই তাই আজ আমি এ সভায় আপনাদের সামনে আলোচনা করতে চাই। আমি বেশী অবান্তর কথা বলে' আপনাদের সময় বা ধৈর্য নষ্ট করবো না। আমার বক্তব্যের মূল কথাটা হচ্ছে এই, সমাজ, তথা মানুষজাত, বাঁচে কি শুধু ডাল ভাত খেয়েই, না তার বাঁচতে হ'লে, অর্থাৎ প্রকৃত মানুষের মত বাঁচতে হ'লে, ডালভাত ছাড়া আরও কিছু উপকরণ আবশ্যক ? মানুষের শরীর ছাড়া যে আত্মা বলে' একটা জিনিষ আছে তা যে আজকালকার লোকে একবারে ভুলেই যেতে বসেছে দেখছি ; চাষীমজুররা আমাদের ডালভাত কাপড় জামা চেয়ার টেবিল এসব তৈরী করে' দেয় মানলাম, কিন্তু সেই সঙ্গে যে দরকার কাব্য দর্শন সাহিত্য সঙ্গীত চিত্র অভিনয় এবং ঐ জাতীয় আরো কত কী যা শুধু রক্ত মাংসের দেহটারই কাজে লাগে না, আত্মার খোরাক যোগায়, সেই আত্মিক উপচারগুলো উৎপাদন করবে কে, এই হতভাগা মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছাড়া ?···

জনৈক শ্রোতা। দেহ থাকলে তবে তো আত্মা—পেট ভরে' খেতে পাই তবে তো কাব্য পড়বো না কি ?···

মহেন্দ্র। খুব সত্য কথা, আমি তো দেহকে উপোস পারিয়ে কাব্য পড়তে বলছি না ; আমি বলছি, এবং আপনাদের সকলকেই স্বীকার করতে হবে যে, যেমন দেহের পুষ্টি দরকার তেমনি আত্মারও পুষ্টি দরকার ; চালডাল তরি-তরকারী কাপড়-জামা চেয়ার-টেবিল না হ'লে যেমন দেহের চলে না, কবিতা নাটক নভেল দর্শন বিজ্ঞান গান চিত্র এসব না হ'লেও তেমনি আত্মার চলে না ; আর এই যে সব আত্মার খোরাক, এগুলো কি তৈরি হবে ধান-কলায়ের জমিতে, না কয়লা লোহার খনিতে, না রেলগাড়ীর কারখানায় ? আপনারা ভেবে দেখবেন ভাল করে' মানবজাতির ইতিহাসে, সভ্যতার ক্রমবিকাশে, আত্মার এই খোরাক জুগিয়ে এসেছে তারাই যাদেরকে আজ সমাজের পরগাছা, ঢোঁড়া সাপ, পুং-মৌমাছি বলে' গালাগালি করা হচ্ছে ;

'বিদেশে সেক্সপীয়ার মিল্টন মিল মার্টিনো নিউটন ডারুইন, আমাদের দেশে কালিদাস ভবভূতি ঈশ্বরচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্র শরৎচন্দ্র এমন কি রবীন্দ্রনাথও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকই ছিলেন ; মধ্যবিত্ত শ্রেণী কখনো লাঙ্গল ধরে নি, কাস্তে ধরেনি, হাতুড়ি ধরেনি, তারা ধরেছে কলম, বাঁশী, তুলি—এটা কি তাদের অপরাধ হয়েছে ? অপরাধ যদি হয়ে থাকে, তবে জন্মজন্মান্তরে আমি যেন সেই অপরাধী হয়েই জন্ম নিই ; মধ্যবিত্ত শ্রেণী যেদিন কলম ছেড়ে লাঙ্গল হাতুড়ি ধরবে সেদিন পৃথিবীর বড়ই দুর্দিন হবে তাতে আমার সন্দেহ নাই ; আমি আগে বলেছি, আবার বলছি, আমি দিব্যচোখে দেখতে পাচ্ছি জগৎজোড়া ষড়যন্ত্রের ফলে, সরকারী বেসরকারী নানারকম ষড়যন্ত্রের ফলে, সেইদিনটিই এগিয়ে আসছে যেদিন আমাদের বংশধরেরা কলম ছেড়ে কাস্তে লাঙল হাতুড়ি বাটালি ধরতে বাধ্য হবে ; আমাদের এই কুসুমপুর গ্রাম থেকে উচ্ছেদ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সেই আসন্ন ধ্বংসেরই অগ্রদূত বা আগমনসঙ্কেত ; আমি সভায় সমবেত সকলের কাছে করজোড়ে নিবেদন করছি, আপনারা কালবিলম্ব না করে' কুসুমপুর গ্রামকে বাঁচাবার চেষ্টা করুন, মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে আসন্ন ধ্বংসের গ্রাস থেকে রক্ষা করার উপায় স্থির করুন···

(উপবেশন ; উচ্চ করতালি)

সভাপতি। অধ্যাপক মহেন্দ্রনাথ আমাদের গ্রামবাসীদের আসন্ন বিপদের যে কথা তুলেছেন তা সম্পূর্ণ সত্য ; আমি ডাক্তার ধীরেন্দ্রনাথকে এ সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য বলতে আহ্বান করছি।

ধীরেন্দ্রনাথ (নিজস্থানে দাঁড়াইয়া)—আমি অধ্যাপক মহেন্দ্রনাথের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত যে বেশ কিছুদিন থেকে আমাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে নানাভাবে কোণঠাসা করার চেষ্টা চলছে। ইচ্ছাপূর্বক চেষ্টা করার কথা যদি ছেড়েও দিই, তা হ'লেও দেখা যাচ্ছে কিছুদিন থেকে আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে, সামাজিক ব্যবস্থা ও সরকারী নিয়মকানুন এমনভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনধারণ ক্রমশই একটা কঠিন সমস্যা হয়ে উঠছে। কুসুমপুর গ্রামে আমার পূজনীয় পিতৃদেব চাল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বৎসর পূর্বে ডাক্তারি ব্যবসায় আরম্ভ করেন ; আমারও প্র্যাক্‌টিস্‌ প্রায় পনর বৎসর হ'তে চললো ; ভগবানের আশীর্বাদে ও আপনাদের সকলের শুভেচ্ছায় শুধু কুসুমপুরে নয়, চতুর্দিকের বহু দূরগ্রাম পর্যন্ত আমাদের পরিবারের

চিকিৎসক হিসাবে সুনাম চলে' আসছে ; আজ যদি এই গ্রাম ছেড়ে যেতে হয়, কোথায় গিয়ে নতুন করে' আবার জীবিকার পথ তৈরী করবো ? সেটা কি বড় সোজা কথা ? নতুন কোন গ্রামে বা সহরে গিয়ে ডাক্তার বলে' পরিচিত হ'তেই তো পাঁচ সাত দশ বছর কেটে যাবে ; আমাদের তো দশবিশ হাজার জমানো নাই যে বসে' বসে' খাবো ; এ যে আমাদেরকে একবারে ধ্বংস করে' ফেলার পথ···

জনৈক শ্রোতা। দেশের চারদিকে ছোট বড় কত হাসপাতাল হচ্ছে, সাধারণ লোক তো অনেকে সেখানেই যায়, কাজেই ডাক্তারদের রোজগার তো কমবেই···

ধীরেন্দ্রনাথ। মোটেই না ; হাসপাতালে গিয়ে যে কি আরাম, বিশেষতঃ আমাদের দেশে, তা যারা একবার হাসপাতালে গিয়েছে তারাই জানে ; মরলে তো মুখে একটু জল পড়ে না ; হাসপাতালের ভয় আমি করিনে ; তা ছাড়া আর একটা কথা ; চিকিৎসা ব্যাবসাটা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটা একচেটে ব্যাবসা বলা যেতে পারে ; ধনিক বা শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে থেকে চিকিৎসকের উদ্ভব হয়েছে বলে' তো কখনো শুনিনি ; এ ব্যাবসা তাদের মেজাজের সঙ্গে, তাদের টেম্পারামেণ্টের সঙ্গে, একবারেই খাপ খায় না ; কাজেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ধ্বংস বা অবনতি মানেই হচ্ছে চিকিৎসা ব্যাবসার ধ্বংস বা অবনতি ; অথচ এই ব্যাবসার কাজ হচ্ছে জীবন মরণ নিয়ে ; মহেন্দ্রবাবু বলেছেন কাব্য নাটক শিল্পকলা ছাড়া জীবনধারণ অসম্ভব ; সত্য কথা ; কিন্তু ডাক্তার কবরেজ ছাড়া জীবনধারণ আরো অসম্ভব, একেবারেই অসম্ভব ; অতএব মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে বাঁচাতেই হবে, এবং এই কুসুমপুর গ্রামকেও বাঁচাতে হবে ; সে জন্যে আপনারা যে উপায় অবলম্বন করবেন আমি তা সফল করবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করবো প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

(উপবেশন ; করতালি)

সভাপতি। এবার আমাদের মহকুমা কোর্টের অন্যতম প্রধান উকিল সুখময় বাবু কিছু বলবেন।

সুখময় (দাঁড়াইয়া)—মাননীয় সভাপতি মহাশয় ও উপস্থিত বন্ধুগণ, অধ্যাপক মহেন্দ্রনাথ ও ডাক্তার বসু আমাদের বর্তমান সমস্যা সম্বন্ধে যা বলেছেন তারপর আমার আর খুব বেশী কথা বলবার নাই। আমাদের

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেদের, শিক্ষক, ডাক্তার কবরেজ, উকিল মোক্তার ও ছোটখাটো ব্যাবসাদারদের, যে কী দুর্দিন পড়েছে তা আপনারা সকলেই জানেন। মোটা ভাত মোটা কাপড় যোগাড় করাই আমাদের কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে, বিলাসের কথা তো মুখে আনতেই সাহস হয় না; আমাদের ছেলে-মেয়েদেরকে আমরা চিঁড়ে মুড়ি গুড়ই প্রাণ ভরে' খেতে দিতে পারি না, মিঠাই রসগোল্লার তো কথাই নাই; অথচ মধ্যে মাঝে একটা মিঠাই কি রসগোল্লা খাওয়ার ইচ্ছে কি ছোট ছেলেপুলেদের হয় না, আমাদের বড় মানুষেরই কি হয় না? (শ্রোতাদের মধ্যে হাসি) হাসি নয়, আমি সত্যি কথাই বলছি; দৈনন্দিন ডাল ভাত শাক চচ্চড়ির উপর একটু আধটু মিষ্টি দ্রব্য শুধু জিহ্বার তৃপ্তির জন্যেই নয়, স্বাস্থ্যের জন্যেও দরকার; অথচ শাক চচ্চড়ির বাইরে কোন রকম খাদ্য আমাদের স্বপ্নের বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে; এইজন্যেই আপনারা লক্ষ্য করে' থাকবেন আজকাল আমাদের পরিবারের বালকবালিকারা কোথাও নিমন্ত্রণ পেলে সেখানে যাওয়ার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে; আগে এতটা ছিল না, তার কারণ আজকাল বেচারারা বাড়ীতে প্রাত্যহিক খাবারের মধ্যে ভালো জিনিষ পায় না বললেই হয়; সামান্য একটু গরুর দুধ তাও অনেকেরই কপালে জোটে না; তারপর আমাদের গৃহলক্ষ্মীদের অবস্থা দেখুন, মিলের মোটা কি বড়জোর মিডিয়াম্ শাড়ী ছাড়া একখানা ভাল কাপড় তাদের পরনে ওঠার উপায় নাই; অথচ একখানা ঢাকাই কি একখানা এই ধরুন বাঙ্গালোর শাড়ী পরার ইচ্ছে কার না হয়? যেমন খাওয়া তেমনি পরা, আমরা যে কোন রকমে বেঁচে আছি এই ঢের; অদূর ভবিষ্যতে কি আমাদের অবস্থার উন্নতি হওয়ার কোন আশা আছে? কিচ্ছু না, একেবারেই না; বরং অবস্থা আরো খারাপ হবে বলেই মনে হয়; জিনিষপত্রের দাম তো বেড়েই চলেছে; আমাদের বয়েস তো খুব বেশী নয়, অথচ আমরাই এই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকে কী আকালই না দেখছি, যেন সারাটা দেশে আগুন লেগেছে; চাল তিন চার টাকা মন থেকে পঁচিশ ত্রিশ টাকায় এসে দাঁড়িয়েছে, পরনের একখানা সাধারণ মোটা কাপড় পাঁচ সিকে দেড়টাকা থেকে আট টাকা দশটাকায় পৌছেছে, সরষের তেল ছ' আনা সের থেকে আড়াই টাকা তিন-টাকা, চিঁড়ে দুআনা সের থেকে পাঁচসিকে, ঘী পাঁচসিকে সের থেকে ন' টাকা দশ টাকা, তাও পাওয়া যায় না; জিনিষ পত্রের দাম কমানোর দাবী করলে সরকার পক্ষ থেকে বলা হয়, কৃষিজাত দ্রব্যের দাম বেশী কমতে দিলে

কৃষকদের, চাষীদের, কষ্ট হবে! ভালো রে ভালো, ধনী যারা তারা চিরকাল ঘী দুধেই সাঁতার দিবে, চাষীমজুরদের সুখ সুবিধের জন্যে সরকারের চিন্তার সীমা নাই, আমরা, এই হতভাগা মধ্যবিত্ত গৃহস্থরাই, কি বানের জলে ভেসে এসেছি?—আমাদের স্বার্থ দেখবার জন্যে কি কেউ নাই? আমাদের আয় বাড়ছে না একটা টাকা, অথচ খরচ বেড়েছে সাতগুণ আটগুণ—আমরা কি তবে দলে দলে জলে ডুবে' মরবো, না আগুনে ঝাঁপ দিবো, না গলায় দড়ি দিবো? আপনারা বিবেচনা করে' দেখুন আমাদের সমস্যা কী সঙ্গীন—আমাদের অস্তিত্ব প্রায় লোপ পেতে চলেছে, অথচ এই মধ্যবিত্তশ্রেণীই এ পর্যন্ত কবি, নাট্যকার, চিত্রকর, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, ডাক্তার, উকিল, এক কথায় মানুষ সমাজের মস্তিষ্ক যাকে বলে তা' জুগিয়ে এসেছে; এই ধরুন আমাদের উকিলদের কথা—শ্রমিকদের মধ্যে থেকে কখন উকিলের উৎপত্তি হবে? কক্ষনো না; শ্রমিকদের ছেলেপুলেদের শিক্ষার ব্যবস্থা, বিনা খরচায় শিক্ষার ব্যবস্থা, সরকার বাহাদুর করে' দিতে পারেন, কিন্তু শ্রমিক পরিবারের আব-হাওয়ার মধ্যে থেকে উকিলের কূটবুদ্ধি, আইনের খুঁটিনাটিতে গভীর অভি-নিবেশ, সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যাকে সত্য (শ্রোতাদের মধ্যে হাসি)—আপনারা হাসবেন না, আমরা তাই করে' থাকি, হ্যাঁ, সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যাকে সত্য বলে' প্রমাণ আমরা করি; শ্রমিক পরিবারের আবহাওয়ার মধ্যে সে ক্ষমতা কখনোই জন্মাবে না; আবহাওয়ার প্রভাব, বংশগত কৃষ্টির প্রভাব, এসব কি সরকারের বিধানের জোরে উড়ে' যাবে নাকি? না না না, মধ্যবিত্তশ্রেণীর লোক ছাড়া মাথার কাজ হবে না, হ'তে পারে না; মধ্যবিত্তকে বাঁচাতেই হবে; কুসুমপুর গ্রামখানিকে জলের তলে দেওয়ার মানে হচ্ছে এখানকার মধ্যবিত্তশ্রেণীর লোকদেরকে রসাতলে পাঠানো; আমি সাইকেলে করে' মহকুমা কোর্টে গিয়ে প্র্যাক্‌টিস্ করি, তাতেই আমার পেটের ভাত; মহেন্দ্রবাবুও সাইকেলে করে' গিয়ে মহকুমা কলেজে অধ্যাপনা করে' জীবিকা অর্জন করছেন; গ্রামের পৈতৃক বাড়ীখানি যদি যায়, তবে কি সহরে গিয়ে বাড়ী ভাড়া করে' থাকা আমাদের ক্ষমতায় কুলোবে? কুসুমপুর গ্রামের ধ্বংসে আমাদের ধ্বংস নিশ্চিত; এই কথাটি মনে রেখে আমাদের কার্যপদ্ধতি স্থির করতে হবে; সরকারের সঙ্গে লড়তে আইনসংক্রান্ত যে সব কাজের প্রয়োজন হবে তা আমিই করবো এবং বিনা পারিশ্রমিকে করবো প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

(**উপবেশন; করতালি**)

সভাপতি। আমরা, কুসুমপুরবাসীরা, আজ যে বিপদের সম্মুখীন, মহেন্দ্রবাবু, ধীরেনবাবু ও সুখময়বাবু তা খুব পরিষ্কার করেই আমাদেরকে বুঝিয়ে বলেছেন, কুসুমপুরের অস্তিত্বের সঙ্গে এখানকার মধ্যবিত্তদের অস্তিত্ব যখন সত্য সত্যই এতটা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, এবং বর্তমানে শুধু কুসুমপুরে নয়, সমস্ত দেশে যখন মধ্যবিত্তশ্রেণী বিপন্ন হয়ে পড়েছে, তখন এই উপলক্ষে আমি আইনজ্ঞ সুখময়বাবুকে আরো দুটো বিষয় কিছু সমালোচনা করতে বলি। বিষয় দুটি হচ্ছে হিন্দুদের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদ প্রথার প্রচলন ও হিন্দুদের উত্তরাধিকার আইনের পরিবর্তন। হয়তো আমি প্রাচীনপন্থী বলেই এ বিষয়দুটি আমার মনে জেগেছে, কিন্তু এদুটি বিষয় যে মধ্যবিত্তশ্রেণীর ভবিষ্যৎ অস্তিত্বের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্কিত তা আশা করি সকলেই স্বীকার করবেন ; অতএব আমি অনুরোধ করি সুখময়বাবু আমাদের মধ্যবিত্তশ্রেণীর উপর এই দুটি আইনের কি ফলাফল হবে তা একটু বুঝিয়ে বলুন।

সুখময় (দাঁড়াইয়া)—সভাপতিমহাশয় দুটি খুব জরুরি বিষয়েরই উল্লেখ করেছেন ; আমার নিজেরই এবিষয়ে আলোচনা করা উচিত ছিল, কিন্তু আমাদের দৈনন্দিন অভাব-অভিযোগের কথা বলতে গিয়ে বিষয়-দুটির কথা একবারে ভুলেই গিয়েছিলাম। বিষয় দুটি অত্যন্ত জটিল এবং তৎসংক্রান্ত যে সমস্ত আইন প্রণয়ন হ'ল তাও তেমনি বিস্তৃত ও দুর্বোধ্য, বিশেষতঃ উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আইন ; আমি এই নতুন আইনগুলির বিভিন্ন ধারা সম্বন্ধে কোন আলোচনাই করবো না, করা সম্ভব নয় ; আমি শুধু মধ্যবিত্ত হিন্দু জীবনের উপর এই আইনগুলির কি ফলাফল হবে তাই খুব সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করবো। প্রথমতঃ এই ডাইভোর্স বা বিবাহবিচ্ছেদ আইন—একথা বলা বোধ হয় বাহুল্য হবে যে স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে প্রেম যেমন, ঝগড়াঝাঁটি গালাগালি লাঠালাঠিও তেমনি সনাতন জিনিষ, খ্রীস্টান, মুসলমান, বৌদ্ধ, হিন্দু, সমস্ত জাতির মধ্যেই ; আমাদের হিন্দুদের মধ্যে বিবাহ জিনিষটা চুক্তিমাত্র নয়, ধর্মের ব্যাপার ছিল বলে' স্বামী স্ত্রীতে ছাড়াছাড়িটা হ'তে পারতো না বটে, কিন্তু দুজনের মধ্যে বাক্যালাপ বন্ধ, স্বামীদ্বারা স্ত্রীকে লগুড়াঘাত, স্ত্রীদ্বারা স্বামীকে সম্মার্জনী প্রহার (শ্রোতাদের মধ্যে উচ্চহাসি), এমন কি দুজনের মধ্যে একজনার উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ, এসব ব্যাপারও যে মধ্যে মধ্যেই ঘটতো তা অস্বীকার করার উপায় নাই ; উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ যেখানে হয়, সেখানে বিবাহবিচ্ছেদের অধিকার দেওয়া

যে একান্তই যুক্তিসঙ্গত তাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু এই বিচ্ছেদের অধিকার দিয়ে শেষ পর্যন্ত লাভটা দাঁড়াচ্ছে কী? বৎসর ঘুরতে না ঘুরতে স্বামী আর একজন রমণীর পাণিগ্রহণ করবেন, স্ত্রীও খুব সম্ভব আর একজন পুরুষের অধিকারে যাবেন, তারপর আবার সেই পুরাতন নাটকের পুনরাবৃত্তি হবে, আবার সেই কলহ কোন্দল, বাক্যালাপবন্ধ, ঝাঁটাঝাঁটি, লাঠালাঠি; সাহেব মেমদের মধ্যে এমনও দেখা গিয়েছে স্বামী স্ত্রী বিবাহবিচ্ছেদ করলো, স্বামী তারপর হয় তো একটির পর একটি সতরটি স্ত্রীকে ও স্ত্রী পর পর বিশটি স্বামীকে গ্রহণ করলো এবং শেষকালে বুড়ো বয়সে আবার সেই এক নম্বর স্বামী ও এক নম্বর স্ত্রীর আংটি বদল হলো! এ কেলেঙ্কারির অর্থ কী? তার চেয়ে বাবা পরস্পরের অত্যাচার না হয় একটু সহ্যই করলি, না হয় পাঁচসাত-দিন কথা বন্ধই থাকলো; নতুন স্বামীই যে একটা দেব আর নতুন গিন্নী একটা দেবী হবেন তা তো নয়; তাঁরাও রক্তমাংসের মানুষই হবেন; এমনও হ'তে পারে যে নতুন কর্তা মদ একটু বেশীই খান, লাঠিও একটু বেশী ধরেন এবং নতুন গিন্নী আধসেরের জায়গায় তিন পোয়া চালের ভাত খান, ঝগড়া আরো বেশীই করেন এবং ঘুমের সময় প্রচণ্ডতর ভাবে নাক ডাকান (শ্রোতাদের মধ্যে হাসি); আপনারা হাসবেন না, আমি জানি আমাদের ভারতবর্ষের বাইরে একটা দেশে স্ত্রীর অতিরিক্ত নাক ডাকছে৷ বলে' স্বামী তাকে ডাইভোর্স করেছিল কি একবারে হত্যাই করেছিল; আমার দৃঢ়বিশ্বাস এই বিবাহবিচ্ছেদ আইন পাশ হওয়াতে দাম্পত্যজীবনের সুখশান্তি বাড়া তো দূরের কথা বরং কমবেই; এখন কথাটা হচ্ছে মধ্যবিত্তশ্রেণীর অর্থবল কম, স্বামিস্ত্রীর মধ্যে সদ্ভাব এই শ্রেণীর পারিবারিক জীবনে সুখশান্তির একটা প্রধান উৎস; কাজেই এই আইনের দ্বারাও আমাদের মধ্যবিত্তশ্রেণীকে আঘাত করা হয়েছে তা নিঃসন্দেহ···

জনৈক শ্রোতা। কেন, ধনীলোকেদের মধ্যে কি স্বামিস্ত্রীর সদ্ভাবের মূল্য নাই নাকি?···

সুখময়। নাই তা তো আমি বলছিনে, কিন্তু ধনীদের অর্থবল থাকায় তাঁরা অপেক্ষাকৃত সহজেই স্ত্রীত্যাগ বা স্বামিত্যাগের অসুবিধার সম্মুখীন হ'তে পারেন, আমরা তা পারি নে; শ্রমিক ও চাষীদেরকে এ আইন বিশেষ স্পর্শ করবে না, কারণ তাদের মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিবাহবিচ্ছেদ ও পুনর্বিবাহ-প্রথা আগে থেকেই প্রচলিত আছে; যাক্ তারপর হিন্দু উত্তরাধিকারের নূতন আইন সম্বন্ধে কিছু বলেই আমার বক্তব্য শেষ করবো; এই আইনের জন্যে

আমাদের মধ্যবিত্তশ্রেণীর বিশেষ ভয় করার কারণ আছে বলে' মনে হয় না; আমাদের মরণকালে নগদ টাকা বা অন্য সম্পত্তি এমন কি-ই বা থাকে যা নিয়ে ছেলেমেয়েদের মধ্যে ঝগড়া মোকদ্দমা মারামারি লাঠালাঠি হবে? যাদের সে রকম প্রচুর পরিমাণ অর্থসম্পত্তি থাকে তাদেরকে আমি মধ্যবিত্তশ্রেণীর মধ্যে ধরবো না; মধ্যবিত্তশ্রেণীর এ আইন থেকে ভয়ের কারণ আছে বা থাকতে পারে একমাত্র বসতবাটী নিয়ে; বসতবাড়ীখানি ভাই বোন্‌দের মধ্যে সমান সমান ভাগ হয়ে গেলে নানারকম কলহ অশান্তি মামলা মোকদ্দমার উদ্ভব হওয়া নিশ্চিত, বিশেষতঃ যদি মেয়ের পিতৃগৃহের মধ্যে তার স্বামী ও শ্বশুর-বাড়ীর অন্যান্য আত্মীয়েরা এসে কোনরকমে নাক ঢুকা'তে পারেন; আমি এ আইনটা এখনো খুঁটিনাটি করে' পড়িনি, আমার মোটামুটি ধারণা হয়েছে যে এ আইনের দরুণ বিবাহিত ভগ্নীরা ভাইদেরকে বেশী বিপদে ফেলতে পারবে না; তবে একটা কথা, স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে' বা অন্যকারণে বিচ্ছেদ করে' এসে বিবাহিত মেয়েও বাপের বাড়ীতে থাকার দাবী করতে পারবে ও সেখান থেকে স্বামীর সঙ্গে মামলা মোকদ্দমা করে' পিতৃগৃহে বেশ অশান্তির সৃষ্টি করতে পারবে. এই আইন যখন লোকসভায় আলোচিত হয় তখন কোন কোন মহিলা বলেছিলেন, আমাদের (অর্থাৎ স্ত্রীদের) অবস্থা এতই অসহায় যে কোন কারণে স্বামীর নামে মোকদ্দমা করতে হ'লে কোথায় দাঁড়িয়ে যে মোকদ্দমা করবো তার একটু জায়গা নাই! এই অশান্তির মূল আইনটিতে আছে; তা ছাড়া বসতবাড়ীটি যদি পরলোকগত গৃহস্বামীর পরিবার দ্বারা সম্পূর্ণরূপে ব্যবহৃত না হয়, অর্থাৎ ধরুন যদি একটা দোতলা বাড়ীর একতলাটা স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের বাসের জন্যে আবশ্যক না হয়, তবে ঐ অব্যবহৃত অংশ ভাড়া দিয়ে গৃহস্বামীর অসহায় বিধবা পত্নী যে নিজের ও নাবালক সন্তানদের অন্নসংস্থানের কিছুটা উপায় করবেন তাতে গোলমাল হ'তে পারে; কাজেই সংক্ষেপে বলা যেতে পারে এ আইনও আমাদের মধ্যবিত্তদের অনুকূল নয়; অবিবাহিত মেয়েদের উপকারের জন্যে এ আইনে যে ব্যবস্থা আছে তার দ্বারাও তাদের মঙ্গলের চেয়ে অমঙ্গলই বেশী হবে বলে' আমার বিশ্বাস; বিবাহবিচ্ছেদ আইন ও হিন্দু উত্তরাধিকার আইন দুটিই মোটামুটিভাবে আমাদের মধ্যবিত্তশ্রেণীর স্বার্থের প্রতিকূল।

(উপবেশন; করতালি)

সভাপতি। উপস্থিত জনগণের মধ্যে কেউ কিছু বলতে চান?…কেউ আর কিছু বলবেন?…কেউ না, আচ্ছা তবে আমি নিজে গুটি কয়েক কথা বলে' মহেন্দ্রবাবুদের বর্তমান কর্তব্য স্থির করতে আহ্বান করবো। মহেন্দ্র-বাবু, ধীরেনবাবু ও সুখময়বাবু যে সব বিষয় আলোচনা করেছেন তার মধ্যে মাত্র একটি বিষয় সম্বন্ধে আমি সামান্য কিছু বলবো; হয়তো কিছু পুনরুক্তি-দোষ হবে, তবু বলবো; অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে আমার কিছু বলবার ইচ্ছাও নাই, ক্ষমতাও নাই। আমার বক্তব্যটা হচ্ছে—কুসুমপুর গ্রামের অধিবাসীদের অধিকাংশই মধ্যবিত্তশ্রেণীর লোক, অল্প কয়েক ঘর শ্রমিকশ্রেণীর লোক যারা আছে, এ গ্রাম ছেড়ে গেলেও তাদের পক্ষে জীবিকা অর্জন করা কঠিন হবে না, কিন্তু মধ্যবিত্তশ্রেণীর অস্তিত্ব এই গ্রামের অস্তিত্বের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত, দেহের সঙ্গে প্রাণ যে ভাবে জড়িত প্রায় সেই ভাবে জড়িত; তথাপি আমাদের এই বহুদিনের পুরাতন গ্রামখানিকে যেন শুধু আর্থিক সম্পদের, শারীরিক সুখ-সুবিধার জনয়িত্রী বা সাহায্যকারিণী বলেই গণ্য করা না হয়; আমার কাছে এ গ্রাম মানসিক ও আধ্যাত্মিক সাধনার ধাত্রীস্বরূপা; শত অভাব অভিযোগের মধ্যে থেকেও এই শান্ত গ্রামখানির বুকে আমার খড়ে-ছাওয়া মৃন্ময়কুটীরে বসে' বৎসরের পর বৎসর যুগের পর যুগ অধ্যয়ন অধ্যাপন ধ্যানধারণায় যে শান্তি ও সুখ পেয়েছি তা ভাষায় বর্ণনা করতে গেলে অহমিকা বলেই আপনাদের মনে হবে, কিন্তু সত্যই বলছি এই সাধনায় লিপ্ত থেকে আমি দারিদ্র্যের যন্ত্রণা কখনোই অনুভব করিনি; আপনারা নিশ্চয় প্রাতঃ-স্মরণীয় তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়ের কাহিনী শুনে' থাকবেন, যিনি তেঁতুলপাতার ঝোল ও ভাত খেয়েও বলেছিলেন তাঁর কোনই অভাব নাই; আত্মমহিমার ঢক্কানিনাদ না করে' আমি একটা অতি গোপন কথা আজ এখানে প্রকাশ করছি; আমারও এমন অনেকদিন গিয়েছে যখন আমি বাড়ীর পাশের মাত্র কচুপাতার টক দিয়েই অন্নগ্রহণ করেছি, দ্বিতীয় ব্যঞ্জন জোটে নি; আপনাদেরকে আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই আপনারা কুসুমপুর গ্রামকে রক্ষা করার জন্য ও তৎসঙ্গে মধ্যবিত্তশ্রেণীর অস্তিত্বের জন্য যে সংগ্রামে অবতীর্ণ হচ্ছেন সেই সংগ্রামকে সাফল্যমণ্ডিত করতে হ'লে মধ্যবিত্তশ্রেণীর মানসিক ও আধ্যাত্মিক সাধনাকেই প্রধান লক্ষ্য রাখবেন, অর্থসম্পদ্ ও দৈহিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের স্থান সে সাধনার নীচেই থাকবে; আমরা যতই চেষ্টা করি না কেন, অর্থোপার্জনে ও ভোগবিলাসের সাধনায় আমরা ধনিকশ্রেণীর নিকট দিয়েও যেতে পারবো

না; যে রকম দিনকালের গতি দেখা যাচ্ছে খুব সম্ভব শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে প্রতি-যোগিতাতেই পেরে উঠবো না; তাই প্রার্থনা করি জ্ঞানসাধনা ও আত্মিক সাধনাই যেন আমাদের জীবনের মূলমন্ত্র থাকে, এই সাধনাই যেন আমাদেরকে জীবনযুদ্ধের পথে চিরকাল ধরে' অগ্রসর করে' দেয়; ভগবান্ আমাদের সহায় হোন।

(উপবেশন; উচ্চ করতালি)

সভাপতি (পুনরায় স্বস্থানে দাঁড়াইয়া)—মহেন্দ্রবাবু, আপনি এই সভার প্রধান উদ্যোক্তা হিসাবে এখন আপনাদের কার্যপদ্ধতি স্থির করুন।

মহেন্দ্রনাথ (দাঁড়াইয়া)—আমাদের এই গ্রামকে রক্ষা করার জন্য আমাদের একটি কার্য-নির্বাহক সমিতি গঠন করা প্রয়োজন। আমি প্রস্তাব করি ডাক্তার শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বসু এই সমিতির সভাপতি হউন···

ধীরেন্দ্রনাথ (দাঁড়াইয়া)—মহেন্দ্রবাবু আজকের সভার প্রথম ও প্রধান উদ্যোক্তা; আমরা সকলে তাঁর যথাসাধ্য সাহায্য ও সহযোগিতা করবো, কিন্তু আমি প্রস্তাব করি আমাদের কার্যনির্বাহক সমিতির সভাপতি তিনিই হোন···

সুখময় (দাঁড়াইয়া)—আমি সর্বান্তঃকরণে এই প্রস্তাবের সমর্থন করি···

(সভাস্থ সকলের করতালির মধ্যে প্রস্তাব গৃহীত)

মহেন্দ্রনাথ (দাঁড়াইয়া)—আমি প্রস্তাব করি আপাততঃ ধীরেন্দ্রবাবুকে কোষাধ্যক্ষ ও সুখময়বাবুকে সম্পাদকরূপে নিয়ে কাজ আরম্ভ করা যাক; আমরা তিনজনে আগামীকালই গ্রামের বিভিন্ন পাড়ার প্রতিনিধি নির্বাচন করে' কার্যনির্বাহক সমিতি পূর্ণ করবো···

সভাপতি। এ অতি উত্তম কথা; আশা করি সভাস্থ সকলে এবিষয়ে একমত?···

(শ্রোতাদের মধ্য হইতে অনেকে একসঙ্গে
'নিশ্চয় নিশ্চয়'
বলিয়া প্রস্তাব সমর্থন করিলে—)

মহেন্দ্রনাথ (পুনরায় দাঁড়াইয়া)—আমাদের আজকের কাজ

সম্পন্ন হয়েছে; তর্কালঙ্কার মহাশয় তাঁর শারীরিক দৌর্বল্য সত্ত্বেও সভায় উপস্থিত হয়ে ও সভাপতির আসন গ্রহণ করে' আমাদেরকে বাধিত করেছেন; সভাস্থ অন্যান্য সকলে সভাআহ্বানের এত অল্প সময়ের মধ্যে এরূপ বহুল সংখ্যায় উপস্থিত হয়ে আমাদেরকে উৎসাহিত করেছেন, সেজন্যে তাঁদেরকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি; ভগবান্ আমাদের সহায় হোন; আসুন আমরা সকলে মিলে' আমাদের গ্রামজননীর উদ্দেশে বন্দেমাতরম্' মন্ত্র উচ্চারণ করে' আজকের মত সভা ভঙ্গ করি···

সকলে দাঁড়াইয়া একসঙ্গে—বন্দে মাতরম্, বন্দে মাতরম্, বন্দে মাতরম্।

তৃতীয় দৃশ্য

সময়—অপরাহ্ণ।

কুসুমপুর গ্রামের প্রান্তভাগে একজোড়া চাউলের কলের বৃহৎ প্রাঙ্গণ।

প্রাঙ্গণের সম্মুখ দিক্‌টা উন্মুক্ত; অপর তিন দিকে করুগেটেড টিনের ছাদ ও ইঁটের দেওয়ালবিশিষ্ট কয়েকখানি লম্বা লম্বা ঘর; দুই কোণে দুটি আকাশচুম্বী চিম্‌নি, রবিবারের ছুটিতে কলের কাজ বন্ধ বলিয়া চিম্‌নিদুটি ধূমশূন্য ও ঘরগুলি সমস্ত রুদ্ধদ্বার; সূর্য পশ্চিমদিকের গৃহশ্রেণীর পিছনে হেলিয়া পড়িয়াছে; চিম্‌নি-দুটির ঊর্ধ্বভাগ এখনো রক্তাভ রৌদ্রে আলোকিত; ছায়াবৃত অঙ্গনে বহুসংখ্যক চাষী ও শ্রমিক সমবেত হইয়াছে; অঙ্গনের পশ্চাদভাগে সভার উদ্যোক্তাদের বসিবার জন্য কয়েকখানি বেঞ্চি ও চেয়ার ও একখানি টেবিল; টেবিলের উপর একটি হারমোনিয়াম ও দুটি হারিকেন লণ্ঠন।

ঘনগুম্ফশ্মশ্রুসমন্বিত যুবক জ্যোতি কর্মকার (টেবিলের নিকট দাড়াইয়া—) বন্ধুগণ, আপনারা জানেন আমরা আজ কি জন্যে এই সভা আহ্বান করেছি। কুসুমপুর গ্রামের তথাকথিত ভদ্রলোকেরা গত মঙ্গলবারে একটি বড় রকমের সভা আহ্বান করে' আমাদের বিরুদ্ধে, গরীব চাষী মজুরদের বিরুদ্ধে, জেহাদ্ ঘোষণা করেছেন। আমাদের পক্ষের দুচারজন লোক সে সভায় উপস্থিত ছিল ও তাঁদের বক্তব্য সমস্তই শুনেছে; তাঁরা বলতে চান যে বর্তমানে দেশের সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক অবস্থা যে রকম দাঁড়িয়েছে ও দিন দিন সে অবস্থার যে রকম পরিবর্তন হচ্ছে তাতে নাকি দেশের মধ্যবিত্তশ্রেণী ধ্বংস হয়ে যাবে এবং এই অবস্থার জন্যে দায়ী চাষী ও শ্রমিকশ্রেণী; গবর্ণমেণ্টও নাকি তাঁদের মতে চাষী মজুরদের পক্ষ নিয়ে মধ্যবিত্তদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন। কাজেই চাষীমজুর ও মধ্যবিত্তদের মধ্যে একটা সংঘর্ষ অনিবার্য। তাঁরা এই সংঘর্ষে নিজেদেরকে বাঁচাবার জন্যে, অর্থাৎ আমাদেরকে ধ্বংস করার জন্যে, সমিতি গঠন করেছেন ও সমস্তরকম উপায় অবলম্বন করার জন্যে তৈরী হচ্ছেন। এ অবস্থায় অর্থসম্পদ্ ও বুদ্ধিবলে বলীয়ান্ মধ্যবিত্তশ্রেণীর হাত

থেকে আমাদেরকে বাঁচতে হ'লে আমাদেরও সমিতিগঠন ও আবশ্যকমত সমস্ত উপায় অবলম্বন করতে হবে। এই জন্যেই আমরা আজ এই সভার আয়োজন করেছি। আমি প্রস্তাব করি আমাদের সভায় আজ বীরগঞ্জ ট্রাঙ্ক ফ্যাক্টরির প্রধান কারিগর হারাধন পাল মশায় সভাপতির পদ গ্রহণ করুন।

শ্রোতা ১—আমি এই প্রস্তাব সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি।

আরো কয়েকজন একসঙ্গে দাঁড়াইয়া। আমরা সকলেই এই প্রস্তাবের সমর্থন করছি।

চতুর্দিক্ হইতে করতালিধ্বনির মধ্যে কাঁচাপাকা দাড়িগোঁপ-ওয়ালা ও অর্ধময়লা ধুতি ও পাঞ্জাবি পরিহিত মধ্যবয়স্ক একজন শ্রোতার টেবিলের পার্শ্বে একখানি চেয়ারে গিয়া উপবেশন; তারপর দাঁড়াইয়া—

আপনারা আজ আমাকে এই সভার সভাপতিত্ব করতে আহ্বান করে' যে সম্মান দেখিয়েছেন তার জন্যে আমি আপনাদের কাছে অন্তরের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। (সভার কার্যতালিকা দেখিয়া)—উদ্বোধন সঙ্গীত···

রক্তবর্ণ ধুতিপাঞ্জাবি পরিহিতি গুম্ফশ্মশ্রুমুণ্ডিত বলিষ্ঠকায় যুবক নিরঞ্জন মণ্ডল কর্তৃক হারমোনিয়ম সংযোগে গীত—

দুর্গম গিরি, কান্তার, মরু, দুস্তর পারাবার,
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে, যাত্রীরা হুশিয়ার।
দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ,
ছিঁড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মৎ?
কে আছ জোয়ান, হও আগুয়ান, হাঁকিছে ভবিষ্যৎ।
এ তুফান ভারি, দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার

[কাজি নজরুল ইসলাম]

(গায়কের উপবেশন ও শ্রোতাদের মধ্যে উচ্চ করতালি)

সভাপতি (দাঁড়াইয়া)—আমাদের শ্রমিকশ্রেণীর উৎসাহী তরুণ কর্মী জ্যোতিবাবু এই সভার উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন। আমি এখন উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে যাঁরা কিছু বলতে চান তাঁদেরকে একে একে নিজ বক্তব্য বলতে আহ্বান করছি। (উপবেশন)

শ্রোতা ২ (নিজস্থানে দাঁড়াইয়া)—সভাপতিমহাশয় ও উপস্থিত বন্ধুগণ, সেদিন মহেন্দ্রবাবু প্রফেসার যে মিটিং ডেকেছিলেন আমি তাতে উপস্থিত ছিলাম। তাঁরা যে সব কথা সেদিন বলেছিলেন তা আমি খুব মনোযোগ দিয়েই শুনেছিলাম। তাঁদের একটা বড় অভিযোগ, দেশের লোকে নাকি মধ্যবিত্তশ্রেণীকে সমাজের পুরুষ মৌমাছি বলে, অর্থাৎ মধ্যবিত্তশ্রেণী নিজে কিছুই উৎপাদন করে না, শুধু পরের ঘাড়ে বসে' খায়; চাষীমজুররা দেশের ধনসম্পদ্ উৎপন্ন করে আর মধ্যবিত্তরা এসে তাদের পরিশ্রমের ফলের উপর ভাগ বসায়; আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞাসা করি, এটা কি দেশের লোকে কিছু অন্যায় বলে?

অনেকজন শ্রোতা একসঙ্গে। মোটেই না, একেবারেই না···

(একসঙ্গে অনেকে কথা বলার জন্য গোলমাল)

সভাপতি। ভাই সকল, আপনারা সবাই একসঙ্গে কথা বললে শুধু গোলমালই হবে, আপনাদের মধ্যে একজনা যা বলবার আছে বলুন, অপর সকলে বসুন! একজনার বলা শেষ হ'লে অপর যে কেউ ইচ্ছা করলেই নিজ নিজ মত প্রকাশের সময় পাবেন; সকলের বক্তব্য না শুনে' আমরা সভা শেষ করবো না।

জ্যোতি কর্মকার (অপর সকলে বসিলে)—ভাই সকল, মধ্যবিত্তশ্রেণীর লোকেরা, এই শিক্ষক উকিল ডাক্তার, এরা সব সমাজের পুরুষ মৌমাছি ছাড়া কী? এরা নিজেরা কি জমি থেকে একমুঠো ধানগম উৎপন্ন করে, না খনি থেকে এক ছটাক লোহা তামা কয়লা বা অন্য কোন ধাতু সংগ্রহ করে' আনে, না কারখানায় ইঞ্জিন গাড়ী পাখা কলকব্জা চেয়াব আলমারি প্রতিদিনের দরকারী জিনিষ একটাও কিছু তৈরী করতে পারে?

শ্রোতা ৩—ঝাঁটা মেরে দূর করো এই উৎপাতদের, ঝাঁটা মেরে···

সভাপতি। ভাই সকল, গালাগালির ভাষা ব্যবহার করবেন না, যা বলতে হয় একটু ভদ্রভাবে, ঠাণ্ডাভাবে বলুন···

জ্যোতি। আমরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, রোদে পুড়ে' জলে ভিজে' মাটি কাটি, চাষ করি, ধান কাটি, লোহা পিটি, কাঠ ফাড়ি, পেটের ভাত পরনের কাপড়, রৌদ্রবর্ষায় মাথা রাখার জায়গা, সব তৈরি করি, আর এই উকিল, মাস্টার, ডাক্তার, কেরানী, এই সব বাবুরা এসে আমাদের

গালে চড় দিয়ে সেগুলি কেড়ে নেয়, এ অন্যায়, অত্যাচারের কি কোন প্রতিকার নাই…

শ্রোতা ৪—আমরা এর প্রতিকার চাই-ই চাই, অন্য কেউ এর প্রতিকার না করে আমরা নিজেরাই এর প্রতিকার করবো…

শ্রোতা ৫—আমরা বিদ্রোহ করবো, সমাজের বর্ত্তমান কাঠামো ভেঙ্গে চুরমার করবো…

সভাপতি। ভাই সব, মাথা গরম করলে কোন কাজ হবে না, মাথা ঠাণ্ডা রেখে আমাদের কাজের পথ স্থির করতে হবে, মনে রাখবেন তথাকথিত ভদ্রশ্রেণীর আর কিছু না থাকুক বুদ্ধির জোর আছেই, আমরা যদি স্থিরভাবে না চলি তবে তাদের সঙ্গে লড়াইয়ে হেরে যাব; দেশের সরকার এখনো এই বুদ্ধিজীবিদের নিয়েই তৈরী সেটাও ভুললে চলবে না, মধ্যবিত্তশ্রেণীর সঙ্গে চাষীশ্রমিকের দ্বন্দ্বে সরকার মধ্যবিত্ত শ্রেণীরই টান টানবে…

শ্রোতা ২—কিন্তু সেদিনকার মিটিংএ তো তাঁরা জোরগলায় বললেন যে বর্তমানে সরকার মধ্যবিত্তশ্রেণীকে কোণঠাসা করে' শ্রমিকদের সুখসুবিধার দিকেই নজর রেখে চলেছেন…

শ্রোতা ৬—আরে ওরা তো তা বলবেই, মিথ্যাবাদীর দল…

জ্যোতি। আমরা আর বেশী বক্তৃতায় সময় নষ্ট করবো না, কেবল যে কথাটার উপর সেদিনের বক্তারা খুব জোর দিয়েছিলেন, সেই কথাটা আপনাদের কাছে উপস্থিত করেই আমার বক্তব্য শেষ করবো। তাঁরা খুব জোরের সঙ্গে বলেছেন যে মানুষ তো শুধু দেহটা দিয়েই তৈরী নয়, মানুষের মন আছে, আত্মা আছে, কাজেই শুধু ডাল ভাত খেয়ে মানুষ বাঁচে না, তার আত্মার খোরাক চায়, মনের খোরাক চায়, সাহিত্য, দর্শন, নৃত্যগীত, চিত্রবিদ্যা আরো কত কি চায়, সে সব নাকি আমাদের ক্ষমতার বাইরে, উকিল মোক্তারের মোকদ্দমার বিদ্যা, ডাক্তার কবরেজের চিকিৎসাবিদ্যা, সে সব নাকি আমাদের শ্রমিক চাষীদের ক্ষমতায় কুলাবে না, আপনারা বিবেচনা করে' দেখুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এই দাবীর পিছনে কতটা সত্যি আছে…(উপবেশন)

নিরঞ্জন (দাঁড়াইয়া)—সভাপতি মশায় ও বন্ধুগণ, মধ্যবিত্তশ্রেণীর এই দাবীর পিছনে খানিকটা সত্য আছে ঠিকই; কবিতা নাটক নভেল, দর্শন, চিত্রাঙ্কন এই সব সূক্ষ্ম মস্তিষ্কের কাজ আমাদের শ্রমিকদের মধ্যে থেকে এখন পর্যন্ত কিছুই উৎপন্ন হয়নি তা স্বীকার করতেই হবে, ডাক্তার কবরেজ উকিল

মোক্তার আমাদের মধ্যে জন্মায়নি তাও স্বীকার করতে হবে, কিন্তু তাতে আমাদের নিরুৎসাহ হওয়ার কোন কারণ নাই; অতীতে যা হয় নি, বর্তমানে বা ভবিষ্যতেও যে তা হবে না, তা কে বললে? আমাদের মধ্যে থেকে কবি দার্শনিক চিত্রকর ডাক্তার উকিল এ পর্যন্ত হয় নি বলে' কখনোই যে হবে না সে কি একটা কথা হ'লো? আমি জানি, আমার নিজ অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলছি, শ্রমিক চাষীদের মধ্যে কবি চিত্রকর ভালো নাচিয়ে গাইয়ে সবই দেখা দিয়েছে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস অল্পদিনের মধ্যেই মাথার কাজেও আমরা মধ্যবিত্তশ্রেণীর লোকেদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবো; ভয়ের কোনই কারণ নাই; আমরা যদি এখন থেকে প্রাণপণে চেষ্টা করি, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিখাই, তবে অদূর ভবিষ্যতে আমরাই সমাজের, সরকারের, এক কথায় সমস্ত দেশের, মাথা হয়ে বসবো তাতে কোন সন্দেহ নাই।

(উপবেশন; উচ্চ করতালি)

সভাপতি। শেষ বক্তা আমাদেরকে যে আশার কথা শুনিয়েছেন তাতে আমি বড়ই উৎসাহিত হয়েছি; এই আশাকে ফলবতী করতে হ'লে অবিলম্বে আমাদের কাজ আরম্ভ করতে হবে; গতদিন ইস্কুলবাড়ীর সভায় তাঁরা কাযকরী সমিতি গঠন করে' কাজ আরম্ভ করে' দিয়েছেন; আমাদেরও আর দেরী করা চলবে না; আসুন এখুনি আমরা একটি সমিতি গঠন করে' আমাদের কার্যপদ্ধতি স্থির করে' ফেলি...

জ্যোতি (দাঁড়াইয়া)—এই কার্যকরী সমিতি গঠনই আজকের সভার প্রধান উদ্দেশ্য। আমি প্রস্তাব করি আজকের সভার সভাপতি হারাধন বাবু আমাদের কার্যকরী সমিতির স্থায়ী সভাপতি ও শেষবক্তা আমার তরুণ বন্ধু শ্রীনিরঞ্জন মণ্ডল সমিতির সেক্রেটারী হোন। (চতুর্দিক হইতে করতালি)

সভাপতি। আমি আনন্দের সঙ্গে এই দায়িত্ব গ্রহণ করছি এবং আশা করি নিরঞ্জনবাবুও সেক্রেটারীর পদ গ্রহণ করতে অসম্মত হবেন না...

নিরঞ্জন। আমিও আনন্দের সঙ্গে এই পদ গ্রহণ করছি, কিন্তু আমার একটা সর্ত এই যে আজকের সভার আহ্বান ও উদযোগকর্তা আমার বন্ধু শ্রীজ্যোতি কর্মকার কার্যকরী সমিতির সহকারী সভাপতিরূপে কাজ করবেন...

সভাপতি। জ্যোতিবাবু...

জ্যোতি। নিরঞ্জনবাবুর কথা আমার শিরোধার্য; পালমশায়ের

সহকারীরূপে কাজ করাকে আমি আনন্দের ও সম্মানের বিষয় বলে' গণ্য করবো। (উপবেশন ; চতুর্দিকে করতালি)

সভাপতি। জ্যোতিবাবু, নিরঞ্জনবাবু, সভাভঙ্গের আগে আর একটা কাজের কথা ; আমাদের কার্যকরী সমিতিতে ভিন্ন ভিন্ন সমস্ত শ্রমিকশ্রেণী, যেমন কয়লার খনির মজুর, রেলকারখানার মজুর, জাহাজ ডকের মজুর, সমস্ত শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিনিধি নিতে হবে এবং দু একদিনের মধ্যেই সে প্রতিনিধিদের নির্বাচন করে' ফেলতে হবে···

নিরঞ্জন। নিশ্চয়ই, আপনি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন···

সভাপতি। তবে আজকের মত এখানেই সভার কাজ শেষ হ'ল কেমন ?···

জ্যোতি। নিরঞ্জনবাবু আমাকে জানিয়েছেন তিনি সভার শেষে একটা স্বরচিত গান গেয়ে শোনাবেন আজকের এই সমবেত বন্ধুদেরকে···

সভাপতি। অতি উত্তম কথা। আপনারা সকলে অনুগ্রহ করে' আর একটু অপেক্ষা করুন ; আমাদের সভাভঙ্গের একটা গান হবে ; নিরঞ্জনবাবু···

(টেবিলের নিকট গিয়া
হারমোনিয়াম বাজাইয়া নিরঞ্জনের গান)

জাগো, জাগো, জাগো,
জাগো ভাই মাটির সন্তান—
জাগো চাষী, জাগো খনির মজুর,
জাগো মুটে মাঝি গাড়োয়ান ;
যুগ যুগ ধরে' ধনীর দুয়ারে
অপরাধী যেন হাত জোড় করে'
খেটে খেটে খেটে পেয়েছ শুধু যে বঞ্চনা অপমান,
আজ মুছে' ফেল ভাই, ছুঁড়ে' ফেল দূরে,
চাষী মাঝি গাড়োয়ান ;
কে বলেরে তুমি ছোট নগণ্য
কে বলে তুচ্ছ তোমার জান্—
ওঠ ওঠ খাড়া হও নিজ পায়ে·
দল বেঁধে হও আগুয়ান—

চেয়ে ছাখো ওই পূবের আকাশে
কেটেছে আঁধার, নয়া আলো ভাসে,
নয়া প্রভাতের বুকভরা আশা
তোমাদেরই করে আহবান—
জাগো চাষী, জাগো খনির মজুর,
জাগো মুটে মাঝি গাড়োয়ান।

সঙ্গীত শেষে উচ্চ করতালি ও
বিপুল উৎসাহের মধ্যে সভাভঙ্গ

চতুর্থ দৃশ্য

মহেন্দ্রনাথের বাড়ী।

সময় : দ্বিতীয় ও তৃতীয় দৃশ্যের ঘটনাবলীর প্রায় ছয় মাস পরে।

উঠানের উন্মুক্ত বাহির দরজার ভিতর দিয়া বাড়ীর মধ্যেকার বসিবার ঘর দেখা যাইতেছে; মহেন্দ্রনাথ বিষন্নমুখে একখানা চেয়ারে উপবিষ্ট; সরলা পাশেই টেবিল ধরিয়া দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছেন; অপরাহ্ণ উত্তীর্ণপ্রায়, কিন্তু সন্ধ্যাপ্রদীপ এখনও জ্বলে নাই।

মহেন্দ্র। হ্যাঁ, তাই মনে হচ্ছে, এবারকার পূজোই আমাদের কুসুমপুরের শেষপূজো। আসছে বছর মা জগজ্জননী কোথায় আশ্রয় দিবেন কে জানে···

সরলা। সহরের কাছে সরকার যে নতুনগ্রাম তৈরি করছেন কুসুম-পুরের উদ্বাস্তুদের বসবাসের জন্যে, সেখানেই সময় থাকতে একটা পছন্দসই জায়গা ঠিক করে' ফেলগে···

মহেন্দ্র। দেখি আজ সন্ধ্যাবেলাতেই সুখময় আর ধীরেন এখানে আসবে এ বিষয়ে একটা চূড়ান্ত পরামর্শ করবার জন্যে। এদুজন যদি নতুন-গাঁয়ে জায়গা নেয় তো আমিও নিব, একা একা তো একটা অপরিচিত সদ্যতৈরী গ্রামে গিয়ে বাস করা যাবে না···তবে কথাটা কি জানো, যেখানেই যাই না কেন, সরকারের যদি সুনজর না থাকে তবে বাস করা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। এই নতুনগ্রামকেও গোড়া থেকে এমনভাবে ভাগ করা হচ্ছে যে শ্রমিকশ্রেণীরই সেখানে বাসের সুবিধে হবে বেশী; ছেলেদের পড়াশুনা, খেলাধূলো, জন-সাধারণের আমোদপ্রমোদ, স্বাস্থ্য, সমস্ত ব্যাপারেই মধ্যবিত্তদের চেয়ে শ্রমিকদের উপরেই যেন সরকারের নেকনজর বেশী থাকবে তা পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে,···আমার কলেজটা খুব কাছে হবে এই যা···

সরলা। কপালে যা আছে তা মেনে নিতেই হবে, বিড়্ বিড়্ করে'

আর লাভ কী; কুসুমপুরের বেশীর ভাগ বাসিন্দাই তো নতুনগাঁয়ে যাবে বলে' স্থির করেছে শুনছি; সনাতন বৈরাগী পর্যন্ত পাঁচকাঠা জায়গা নিয়েছে বলছিল···

মহেন্দ্র। দেখি আজই যা হোক্ একটা ঠিক করে' ফেলবো, আর দেরী করলে ঠক্‌তে হবে, ভালো জায়গা সব ফুরিয়ে যাবে এতো জানা কথা; তর্কালঙ্কার মশায় খুব সময়মত মরে' বাঁচলেন···

সরলা। তাঁর সময় হয়েছিল গেলেন; মরে' সমস্যার সমাধান তো আর একটা সমাধান নয়···

মহেন্দ্র। তা তো বটে, তবে কিনা, হ্যাঁ ছাখো, একটা কথা, মলিনা কোথায়?···

সরলা। পাড়াতেই যেন কোথায় গিয়েছে, সুখময় কি ধীরেনবাবুদের বাড়ী যাবে যেন বলছিল···

মহেন্দ্র। সুখময়দের বাড়ী নয়, ধীরেনদের বাড়ীই গিয়েছে, রোজই তো প্রায় বীরেনের সঙ্গে তার দেখা করার দরকার হয়; কিন্তু তোমার মলিনা তো আমার গোদের উপর বিষফোড়া, পঞ্চাশ হাঙ্গামার উপর এক নতুন হাঙ্গামার সৃষ্টি করলো দেখছি···

সরলা। ওর জন্যে তোমার মাথা ঘামাবার দরকার নাই; মা মরণ-কালে ওকে আমার হাতে দিয়ে গেছিলেন, আমার কর্তব্য আমি করেছি, আঠারো উনিশ বছর বয়স হ'ল, ম্যাট্রিকুলেশন পাশও করেছে ফাস্ট ডিভিসনে, এখন নিজে দেখে শুনে' নিজের পায়ে দাঁড়ায় দাঁড়াক গে, ওর জন্যে আর-চিন্তা করতে পারিনে, নিজের একটা ছেলে, তাকে মানুষ করতে পারলেই বাঁচি···

মহেন্দ্র। তুমি তো বেশ বলে' দিলে ওর জন্যে মাথা ঘামিয়ে দরকার নাই, কিন্তু আমার তো একটা দায়িত্বজ্ঞান আছে···হয় একটা বিয়ে থা দেওয়া, কিংবা একটা চাকরি বাকরি কিছু যোগাড় করে' নিজের পায়ে দাঁড় করিয়ে দেওয়া, এ আমাকে করতেই হবে, নিজের ছেলের থেকে ওর জন্যে আমার দায়িত্ব কম নয়···

সরলা। সে নিজেই নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টায় আছে জেনে, রেখো··

মহেন্দ্র। ঐ তো, ঐ তো বিপদের কথা, মধ্যবিত্তশ্রেণীর ভাঙ্গনের জন্যে দিনরাত্তির মাথা ঘামিয়ে মরছি, আর এই তরুণরা বিশ্বাসঘাতকের মত

নিজ মা বাবা অভিভাবকদের ছেড়ে গিয়ে বিদ্রোহী শ্রমিকশ্রেণীর দলে যোগ দিচ্ছে ; ঘরের ছেলেমেয়েদের মনের অবস্থা যদি এই হয় তবে আমরা কী করে' সমাজের ভাঙ্গন ঠেকাবো বলো···আর্থিক, সামাজিক, সব দিক্ দিয়েই যে আমরা ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়ছি তা তো কেউ দেখছে না···

সরলা। দ্যাখো, একে সমাজভাঙ্গাই বা বলছো কেন, যেমন যেমন দিন পড়ছে তেমনি তেমনি সমাজের পরিবর্তন হ'তে বাধ্য ; এ পরিবর্তনের বিরুদ্ধে দাঁড়া'তে গেলে নদীর স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর মতই হবে···

মহেন্দ্র। ঐ দ্যাখো, আমি কার কাছে দুঃখের কথা বলছি তার ঠিক নাই, তুমিও যে দেখছি ঐ উল্টোদলেই যোগ দিচ্ছ ; কে ধীরেন নাকি, এই যে এসো ভাই···

(সরলার অন্য ঘরে গমন ও ধীরেন্দ্রনাথ ও সুখময়ের প্রবেশ ; মহেন্দ্র কর্তৃক গৃহকোণ হইতে একটি লণ্ঠন লইয়া জ্বালিয়া টেবিলের উপর স্থাপন)

বসো' ভাই ধীরেন, সুখময় বসো', এই তোমাদের কথাই বলছিলাম ; (পাশের ঘরের দিকে লক্ষ্য করিয়া) একটু চা তৈরী করতো· ·(উপবেশন)

ধীরেন। আবার চা কি হবে এখন, খেয়েই তো এলাম···

মহেন্দ্র। এই হয়তো এবাড়ীতে বসে' শেষ চা খাওয়া, এরপর কে কোথায় যাই তার ঠিক নাই···করো, করো কয়েক কাপ চা···

সুখময়। কে কোথায় যাই সে প্রশ্নের উত্তর আজ স্থির করতেই হবে, কারণ আজ কালেক্টারের কোর্টে শুনে' এলাম আসছে মাসের মাঝামাঝিই এখানে খালের কাজ আরম্ভ হবে···

ধীরেন। আমি বলি কি সুখময়, কে কোথায় যাই এ সমস্যা নিয়ে আর আমরা বেশী সময় নষ্ট করবো না, কুসুমপুরের অধিকাংশ লোকই নতুনগাঁয়ে যাবে তা নিশ্চিত, শ্রমিকসংঘ তো তাদের অফিস কোথায় বসবে তা পর্যন্ত ঠিক করে' ফেলেছে শুনলাম, সেখানে গিয়ে আমরা সব কজনাই যদি নতুন করে' বাসা বাঁধি তা হ'লে অন্য অসুবিধা যা-ই হোক অন্ততঃ পুরনো বন্ধুবান্ধবদের মুখ তো দেখতে পাবো, সেটাও তো বড় কম কথা নয়···

মহেন্দ্র। আমিও কিছুদিন থেকে তাই ভাবছি, আমরা তিনঘর যদি একপাড়ায় গিয়ে বসবাস করি তা হ'লে নতুন পারিপার্শ্বিকের মধ্যেও অনেকটা আশাভরসা পাবো···

তা আর বলতে, তাছাড়া নতুন গাঁ থেকে হয়তো আমাদের জমিজমাগুলো দেখা ও জীবিকা অর্জনের ব্যাপারেও কিছুটা সুবিধা হ'তে পারে...

মহেন্দ্র। সে আশা করা বড় বুদ্ধিমানের কাজ হবে না, জমিজমা খালের তলে না গেলেও আমাদের হাতে কতদূর থাকবে বলা কঠিন, আর চাকরিবাকরির ব্যাপারে হারাধন পালের শ্রমিকসংঘ যে রকম উঠে' পড়ে' লেগেছে তাতে আমাদের ভদ্রপরিবারের ছেলেপুলেরা যে সরকারের কাছ থেকে বিশেষ কোন সাহায্য পাবে তা তো মনে হয় না... তা ছাড়া...তা ছাড়া...

সুখময়। তা ছাড়া কি, তোমার মনের মধ্যে একটা কী যেন তোলপাড় করছে...

মহেন্দ্র। করছেই তো, তোমাদের কাছে লুকিয়ে রেখে লাভ নাই, কথা হচ্ছে এই...

(পাশের ঘর হইতে মহেন্দ্রনাথের পুত্র কয়েক কাপ চা আনিয়া টেবিলের উপর রাখিলে সকলের চা খাইতে খাইতে আলোচনা)

কথাটা হচ্ছে এই আমাদের ছেলেমেয়েরাই যেন আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়া'তে আরম্ভ করেছে...

ধীরেন্দ্র। করেছেই তো...

সুখময়। কি রকম ?...

মহেন্দ্র। কি রকম আর কি, ধীরেন বোধ হয় বুঝতে পারছে আমি কি বলতে যাচ্ছি, তুমি পারছো না...আমি খুলেই বলছি... আমার একটি শ্যালিকা আমার শাশুড়ী মারা যাওয়ার পর থেকে, আজ প্রায় ছ' সাত বছর হ'ল, আমার এখানেই থাকে বোধ হয় জানো...

সুখময়। জানি বৈ কি...

মহেন্দ্র। গতবৎসর প্রাইভেটে ম্যাট্রিক পাশ করেছে ·

ধীরেন্দ্র। খুব ইন্টেলিজেন্ট মেয়েটি সন্দেহ নাই, আমাদের বাড়ী তো প্রায়ই যায়, আমার ছোট ভাই বীরেনের সঙ্গে নানা বিষয়ে খুব আলোচনাও করে, কিন্তু ঐ যা বলেছ, মনের মধ্যে যেন একটু বিদ্রোহের ভাব, আমাদের এই শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীর বিরুদ্ধে...

সুখময়। ঐ বিদ্রোহভাব শুধু দুটি একটি ছেলেমেয়ের মধ্যে নয়, আমি

তো পাবলিকের সঙ্গে তোমাদের চেয়ে একটু বেশীই মিশি, আমি দেখছি, অন্ততঃ বারোআনা তরুণতরুণী আমাদের বিরুদ্ধে, তাদেরই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী অভিভাবকদের বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছে, তাদের সহানুভূতি ঐ চাষী মুটে মজুরদের উপর, যারা মাথা নয় শরীর খাটিয়ে পেটের ভাত রোজগার করে তাদের উপর…

মহেন্দ্র। তারক াারণ আছে, আর কারণ আছে বলেই বেশী ভীত হয়েছি; আমার এই শ্যালিকার জন্যে এ বিষয়ে আমি কিছুদিন থেকে গভীর-ভাবে চিন্তা করছি; এই তরুণতরুণীরা বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছে যে তারা ও তাদের অভিভাবকরা এক শ্রেণীর জীব নয়; তারা ভাবে তাদের অভিভাবকরা পৈতৃক সম্পত্তির জোরে একটা মামুলি ধরণের লেখাপড়া শিখে' অপেক্ষাকৃত সহজে, হয়তো অপেক্ষাকৃত অসদভাবে, জীবনযাত্রার পথগুলি অধিকার করে' বসে' আছে এবং নিজেদের ছেলেমেয়েদেরকেও চায় পুরুষ-পুরুষানুক্রমে সেই পথগুলি আগলিয়ে থাকতে, যার ফলে গরীবের ছেলেমেয়েরা নিঃস্বর দলে, যাকে ওরা বলে সর্বহারার দল, সেই দলে, গিয়ে পড়েছে; তারা না পায় পেট ভরে' খেতে, না পায় একখানা ভাল কাপড় পড়তে, না পায় লেখা-পড়া শিখে' মানুষ হ'তে; আমাদের তরুণদের সব সহানুভূতি গিয়ে পড়েছে এই 'সর্বহারা'দের উপর; আমরাই হয়েছি যেন তাদের শত্রু, একটা স্বার্থপর বদ্ধদৃষ্টি ঘৃণিত দলবিশেষ; এ ব্যারামের ওষুধ বলতো কী?…

ধীরেন্দ্র। ওষুধ কি আপাততঃ দেখতে পাই না; কিন্তু তাই বলে' আমরা হাল ছাড়ছিনে ভাই মহেন্দ্র; এই তরুণতরুণীরা বলছে আমরা স্বার্থপর বদ্ধদৃষ্টি জীব, বেশ, স্বার্থপর পৃথিবীতে কে নয় বলতো, আর তাদের দৃষ্টিও যে আমাদের মতই বদ্ধ তা বুঝতে তাদের খুব বেশী দেরী হবেনা বলে' রাখছি দেখো'; কিছুদিন এরা মাথার কাজ ছেড়ে শুধু শরীরের কাজ নিয়েই থাকুক, দেখবে আবার তাদেরকে ফিরে' আসতে হয় কিনা কাস্তে লাঙ্গল ছেড়ে কাগজ কলমের মধ্যে…দুই-ই চাই, কাস্তে লাঙ্গল হাতুড়ি কোদালও চাই, কাগজ কলমও চাই, চাষী মজুরও চাই, ডাক্তার কবরেজ উকিল কবি দার্শনিক এদেরও চাই, আমাদের ছেলেমেয়েরা আজ আমাদের ছেড়ে যাচ্ছে যাক, ভয় নাই, ওরা না হোক ওদের ছেলেমেয়েরা আবার আমাদের কাছে ফিরে' আসবে আমি দিব্যচোখে দেখতে পাচ্ছি…

সুখময়। ভবিষ্যদবাণী তো করছো এখানে চেয়ারে বসে' বসে'…

ধীরেন্দ্র। ভবিষ্যদবাণী নয় এ হচ্ছে সোজা যাকে বলে স্টেটমেণ্ট অফ ফ্যাক্ট…

মহেন্দ্র। আমাদের ভবিষ্যৎ আজ যতটা অন্ধকার মনে হচ্ছে সত্যিই ততটা অন্ধকার নাও হ'তে পারে, কিন্তু বর্ত্তমানটা যে বড়ই কঠিন বড়ই নৈরাশ্যজনকভাবে দেখা দিয়েছে…

ধীরেন্দ্র। তা নিয়ে ভেবে হা হুতাশ করে' লাভ নাই, চল কালই আমরা তিনজনে নতুনগাঁয়ে গিয়ে তিনটে ভাল জায়গা ঠিক করে' আসি, কি বল সুখময়…

সুখময়। বেশ চল, কাল তো আমার কোর্ট নাই, কালই যাই চল…

মহেন্দ্র। চল, এক গ্রামেই গিয়ে আশ্রয় নিতে হবে তা বুঝি, তাতে সাংসারিক সুখসুবিধে কিছু হওয়ার সম্ভবনা আছে, কিন্তু ভাই আমার মনে যেন জোর পাচ্ছিনে, ধীরেন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যতটা আশা পোষণ করছে আমি তা করতে পারছি নে; দূর ভবিষ্যতের তরুণরা কাস্তে লাঙ্গল ছেড়ে আবার ফিরে' আসবে বলছো, কিন্তু আসবে কাদের কাছে? আমরা, মধ্যবিত্তশ্রেণীর লোকেরা, যারা মস্তিষ্ক ও কল্পনাশক্তিকে দেহের উপরে স্থান দিয়েছি, আমরা কি ততদিন টিকে' থাকবো? আমাদের তরুণতরুণীরা যদি আমাদের প্রাচীনদের স্থান না নেয় তবে আমাদের অস্তিত্ব থাকবে কোথায়?…

ধীরেন্দ্র। কিন্তু মহেন্দ্র আমাদের রাজ্য সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার, এঁরা যে নতুন করে' বিক্রমাদিত্যের আসন গ্রহণ করছেন তা লক্ষ্য করেছ তো? তাঁরা শিল্পকলা চর্চার জন্যে, শিল্পীদেরকে উৎসাহিত করার জন্যে, 'আকাদামি' প্রতিষ্ঠা করছেন, কাব্য সৃষ্টির জন্যে পুরস্কার ঘোষণা করছেন, কখনো কখনো দরিদ্র সাহিত্যিককে অর্থ সাহায্যও করছেন, এটা তো খুব আশার কথা…তাঁরা কি সাহিত্য সঙ্গীত চিত্রকলা, সভ্যতার এসব অঙ্গকে ধ্বংস হয়ে যেতে দিবেন?…

মহেন্দ্র। আরে ডাক্তার থামো, প্রাইজ দিয়ে আর পেনসন দিয়ে সরকার সাহিত্য শিল্পকলা সৃষ্টি করাবেন! যে মধ্যবিত্তশ্রেণী যুগে যুগে মোটা ভাত খেয়ে মোটা কাপড় পরে' সন্তুষ্টচিত্তে সরস্বতীর আরাধনা করে' আসছে তাদেরকে যদি সেই মোটা ভাতকাপড় থেকেও বঞ্চিত করে' মুটে মজুরের দলে ঠেলে দেওয়া যায়, তবে খবরের কাগজে ঢাক পিটিয়ে প্রাইজ

পেনসন বিলি করে' বাণীদেবীর পদ্মবনে ফুল ফোটান যাবে না, বড় জোর কিছু পাতার জঙ্গল জমতে পারে, কিন্তু ফুল ফুটবে না; সাহিত্য সৃষ্টি নিজে কখনো করিনি বটে, কিন্তু কি ভাবে, সমাজের কোন্ স্তর থেকে, কি রকম আর্থিক আধ্যাত্মিক অবস্থার মধ্যে থেকে, জগতের সাহিত্যসম্পদ্ গড়ে' উঠেছে তা তো কিছুটা জানি; ধনীর অহমিকাপূর্ণ বিলাসস্রোতের মধ্যেও নয়, চিন্তাহীন, দৃষ্টিহীন, জীবনের সৌন্দর্যজ্ঞানহীন কাস্তে লাঙ্গল হাতুড়ি চালানোর মধ্যেও নয়, কাব্যসঙ্গীত চিত্রকলার সৌন্দর্যশতদল ফুটে' উঠেছে এই দুইয়ের মধ্যবর্তী সেই শান্ত, পবিত্র, গভীর জীবনধারায় যেখানে আবেগ আছে উচ্ছৃঙ্খলতা নাই, সুখ আছে মোহ নাই, দুঃখ আছে, দারিদ্র্য আছে, দীনতা বা উন্মত্ত হাহাকার নাই; কিন্তু মধ্যপথবর্তী এই যে পূত জীবনধারা, এ যে চৈত্রশেষের জলধারার মতো দেখতে দেখতে শুকিয়ে যাচ্ছে, এ'তে কি আর ফুল ফুটবে? শ্রেণীটাই যদি লোপ পায় তবে কি ব্যক্তি বেঁচে থাকবে?···

ধীরেন্দ্র। শ্রেণীও থাকবে, জীবনধারাও থাকবে, ফুলও ফুটবে, তুমি ভেবো না, চল কাল তিনজনে নতুনগাঁয়ে গিয়ে আমাদের জীবনের নতুন অধ্যায়ের সূত্রপাত করে' আসিগে···চল হে সুখময়, আজকের মত ওঠা যাক (সকলের গাত্রোত্থান) মহেন্দ্র সকাল সকাল তৈরী হয়ে নিয়ো, সাতটার মধ্যেই বেরিয়ে পড়তে হবে···

মহেন্দ্র। আচ্ছা··

(বলিতে বলিতে বাহিরের দরজার দিকে গমন)

পঞ্চম দৃশ্য

গ্রামের বাহির

সময়—অপরাহ্ণ।

চতুর্থদৃশ্যের ঘটনার অল্প কয়েকদিন পরে।

কুসুমপুর গ্রামের বাহিরে দিগন্তবিস্তারী মাঠের মধ্যে একটি ধূসরবর্ণ ছোট টিলা; টিলার মাথায় একটা ঝাঁকড়া গাছের পিছনে সূর্য অস্ত যাইতেছে; পশ্চিম আকাশ রক্তবর্ণ; টিলার পাদদেশ হইতে অনতিদূরে দক্ষিণে বামে বহুদূর বিস্তৃত একটি লাল মাটির পথ দিয়া প্রথমে দুতিনটি রাখাল বালক একপাল গরু লইয়া ধূলা উড়াইয়া হেইৎ হেইৎ, এই কালী ডাহিনে, এই ধলী বাঁয়ে ইত্যাদি নানারূপ চীৎকার করিতে করিতে চলিয়া গেল; গরুর পালের পর একখানি কাটা ধান বোঝাই গরুর গাড়ী ক্যাঁচ কোঁচ শব্দ করিতে করিতে চলিয়া যাইতে দেখা যাইবে; একজন যুবক মাথায় লাল গামছা জড়াইয়া গাড়ী হাঁকাইতেছে। ধানের রাশির উপর দুটি কিশোর বসিয়া আছে, তাহাদের মধ্যে একজন গান গাহিতেছে। মলিনা ও বীরেন্দ্র টিলার গায়ে বসিয়া এই দৃশ্য দেখিতেছে।

গাড়ীর উপরিস্থ কিশোরের গান:

মালতীমালা, গামছা হারায়ে এলাম ঘাটে।

মলিনা (গাড়ী চলিয়া যাওয়ার পর)—কী সুন্দর গলার স্বর শুনলে ছেলেটার···

বীরেন্দ্র। ওরাই সুখী মলিনা···সারাদিন ভূতের মতো খেটে বাড়ী ফিরছে, কিন্তু ওদের শরীরে মনে কি কোন ক্লান্তির চিহ্ন দেখলে···আনন্দ যেন ওদের সর্বাঙ্গ বয়ে ঝরে' ঝরে' পড়ছে···

মলিনা। ঝরবে না আনন্দ, ওদের পরিশ্রম যে সার্থক পরিশ্রম, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে মাটির বুক চিরে' চিরে' যে সোনার ফসল ফলাচ্ছে ওরা, ওরা যে সত্যিকারের স্রষ্টা, আমাদের মুখের অন্নদাতা, ওরা তো তোমাদের ভদ্রলোকের মতো শুধু একজনার টাকা নিয়ে আর একজনার পকেটে চালান দেয় না···

বীরেন্দ্র। সে তো সত্যি কথা, শতবার বলতে পারো···

মলিনা। তবে আর কেন, চল ওদের দলে যোগ দিই, আর দেরী করে' কাজ নাই···

বীরেন্দ্র। যোগ তো দিবই ওদের দলে, কিন্তু যোগ দেওয়ার পথ পরিষ্কার করি কী করে?···

মলিনা। কেন ?···

বীরেন্দ্র। যাদের মধ্যে স্নেহ আদর পেয়ে মানুষ হয়ে উঠলাম এতদিন, তাদের বাঁধন ছিঁড়বো কেমন করে' তাই ভাবছি···

মলিনা। প্রথমটা একটু কষ্ট হবে, তারপর দেখবে এই বাঁধনই আমাদেরকে পঙ্গু করে' রেখেছে, নিজ পায়ে দাঁড়াতে দেয় নি···

বীরেন্দ্র। স্নেহমায়ার বাঁধন কি চাষী মজুরদের মধ্যে নাই? আমাদেরকে, মধ্যবিত্তশ্রেণীকে, পঙ্গু করেছে আমাদের স্নেহমায়া নয়, আমাদের সমাজের আর্থিক কাঠামো, পুরুষপুরুষানুক্রমিক জীবিকার্জনের রীতিনীতি, কলমপেষা আর মস্তিষ্কচালনা আর বসে' বসে' শরীরের মেদ বাড়ানো, কাস্তে লাঙ্গল হাতুড়ি কোদাল দেখে নাক সিটকানো···

মলিনা। তুমি তাহ'লে কি করতে চাও বলো, দাদা বৌদির আদর যত্নে মানুষ হয়ে দাদার মতো ডাক্তারি পসার জমিয়ে আরামে দিন কাটাবে, না বিলাস বিশ্রাম পিছনে ফেলে স্বাধীন শ্রমের পথ, সত্যিকার মনুষ্যত্বের পথ, ধরবে? দুনৌকায় পা দিয়ে তো থাকতে পারবে না?··

বীরেন্দ্র। দুনৌকায় পা রাখবো না, এক নৌকা ধরে' অজানা স্রোতেই পাড়ি দিব···

মলিনা। অর্থাৎ?···

বীরেন্দ্র। অর্থাৎ অভিভাবকদের পক্ষপুটের নীচে চির-নাবালক হয়ে দিন কাটাবো না, গরীবের বুকে একবার স্টেথোস্কোপ ঠেকিয়েই অমনি তার মাসের সঞ্চয় চারটে পাঁচটা টাকা কেড়ে নিবো না। আমি ঠিক করেছি কয়লার খনির দেশে যাবো, ডাক্তারি যা শিখেছি তাতেই কুলি মজুরদের যতদূর সাধ্য সেবা করে' নিজের উদরান্ন সংগ্রহ করবো···তুমি পারবে তাদের মধ্যে গিয়ে খাটতে?···

মলিনা। নিশ্চয়ই পারবো, আমি তো ম্যাট্রিক পাশ করেছি, আমি সেই বিদ্যে দিয়ে গরীবদের ছেলেমেয়েদের নিরক্ষরতা দূর করবো, তাতে কি আমার জীবিকাটা অর্জন করতে পারবো না?···

বীরেন্দ্র। খুব পারবে, বেশ তবে চলো দুচার দিনের মধ্যেই এ স্থান ছেড়ে যাই; দাদারা তো নতুনগাঁয়ে বসবাসের পত্তন করে' এসেছেন, কুসুমপুর ছেড়ে যেতে তাঁদের আর বেশী দেরী নাই…

মলিনা। বেশ তবে ঠিক কোথায় যাবে, কবে যাবে, আমাকে বলো, আমিও তৈরী হয়ে নিই…

বীরেন্দ্র। বলবো, দুএকদিনের মধ্যেই বলবো…

মলিনা। চল তবে এখন যাই, সন্ধ্যা হয়ে এলো, আর একটু দেরী হ'লেই আবার দিদি লোক পাঠাবে আমাকে খুঁজবার জন্যে…

বীরেন্দ্র। হ্যাঁ চলো, এই একটু থামো…মলিনা…এই টিলার উপর ছেলেবেলা থেকে কতদিন কত সন্ধ্যা সকালই না কাটিয়েছি…বড় মায়া এই জায়গাটার উপর আমার…একটু বসো'…একটা গান গাবে, এখানকার শেষ গান ?…

মলিনা। তা তুমি বললে গাইবো…

বীরেন। গাও তবে, তোমার সেই গানটা, মাটির মায়ার গানটা…

মলিনা।

আ মরি মাটির মায়া।
মাটির মায়া—
মরণ মাঝে জাগায় জীবন,
মরুর বুকে বিছায় ছায়া।
চলার পথে যে দিকে চাই
মাটির মায়ার স্রোত বয়ে যায়,
ফুলে ফলে কতই রূপে
দূর স্বপনের রচে কায়া,
আ মরি মাটির মায়া,
মাটির মায়া।

(গান গাওয়া শেষ হইতে হইতে পশ্চিম দিগন্তের লাল আভা সম্পূর্ণ মিলাইয়া যায়, তারপর মলিনা ও বীরেন্দ্রের হাত ধরাধরি টিলা হইতে অবতরণ)

বীরেন্দ্র। অন্ধকার হয়ে এল…

মলিনা। হ্যাঁ বড় দেরী হয়ে গেল, তাড়াতাড়ি চলো

ষষ্ঠ দৃশ্য

নতুনগ্রাম, শ্রমিকসংঘের অফিস।

সময়—পঞ্চম দৃশ্যের ঘটনার প্রায় তিন বৎসর পরে।

করুগেটেড টিনের ছাদ ও ইষ্টক নির্মিত দেওয়ালের একখানি লম্বা ঘর; ঘরের বাহিরে বেশ চওড়া একটি বারান্দা ও বারান্দার নীচে নাতিবৃহৎ একটি প্রাঙ্গণ সবুজ ঘাসে ঢাকা; প্রাঙ্গণের দুই পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ গাঁদা ফুলের গাছে রাশি রাশি ফুল ফুটিয়াছে; ঘরের ভিতরে একখানি লম্বা টেবিল ও টেবিলের পশ্চাতে, ডাহিনে, বামে, একখানি করিয়া চেয়ার; ঘরের অবশিষ্টাংশে সারি সারি বেঞ্চি সাজানো; বারান্দাতেও দেওয়ালের কোলে খান দুই বেঞ্চি পাতা। ঘরের ভিতরকার ও বাহিরের দেওয়ালে অনেকগুলি প্রাকৃতিক দৃশ্য ও শ্রমিক নেতার ছবি ঝুলিতেছে। সন্ধ্যা লাগিতে এখনো ঘণ্টা দেড়েক বাকী। ঘরের ভিতর চেয়ার ও বেঞ্চিগুলির উপর বসিয়া হারাধন পাল, নিরঞ্জন মণ্ডল, জ্যোতি কর্মকার, মলিনা ও বীরেন্দ্র এবং আরো চার পাঁচজন যুবক গম্ভীরভাবে আলোচনায় নিযুক্ত। সম্প্রতি-জাত ঘন চাপ দাড়ির জন্য বীরেন্দ্রকে তিনবৎসর পূর্বেকার তরুণ যুবক বলিয়া চিনিতে কষ্ট হয়।

হারাধন (সকলে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকার পর)—তা হ'লে আমাদের সমস্যা বেশ গুরুতর বলেই মনে হচ্ছে···তিনটে বৎসর মাত্র আমরা এই সংঘ স্থাপন করেছি, এর মধ্যেই আমাদের শ্রমিক তরুণরা যদি মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর ভাবভঙ্গী চালচলন, চিন্তা ও কর্মধারার দিকে এভাবে ঝুঁকে' পড়ে···

জ্যোতি। যদি পড়ে কেন, পড়েছেই তাতে সন্দেহ নাই, কি বল ভাই নিরঞ্জন ?···

নিরঞ্জন। তাই তো মনে হয়···

হারাধন। আমাদের শ্রমিক তরুণদের মধ্যে কবিতা-লেখা, ছবি-আঁকা, গান-গাওয়া, এমন কি নাচা পর্যন্ত তা হ'লে সংক্রামকই হ'য়ে দাঁড়ালো?···

নিরঞ্জন। আপনি সংক্রামক কথাটাই ব্যবহার করলেন পালমশায় ?

এই সমস্ত চারুকলার আলোচনা ও চর্চাকে একবারে মারি মহামারির সঙ্গে এক শ্রেণীতেই ফেলছেন?···(হারাধন পাল কর্তৃক নিরঞ্জনের প্রতি বিস্মিত দৃষ্টি ক্ষেপণ)

জ্যোতি। হারুদা আপনি ভুলে' যাচ্ছেন নিরঞ্জন ভাই আমাদের নিজেও একজন কবি···

হারাধন। না ভুলবো কেন, আমাদের এই সংঘ স্থাপনের দিন উদ্বোধন গানটা তাঁরই রচিত ছিল বলে' মনে পড়ছে···

নিরঞ্জন! উদ্বোধন নয়, সভাভঙ্গের গানটা, জাগো ভাই মাটির সন্তান···

হারাধন। হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন পরিষ্কার মনে পড়েছে, যাই হোক্, কিন্তু···

নিরঞ্জন। আমি বলছি কি পালমশায়, লাঙ্গল ঠেলা, কাঠ কাটা, হাতুড়ি পিটনো, এসবের সঙ্গে সঙ্গে যদি গান গাওয়া, কবিতা লেখা, ছবি আঁকা বা ঐ জাতীয় আর কোন আনন্দের কাজ, সৌন্দর্যসৃষ্টির কাজ, করা যায়, তাতে ক্ষতি কী?···

হারাধন। ক্ষতি, ক্ষতি, ব্যাপারটা হচ্ছে কি জানো ভাই, একবার যদি ঐ কবিতা লেখা বা ছবি আঁকার নেশায় পেয়ে বসে তখন যে আর হাতুড়ি পিটনো লাঙ্গল ঠেলাতে মনই বসবে না, সেই রকমই তো অবস্থা দাঁড়াচ্ছে বা দাঁড়িয়েছে শুনছি, কেমন না জ্যোতিভাই?···

জ্যোতি (একজন যুবকের দিকে চাহিয়া)—বল না কালীপদ তোমার মনের কথাটা, পালমশায়কে তোমাদের বক্তব্য শোনাবে বলেই তো এসেছ আজ তোমরা···

কালী। বলি···পালমশায় বোধ হয় জানেন আমি ছুতোরের কাজে পেটের ভাত রোজগার করি, আমার সাত আট বছর বয়স থেকেই বাবা আমাকে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে কাঠ পালিশ করতে, চেয়ার টেবিলের হাতল, পায়া লাগা'তে আর ঐরকম ছোটখাটো কাজ করতে শিক্ষা দেন, ছুতোরের কাজ আমি ভালই শিখেছি, বাবা মারা যাওয়ার পর তাঁর ব্যাবসা আমার হাতে বেড়েছে বই কমেনি; রোজগারও ভালই করি, কিন্তু তবু পালমশায়, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর, ওই কাঠ কাটা আর কাঠ পালিশ করা আর চেয়ার বেঞ্চি টেবিল, টেবিল বেঞ্চি চেয়ার, হয় তৈরি নয় মেরামত, এ আর ভাল লাগেনা, বিরক্ত ধরে' গিয়েছে, কাজের মধ্যে যেন কোন আনন্দ পাই না···

হারাধন। কেন, টাকা তো ভালই রোজগার কর, তাতেও আনন্দ হয় না ?···

কালী। না পালমশায় তা হয় না ; শুধু টাকাই কি সব, তা যদি হ'ত তা হ'লে তো বড়লোকেদের মধ্যে আর আনন্দের শেষ থাকতো না, তাদের মুখে হাসিই লেগে থাকতো, চোখে জল দেখা যেতো না, কিন্তু সত্যি সত্যি কি তাই হয় ?···

হারা। কালীপদ, তোমার এখনো বয়েস খুবই কম, বোধ হয় গোট তিরিশের বেশী হবে না···

কালী। আজ্ঞে সাতাশ বছর হ'ল আমার বয়েস এই শ্রাবণে···

হারা। তাই তো হবে, হাড় পাকতে এখনো অনেক দেরি, কিন্তু হাড় পাকলে বুঝবে টাকার মূল্য জীবনে কী···তোমার ছেলেমেয়ে কটি ?···

কালী। আজ্ঞে একটি ছেলে একটি মেয়ে, ছেলেটা তিন বছরের, মেয়েটা মাত্র এক বছরের···

হারা। আর গুটি কয়েক ছেলেমেয়ে হোক তখন বুঝবে সংসারের ঠেলাখানা কী···কাপড় রে, জামা রে, চাল ডাল তেল নুন কাঠ ঘুঁটে ডাক্তার কবরেজ ওষুধ পথ্যি দিনের পর দিন সকালটি হ'তে না হ'তে নরকভোগ আরম্ভ, সে নরকভোগের কি আর শেষ আছেরে ভাই, এই ছাখো না কেমন হু হু করে' সমস্ত মাথাটা একদম শাদা হয়ে গেল···

কালী। আপনিও তো মোটা টাকাই রোজগার করেন, তবে আপনার চুল এভাবে পাকলো কেন ?···

হারা। জানো ভাই কালী, রোজগারটি না থাকলে ঐ চুল পাকাতেই শেষ হ'ত না, গলায় দড়ি দিতে হ'ত, অন্ততঃ গিন্নীর হাতে ঝাঁটা খেতে হ'ত, সেটি হ'তে বেঁচে আছি কেবল ঐ মাসে মাসে তেনার হাতে টাকাগুলো এনে দিতে পারি বলে' ···

কালী। কিন্তু পালমশায়, কাঠের উপর রেঁদা চালা'তে চালা'তে ঘরের দেওয়ালে যখন হিমালয় থেকে গঙ্গা নেমে আসার ছবি দেখি তখন হাত চালানো যেন আপনি বন্ধ হয়ে আসে, ছবির উপর আমার চিরকালকার যে কী প্রাণের টান তা আর কি বলবো ?···

হারা। ছুতোরের কাজ ছেড়ে ছবি আঁকা ধরবে নাকি ?··· চুপ করে' থাকলে যে ?···

নিরঞ্জন। কালীপদর ঘরে তার নিজের আঁকা সুন্দর সুন্দর ছবি···

হারা। বল কি, সর্বনাশ, কালীপদকে তবে আমাদের সংঘ হারা'লো নাকি, কোন্‌দিন দ্যাখো কাঠের কারখানা বন্ধ করে' ছবির স্টুডিও খুলে' বসে' ভদ্রলোক বনে' যাবে···

কালী। না না না, তা কক্ষনোই হবে না···

জ্যোতি। পাল মশায়, কালীপদর আলোচনা আর রাখুন আজকের মতো, একবার আমাদের চাষী মন্মথর অবস্থাটা কি তাই দেখুন, আরও অবাক্‌ হ'বেন···

হারা। কি ভাই মন্মথ, তুমিও লাঙ্গল ছেড়ে ছবি আঁকতে ধরেছ নাকি?···

মন্মথ। আজ্ঞে না, ছবিটবি আমার আসে না, তবে ছোটবেলা থেকেই আমার গানের আর ছড়া বাঁধার ঝোঁক আছে, সেটা এখন বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন নেশায় দাঁড়িয়েছে···

হারা। কি রকম?···

মন্মথ। রকম আর কি—এই ধরুন বোশেখ জষ্ঠি মাসে কাঠফাটা রোদের পর আকাশে যখন নতুন মেঘ দেখা দেয়, বিদ্যুতের চমকে যেন আকাশ এপার ওপার হয়ে চিরে' চিরে' যায়, তারপর মুষলধারায় বৃষ্টি নেমে আসে, তখন আমার লাঙ্গল ছেড়ে দিয়ে গান গাইতে ইচ্ছে করে, বুকের মধ্যে যেন কি একটা জোয়ার এসে ফুলে' ফুলে' উঠে, কেবলই মনে হয় ছড়া বাঁধি, আর সত্যি পালমশায় বললে বিশ্বাস করবেন না, তখন যদি একটা গান গাই বা খানিকটে ছড়া বাঁধি, তবে বুকটা যেন পাতলা হয়···

হারা। দ্যাখো মন্মথ, আমি তো ভাই সেই দশবছর বয়েস থেকে এই পঞ্চাশ বছর বয়েস পর্যন্ত লোহাই পিটিয়ে এসেছি, আমার মনে হচ্ছে তোমার ওই বুকের মধ্যে জোয়ারের মত ফুলে' ফুলে' উঠা, ও একটা ব্যারাম, হৃদ্‌রোগের লক্ষণ, তুমি একটু ডাক্তার কবরেজ দেখাও···

মন্মথ। আমারও যে তা মনে না হয়েছে তা নয়, কিন্তু গান গাইলে বা ছড়া বাঁধলে বুকের হাঁসফাঁসানিটা কমে' যায়, শরীর ঠাণ্ডা হয়, এটা কি সত্যি সত্যি ব্যারাম?···

নিরঞ্জন। ও রকম আমারও হয় মন্মথ, আমার তো গান গাইতে গাইতে কখনো কখনো শরীরে কাঁটা দেয়, ও কোন ব্যারাম ট্যারাম নয়, ও যদি ব্যারাম হ'ত তা হ'লে ক্ষিদে তেষ্টা লাগাও ব্যারাম হ'ত···

হারা। মন্মথ, কালীপদ, তোমরা ভাই আমাদের দল ছেড়ে যাচ্ছ, তোমরা ঐ ভদ্রলোক বা মধ্যবিত্তশ্রেণীতে ভিড়লে বলে', আর দেরী নাই, লাঙ্গল ছেড়ে কলম ধরলে বলে'; আমার তো মনে হয় এতদিনকার ভদ্রলোক বা মধ্যবিত্তশ্রেণী যদি খারাপ অবস্থায় পড়ে' লোপ পেয়েও যায়, এই তোমরাই আবার একটা নতুন মধ্যবিত্তশ্রেণী গড়ে' তুলবে, যার কাজ হবে গতর খাটানো ছেড়ে মাথা খাটানো···

কালীপদ। আমরা মাথা গতর দুই-ই খাটাবো পালমশায়, দেখবেন আপনি ভয়ের কোন কারণ নাই···

হারা। দুই মনিবকে সমান সেবা করা বড় সোজা কাজ নয় রে ভাই, আমিও বলে' রাখছি দেখো' এক মনিব অসন্তুষ্ট হবেই, কিংবা দুই মনিবই অসন্তুষ্ট হবে, দু নৌকায় পা দিয়ে যা হয় তাই হবে, ডুবে' মরবে, না হবে ছবি আঁকা গান গাওয়া, না হবে রেঁদা চালানো বা লাঙ্গল ঠেলা···না খেয়ে মরবে···

কালীপদ। ছবিও তো মোটা মোটা দামে বিক্রী হয়···

হারা। একবার বাজারে গিয়ে বসে' গ্যাখো না খানকয়েক তোমার আঁকা ছবি নিয়ে, কি রকম বিক্রী হয় দেখো', টুল বেঞ্চি চেয়ার লোকে লুফে' নিয়ে যাবে, ছবির দিকে ফিরেও তাকাবে না···

মন্মথ। আর আমার ছড়া গানের দশা কি হবে পাল মশায় বলুন তো?

হারা (হো হো করিয়া হাসিয়া)—ছড়া গান? তার কথা আর বলো' না, ছবি যদিও বা এক আধখান বিক্রী হয়, ছড়া গানের পুঁথি নিয়ে বসেছ দেখলে লোকে সেদিকের মাটি মাড়াবে না···

মন্মথ। গানের উপর লোকের এতই অভক্তি আপনি মনে করেন? কিন্তু গান গায় না এমন লোকও তো কই দেখি না, তা গলার স্বর যেমনই হোক না কেন···আমাদের বাড়ীর পাশের হরেকেষ্ট ধোপার গলা তার গাধার গলার মতই মিষ্টি, অথচ প্রতিদিন রাত্রে অন্ততঃ ঘণ্টাখানেক চীৎকার না করে' পাড়ার লোককে ঘুমোতে দেয় না···

হারা। তা হরেকেষ্টর কাছে দুটো গান বিক্রী করার চেষ্টা করো' না, গানের বই কিনতে যে চারগণ্ডা পয়সা খরচ করবে তা নিয়ে তাড়ির দোকানে দৌড়ায় কিনা দেখো'···আরে নারে ভাই, বাতাসে গান উড়ে' আসে, লোকে শুনে' শুনে' শিখে আর গায়, পয়সা দিয়ে গান কবিতার বই কিনবে না কেউ, অন্ততঃ আমাদের দেশে, এ বলে' রাখলাম; এই আমার কথাই

ধর না, আমি তো একেবারে অশিক্ষিত নই, কিন্তু আমিও সেই যে ছোটবেলায় পড়েছিলাম পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল, তারপরে আর একটাও কবিতা পড়িনি, তাতে কি আমার দিন চলছে না, না আমার কোনরকম ক্ষতি হয়েছে? না না, কোব্‌তে টোব্‌তের কোন দরকার নাই, অন্ততঃ ওর জন্যে কেউ পয়সা খরচ করবে না; আমি কালই দেখলাম আমাদের বাজারে যে ছোট বইয়ের দোকানটা আছে তার বাইরে বসে' একটা লোক তেলে ভাজা পেঁয়াজবড়া বেচছে, তার সমস্ত বড়া আধঘণ্টার মধ্যে বিক্রী হয়ে গেল, কিন্তু বইয়ের দোকানে তো একটা খদ্দেরও ঢুকলো না…(সকলের উচ্চ হাসি)

জ্যোতি। আচ্ছা পালমশায়, মন্মথ কালীপদর কথা তো শুনলেন, এখন আমাদের সংঘের বিশিষ্ট সভ্য বীরেন্দ্রনাথ ও তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী মলিনার বক্তব্য শুনুন, তাঁরা তো নিজ ইচ্ছায় সচ্ছল পারিবারিক জীবনের সুখশান্তি ছেড়ে শ্রমিক জীবন বরণ করে' শ্রমিকদের সেবায় আত্মোৎসর্গ করেছিলেন, তাঁদের মতের একটা বড় রকম মূল্য আছে, মাত্র মাস খানক হ'ল তাঁরা খনি অঞ্চল থেকে ফিরে' এসেছেন…

হারা। কমরেড বোস, আপনারা তো প্রায় তিন বৎসর হ'ল কয়লার খাদের মজুরদের মধ্যে কাজ করে' এলেন, আমাদের শ্রমিক কর্মীদের কর্তব্য ও কর্মপন্থা সমন্ধে আপনাদের অভিজ্ঞতা ও মত কি একটু বলুন ··

বীরেন্দ্র। পালমশায়, নিরঞ্জনবাবু, জ্যোতিবাবু, আপনারা তিনজনেই এখানে উপস্থিত আছেন, আপনারা তিনজনেই আমাদের শ্রমিক সংঘের কর্ণধার, আপনাদের আজকের আলোচনার উপরে এই সংঘের ভবিষ্যৎ অনেকটা নির্ভর করছে জানি, কাজেই আমার অন্তরের কথা আপনাদের কাছে খুলেই বলবো। আমি ও আমার স্ত্রী অনেক আশা নিয়েই অভিভাবকদের মায়ামমতা আদর যত্ন পিছনে ফেলে শ্রমিকদলে যোগ দিয়েছিলাম, নিজ নিজ ক্ষমতা অনুযায়ী শ্রমিক ভাইদের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলাম, কিন্তু গোড়াতেই বলি আমাদের সে আশা সফল হয়নি, সফল হওয়ার কোন সম্ভাবনাও দেখি না। আমার এরকম হতোৎসাহ হওয়ার কারণ কি খুলে' বলছি, দয়া করে' একটু মনোযোগ দিয়ে শুনুন…

হারা। নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই, আপনি যা বলবেন তা তো আমাদের মঙ্গলের জন্যেই; আপনি ধীরে সুস্থে আপনার বক্তব্য বলুন, কোন তাড়াহুড়ো নাই;

জ্যোতিভাই, তুমি একটু কাগজ কলম নিয়ে কমরেড্ বোসের বক্তব্যের প্রধান প্রধান কথাগুলো নোট করে' রাখো, আমাদের ভবিষ্যৎ আলোচনায় দরকার হবে···

জ্যোতি। আচ্ছা···

(একটা ছোট আলমারির ভিতর হইতে একখানা খাতা ও একটা পেন্সিল লইয়া পুনরায় নিজস্থানে উপবেশন)

বীরেন্দ্র। আপনারা জানেন আমার দাদা ধীরেন্দ্রনাথ বসু কুসুমপুর গ্রামে বেশ নামকরা ডাক্তার ছিলেন, সারা জেলায় তাঁর চিকিৎসক হিসেবে সুনাম ছিল, যার ফলে এই নতুনগাঁয়ে এসে বাস করার পর এই অল্প সময়ের মধ্যেই এখানেও তাঁর পসার বেশ জমে' উঠেছে; তাঁর আগাগোড়া প্ল্যান ছিল আমিও ডাক্তারি পাশ করে' তাঁর সঙ্গেই চিকিৎসা ব্যাবসা ধরবো, তাঁর আশা ছিল আমি তাঁর থেকে বড় ডাক্তার হবো, বিলাত থেকে ডিগ্রী নিয়ে এসে এ অঞ্চলের চিকিৎসাক্ষেত্রে সর্বেসর্বা হবো; আমি তাঁর সে সব আশা-আকাঙ্ক্ষায় ছাই দিয়ে বছর আড়াই মাত্র ডাক্তারি পড়ে', ডাক্তারের ডিগ্রী না নিয়েই, নিজের পায়ে দাঁড়া'তে গিয়েছিলাম খনির মজুরদের মধ্যে চিকিৎসা কাজকে জীবনের ব্রত করবো বলে'; বৎসর খানেক তাদের মধ্যে কাজ করে' বেশ সুনামও পেয়েছিলাম, কিন্তু সে সুনাম টিকলো না; শ্রমিকদের উপর বুকভরা সহানুভূতি ও স্নেহমায়া থাকা সত্ত্বেও আমার যা ডাক্তারি বিদ্যা তাতে কঠিন ব্যারাম একটাও সারা'তে পারতেম না, তার ফল দাঁড়া'লো তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সহর থেকে এম বি পাশ করা ডাক্তার ডাকতে লাগলো, আমার সামান্য ভালভাতের সংস্থানও কঠিন হয়ে দাঁড়ালো; আমার স্ত্রীর অবশ্য ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পড়ানো কাজ ভালই জুটতো, কিন্তু তাতেও মজুর সর্দারদের যারা একটু লেখাপড়া জানা লোক তারা বলাবলি করতো, গ্র্যাজুয়েট ছাড়া কি ভাল মাষ্টার হয় রে ভাই, ও সব ম্যাট্রিক ফ্র্যাটিক নয়, গ্র্যাজুয়েট লাগাও আমাদের ছেলেমেয়েদের মানুষ করতে, এইতো অবস্থা পাল মশায়, অগত্যা আমরা দুজনেই চলে' এসেছি, এখন কী করা যায়, পরামর্শ দেন···

হারা। জ্যোতি, নিরঞ্জন, কি বল ভাই তোমরা, লক্ষণ একেবারেই ভাল নয়···

জ্যোতি। যাদেরকে আমরা তথাকথিত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বলে' ঠাট্টা করি, শ্রমিকদের সহানুভূতি যেন তাদেরই দিকে, কি বলেন বীরেনবাবু?···

বীরেন। শুধু সহানুভূতি নয়, শ্রমিক তরুণদের অধিকাংশেরই আকাঙ্ক্ষা শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীর যুবকদের মত 'ভদ্রলোক' হয়ে এক একটা চেম্বার খুলে' বসবো, কেউ ডাক্তার হয়ে, কেউ উকিল, কেউ বা চিত্রকর বা ঐ রকম একটা না একটা কিছু হয়ে, লাঙ্গল ঠেলতে, কাস্তে চালা'তে, হাতুড়ি পিটা'তে তাদের যেন অন্তরের অনিচ্ছা···

হারা। জ্যোতি ভাই···

জ্যোতি। বলুন···

হারা। কি করা যায় এখন বলো দেখি, আমাদের সব আশা কি অঙ্কুরেই শুকিয়ে যাবে নাকি ?···

নিরঞ্জন। অত ভয় করবেন না পালমশায়, আমি তো কবিতা লিখি, গান বাঁধি, আমি তো ভদ্রলোকদের দলে মিশতে যাইনি···

হারা। তা তো বুঝলেম রে ভাই, কিন্তু তোমার মতো তো সবাই হয় না, তা ছাড়া বড় কথাটা হচ্ছে এই, আমাদের ঘরে ঘরে তরুণরা যদি কবি, গায়ক, চিত্রকর, মাস্টার, ডাক্তার এই সব হয়, তা হ'লে অদূর ভবিষ্যতে অবস্থা দাঁড়াবে এই যে এই তরুণরাই, এতদিনকার বনেদী মধ্যবিত্তদের দলে যদি না-ও ভিড়ে, নিজেদের মধ্যেই, অর্থাৎ আমাদের শ্রমিকদের মধ্যেই, একটা নতুন মধ্যবিত্তশ্রেণী গড়ে' তুলবে, কাস্তে-হাতুড়িওলারা কোথায় তলিয়ে যাবে, আমরা শুধু শ্রমিকদের নিয়ে যে একটা সম্মানিত শ্রেণী তৈরির চেষ্টায় আছি, সে চেষ্টা পণ্ড, একবারেই পণ্ড হবে···

নিরঞ্জন। আপনি কি শ্রমিকদের মধ্যে থেকে মাথা জিনিষটা একবারে বনবাস দিতে চান ?···

হারা। না, তা কি চাইতে পারি···

নির। তবে···মাথা থাকলেই মাথা খাটা'তে হবে, মাথা খাটা'লেই কবি, চিত্রকর, ভাস্কর, এসবের উৎপত্তি হবে, কারণ ভাষার মধ্যে দিয়ে, তুলির মধ্যে দিয়ে, বাটালির মধ্যে দিয়ে, ভিন্ন ভিন্ন রকমের সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলা, এ যে জীবনের একটা প্রধান কাজ, বোধ হয় সব থেকে প্রধান কাজ ; এই যে সৌন্দর্যের ডাক এ যে মানুষের আত্মার কাছে বিশ্বস্রষ্টার চিরন্তন ডাক ; এ কাজকে যদি বনবাস দিই, এ ডাককে যদি শুনেও না শুনি, তবে জীবনটাই যে বৃথা যাবে···

হারা। শুনছো জ্যোতি নিরঞ্জনের কথা ? আমরা আছি কোথায়, আমাদের সংঘের ভিত বুঝি এবার ভেঙ্গে পড়ে···

জ্যোতি। অত সহজে ভাঙ্গতে দিচ্ছি না আমাদের এই এত যত্নে গড়ে' তোলা সংঘকে, উঠে' পড়ে' লাগতে হবে শ্রমিকশ্রেণীর মর্যাদা, সুযোগ সুবিধা এ সমস্ত ভাল করে' আমাদের তরুণদেরকে বুঝিয়ে দিতে…তা ছাড়া গবর্নমেণ্টের কাছে আমাদের একটা প্রতিনিধি দল, একটা ডেপুটেশন, পাঠা'তে হবে…

হারা। ডেপুটেশনের কথা পরে, আগে এই কল্পনাবিলাসী আয়েশী যুবকদের ভাল করে' বুঝা'তে হবে পেটের ভাতের সমস্যার কথা, বাড়ী বাড়ী গিয়ে তাদেরকে বলতে হবে, আগে পেটের ভাত, পরনের কাপড়, তারপর গান বাঁধা, কবিতা লেখা, ছবি আঁকা; মন্মথ, কালীপদ, তোমাদেরকেও একাজে অন্তরের সঙ্গে যোগ দিতে হবে, দোটানার মধ্যে থাকলে চলবে না; ভাই নিরঞ্জন, আগে বাঁচলে তবে তো তোমার সৌন্দর্যসৃষ্টি, ছেলে-মেয়েদের নিয়ে দুবেলা পেট ভরে' খেয়ে সুস্থ সবল দেহে বেঁচে থাকবে এই ভালো, না পেটে চোঁ চোঁ ক্ষিদে নিয়ে মলয় বাতাস, ফুলের হাসির গান গেয়ে বেড়াবে তাই ভালো, একি আর বার বার বুঝিয়ে বলার দরকার আছে…না না ভাই তোমাদের সকলকেই হাত জোড় করে' বলছি, ঐ শিল্পকলার জন্যে, সৌন্দর্যসৃষ্টির জন্যে, আমাদের তরুণরা শ্রমিকশ্রেণীর অস্তিত্ব ধ্বংস করবে, এ আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে পারবো না…কমরেড্ বোস, আপনি কি বলেন?…

বীরেন। আমি ভাবছি কি এই তরুণদের উচ্চশিক্ষার আকাঙ্ক্ষা, সৌন্দর্য-পিপাসা, বুদ্ধিবৃত্তি চালনায় উচ্চশিক্ষিত মধ্যবিত্ত যুবকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা, ফলে নিজেদের মধ্যেই একটা মস্তিষ্কজীবী মধ্যবিত্তশ্রেণীর সৃষ্টি, এসব কি পেটের ভাতের দোহাই দিয়ে ঠেকিয়ে রাখা যাবে?…

হারা। সমস্যা কঠিন সন্দেহ নাই, কিন্তু হাল ছাড়লে চলবে না, চলো কাল থেকেই আমরা নতুন করে' কাজে নামি, আমাদের শ্রমিকদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে বুঝিয়ে বলবো, তোমরা ছবি গান কবিতা চাও, না ডাল ভাত চাও? …মন্মথ, তোমার কবিতা কয়েকটা সঙ্গে নিয়ো, আমি কিছু পেঁয়াজবড়া নিব থলিতে করে', দেখবে আমাদের তরুণরা কবিতা পড়তে চায় না বড়া খেতে চায়…(পুনরায় সকলের হাসি) পেট আর মাথা, এর মধ্যে পেটের দাবীই আগেরে ভাই, কাজেই শ্রমিক আর পণ্ডিতের মধ্যে শ্রমিকেরই স্থান আগে, পণ্ডিতের স্থান পরে…চল আজকের মত যাওয়া যাক…

(সকলের গাত্রোত্থান)

সপ্তম দৃশ্য

নতুনগাঁয়ের দুর্গাবাড়ী

সময়—ষষ্ঠ দৃশ্যের ঘটনার একবৎসর পরে।

দৃশ্যের পশ্চাদভাগে চতুর্দিকে উন্মুক্ত খড়েছাওয়া একটি নাতিবৃহৎ মণ্ডপ, সম্মুখভাগে তৃণাচ্ছাদিত প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণ; প্রাঙ্গণের প্রান্ত দিয়া ধূলিধূসর রাজপথ বিস্তৃত; মণ্ডপের নীচে অনতিদূরে ছ-খানি চেয়ার, মধ্যে একটু ব্যবধান রাখিয়া তিনখানি তিনখানি করিয়া মণ্ডপের সমান্তরাল একই লাইনে সাজানো; এই চেয়ারগুলির সহিত সমকোণ করিয়া হাত দুই ডাহিনে ও বাঁয়ে আরো পাঁচ পাঁচ দশখানি চেয়ার সামনাসামনিভাবে রক্ষিত। দৃশ্যারম্ভে দেখা যাইবে প্রথম লাইনের পাশা-পাশি তিনখানি চেয়ারে মহেন্দ্রনাথ, সুখময় ও ধীরেন্দ্রনাথ কথাবার্তায় নিযুক্ত।

মহেন্দ্র। তা হ'লে দেখা যাচ্ছে শ্রমিকসংঘের দুশ্চিন্তা আমাদের চেয়ে কিছু কম নয়···

সুখময়। কম তো নয়ই, বরং উল্টো, কারণ আমরা বহুদিন থেকেই মধ্যবিত্তশ্রেণীর ধ্বংসের জন্য তৈরী হয়ে আছি, কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর মাতব্বররা আগাগোড়া আশা করে' আসছেন যে দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার দরুণ, এবং গবর্নমেন্টের সাহায্যে, শ্রমিকরা দেশের রাজা হয়ে বসলো বলে', মহাশয়রা মুহূর্তের জন্যে ভাবেন নি যে তাঁদের ঘরের মধ্যেই বিভীষণ দেখা দিবে···

ধীরেন্দ্র। ওদের তরুণরা কি সকলেই কাস্তে লাঙ্গল ছেড়ে তুলি কলম ধরবো বলছে নাকি?···

সুখময়। সকলে কি তা বলছে, না সকলের তা বলার ক্ষমতা আছে—পেটের ভাতের সমস্যা আছে তো—তবে বেশ কিছু অল্পবয়েসী শ্রমিক নিজ নিজ পরিবারের লোকদের সঙ্গে মনোমালিন্য করে' ব্যাবসা ছেড়েছে; এই ধর কালীপদ দাস, তার আঁকা ছবি তো আজকাল শিক্ষিত সমাজে বেশ চলতি

হয়েছে, অথচ কালীপদ তো দুবছর আগেও কাঠের কাজ করতো ; তারপর মন্মথ দে, আমাদের জমির ভাগচাষ করেছে কতদিন, সেই কুসুমপুরে থাকতেই ওর বাবার সঙ্গে জমির কাজ করতে দেখেছি ওকে, অথচ মন্মথর কবিতা আর গান এখন কলকাতার নামজাদা পত্রিকাও ছাপতে আরম্ভ করেছে, তারপর একদল যুবক থিয়েটার করবে বলে' উঠে' পড়ে' লেগেছে, দু একজনা নাটক লেখার ভার নিয়েছে, গদাই কুমোর হাঁড়িকলসী তৈরী ছেড়ে পাথর কেটে পাখাওলা পরীর মূর্তি গড়ছে, তার তৈরী মূর্তি বেশ বিক্রীও হচ্ছে, মোট কথা ঘরে ভাঙ্গন ধরেছে, দৈহিক শ্রমের কাজ ছেড়ে মাথার শ্রমের কাজে তাদের যুবকদের এমন একটা ঝোঁক দেখা দিয়েছে এবং সে ঝোঁক দিন দিন এমন ভাবে বেড়ে চলেছে যে তাদের অভিভাবক ও নেতাদের মাথা ঘুরে' গিয়েছে, তা না হ'লে হারাধন পালের মত ঝুনো শ্রমিকনেতা নিজে থেকে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে চায়···

মহেন্দ্র। আসবার সময় হ'ল তাদের···

ধীরেন্দ্র। ক'জন আসবে বলেছে ?···

মহেন্দ্র। নিরঞ্জন মণ্ডল আসবে, জ্যোতি কর্মকারও আসবে, তা ছাড়া ঐ মন্মথ, কালীপদ ও আরও জনা দুতিন আসবে জানিয়েছে···

সুখময়। সঙ্গে ঐ সব নতুন শিল্পীদের নিয়ে আসলে কি হারাধনবাবুর বক্তব্যে খুব জোর বাঁধবে নাকি ?···

মহেন্দ্র। আমার ধারণা পাল আমাদের দিয়ে এই শিল্পীদেরকে বলাবার চেষ্টা করবে, এমন কাজ করো' না বাবা, পেটের ভাত ছেড়ে ঐ শিল্পচর্চা করতে যেয়ো না, যদি তা করো, তবে আমাদের তরুণদের মত না খেয়ে মরবে···

সুখময়। যাক তা হ'লে আমাদেরও কয়েকজন যুবককে উপস্থিত করো না, ভাত ভাত করে' চেঁচিয়ে মরছে, তারাও দেখবে শুধু পেটের ভাতটাই বড় নয় ; শ্রমিক তরুণরা আমাদের মস্তিষ্কজীবী মধ্যবিত্তদের দলে ভিড়ছে, আর আমাদের তরুণরা যাবে শ্রমিকদলে যোগ দিতে !···

মহেন্দ্র। আসবে, আমাদেরও চারপাঁচ জন যুবক উপস্থিত হবে আমি ঠিক করে' রেখেছি···

ধীরেন্দ্র। বেশ ভালই হবে তা'হলে, দুপক্ষেরই চোখ খুলবে···

মহেন্দ্র। ঐ যে হারাধনবাবুরা এসে পড়েছে···(ধীরেন্দ্রনাথ ও সুখময়ের

সঙ্গে দাঁড়াইয়া) এই যে আসুন হারাধনবাবু, জ্যোতিবাবু, নিরঞ্জনবাবু, আসুন ভাই, বসুন (পাশের চেয়ার দেখাইয়া) বসুন এখানে···

(হারাধন পাল, নিরঞ্জন মণ্ডল ও জ্যোতি কর্মকারের প্রবেশ ও মহেন্দ্রনাথদের পাশের তিনখানি চেয়ারে উপবেশন; সঙ্গে সঙ্গে মহেন্দ্রনাথদের নিজ নিজ আসন গ্রহণ)

ওরে কয়েক কাপ চা নিয়ে আয় এদিকে···

হারা। না না মহেন্দ্রবাবু, এখন আর চা টা খাবো না, চা আমরা খেয়েই এসেছি; যে কাজে এসেছি সেই কাজে হাত দেওয়া যাক, চা খেয়ে সময় নষ্ট করার দরকার নাই, কি বল ভাই জ্যোতি নিরঞ্জন?···

জ্যোতি ও নিরঞ্জন একসঙ্গে। নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই···

হারা। চা খাওয়ার সময় ঢের হবে পরে, যে সমস্যায় পড়া গিয়েছে তাথেকে আগে অব্যাহতি পাই··

মহেন্দ্র। হঠাৎ কি এমন সমস্যায় পড়লেন হারাধনবাবু?···

হারা। হঠাৎ নয় ভাই, সমস্যা আমাদের অনেকদিন থেকেই ঘনিয়ে উঠছে, শুনেছেন বোধ হয় আমাদের শ্রমিক তরুণদের অনেকের মাথা খারাপ হয়েছে···

মহেন্দ্র। কী রকম?···

হারা। তারা সব এখন কাস্তে কোদাল ছেড়ে তুলি কলম ধরবে···

মহেন্দ্র। অর্থাৎ?···

হারা। অর্থাৎ তারা দেহের খাটুনি ছেড়ে মাথার খাটুনি ধরবে, তাতে তাদের পেটের ভাত হোক আর না হোক···

সুখময়। আমাদের তরুণদের ঠিক উল্টো···আমাদের বাবাজীরা কালিকলম ছুঁড়ে' ফেলে কাস্তে কোদাল ধরবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছেন, তাঁরা বাপপিতামোর ব্যাবসা, অর্থাৎ মাথা খাটিয়ে জীবিকা অর্জন ছেড়ে চাষীমজুর হওয়ার জন্যে উঠে' পড়ে' লেগেছেন···

হারা। আমি জনকয়েক এইরকম পাগলা তরুণকে এখানে আসতে বলেছি, তাদেরকে আপনারা একটু বুঝিয়ে বলবেন, কবি, চিত্রকর, মাস্টার, উকিল, ডাক্তার যে হবে বাপু, হয়ে খাবে কী? দেহটাকে খাটাচ্ছো, অন্তত: মোটা ভাত কাপড়ের অভাব হয় না, ছেলেপুলেদের নিয়ে এক রকম

আরামেই দিন কাটাচ্ছ, কবিতা লিখে' ছবি এঁকে, এমন কি উকিল ডাক্তার হয়েও ভেবেছ আঁজলে আঁজলে টাকা রোজগার করবে? কবিতা পড়বার জন্যে দেশের লোক সব হাঁ করে' বসে' আছে না?...

ধীরেন্দ্র। আরে কবি তো দূরের কথা, আমাদের উকিল ডাক্তারদের কী অবস্থা তার খোঁজ কটা লোকে রাখে, কি বল সুখময়?......

সুখময়। লোকে মনে করে আমরা ফাঁকি দিয়ে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা বাড়ী নিয়ে আসি, অবশ্য দুচার জন তা আনে ঠিকই, কিন্তু দুজন যেখানে হাজার টাকা রোজগার করে সেখানে দুশো জনার যে অন্নচিন্তা চমৎকারা তা আমরাই জানি ভালো করে', এই যে হারাধনবাবু, আপনার তরুণরা আসছে বুঝি...

হারা। হ্যাঁ, তারাই বটে, এসো হে এসো, ব'সো, যাক সকলেই নিজ নিজ যন্ত্রপাতি নিয়ে এসেছ দেখছি, বেশ করেছ...

(মন্মথ, কালীপদ ও আরো তিন জনার প্রবেশ ও জ্যোতি নিরঞ্জনদের পাশের দিকের চেয়ারে উপবেশন; মন্মথর হাতে কয়েকখানি বই ও পকেটে ফাউন্টেন পেন, কালীপদর হাতে মোটা ছবি-আঁকা কাগজ ও দু তিনটী ভিন্ন সাইজের তুলি গোল করিয়া বাণ্ডিল বাঁধা, অপর তিনজনের মধ্যে একজনার হাতে বাঁশী, একজনার হাতে বেহালা ও একজনের গলায় দড়ি দিয়া ঝোলানো একটী মাদল; বসিবার সময় মন্মথ ও কালীপদ তাহাদের বই ও কাগজ ইত্যাদি নিজ নিজ কোলের উপর এবং অপর তিনজন বাঁশী বেহালা ও মাদল মাটীর উপর নিজ নিজ পায়ের নিকট রাখিবে)

মহেন্দ্র। আজ আমাদের বড় সৌভাগ্য আপনাদের সকলের পদধূলি পড়লো এই মণ্ডপে ..

হারা। একই সমাজের লোক আমরা, আমরা সবাই মিলে' একত্র হয়ে নিজেদের বিপদেআপদে আলোচনাপরামর্শ করবো, এতো খুবই স্বাভাবিক, আমরা যে এর আগে এভাবে একত্র হইনি কেন সেটাই আশ্চর্য...

সুখময়। আমরা আশা করি এখন থেকে মধ্যে মধ্যেই আমরা এইভাবে মিলিত হ'তে পারবো...

হারা। খুবই আশা করি...

মহেন্দ্র। ঐ যে আমাদেরও সমিতির সভ্য পাঁচজন তরুণ এসে প ড়েছেন, এসো হে প্রফুল্ল, সুরেশ, সুহাস, হেমন্ত

(পাঁচজন তরুণের একে একে অবশিষ্ট পাঁচখানি চেয়ারে উপবেশন; তাহাদের একজনের কাঁধে কোদাল, অপর চারজনের প্রত্যেকের হাতে এক একরকম হাতিয়ার—কাস্তে, কুড়াল, রেঁদা, হাতুড়ি ও বাটালি; প্রত্যেকেই চেয়ারে বসিবার সময় নিজ নিজ যন্ত্র মাটীতে নিজের সম্মুখে রাখিবে)

আর তোমার নামটা যেন কি···

পঞ্চম তরুণ। বঙ্কিম··

মহেন্দ্র। হ্যাঁ হ্যাঁ, ব'সো ভাই সবাই ব'সো, তোমরা তো একবারে বিদ্রোহের বেশে এসেছো দেখছি, আচ্ছা যা হোক সকলেই সময়মত উপস্থিত, হারাধনবাবু, এবার আমাদের আলোচনা আরম্ভ করা যাক···

হারা। নিশ্চয়, আর সময় নষ্ট করে' কী লাভ···(দাঁড়াইয়া) আমি আমাদের এই শ্রমিক তরুণদের সকলের সঙ্গেই অনেকদিন ধরে' মিশেছি, তাদের সকলেরই মনের কথা জানি, আমি মোটামুটি সেই কথাটা এবং সে সম্বন্ধে আমার মতামত প্রথমে নিবেদন করি, তারপর তারা আপন আপন বিশেষ বক্তব্য কিছু থাকলে বলবে···আমার এই ভাইদের সকলেরই মূল বক্তব্য হচ্ছে এই যে পেটের ভাত পরনের কাপড়ের জন্যে শুধু দৈহিক পরিশ্রম করে' সারাজীবন কাটানো অসম্ভব, অন্ততঃ প্রকৃত মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়, উচিতও নয়; সৌন্দর্যের পিপাসা, কারুশিল্পের মধ্যে দিয়ে নূতন সৌন্দর্যসৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা, মানুষমাত্রেরই একটা জন্মগত বৈশিষ্ট্য, আপনাদের শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীর মানুষদের যেমন আমাদের অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত শ্রমিকশ্রেণীর মানুষদেরও তেমনি জন্মগত বৈশিষ্ট্য ও অধিকার; আমাদের এই তরুণরা মাটিচষা, শস্য-কাটা, কাঠলোহার কাজ, খনি-খাদের কাজ, এই সব নিয়েই আর জীবন কাটা'তে চায় না; তারা বলে, পেটের ভাত যদি কম পড়ে সেও ভাল, তারা কাস্তে লাঙ্গল হাতুড়ি কোদাল বাটালি ছেড়ে কলম ধরবে, তুলি ধরবে, কাব্য লিখবে, ছবি আঁকবে, গান রচনা করবে, মূর্তি তৈরি করবে, কেউ কেউ বলছে মধ্যবিত্তদের এতদিনকার একচেটে ব্যাবসা ওকালতি ডাক্তারি মাস্টারি এসবও তারা নিজেরাই করবে, অপরের অনুকম্পাভিখারী হয়ে থাকবে না, তাই দেখছেন

আমাদের শ্রমিকতরুণরা আজ কলম-তুলি-বাঁশি-বেহালা-মাদল নিয়ে এই আলোচনার দরবারে উপস্থিত···

মহেন্দ্র। সে তো ভাল কথা হারাধনবাবু, আনন্দের কথা···

হারা।। আনন্দের কথা তো বুঝলাম মহেন্দ্রবাবু, কিন্তু বেশীরভাগ শ্রমিক তরুণই যদি এই পথ ধরে, তবে আমাদের শ্রমিকশ্রেণীর যে অস্তিত্ব লোপ পেয়ে যায়···

প্রফুল্ল (কোদাল কাঁধে লইয়া দাঁড়াইয়া)—অস্তিত্ব লোপ পাবে না শ্রমিকশ্রেণীর,—আমরা, এতদিনের তথাকথিত শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীর যুবকরা, নিজ শ্রেণী ছেড়ে শ্রমিকশ্রেণীতে যোগ দিচ্ছি, আমরা এই দেখুন কাগজকলম ছেড়ে কোদাল কাস্তে ধরেছি ··সত্যি কথা বলতে কি আমাদের এই যে কলম ছেড়ে কোদাল ধরা, এটা একটা মনের খেয়াল নয়; আমরা, যুগযুগান্তরের ভদ্রশ্রেণীর যুবকরা, আজ অভাবের তাড়নায় এপথ ধরেছি, আমরা হাড়ে হাড়ে বুঝেছি কবিতা লিখে' গান গেয়ে ছবি এঁকে পেট ভরবে না, ওকালতি ডাক্তারিতেও উপরদিকের কয়েকজন হাজার হাজার টাকা রোজগার করে কিন্তু শতকরা পঁচানব্বই জন উনুনের উপর হাঁড়ি চড়বে কি করে' সেই ভাবনায় রাস্তার দিকে চেয়ে থাকে মক্কেলের আর রোগীর আশায়, আর মাস্টারদের অবস্থা সম্বন্ধে বেশী কিছু বলার দরকারই নাই; মোট কথা মস্তিষ্কজীবী মধ্যবিত্তশ্রেণী যাকে সর্বদা বলা হয় সেটি সমাজের অসহায় অন্নহীনের শ্রেণী, আমরা আজ লেখাপড়া শিখি, উচ্চ শিক্ষালয়ের উচ্চ উপাধি লাভ করি, কিন্তু আমাদের পেটে ভাত জোটেনা, পরনে কাপড় জোটেনা, অসুখে ওষুধ মিলে না, বিদ্যালয়ের উপাধিপত্র হাতে নিয়ে অন্নবস্ত্রের সন্ধানে কর্মদাতার দুয়োরে দুয়োরে ফিরি, কেউ একটা সহানুভূতির কথা বলা দূরে থাকুক, অনেকেই ঘৃণার হাসি হেসে দূর দূর করে' তাড়িয়ে দেয়, পথের ভিখেরীর মত···আমরা সম্মান চাই না, সৌন্দর্যপূজা সৌন্দর্যসৃষ্টি আমাদের মাথায় থাক, আমরা দুটো পেট ভরে' খেতে চাই···

কাস্তে কুড়াল ইত্যাদি হাতে তুলিয়া দাঁড়াইয়া অপর চারজন যুবক—

শোন, শোন, জগতের লোক সকলে শোন, আমরা দুটো খেতে চাই, ক্ষুধার্ত মধ্যবিত্ত যুবক আমরা, আমরা খেতে চাই···(পুনরায় উপবেশন)

প্রফুল্ল। আমার শ্রমিকশ্রেণীর ভাইরা স্বপ্ন দেখছেন, তা না হ'লে, তাঁরা অন্নবস্ত্রের পন্থা ছেড়ে কল্পনাবিলাসের পন্থা ধরতেন না···

মন্মথ (বই হাতে দাঁড়াইয়া)—আমরা হয়তো স্বপনই দেখছি, কিন্তু

আমার শিক্ষিত ভাইরাও যেন মোহগ্রস্ত হয়েছেন বলে' মনে হয়, তা না হ'লে তাঁরা এইভাবে আত্মাকে বলি দিয়ে উদরপূজায় নামতেন না ; আমি একবেলা খাবো, অনশনে থাকবো, সেও ভাল, তবু সত্যসৌন্দর্যের বন্দনা ছাড়তে পারবো না···

তুলি বাঁশী ইত্যাদি হাতে লইয়া মন্মথর সঙ্গী চারজন (মন্মথর সঙ্গে দাঁড়াইয়া)—জয় সত্যের জয়, জয় সৌন্দর্যের জয়, জয় সত্যসৌন্দর্যের জয়···

(উপবেশন)

মহেন্দ্র। হারাধনবাবু, নিরঞ্জন ও জ্যোতিবাবু, সুখময়, ধীরেন, সমস্যা কঠিন, দুই পক্ষের তরুণই নিজ নিজ লক্ষ্যসাধনায় মরিয়া হ'য়ে উঠেছে, এখন আমাদের কর্তব্য শ্রেণীগত পার্থক্য বা রেষারেষি ভুলে' জাতির মঙ্গলের জন্যে এদেরকে হাতে হাত মিলিয়ে এক করা···

হারা। নিঃসন্দেহ···

ধীরেন্দ্র। আর সে কাজ তো তেমন কঠিনও নয় ; আমি আগেই বলেছি আমাদের তরুণতরুণীরা আজ অভাবের তাড়নায় মাথার কাজ ছেড়ে যদি বা দৈহিক শ্রমকেই জীবিকার পথ, জীবনের পথ, বলে' ধরে, তবুও তাদেরকে একদিন না একদিন ফিরে' আসতে হবে মাথার কাজের মধ্যে ; আজ তো হাতে হাতেই দেখা যাচ্ছে শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর যুবকরা যেমন শ্রমিকদলে যোগ দিতে যাচ্ছে, শ্রমিকশ্রেণীর যুবকরা তেমনি শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীর পথ ধরেছে··

মহেন্দ্র। ধীরেন, তোমার ভাই দিব্যদৃষ্টি আছে ঠিকই, তুমি সত্যিই আগে বলেছ আমাদের ছেলেরা আজ আমাদের ছেড়ে গেলেও আবার একদিন আমাদের কাছে ফিরে' আসবে ; হয় তো ঠিকই আসবে, অন্ততঃ এটুকু আজ দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের মধ্যবিত্তশ্রেণী ধ্বংস হয়ে যাবে না, ধ্বংস হ'তে পারেনা, আমাদের কলমপেষা ভদ্রলোকদের মধ্যে থেকেই হোক আর কাস্তেওলা শ্রমিকদের মধ্যে থেকেই হোক, বুদ্ধিজীবী কল্পনাবিলাসী একটা শ্রেণী চিরকালই থাকবে, তারা দারিদ্র্য থেকে নিজেকে যথাসম্ভব বাঁচিয়ে, অর্থপূজা থেকে দূরে জীবনের পথ ধরে', আত্মার খোরাক জুগিয়ে চলবে···

হারা। ঠিক কথা, শ্রমিকশ্রেণীও তেমনি ধ্বংস হয়ে যাবে না, ধ্বংস হ'তে পারেনা, মানুষের দেহে মাথার সঙ্গে যেমন হাত পা খাটে, সমাজেও

তেমনি মস্তিষ্কজীবীর সঙ্গে শ্রমজীবী সর্বসাধারণের অন্নবস্ত্র জুগিয়ে চলবে, হয় তো মধ্যবিত্তশ্রেণী থেকে কেউ কেউ শ্রমিকদলে যোগ দিবে, শ্রমিকদল থেকেও কেউ কেউ মস্তিষ্কজীবী মধ্যবিত্তদের দলে যোগ দিবে, কিন্তু তাতে শ্রেণী লোপ পাবে না, শ্রেণী থাকবেই··

মহেন্দ্র। অতি সত্য কথা হারাধনবাবু, ব্যক্তি আজ আছে কাল না থাকতে পারে, কিন্তু শ্রেণী চিরকালই থাকবে, আমার জন্মভূমি কুসুমপুর জলের তলে যাওয়ার সময় আমার মধ্যবিত্তশ্রেণীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে যে ভয় হয়েছিল আজ সে ভয় দূর হ'ল···

ধীরেন্দ্র। বেশ বেশ, এসো তবে আজ আমরা সবাই মিলে' এই তরুণদের নিয়ে মধ্যবিত্ত ও শ্রমিকশ্রেণীর মিলন গান গেয়ে এই আলোচনা সভার কাজ শেষ করি···

(তরুণদের প্রত্যেকে নিজ নিজ যন্ত্র কলম তুলি বাঁশী কোদাল ইত্যাদি হাতে বা কাঁধে তুলিয়া লওয়ার পর বাঁশী, বেহালা ও মাদলের বাদ্য-সহযোগে নেতাদের সঙ্গে মিলিয়া মঞ্চের উপর ঘুরিয়া ঘুরিয়া গান।)

আমরা সবাই ভাই—
চাষী মজুর পণ্ডিতেতে বিরোধ কিছুই নাই;
কলমপেষা চাকুরে আর লাঙ্গলঠেলা চাষী,
যুগে যুগে থাকবে পাশাপাশি,
কারিগরের হাতুড়পেটায় কবির বীণার তানে
মিশে' মধুর সুরের কাঁপন তুলবে প্রাণে প্রাণে,
কাস্তে কলম কোদাল কেতাব সবই মোদের চাই,
আমাদের কেউ ছাড়া কার চলবে নাকো
এই জীবনের পথ চলায়,
আমরা সবাই ভাই।

যবনিকা

ডাইভোর্স

শ্রীযুক্ত অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়

বন্ধুবরেষু

চরিত্রাবলী

মিস্টার গুপ্ত
,, চ্যাটার্জি
,, বোস (ভুঁড়িওয়ালা)
,, ঘোষ (বেঁটে, শীর্ণদেহ)
,, মুখার্জি (অজাতশ্মশ্রু)
,, দস্তিদার (মুখে কালোয়াতির ভাব)
,, রায় চৌধুরী
,, মিত্তির
,, চক্রবর্তী
,, খাসনবিস (অতিলম্বা দেহ ও ক্ষুদ্র মস্তক)
,, গাঙ্গুলি
ডাইভোর্স-মিনিস্টার
ডাইভোর্স-মিনিস্ট্রির সেক্রেটারী

মিসেস সিন্‌হা
,, গুপ্তা
,, চ্যাটার্জি
,, বোস
,, ঘোষ
,, মুখার্জি
,, দস্তিদার
,, রায় চৌধুরী
,, মিত্তির
চক্রবর্তী
,, খাসনবিস
,, গাঙ্গুলী
শ্রীযুক্তা হৈমবতী সেনশর্মা;

এবং আরো অনেকে

জমিদার সদানন্দবাবু, বয়স ৫৫ বৎসর, পরনে ধুতি ও হাতকাটা জামা
দারোয়ান, কেরানী ইত্যাদি।

প্রথম দৃশ্য

স্থান : ব্যারিস্টার মিস্টর সিনহার বৈঠকখানা।

সময় : রাত্রি আটটা সাড়ে আটটা।

চেয়ার, টেবিল, সেটি, আলমারি প্রভৃতি মুল্যবান্ আসবাবে সুসজ্জিত একখানি প্রকাণ্ড ঘর; ঘরের চারিদিকের দেওয়ালে দেশী বিদেশী নানাবিধ প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি ও লাইফসাইজ কয়েকখানি পোর্ট্রেট, তার মধ্যে একখানি মিস্টার সিনহার নিজের; ব্যারিস্টার সাহেবের বসিবার উঁচু চেয়ারখানির পিছনদিকের দেওয়ালে একটি প্রকাণ্ড রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের মাথা। তাহার চোখ ও ব্যাদত্ত মুখগহবরের মধ্যে ভীষণদর্শন কয়েকটি দাঁত জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে; ব্যাঘ্রমুণ্ডের দুই পাশে চমৎকার শৃঙ্গশোভিত দুটি নিরীহদর্শন হরিণমস্তক; সিলিং হইতে দোদুল্যমান শাখা-প্রশাখাসমন্বিত গুটিতিনেক আলোকাধারে প্রদীপ্ত বিজলিবাতি ঘরখানির দূরকোণ পর্যন্ত দিনের মত আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে; ঘরের এককোণে একটি মুল্যবান্ প্রকাণ্ড অরগ্যান; পঁচিশ ছাব্বিশ বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় চল্লিশ পর্যন্ত নানাবয়সের পনরবিশজন মহিলা ঘরের মধ্যে সমবেত হইয়াছেন, কেহ কেহ চেয়ারে বা সেটিতে বসিয়া, কেহ কেহ বা দল বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া; তাঁহাদের অধিকাংশই দেখিতে সুশ্রী, দুচারজনকে মাঝারিরকমের কিংবা কুৎসিতও বলা যাইতে পারে, কিন্তু পরনের সাজপোষাক সকলেরই বেশ মুল্যবান্ ও আভিজাত্যব্যঞ্জক।

তিনচারজন (ঘরে প্রবেশ করিতে করিতে, উত্তেজিত স্বরে)— কংগ্র্যাচুলেশন, কংগ্র্যাচুলেশন ভাই, উই আর ফ্রী টুডে, আমরা আজ মুক্ত, আমরা আজ স্বাধীন, কংগ্র্যাচুলেশন ভাই কংগ্র্যাচুলেশন…

অপর সকলে। কংগ্র্যাচুলেশন কংগ্র্যাচুলেশন কংগ্র্যাচুলেশন…

মিসেস সিনহা (স্থূলাঙ্গী, গৌরবর্ণা, চোখে চশমা, বয়স প্রায় চল্লিশ)— আপনারা সব বসুন, বসুন, মিসেস চ্যাটার্জি, মিসেস গুপ্তা, আপনারা এই চেয়ারদুটোয় বসুন, না না, আপনারা আর একটু কাছে এসে বসুন…

(সকলের উপবেশন, তন্বী সুন্দরী মিসেস চ্যাটার্জি ও স্থূলাঙ্গী ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণা মিসেস গুপ্তা কর্তৃক মিসেস সিনহার দক্ষিণে ও বামে দুখানি চেয়ারে আসন গ্রহণ)

মিসেস চ্যাটার্জি (বসিতে বসিতে)—সিনহাদি, আজ আমাদের জীবনের একটা স্মরণীয় দিন, আমাদের দেশের ইতিহাসের একটা স্মরণীয় দিন—(সকলকে লক্ষ্য করিয়া) বলা যেতে পারে আজ আমাদের জীবনের ওয়াটারলু, আমাদের ওয়ার অব্ ইণ্ডেপেণ্ডেন্স-এর গৌরবময় বিজয়ঘোষণার দিন···

দুতিনজন মহিলা একসঙ্গে। নিশ্চয় নিশ্চয়, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই···

মিসেস সিনহা। আজ যে আমাদের বিজয়ঘোষণার দিন, ডিক্লেয়ারেশন অব ইণ্ডেপেণ্ডেন্স-এর দিন, তাতে কোনই সন্দেহ নেই, কিন্তু এটা আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমাদের জীবনে সবচেয়ে বড় দায়িত্বের দিনও আজই। আমরা আজ আমাদের আন্তরিক আনন্দ উল্লাস প্রকাশ করবো, কোন বাধা মানবো না, কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থাও স্থির করতে হবে···

মিসেস গুপ্তা। দিদি, কর্মপন্থা আমরা স্থির করবো নিশ্চয়ই, যে গুরু-ভার দায়িত্ব আমাদের মাথায় আজ এসে পড়লো তা আমরা দেহমনপ্রাণ দিয়ে বহন করবো, সে কর্তব্যপালনের পথ তো সারা ভবিষ্যৎ জুড়ে' পড়েই আছে, কিন্তু আজ এই মুক্তির দিনে আমরা একটু প্রাণ খুলে' আনন্দ করে' নিই···

মিসেস চ্যাটার্জি। ঠিক বলেছেন ভাই, প্রথমে একটু মুক্তির আনন্দ প্রকাশ করে' নিই, তারপর সারাজীবন কর্তব্যের গুরুভার; আজ যে প্রাণটা আমার নাচছে, নাচেরে, ময়ূরের মতন নাচেরে

(একটু নৃত্যের ভঙ্গীতে দেহ আন্দোলন)

মিসেস গুপ্তা (জোরে হাত পা নাড়িয়া)—নাচবে না, নিশ্চয়ই নাচবে, হাজার বার নাচবে, শুধু ময়ূরের মত নাচবে? কেন, যেমন ইচ্ছে নাচবে, বকের মত নাচবে, পায়রার মত বক্ বকম্ করে' নাচবে, পিঁজরে-ছাড়া বাঘের মত নাচবে, ভালুকের মত নাচবে, ছুঁচো স্বামিগুলো, কী অত্যাচার করে আমাদের উপর, কথায় কথায় অপমান, উঠতে বসতে অপমান, আমাকে বলে কিনা মাগী মোটা, কালো (অপর সকলের হাসি), রংটা আমার তেমন ধব্ধবে ফরসা নয় মানলুম (পুনরায় সকলের হাসি), কিন্তু আমাকে মোটা বলে কে? শরীরে আমার পদার্থ নেই, একটু সিঁড়িওঠানামা করতে হাঁপিয়ে মরি···

মিসেস খাসনবিস (খর্বাকৃতি গৌরাঙ্গী)—ও স্বামিগুলোর কথা বলো' না ভাই, ওরা ছোটলোক, ওদের রক্তে ছোটলোকি, অস্থিমজ্জা সর্বাঙ্গে ছোটলোকি মাখানো রয়েছে ভাই, তবে গুপ্তাদি, তোমাকে না হয় কালো মোটা বলতেও পারে, কিন্তু···

মিসেস গুপ্তা। ওমা, তুমি আবার দেখছি দরদ দেখা'তে গেলে ঐ নিমকহারামদেরই সঙ্গে···

মিসেস সিনহা। মিসেস গুপ্তা, আপান একটু চুপ করুন, আপনাকে কেউ মোটা বললেই তো আর আপনি মোটা হয়ে যাবেন না, আপনাকে মোটা বললে তো আমাকেও মোটা বলতে হয়, সে কোন কাজের কথা নয়, যাক মিসেস খাসনবিস, আপনার যা বলার আছে বলুন···

মিসেস খাসনবিস। আমি বলছিলুম কি, আমার রাসকেল স্বামীটা আমাকে দিনরাত্তির বেঁটে বাঁওন বেঁটে বেঁটে করে' যেন পাগল করার মত করে' তুলেছে, আরে বাপু, আরে ছুঁচো, সবাই কি আর তোর মত তালগাছ হবে নাকি, ঐ তালগাছের আবার রূপ রূপ করে' কথা বলতে আসা···বলি নিজের রূপের বহরখানা কত? নাক তো নেই বললেই হয়, একটা বড়া, তালগাছের ডগায় একটা তালের বড়া (সকলের হাসি), চোখ দুটো যেন দুটো করমচা, এতটুকু কুঁৎকুতে, তারও আবার লালচে রং, ও চোখে লজ্জা থাকবে কি করে'? দাঁতগুলো অদ্ধেকের উপরই বাঁধা'তে হয়েছে তাই রক্ষে, তা নইলে ঐ মূলোর মত···

মিসেস সিনহা। যাক মিসেস খাসনবিস, আমরা মিস্টার খাঁসনবিসকে নিজ চোখে দেখেছি, আপনার কথাগুলো যে অক্ষরে অক্ষরে সত্যি তাতে কোনই সন্দেহ নেই, তবে আজকে এই মুক্তির দিনে সকলেরই কিছু কিছু বলার আছে (চার পাঁচজন মহিলা একসঙ্গে—আছেই তো, আমাদের প্রত্যেকেরই মনের মধ্যে এক এক মহাভারত জমে' আছে) আচ্ছা বেশ বেশ, মিসেস খাসনবিস, আপনি তবে এবার বসুন, এবার কে বলতে চান?···

মিসেস গুপ্তা। আমি আরো দুটো কথা বলতে চাই, আমি···

মিসেস বোস। এবার একটু আমাকে বলতে দিন মিসেস সিনহা, মিসেস গুপ্তার তো অনেক কথা শুনেছি আমরা...

মিসেস সিনহা। কি বলেন মিসেস গুপ্তা, মিসেস বোস এবার কিছু বলতে চান···

মিসেস গুপ্তা। তা বলুন, (বসিতে বসিতে) এখানেও দেখছি ফরসা রঙের কদর···

মিসেস বোস। সিনহাদি, আমার রঙের উপর কটাক্ষ করলেন গুপ্তাদি, এটা কিন্তু অন্যায়···যাক আজকের দিনে আর আমাদের মধ্যে কথা কাটাকাটি ভাল দেখায় না, আমার বক্তব্যটা এখন বলি ; সজনি লো সই, খানিক দাঁড়াও আমার দুখের কথা কই, দিদিগণ, আমার দুখের কথা কই শুনুন, আমার স্বামীটা—ওকে স্বামী বলতে লজ্জাই করে···ছোটবেলা থেকে, অর্থাৎ যদ্দিন থেকে জ্ঞান হয়েছে, আমি দুচক্ষে ভুঁড়ি জিনিষটা দেখতে পারিনে, ভুঁড়ি দেখলেই কেন জানিনে আমার গা বমি বমি করে, অথচ আমার এই রত্নটির বুঝেছেন ভুঁড়িটি যেন একটা দু-মনী চালের নাদা, নাদাপেটা দিনরাত্তির আমাকে হাড়গিলে, শাঁকচুন্নী, পেত্নী বলে' গালাগালি করছেই, আমার অপরাধটা কি শুনবেন আপনারা ? আমার অপরাধ আমি ক্ষীণাঙ্গী, আমি তন্বী, যেটা সৌন্দর্যের একটা প্রধান লক্ষণ, আমি লেখিকা, আমি গায়িকা, নাচিকা···

মিসেস ঘোষ। তা ভাই মিসেস বোস, এটা কিন্তু ঠিক কথা যে আপনার গায়ে আর একটু মাংস থাকলে ভালই হ'ত···

মিসেস সিনহা। মিসেস ঘোষ, আজ আমরা নিজেদের মধ্যে মনোমালিন্য হওয়ার মত কোন কথা বলবো না, নিজেদের হাজার খুঁত বা দোষ থাকলেও তার উল্লেখ করে' পরস্পরের মনে ব্যথা দেব না স্থির করেছি··· আপনার নিজের সম্বন্ধে যা বক্তব্য আছে বলুন, মিসেস বোস আপনি এবার বসুন ভাই···

মিসেস ঘোষ। বলছি, আমার নিজের বক্তব্যই বলছি। খাসনবিসদি বলেছেন তাঁর স্বামী তালগাছের মত লম্বা, লম্বা হওয়াতে তো আমি দোষের কিছু দেখছি নে, আর মিসেস বোস বলেছেন তাঁর স্বামীর মস্ত বড় ভুঁড়ি, তাতেও আমি দোষের কিছু দেখছি নে ; আপনারা নিশ্চয়ই আমার রত্নটিকে দেখেন নি, দেখলে বুঝতে পারতেন কেন আমি একথা বলছি ; আমার সেটি বুঝেছেন উঁচুতে আমার কোমরের কাছে না হোক এই বুকের কাছে পড়ে, আর অস্থিকঙ্কাল সার, পেটের মধ্যে পেট ঢুকছে, মুখখানা ঠিক বাংলা পাঁচের মত, অথবা বলতে পারেন শুক্লপক্ষের তৃতীয়ার চাঁদের মত, সব মিলিয়ে ঠিক যেন একটি মর্কট, লেজ নেই এই যা (অপর সকলের হাসি)—আপনারা সব হাসছেন

ভাই, কিন্তু আমার যে বুক ফেটে যাচ্ছে, কী জানোয়ারের সঙ্গেই মা বাবা আমাকে বেঁধে দিয়েছিলেন···

মিসেস মিত্তির। জিন্দাবাদ আমাদের সদাশয় সরকার বাহাদুর, এই বাঁধন আজ ছিঁড়ে' ধুলোয় পড়েছে, কোন বাঁধনই আর আমাদের বাঁধতে পারবে না (সুর করিয়া, হাত দুলাইয়া)—

পারবে না আর পারবে না,
বাঁধতে মোদের পারবে না,
ভুঁড়োপেটা হাঁদা খাঁদা
বাঁদরমুখো ছুঁচো গাধা
ঝেঁটিয়ে এবার করবো দূর
আর স্বামিগিরি খাটবে না;
ঝগড়াতে প্রাণ ঝালাপালা
এতদিনের গায়ের জ্বালা
এবার সুদ আসলে মিটিয়ে নেব
কেউ ঠেকা তে পারবে না···

(মহিলাদের মধ্য হইতে করতালি)

মিসেস সিনহা। মিসেস মিত্তির, এ কবিতাটা কি আপনার নিজের লেখা?

মিসেস মিত্তির। এই মিটিংএ আসার ঠিক পাঁচমিনিট আগে লিখেছি এ কবিতা, কেন ভাল হয়নি?···

মিসেস সিনহা। কবিতার ভাব বেশ ভালই হয়েছে, আপনি না বললে আমরা ভাবতুম বোধ হয় ভারতচন্দ্রেরই লেখা, তবে মিলে একটু গোলমাল হয়েছে, 'পারবে'র সঙ্গে তো 'খাটবে'র মিল হয় না, 'পারবে' 'পারবে'তেও মিল হয় না···

মিসেস মিত্তির। ওঃ এই কথা, ও সামান্য মিলের গোলমালে আর কী যায় আসে···

মিসেস রায়চৌধুরী (অপেক্ষাকৃত বয়স্কা মহিলা)—আচ্ছা সিনহাদি, আর শুধু আমাদের নিজ নিজ ঘরের কেচ্ছা গেয়ে লাভ কি, আসুন আমরা এখন আসল কাজে হাত দিই, আমাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা করি···

মিসেস মুখার্জী। না সিনহাদি, মিসেস গুপ্তা, মিসেস খাসনবিস, মিসেস

ঘোষ বোস এঁরা সবাই নিজ নিজ মনের জ্বালা জানিয়েছেন এই সভায়, আমাকে কিছু বলতে না দিলে আমি ছাড়ছি নে···

মিসেস চক্রবর্তী। আমাকেও কিছু বলতে দিতে হবে···

মিসেস দস্তিদার। আমাকেও···

মিসেস সিনহা। আচ্ছা তা হ'লে মোট আর তিনজন বলবেন, এই ক'জনা বললেই আমাদের জ্বালা যন্ত্রণা বেশ পরিষ্কার বুঝতে পারবো, কারণ মোটামুটি আমাদের সকলেরই জ্বালা একরকমের, কি বলেন আপনারা (সকলের দিকে তাকাইয়া)?···

অনেকে একসঙ্গে। হ্যাঁ হ্যাঁ সেই ভাল সেই ভাল, আর তিনজনা বললেই আমাদের সকলের বলা হবে···

মিসেস সিনহা। আচ্ছা তবে এবার কে বলবেন দেখুন···

মিসেস মুখার্জী। আমিই বলি দিদি—আমার তিনি

মিসেস গুপ্তা। ওদেরকে আরার 'তিনি' কেন? আমাদেরকে বলবে 'মাগী', আর আমরা বলবো 'তিনি', কেন শুনি···

মিসেস মুখার্জী। আচ্ছা, আমার সে, আমার সে লোকটা, বুঝেছেন, কী কঞ্জুস রে বাবা কী কঞ্জুস, সকাল বেলায় ওর মুখ দেখলে সারাদিন আর কপালে ভাত জোটে না···

মিসেস গুপ্তা। তবে আপনার কোনদিনই ভাত জোটে না বলুন মিসেস

মিসেস মুখার্জী। কেন, আমি তো সকালে ওর মুখ দেখিনে, হয় চাকরের মুখ দেখি (সকলের হাসি), না হয় আয়নায় নিজের মুখ দেখি··· কঞ্জুস বাজারের যত পাকা পাকা পটল আর শক্ত পচা আলু বেছে বেছে কিনে' আনে, মাছ তো পুঁটি আর ট্যাংরা ছাড়া বছরে একদিন রুই কাতলার মুখ দেখতে পাইনে, অথচ ছুঁচো রোজগার তো মাসে পাঁচশো টাকার কম করে না, টাকা দিয়ে ওর শ্রাদ্ধ হবে, জীবন্তে ওর পিণ্ডি দেব গয়ায়, গর্দভ কোথাকার···(বিরক্তভাবে উপবেশন, এবং সঙ্গে সঙ্গেই পুনরায় দাঁড়াইয়া) হ্যাঁ দেখুন, আমি যে সকালে ওর মুখ দেখিনে তার আরো একটা কারণ আছে বলিনি, বলতে নিজেকেই যেন খাটো মনে হচ্ছে···

একজন মহিলা। বলেই ফেলুন না, লজ্জা কিসের, এখানে তো বাইরের লোক কেউ নেই···

মিসেস মুখার্জী। হ্যাঁ বলি, কেন বলবো না, আমার ও লোকটা বুঝেছেন মাকুন্দ…(সকলের হাসি) এই মাকুন্দকে নিয়ে আমাকে মধ্যে মধ্যে কী যে লজ্জায় পড়তে হয় তা কী বলবো·· বাড়ীর পাশের লোকেরা কোন কাজে বেরোবার আগেই খোঁজ নেয় আমার উনি, আমার সে, সামনে দাঁড়িয়ে আছে কিনা…সেদিন আমাদের সামনের বাড়ীর দোতলা থেকে ওবাড়ীর গিন্নী চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে, অর্থাৎ আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে, বলছে, ওরে ছাখ্ মাকুন্দচোপা বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে আছে নাকি, ওর ঐ মুখ দেখে বেরিয়ে খোকা আমার প্রোমোশনের পরীক্ষায় অঙ্কে গোল্লা পেল, অথচ খোকা তো অঙ্কে কাঁচা নয়…এর পরে বলুন তো দিদিরা, আমি ওর সঙ্গে এক জায়গায় থাকি কী করে'? পুরুষ মানুষ হয়ে জন্মেছে অথচ একগাছা গোঁপ বেরুল না, এ আমার কপাল ছাড়া আর কী বলবো বলুন…

(সকলের হাসি ও মিসেস মুখার্জীর বিরক্তভাবে উপবেশন)

মিসেস সিনহা। আচ্ছা এবার কে, মিসেস…চক্রবর্তী, আচ্ছা বেশ…

মিসেস চক্রবর্তী। আমার সে লোকটা আবার কঞ্জুসের উল্টো, যা রোজগার করে তার ডবল খরচ করে, অথচ আমার হাতে কখনো একটা টাকা ছায় না…শুনেছি রোজ বাজারে বসে' হুটাকা আড়াই টাকার খাবার খায়, আমের সময় ভাল ভাল ল্যাংড়া আম বাজারে বসেই খেয়ে আসে, আমার ছোট খোকা নিজে চোখে দেখেছে, বাড়িতে আনেনা, ছেলেমেয়েদের ভাগ দিতে হবে ভয়ে, এমন মানুষ আপনারা দেখেছেন আর, ওরও মুখ দেখতে হয় না সকালে, এতদিন সহ্য করে' এসেছি, কিন্তু আর না, কালকেই আমি দরখাস্ত দেব ডাইভোর্সের জন্যে ঠিক করেছি…

মিসেস সিনহা। কিন্তু মিসেস চক্রবর্তী, আমি মিস্টার সিনহার কাছে যতদূর শুনেছি তাতে বাজারে বসে' খাবার বা আম খাওয়ার জন্যে ডাইভোর্সের দাবি খুব সম্ভব কোর্টে গ্রাহ্য হবে না, ওটা ঠিক ক্রুয়েল্টি চার্জের মধ্যে পড়ে না…

মিসেস চক্রবর্তী। আচ্ছা কেমন না পড়ে দেখবো, আমি প্রমাণ করবো, সমস্ত পরিবারকে অনাহারে রেখে ও ছুঁচো বাইরে বাইরে রোজগার নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে…

(বিরক্তভাবে উপবেশন)

মিসেস সিনহা। আচ্ছা এবার, মিসেস দস্তিদার আপনি কিছু বলবার দাবি করেছিলেন, আপনাকে দিয়েই আমরা মুক্তির আনন্দপ্রকাশের পর্যায় শেষ করবো…

মিসেস দস্তিদার। আপনাদের নিজ নিজ জ্বালাযন্ত্রণার যে বর্ণনা শুনলুম আমার যন্ত্রণার তুলনায় তা যেন ছেলেখেলা বলে' মনে হয়। চোদ্দ বছর হ'ল এই মোষের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে, এ চোদ্দ বছরের মধ্যে একটা দিনও যদি আরাম করে' ঘুমুতে পেরে থাকি—এ মোষকে ভগবান্ কী নাকই দিয়েছেন, গোটা বাড়ী, গোটা পাড়া, কম্পমান সে নাকের ডাকে, বাড়ীঘর টেবিলচেয়ার থর্ থর্ করে' কাঁপে যতক্ষণ এই মোষ ঘুমোয়, কুম্ভকর্ণের নাকের মধ্যে দিয়ে নাকি গরু ছাগল ভেঁড়া ঢুকতো বেরুত নিশ্বাসের সঙ্গে, আমার এই কুম্ভকর্ণেরও তাই…

একজন মহিলা। ছাগল ঢুকেছে নাকি কোনদিন মিস্টারের নাকে ?…

মিসেস দস্তিদার। ঢুকেছে বৈ কি, নিশ্চয় ঢুকেছে, আমাদের দুটো তিনটে কচি পাঁঠা খাবার জন্যে আনা হয়েছিল, সব ক'টাই কোন্‌দিকে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল, কোথায় গেল সে পাঁঠারা ঐ কুম্ভকর্ণের নাকের মধ্যে না গেলে ?…

মিসেস সিনহা। যাক আপনার আর কিছু বলবার আছে ?‥

মিসেস দস্তিদার। আছে না, আমার প্রধান যন্ত্রণাটাই তো বলা হয় নি এখনো, আমার এই কুম্ভকর্ণ একজন কালোয়াত, সে কালেয়াতির ঠেলায় পাড়ার লোক অস্থির, আমাকে সেজন্যে কত কথা শুনতে হয়, ঐ ষাঁড়ের মত গলায় যখন কালোয়াতির গৎ ভাঁজেন সমস্ত পাড়ায় ভূমিকম্প আরম্ভ হয়, আমার ছোট খোকা কতদিন যে ঐ কালোয়াতির ধাক্কায় ঘুম থেকে কাঁদতে কাঁদতে জেগে উঠেছে তার হিসেব নেই, এখন বলুন তো আপনারা, এই পশুটা, জেগে থাকলে কালোয়াতি গাইবে, ঘুমুলে নাকের ডাকে ঝড় বওয়াবে, আমার কপালে তো ঘুম নেই, না ঘুমিয়ে না ঘুমিয়ে আমার মাথা খারাপ হওয়ার মত হয়েছে, আমি তো ঠিক করেছিলুম, (গানের ভঙ্গীতে)

আমি ঢের সয়েছি, আর তো সবো না,
এবার পালিয়ে নিজের প্রাণ বাঁচাবো,
দেশে রবো না

তা সরকারবাহাদুর রক্ষে করেছেন সে হাঙ্গামা থেকে, বেঁচে থাকুন সরকার বাহাদুর, আমি কালকেই দরখাস্ত দেব ঠিক করেছি ডাইভার্সে'র জন্যে···

(রুমালে মুখ মুছিতে মুছিতে উপবেশন, অনেকের করতালি)

মিসেস রায়চৌধুরী। আচ্ছা সিনহাদি, এবার তো আমাদের মুক্তির জন্যে আনন্দপ্রকাশ যথেষ্টই হয়েছে বলে' মনে হয়, এখন আসুন জরুরী কাজে হাত দেওয়া যাক, আমাদের ভবিষ্যতের চিন্তায় মন দিই···

মিসেস সিনহা (ঘরের কোণে উপবিষ্টা একজন স্থূলাঙ্গী কৃষ্ণবর্ণা পুরুষের ন্যায় কর্তিতকেশা শ্বেতবস্ত্রপরিহিতা মহিলার দিকে তাকাইয়া)—হৈম দি, আপনি যে এ পর্যন্ত একটি কথাও বললেন না ?···

হৈমবতী সেনশর্মা। আমি ভাই তোমাদের সকলের বক্তৃতা শ্রবণ না করে' কোন কথা বলবো না···

মিসেস সিনহা। আপনি দুটো কথা এখনি বললে বড় ভাল হ'ত, তবে, আচ্ছা থাক, পরেই বলবেন আপনি···আচ্ছা আপনারা সকলে এবার শুনুন, আমি আগেই ভেবে রেখেছি আজকেই আমাদের একটা সমিতি তৈরি করে' আমাদের, অর্থাৎ যাঁরা ডাইভোর্স গ্রহণ করবেন তাঁদের, জীবনের সমস্যা, অভাব অভিযোগ, সে সমস্ত দূর করার উপায় ও তৎ-সংক্রান্ত ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সব ঠিক করে' ফেলতে হবে ; আমি আমাদের এই সমিতির নাম দিতে চাই "মুক্তধারা" সমিতি (সকলের দিকে তাকাইয়া) কি বলেন আপনারা, "মুক্তধারা" নামে আপনাদের কারো আপত্তি আছে ?···

অনেক কয়জন মহিলা একসঙ্গে। না না, বেশ নাম হবে, ঐ নামই ভাল···

মিসেস সিনহা। আপাততঃ স্বামীদের সঙ্গে সংসার করছেন এই রকম স্ত্রীদের নিয়েই মুক্তধারা সমিতি গঠিত হবে, যে সব মহিলা ডাইভোর্স নিয়ে মুক্ত হবেন তাঁরা পদবলে, অর্থাৎ এক্স-অফিসও, এই সমিতির সভ্যা হবেন, কিছুদিন পরে আশা করা যায় এই সমিতির সভ্যা সকলেই ডাইভোর্স'ড্ বা স্বামি-মুক্ত মহিলাই হবেন, কি বলেন আপনারা, সেই রকম হওয়াই উচিত হবে কি না ?···

অনেকে একসঙ্গে। নিশ্চয় নিশ্চয়, তাতে কি আর সন্দেহ আছে···

মিসেস সিনহা। আচ্ছা তবে আপনারা সকলেই এই মুক্তধারায় যোগ দিচ্ছেন কিনা বলুন···

সকলে একসঙ্গে। নিশ্চয় যোগ দিচ্ছি, সে তো আনন্দের কথা···

মিসেস গাঙ্গুলী (দীর্ঘাঙ্গী, সবলদেহা, উপর ঠোঁটে পুরুষের ন্যায় স্পষ্ট গোঁপের রেখা)—আসুন ভাই আমরা আজ জীবনের এই শুভদিনে, আমাদের সকলের স্বাধীনতালিপ্সার প্রতীক মুক্তধারা সমিতির প্রতিষ্ঠাদিবসে, আমাদের জীবনপথে চলার মূলমন্ত্র বা মটো হিসেবে কয়েকটি নীতি স্বীকার করে' নিই। সকলে বলুন—পুরুষে স্ত্রীতে কোনই তফাৎ নেই···

অনেকে একসঙ্গে। পুরুষে স্ত্রীতে কোনই তফাৎ নেই···

মিসেস গাঙ্গুলী। বলুন, স্ত্রীকে শাসন করার স্বামীর কোনই অধিকার নেই···

অনেকে একসঙ্গে। স্ত্রীকে শাসন করার স্বামীর কোনই অধিকার নেই···

মিসেস গাঙ্গুলী। পুরুষেরা ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে যে সব সুযোগসুবিধে ভোগ করে, স্ত্রীরাও সেই সব সুযোগসুবিধের পূর্ণ অধিকারী, যেমন, যে কোন রকমের ধূমপান, যে কোন তরল দ্রব্য পান, মতভেদ হইলে লগুড়াঘাত ইত্যাদি···

অনেকে একসঙ্গে। পুরুষেরা ব্যক্তিগত ইত্যাদি (মিসেস গাঙ্গুলীর উক্তির পুনরাবৃত্তি)

মিসেস গাঙ্গুলী। আমাদের সমিতির বিশ্বাস ভগবান্ নিজে পুরুষ-জাতীয়, পুরুষদের উপর তাঁর পক্ষপাতিত্ব আছে, এরূপ বিশ্বাসের যথেষ্ট কারণ স্ত্রীজাতির আছে···

সকলে একসঙ্গে। আমাদের সমিতির বিশ্বাস ইত্যাদি···(মিসেস গাঙ্গুলীর উক্তির পুনরাবৃত্তি)

মিসেস গাঙ্গুলী। আমার বক্তব্য হচ্ছে, এই চারটি মূলমন্ত্র স্বীকার করে' নিলে এথেকেই আমাদের সমিতির প্রয়োজনীয় আর সমস্ত নীতি ও নিয়মকানুন বের করা যাবে···

(রুমালে মুখ মুছিতে মুছিতে উপবেশন)

মিসেস সিনহা। অবশ্য এ মূলমন্ত্র ক'টি জ্যামিতির স্বতঃসিদ্ধের মতই, এর কোন প্রমাণ দরকার নেই, তবে আমার মনে হয় আমাদের সমিতির নিয়মকানুনের জন্যে একটা কমিটি গঠন করে' তার হাতে এইসব মূলনীতি রচনা করার ভার দিলেই ভাল হ'ত···

মিসেস গাঙ্গুলী (দাঁড়াইয়া)—আমি যে চারটি নীতি মূলমন্ত্র হিসেবে স্বীকার করতে বলেছি, সভাসমিতি বা কমিটির সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই ; এ নীতিগুলি স্বয়ংসিদ্ধ, নিঃশ্বাসের জন্যে বাতাস দরকার, ক্ষিধে লাগলে আহার দরকার, পিপাসায় জল দরকার, এইসব নীতি যেমন স্বয়ংসিদ্ধ, আমার এ নীতি ক'টিও তেমনি স্বয়ংসিদ্ধ···(পুনরায় উপবেশন)

মিসেস সিনহা। হ্যাঁ তা তো আমি স্বীকারই করছি, যাক তাহ'লে এই নীতিগুলি মেনে নিয়ে এখন আমাদের এই নবগঠিত সমিতির ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা, লক্ষ্য ইত্যাদি স্থির করা যাক, কি বলেন আপনারা ?···

অনেকে একসঙ্গে। নিশ্চয়ই, আজই, এখনই, সমিতির কাজ আরম্ভ করা দরকার···

মিসেস সিনহা। আচ্ছা তা হ'লে আপনারা এক একজনা নিজ অভিজ্ঞতা অনুযায়ী আমাদের কি কি লক্ষ্য হবে বলে' যান, আমি একখানা খাতায়···

(মিষ্টার সিনহার খাতাপত্রের মধ্যে হইতে একখানা খাতা ও কলমদান হইতে একটি কলম লইয়া লিখিবার চেষ্টা)

সেগুলো লিখে' নিই···

মিসেস গুপ্তা (দাঁড়াইয়া)—আমাদের লক্ষ্য প্রত্যেকটি স্ত্রীলোকের জীবনে সর্ববিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা···

মিসেস সিনহা (লিখিতে লিখিতে)—আচ্ছা তারপর···

মিসেস গুপ্তা। আমাদের মা বাবা দাদা খুড়ো বা অন্য কোন অভিভাবক আমাদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে বিয়ে দিতে পারবেন না, আমরা যে কোন সময়ে যে কোন কারণে স্বামিপরিত্যাগ করতে পারবো এবং ইচ্ছে হ'লে পুনরায় নতুন স্বামী গ্রহণ করতে পারবো···

অনেকে একসঙ্গে। হিয়ার হিয়ার, শুনুন শুনুন···

মিসেস সিনহা (লিখিতে লিখিতে)—বেশ তারপর···

মিসেস গুপ্তা। সন্তান প্রতিপালনের ভার, প্রত্যেক সন্তানের জন্মের পর, ছ'মাস স্ত্রীর, ছ'মাস পুরুষের, কিংবা একটি সন্তান যদি মা পালন করেন, আর একটি পালন করবে বাবা···

অনেকে একসঙ্গে। হিয়ার হিয়ার···

মিসেস সিনহা (লিখিতে লিখিতে)—কিন্তু একটা কথা, সন্তান পালনের টার্ন বা পালা যখন বাবার চলবে, তখন দুগ্ধপোষ্য শিশুকে স্তনপান করাবে কে? (অনেকের হাসি) আপনারা হাসবেন না, কথাটা খুব দরকারী কথা···

মিসেস চ্যাটার্জি। ফিডিং বট্‌ল্ ব্যবহার করতে হবে সন্তানের বাবাকে···

মিসেস সিনহা (কাগজের উপর কলম ঠুকিতে ঠুকিতে)—কিন্তু কিন্তু···

মিসেস গুপ্তা। কিন্তু টিন্তু না সিনহাদি, এ একটা বিদ্রোহ ঘোষণা করছি আমরা মনে রাখবেন, সব বিদ্রোহের সময় যেমন এখানেও তেমনি প্রথম প্রথম কিছু অসুবিধে হবে, কিছুদিন পর সব ঠিক হয়ে যাবে···

মিসেস সিনহা (কলম ঠুকিতে ঠুকিতে ও মুচকি মুচকি হাসিতে হাসিতে)—কিন্তু ভেবে দেখুন, শুধু স্তনপান করানো নয়, ঐ সঙ্গে আরো সমস্যা, কঠিনতর সমস্যা আছে···

মিসেস চ্যাটার্জি। আচ্ছা সিনাদি, ও প্রশ্নটা এখন থাক, আমাদের তো একটা কার্যকরী কমিটি হবে, তার হাতে ও প্রশ্নটা সমাধানের ভার দিলেই চলবে···

মিসেস সিনহা। আচ্ছা, তবে, তার পর···

মিসেস খাসনবিস। তারপর, যে সব সন্তান জন্মেছে তাদের মানুষ করার ভার কে নেবে, মা না বাবা?···

মিসেস গাঙ্গুলী। কেন, বাবারাই নেবে, মায়েরা কেন এই ভার ঘাড়ে নিতে যাবে? শুধু শরীরের খাটুনি তো নয়, খরচ জোগাবে কে?···

মিসেস চক্রবর্তী। এই খরচের সমস্যাটাই বড় সমস্যা, আমরা কোথায় পাবো অত গণ্ডা গণ্ডা ছেলেকে খাওয়ানোর খরচ? আমাদের তো নিজের রোজগার নেই···

মিসেস সিনহা (কাগজে কলম ঠুকিতে ঠুকিতে)—এই ছেলেমেয়েদের জন্যে খরচ, আমাদের নিজেদের জন্যে খরচ, মোট কথা, ডাইভোর্স গ্রহণের পর বিচ্ছিন্না স্ত্রীদের ভরণপোষণের খরচ, এই খরচ সংগ্রহের সমস্যাই আমাদের সব চেয়ে বড় সমস্যা হবে তাতে সন্দেহ নেই, মিসেস চক্রবর্তী, এখন আপনারা বলুন এই আর্থিক স্বাধীনতা সম্বন্ধে আমাদের মুক্তধারার কী লক্ষ্য হবে, কী লিখবো?···

মিসেস গুপ্তা। লিখুন বিচ্ছিন্না স্ত্রীদের, ও তাঁদের নিকট যদি কোন সন্তান থাকে তাদের, সমস্ত খরচ পরিত্যক্ত স্বামীর কাছ থেকে দেশের গবর্নমেণ্ট আদায় করে' দেবেন, নচেৎ দেশের গবর্নমেণ্টকে নিজে দিতে হবে, (সকলের দিকে তাকাইয়া) কি বলেন আপনারা ?...

অনেকে। পরিত্যক্ত স্বামিগুলোর কাছ থেকেই খরচ আদায়ের চেষ্টা প্রথম করতে হবে, তা যদি সম্ভব না হয় তখন গবর্নমেণ্ট নিজ তহবিলে হাত দেবেন...

মিসেস সিনহা (লিখিতে লিখিতে)—আচ্ছা বেশ, আমাদের সর্বপ্রকার স্বাধীনতার অঙ্গ হিসেবে তা হ'লে আমাদের লক্ষ্য হ'ল এক নম্বর, বিবাহ বিষয়ে ও স্বামিত্যাগ ও নূতন স্বামিগ্রহণ বিষয়ে স্বাধীনতা, দু নম্বর সন্তানের জন্ম ও প্রতিপালন বিষয়ে স্বাধীনতা, তিন নম্বর বিচ্ছিন্না স্ত্রীদের আর্থিক স্বাধীনতা...তার পর...

মিসেস দস্তিদার। তারপর ডাইভোর্সের পর আমাদের বাসস্থানের স্বাধীনতা, আমরা থাকবো কোথায়, আমরা তো আর ডাইভোর্সের পর ঐ কুম্ভকর্ণদের সঙ্গে এক বাড়ীতে থাকতে পারবো না...

মিসেস সিনহা। আর তা তারা থাকতে দেবেই বা কেন...আচ্ছা (লিখিতে লিখিতে) চার নম্বর, বাসস্থান বিষয়ে স্বাধীনতা...তারপর...

মিসেস রায়চৌধুরী। আচ্ছা সিনাদি, এখানে আমি একটা কথা বলতে চাই...এই বাসস্থান সম্বন্ধে...ডাইভোর্সের পর স্বামীদের সঙ্গে স্ত্রীদের একটা শত্রুতার সম্বন্ধই হবে, বিচ্ছিন্না স্ত্রীদের বাসের জন্যে প্রত্যেক সহরের একটা অংশ রিজার্ভ করে' রাখাবার দাবি করলে কেমন হয় ?...

একজন মহিলা। খুবই ভাল হয়, এ দাবি আমাদের করতেই হবে, তা নইলে আমাদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখা কঠিন হবে...

মিসেস রায়চৌধুরী। এই রিজার্ভ করা অংশ উঁচু দেওয়াল দিয়ে সহরের বাকী অংশ থেকে ভিন্ন রাখার চেষ্টা করতে হবে, যেমন পশ্চিমে কোন কোন সহরে এখনো রয়েছে...

মিসেস সিনহা। আচ্ছা এই চার নম্বর হ'ল বাসস্থান বিষয়ে স্বাধীনতা, তারপর আর কিছু আছে? দাবি প্রথমেই খুব বেশী করে' লাভ নেই, এক একটা দাবি আদায় করে' আবার নতুন দাবি পেশ করতে হবে, এ তো তাড়াতাড়ির কাজ নয়...তারপর...

মিসেস চক্রবর্তী। বাসস্থানে বসে' খাবো কি সেটা ভাববেন। পুরুষদের সঙ্গে স্ত্রীলোকদেরকে সমস্ত চাকুরির ভাগ দিতে হবে তাদের সংখ্যা অনুপাতে ; আপাততঃ কোয়ালিফিকেশন একটু কম থাকলেও মিনিমাম কোয়ালিফিকেশনের উপর আমাদের চাকুরি দিতে হবে···

একজন মহিলা। সকল রকমের চাকুরি, শুধু কলমপেষা চাকুরি নয়, পুলিশ, মিলিটারি, সমস্ত চাকুরির আমরা ভাগ চাই, এটাও লিখে' রাখুন···

মিসেস সিনহা (লিখিতে লিখিতে)—আপনি যে ঠাকুর ঘরে কে আমি কলা খাইনির মত কথা বলছেন, আচ্ছা তারপর···

মিসেস বোস। আমাদের সমিতির আর একটা লক্ষ্য আপনি লিখে' নিন সিনাদি, তাহ'লেই আপাততঃ কাজ চলবে, তারপর আমাদের কার্য-নির্বাহক কমিটি গঠন করে' আজকের মত সভা ভঙ্গ হবে···

মিসেস সিনহা। বেশ বলুন লক্ষ্যটা কী···

মিসেস বোস। লক্ষ্যটা এই, আমাদের মধ্যে, অর্থাৎ বিচ্ছিন্না মহিলাদের মধ্যে, যাঁরা আবার বিয়ে করতে ইচ্ছুক হবেন, তাঁদেরকে সব রকমে সাহায্য করার দায়িত্ব গবর্নমেণ্টকে নিতে হবে·· (অনেকের হাততালি)

মিসেস সিনহা (সকলের দিকে তাকাইয়া)—কী বলেন আপনারা, এ লক্ষ্যটাও এখনই কাগজে কলমে লিখে' নেব ?···

অনেকে। নিশ্চয়, এটাও, অর্থাৎ নতুন করে' বিয়ে করার অধিকার, আমাদের স্বাধীনতার একটা বড় অঙ্গ···

মিসেস সিনহা। আচ্ছা বেশ (লেখা শেষ করিয়া)—এই পাঁচটি লক্ষ্যই তা হ'লে মুক্তধারার আদি লক্ষ্য হিসেবে গণ্য হবে। এখন আমাদের এই সব লক্ষ্য কাজে পরিণত করার জন্যে একটা বলিষ্ঠ কার্যকরী সমিতি বা কমিটি গঠন করতে হবে, আপনারা কে কে এই কমিটির সভ্য হ'তে প্রস্তুত আছেন বলুন···

মিসেস গুপ্তা। আমি···

মিসেস চ্যাটার্জি। আমি···

মিসেস দস্তিদার, রায়চৌধুরী, বোস এবং আরো অনেক ক'জনা একসঙ্গে—আমি, আমি, আমি···

মিসেস সিনহা (লিখিতে লিখিতে)—এতেই যথেষ্ট হবে আপাততঃ, এখন এই কমিটির একজন সভাপতি বা চেয়ারম্যান আমাদের এখনই

ঠিক করে ফেলতে হবে, এবং চেয়ারম্যানটি ভারিক্কা কাজের লোক হওয়া চাই…

মিসেস গুপ্তা। আমি প্রস্তাব করি মিসেস সিনহাই আমাদের সমিতির, ও সমিতির অঙ্গ হিসেবে কার্যকরী কমিটির, চেয়ারম্যান পদ গ্রহণ করুন…

(সকলের করতালি)

মিসেস সিনহা (দাঁড়াইয়া)—আপনারা আমাকে যে সম্মান দিতে চাচ্ছেন সেজন্যে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং আমি কথা দিচ্ছি আমি মনপ্রাণ দিয়ে মুক্তধারাকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করবো, কিন্তু মিষ্টার সিনহার সঙ্গে এ বিষয়ে একটা বোঝাপড়া না করে' আমি এ পদটা আজ এখনই গ্রহণ করতে পারছি নে…তাই আমি প্রস্তাব করছি আপাততঃ আমাদের সকলের শ্রদ্ধেয়া ভৈষজ্যভারতী দিদি হৈমবতী সেনশর্মা আমাদের সমিতির চেয়ারম্যানের পদ অলঙ্কৃত করুন (করতালি) ; তিনি এতক্ষণ এক কোণে চুপ করে' বসে' আছেন, আপনারা লক্ষ্য করেছেন তিনি এপর্যন্ত একটি কথাও বলেন নি, প্রকৃত কাজের লোকের লক্ষণই এই…আপনারা জানেন হৈমদিদি স্বামিত্যাগ বিষয়ে আমাদের অগ্রদূত, পথিকৃৎ…বারো বৎসর বয়সে তাঁর বাবা পরলোকগত কবিরাজ দিগম্বর সেনশর্মা একটি পাঁড় গণ্ডমূর্খের সঙ্গে হৈমদির বিয়ে দেন, বলা বাহুল্য হৈমদির সে বিয়েতে সম্মতি ছিল কি ছিল না সে সম্বন্ধে কবিরাজ মশায় তাঁকে একটি কথাও জিজ্ঞাসা করা প্রয়োজন বোধ করেন নি…হৈমদির জীবনের সাথী রূপে গুণে সমান ছিলেন…

হৈমবতী (দাঁড়াইয়া)—আমি এখানে বসে' বসে' স্বামিনিন্দা—পরিত্যক্ত ও অধুনা মৃত হ'লেও স্বামী তো—হ্যাঁ, স্বামিনিন্দা শ্রবণ শাস্ত্রসঙ্গত বলে' মনে করছিনে, তাঁর সম্বন্ধে যা বলতে হয় আমি নিজেই বলবো (মিসেস সিনহার উপবেশন)—আমার স্বামী আমার চেয়ে বয়সে তেইশ বৎসরের বড়ো ছিলেন, অর্থাৎ আমার বয়স যখন বারো বৎসর তখন তাঁর বয়স পঁয়ত্রিশ বৎসর, বর্ণ আমার চেয়ে ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ, দৈর্ঘ্যে আমার দ্বিগুণ, বিয়ের সময় আমি তাঁর কোমরের কাছে পড়তেম, লেখাপড়ায় শুনেছি ণত্ববিধি ষত্ববিধি পর্যন্ত এসে তিনি গৃহ ও গ্রামত্যাগ করে' পালিয়েছিলেন ; তারপর আমার শ্বশুর মহাশয় চতুর্দিকের দশপনরখানি গ্রাম অনুসন্ধান করে' তাঁকে ধরে' নিয়ে আসেন, আমার বিয়ের কিছু পূর্বেই তাঁকে আমার শ্বশুর মহাশয় একটি

পাঠশালা খুলে' তারই প্রধান ও একমাত্র শিক্ষক নিযুক্ত করেছিলেন ; তাঁর লেখাপড়ার দৈন্যসত্ত্বেও পাঠশালা হয় তো কোনরকমে চলে' যেত, কিন্তু তিনি কানেও বড় কম শুনতেন, শুনতে প্রায় পেতেন না বললেই হয়, ফলে দাঁড়িয়েছিল পাঠশালার ছাত্ররা পড়া বলতে পারুক বা না-ই পারুক, তিনি তাদেরকে নির্মমভাবে প্রহার করতেন, পাঠশালা কাজেই উঠে' গেল, তাঁর সমস্ত রাগ পুঞ্জীভূত হয়ে এসে পড়লো আমার উপর (শ্রোতাদের মধ্যে হাসি), আমার উপর পড়লো আরো বেশী হয়ে, তিনি প্রত্যেক দিনই আমাকে যষ্টি প্রহারে জর্জর, মধ্যে মধ্যে অজ্ঞান করে' দিতে লাগলেন (শ্রোতাদের মধ্য হইতে পশু, পশু), আহা স্বর্গত লোককে আর পশু বলে' লাভ নেই··

জনৈক মহিলা। তিনি স্বর্গে গিয়েছেন নাকি ?···(অনেকের হাসি)

হৈমবতী। আমাকে বলতে দিন অনুগ্রহ করে'···

মিসেস সিনহা। আপনারা হৈমদির বলা শেষ না হ'লে কেউ কোন কথা বলবেন না···

হৈমবতী। বলাবাহুল্য সে রকম যষ্টিপ্রহার ভোগ করে' আমার শ্বশুরগৃহে অবস্থান বেশীদিন সম্ভব হ'ল না···আমি একদিন রাত্রে পায়ে হেঁটে পাঁচক্রোশ রাস্তা পেরিয়ে বাড়ী এসে উপস্থিত হই···(শ্রোতাদের মধ্যে করতালি) অবশ্য বাড়ীতে ফিরে' মা বাবার কাছে অভ্যর্থনা বড় ভাল পাইনি, কিন্তু তবু বাবা সমস্ত কথা শুনে' বললেন, আচ্ছা ফিরেই যখন এসেছে তখন কিছুদিন আমার কাছে কবিরাজী শাস্ত্রটাই পড়ুক, ওর বুদ্ধি শুদ্ধি তো খুব ধারালো, তার পর বয়স্কা হ'লে আবার স্বামিগৃহে যাবে, আমি বেয়াই মশায়কে পত্র লিখে' সব বন্দোবস্ত ঠিক করে' দিচ্ছি···বাবার কাছে চরক সুশ্রুত অধ্যয়ন করতে করতেই আমার বৈধব্যদশা স্থুরু হ'ল···মরণকালে তাঁর সঙ্গে আর দেখাও হ'ল না···

জনৈক মহিলা। তাতে কি আপনার মনে খুব কষ্ট হয়েছিল ?···

হৈমবতী। তা হয়েছিল বৈ কি, বাড়ীর একটা গরু ছাগল কুকুর বেড়াল মরে' গেলেও কি মনে কষ্ট হয় না ?···

(চোখে রুমাল প্রদান)

মিসেস সিনহা (দাঁড়াইয়া)—হৈমদি, আপনি এবার বসুন, এখন যা বলবার আছে আমিই বলি···(হৈমবতীর চোখ মুছিতে মুছিতে উপবেশন) অকালে বৈধব্যদশা হওয়ার পর হৈমদি যেন একবারে চিকিৎসাশাস্ত্রের মধ্যে

ডুব দিলেন, এবং মাত্র বৎসর দুইয়ের ভিতরেই দিগম্বর কবিরাজ মশায়ের সহকারীরূপে চিকিৎসা আরম্ভ করলেন; তাঁর চিকিৎসানৈপুণ্য এমনই চমকপ্রদ হয়ে উঠলো যে লোকে তাঁকে পেলে আর তাঁর বাবাকে ডাকতো না; তার পর তাঁর বাবার পরলোকগমনের পর হৈমদির চিকিৎসক হিসেবে খ্যাতি সারা দেশময় ছড়িয়ে পড়লো; আপনারা অনেকে জানেন মাত্র বৎসর তিনেক পূর্বে তাঁর গুণমুগ্ধ রোগীরা ও রোগীদের আত্মীয় বন্ধুবান্ধব সকলে মিলে' তাঁকে ভৈষজ্যভারতী উপাধি দিয়েছে···

কয়েকজন মহিলা। হ্যাঁ তা জানি বৈ কি, এ তো সেদিনকার কথা···

মিসেস সিনহা। তাই আমি বলছিলুম, এমন গুণসমৃদ্ধা ও ভুক্তভোগিনী স্বামিবিচ্ছিন্না মহিলাকে আমাদেব মুক্তধারার সভাপতিরূপে পেলে আমাদের সৌভাগ্য বলতে হবে···কী বলেন আপনারা?···

দুতিনজন শ্রোতা। সে তো ঠিকই, তা আর বলতে···

মিসেস রায়চৌধুরী। কিন্তু সিনাদি, স্বামীর হাতে যষ্টিপ্রহার ভোগ করার পরও হৈমদির স্বামিভক্তি যেরূপ অটল আছে বলে' মনে হচ্ছে তাতে বর্তমান অবস্থায় তিনি মুক্তধারার সভাপতি হ'লে অধিকাংশ সভ্যেরই তাঁর সঙ্গে মতভেদ হবে বলে' আমাদের ধারণা···

মিসেস সিনহা (চতুর্দিকে তাকাইয়া)—আপনাদের কি তাই মত?···

অনেক ক'জনা একসঙ্গে। হ্যাঁ, আমাদের মত অনেকটা সেইরকমই···

হৈমবতী (দাঁড়াইয়া)—মিসেস সিনহা, আমি আজকের এই সভায় উপস্থিত ভগ্নীদের যে রকম উগ্র স্বামিবিদ্বেষী মত দেখলেম তাতে আপনাদের মুক্তধারা সমিতির সভাপতি হওয়ার বড় বেশী ইচ্ছেও আমার নেই, আমাকে এ সম্মান থেকে অব্যাহতি দিলেই আমি বাধিত হবো···

(উপবেশন)

মিসেস সিনহা (চারিদিকে তাকাইয়া)—তবে কি করা যায় আপনারা বলুন···

দুতিনজনা একসঙ্গে। আপনিই আমাদের চেয়ারম্যান্ হোন এই আমাদের ইচ্ছে···

(সকলের করতালি)

মিসেস সিনহা। আচ্ছা বেশ, আপনাদের সমবেত ইচ্ছের বিরুদ্ধে যাওয়ার ক্ষমতা আমার নেই, কিন্তু আমার একটা সর্ত হচ্ছে এই যে,

আপনাদের মধ্যে কেহ কেহ ডাইভোর্স গ্রহণ করলেই তাঁদের একজনা অচিরাৎ চেয়ারম্যানের পদ নিয়ে আমাকে এ কাজ থেকে অব্যাহতি দেবেন···

শ্রোতাদের অনেকে। আচ্ছা সে পরে দেখা যাবে, পরে দেখা যাবে···

মিসেস সিনহা। বেশ, তাই হবে, একজন সেক্রেটারী ও কার্যনির্বাহক সমিতির জন্যে জনা চার পাঁচ সদস্য নির্বাচন করলেই আজকের মত কাজ শেষ হয়···এ নিয়ে আর বেশী ভোটাভোটির হাঙ্গাম না করে' যাঁরা স্বেচ্ছায় একাজ করতে চান তাঁদেরকেই আমরা নির্বাচিত বলে' ধরে' নেব···

মিসেস গাঙ্গুলী। সেক্রেটারী ও পাঁচজন মেম্বার আপনিই কথাবার্তা বলে' ঠিক করে' নেবেন, আজকের মত এখানেই কাজ শেষ করা যাক···

মিসেস সিনহা। আজকের মত তা হ'লে এখানেই সভা শেষ হ'ল···

মিসেস বোস। সিনাদি, এই ডাইভোর্স বিল লোকসভায় ইণ্ট্রডিউস্ড্ হওয়ার পরই আমি আমাদের মুক্তির .আশায় একটা গান তৈরী করে' রেখেছি, আপনি অনুমতি দেন তো আপনার অরগ্যানটি বাজিয়ে সেই গানটা আমি গাই···

মিসেস সিনহা। আনন্দের সঙ্গে, নিশ্চয়, আমার অরগ্যানের সৌভাগ্য যে আজকের এই আনন্দ-উৎসবে কাজে লাগলো···

মিসেস বোস (অরগ্যানের নিকট গিয়া অরগ্যান বাজাইয়া গান)—

কী কহব রে সখি আজ আনন্দ মোর—
এতদিনে টুটল বন্ধন-ডোর;
শতেক বরষ পরে আঁধার টুটল আজ
আকাশে উঠল নব চন্দা,
দীঘল হিমের শেষে বসন্ত আওল
গাওত পিক মিঠু ছন্দা;
সখি, ভুবন আনন্দে আজি নাচত মাতিয়া,—
নাচত পরান মন সব দুখ পাশরি,
মুকতি-হরষে ফাটি যাওত ছাতিয়া,
শিহরত দেহা ঝরু নয়নক লোর,
কী কহব রে সখি আজ আনন্দ মোর।

(বিপুল করতালি)

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান : সদানন্দবাবু জমিদারের বৈঠকখানা;
সময় : সন্ধ্যা সাতটা সাড়ে সাতটা।

প্রকাণ্ড ঘরের মেঝে জুড়িয়া একফুট উঁচু কাঠের চৌকির উপর সাদা চাদরের ফরাশ পাতা; ফরাশের চতুর্দিকে অনেকগুলি তাকিয়া বালিশ; তার মধ্যে একটি বিশিষ্টরকম লম্বা ও মোটা, ঘরের পিছনদিকের দেওয়াল ঘেঁষিয়া, জমিদারবাবুর জন্য রক্ষিত। এই বালিশটির সম্মুখে একটু ডানদিকে সোনালি জরিমণ্ডিত ও বহুপাকে কুণ্ডলীকৃত নলযুক্ত আলবলা হইতে বিষ্ণুপুরী তাম্রকূটের সুগন্ধ ধূম উঠিয়া ঘরের চতুর্দিক্ আমোদিত করিতেছে; জমিদার সদানন্দবাবু এখনো আসেন নাই, কিন্তু ত্রিশ পঁয়ত্রিশ হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চান্ন ষাট পর্যন্ত ভিন্নবয়স্ক সুন্দর, কুৎসিত, মাঝারি, বিচিত্রদর্শন বিশপঁচিশজন প্রকম ফরাশের উপর উপবিষ্ট; ইঁহারা প্রায় সকলেই সদানন্দবাবুর বৈঠকখানার সান্ধ্য আড্ডার প্রাত্যহিক সদস্য; দুএকজনা পক্ককেশ সদস্য চসমাচোখে কি বই পড়িতেছেন; অনেকেই তিনচারজনার ছোট ছোট দল বাঁধিয়া বেশ উত্তেজিতভাবে আলোচনায় নিযুক্ত; ঘরের মধ্যস্থল হইতে দোদুলামান গুটিতিনেক কাঁচের পাত্রে রেড়ির তেলের বাতি জ্বলিতেছে; তার আলোতে দেওয়ালের নানাবিধ চিত্রাবলী বেশ পরিষ্কার দেখা যায়; দেওয়াল-ভরতি প্রাকৃতিক দৃশ্য, দেবমন্দিরের ফোটোছাপা এবং কালীয়দমন, গোপীদের বস্ত্রহরণ ও শ্রীগৌরাঙ্গের কীর্তনোৎসব ইত্যাদি পৌরাণিক ও ধর্মসংক্রান্ত বিষয়ের ছবি গৃহকর্ত্তার রুচিবৈচিত্র্যের পরিচায়ক; দৃশ্যারম্ভের পর মিনিটখানেক সময় অতিবাহিত হইলে ঘরের পিছন দেওয়ালের একটা পরদা-আবৃত দরজা দিয়া সদানন্দবাবু প্রবেশপূর্বক তাকিয়াটির সম্মুখে হাসিমুখে উপবেশন করিলেন।

সদানন্দ। কী হে সমবেত ভদ্রবৃন্দ, আজ যে সবারই মুখ ভার ভার দেখছি···গিন্নীরা সব পালা'লো নাকি ?

পাঁচুবাবু (মোটা কালো, বৎসর পঁয়তাল্লিশ বয়স)—পালা'লেই কি মুখ ভার হবে নাকি আমাদের ? অত কচি ছেলে নয় এই সদানন্দ ঘোষের বৈঠকখানার সদস্যরা···হ্যাঁ হ্যাঁ, কি বলহে জিতু ?···

জিতেনবাবু। মুখভার হবে কি, এ তো আনন্দের দিন, মুক্তির দিন পায়ের শেকল ছেঁড়ার দিন, এ শেকল যে ছিঁড়বে তা কি কেউ কোনদিন স্বপ্নেও ভেবেছিল? ভগবানের আশীর্বাদে আজ তা-ই হয়েছে, সেই শেকলই ছিঁড়েছে, সুবুদ্ধি হয়েছিল মাগীদের···

সদানন্দ। ওহে মাগী টাগী আর বলো' না, দিনকাল ভাল নয়, কোথায় দল বেঁধে এসে ঝাঁটাপেটা করে' দিয়ে যাবে...(একটি হাই তুলিয়া হাতে তুড়ি দিতে দিতে) এ কি আর সীতা সাবিত্রীর যুগ আছেরে ভাই যে মাগী ছাগী বললেও এসে পায়ের ধূলো নেবে...তবে কথাটা কি জানো পাঁচু জিতু, এত শিগগির যে এই ঘরভাঙ্গা আইন পাশ হবে তা ভাবিনি...

জিতেনবাবু। তাই তো বলছি দিদিমণিদের সুবুদ্ধি হয়েছিল, বব্ করে' চুল ছেঁটে হাফ প্যান্ট পরে' মুখে সিগার জ্বালিয়ে দল বেঁধে গিয়ে দিল্লীর দরবার চড়াও করেছিল···

সদানন্দ। হাফপ্যান্ট পরে নাকি?···

পাঁচুবাবু (জিতেনবাবুর পিঠে একটি চড় মারিয়া)—দাদা আমাদের আকাশ থেকে পড়ছেন হে জিতু, আমাদের দেবীরা যে আজকাল হাফপ্যান্ট পরে' সাইকেল চড়ে' মুখে সিগ্রেট্ জ্বালিয়ে সারা সহর চষে' বেড়াচ্ছে তার খোঁজ রাখেন না···

গুপ্ত (চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বৎসরের সুদর্শন গৌরাঙ্গ পুরুষ)—খোঁজ রাখবেন কি, নিজে যে কপালজোরে গিন্নীটি পেয়েছেন একবারে সেই সত্যি সত্যি যাকে বলে সতী সাবিত্রী ·

সদানন্দ। না হে গুপ্ত না, পরের জিনিষটাই সকলের ভাল মনে হয়, ভেতরের খোঁজ তো রাখো না, আজই দুপুরে খাওয়ার পর যখন একটু গড়াগড়ি দিচ্ছিলুম তোমার বৌদি বুঝলে একখানা স্বাধীনভারত না কি খবরের কাগজ নিয়ে গিয়ে এই ঘোঁড়ার ডিম আইনের উপর সে কী বক্তিমে···বলে কিনা আর পদসেবিকা, দাসী, এসব বলা চলবে নাগো, এখন থেকে স্ত্রীপুরুষ সমান, এই ছাখো মেয়েরা সব মিলে' এর মধ্যেই এক সমিতি তৈরি করেছে, মুক্ত'ধারা, সমিতি, এ সমিতির লক্ষ্যই হ'ল স্ত্রীপুরুষে কোন তফাৎ নেই প্রমাণ করা··

গুপ্ত। তাই নাকি, ওই মুক্তধারার বিষ যদি আপনার ঘরে প্রবেশ করে, তবে তো আর রক্ষে নেই, ওই মুক্তধারা সমিতি সম্বন্ধে আলোচনার জন্যেই আজ আমরা সব দল বেঁধে উপস্থিত···

সদানন্দ। তোমার গিন্নীও মুক্তধারায় যোগ দিয়েছেন ?…

গুপ্ত। শুধু যোগ দিয়েছেন, তিনি তো শুনলাম এই বিদ্রোহের একজন প্রধান পাণ্ডা…

সদানন্দ। বটে বটে, তোমাদের আর কার কার অর্ধাঙ্গিনী এই বিদ্রোহে যোগ দিয়েছেন শুনি…

মুখুজ্যে (গুম্ফশ্মশ্রুহীন মধ্যবয়স্ক শ্যামবর্ণ পুরুষ)—যোগ দিয়েছেন প্রায় সকলের গিন্নীই, আর সে যোগ দেওয়া কি শুধু যোগ দেওয়া, কী বিষই না ঢেলেছে সব, আমাদের জীবন্তে শ্রাদ্ধ করেছে…

দস্তিদার। তা আমিও শুনেছি, যার মুখে যা এসেছে তাই বলে' চোদ্দ-পুরুষ তুলে' গালাগালি করেছে ; ছুঁচো, গাধা, হাঁদা, রাক্ষস, কুম্ভকর্ণ কী যে বলে নি আমাদের…

সদানন্দ। তোমাদেরকে এ সুসংবাদ দিল কে হ্যা ?…

চক্রবর্তী। দিয়েছেন একাধিক জনা, যাঁরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, খুব সম্ভব শ্রাদ্ধে যোগও দিয়েছিলেন…

বোস। মাগীরা বলে কিনা…

সদানন্দ। ওহে আর মাগী টাগী বলো' না বললুম যে…

বোস। আমি বলবো, একশোবার বলবো, যা থাকে কপালে, মাগীরা বলে কিনা, আমাদের ভুঁড়ি দেখে ওদের বমি আসে…

মুখুজ্যে। আমাদের মুখ দেখলে নাকি যাত্রা নেই, মুখ দেখে পরীক্ষা দিতে গেলে ছেলেরা অঙ্কে ফেল করে…

দস্তিদার। আমাদের গান শুনে' নাকি পাড়ার ছেলেদের ঘুম ভেঙ্গে যায়…

চক্রবর্তী। আমরা নাকি ওদের উপোস পাড়িয়ে মারি আর নিজে বাজারে বসে' রসগোল্লা রাজভোগের শ্রাদ্ধ করি…

সদানন্দ। আরে রাখো, ওরা বললেই তো আর আমরা রাক্ষস কুম্ভকর্ণ পেটুক হাঁদা গাধা হয়ে গেলুম না…

দস্তিদার। হই আর না-ই হই, কেন বলবে ওরকম, এই বিশ বছর ধরে' রক্ত জল করে' ওদের খাইয়ে আসছি এই গালাগালি শুনবার জন্যে নাকি…

বোস। খাওয়ানো বলে' খাওয়ানো, হেঁশেলে যা রান্না হয় তার বারো

আনা তো ঐ গিন্নীদের পেটেই যায়, মাছের মুড়ো, পেটি, দইয়ের মাথাটুকু এসব তো আর চোখে দেখতে পাইনে···

ঘোষ। মাছের মুড়ো বলছো:কি তুমি বোস, আমি তো পেট ভরে' ভাত ক'টাও পাইনে রোজ। আমার হিড়িম্বাটা জানো একজায়গায় বসে' একসের পাঁচ পো চালের ভাত মারে, আমার প্রায়ই ভাতে কম পড়ে···

গুপ্ত। সে তো বরং সহ্য করা যায়, কিন্তু আমাদের কারো কারো গিন্নীর এমন ভীষণ নাক ডাকে, এমন কি দিনের বেলাও, যে বাড়ীতে টেকা দায়···

দস্তিদার। অথচ তাঁরা বলেন নাক নাকি আমাদেরই ডাকে···ঘোর কলি আর বলে কাকে···

চাটুজ্যে। নিমকহারাম, নিমকহারাম, নিমকহারাম···

মিত্তির। তাও যদি সব রূপ থাকতো···

ঘোষ। রূপ না থাকলে হবে কি, স্নো ক্রীম পাউডার তো মাসে আধমন করে' লাগে···

চাটুজ্যে। রূপ না থাকলেই ক্রীম পাউডার বেশী লাগে···

সদানন্দ। ওরে নেপাল, তামাক বদলে' দে···মাথাটা যেন ঝন্ ঝন্ করছে এই পঞ্চাশ রকমের উৎপাতে···মরতে বিয়ে করেছিলুম রে ভাই পাঁচু, এ আইন হবে জানলে কোন্ শা—শা—গাধা বিয়ে করতো···

(চাকর নেপালের প্রবেশ ও নূতন তাম্রকূট সরবরাহ)

রায়চৌধুরী। কেন, কেন, কেন বিয়ে করবো না শুনি, দেখি ছেড়ে যাকনা ক'জনা পারে ছেড়ে যেতে, আবার ছ'মাসের মধ্যে একটা একটা নতুন ইয়ে জোটায় কিনা দেখ···

গুপ্ত। কিন্তু রায়চৌধুরী, শুধু কথায় চিঁড়ে ভিজবে না, আমরাও তো ওদের গালাগালি করলুম ঢের, এখন এসো এই সদ্য বিপদ্ থেকে বাঁচতে হ'লে আমরাও একটা সমিতি টমিতি গড়ি, ওদের মুক্তধারার মত···

রায়চৌধুরী। তা তো গড়তে হবেই, সেই মতলব নিয়েই তো এখানে আজ এত জন কে জড়ো করেছি···

সদানন্দ। কিন্তু গবর্নমেণ্ট ওদের পক্ষে মনে রেখো' রায়চৌধুরী, শেষকালে বুড়ো বয়সে জেল খাটতে না হয়···

রায়চৌধুরী। জেল খাটানো অত সোজা নয় দাদা, সরকারের মন্ত্রীদের মধ্যে এখনো বেশীর ভাগই পুরুষ, তাদেরকেও যে আমাদের সঙ্গে এক নৌকোয় যাত্রী হ'তে হবে, মন্ত্রিসভায় ভাঙ্গন ধরবে না, কি বল ভাই গুপ্ত ?···

সদানন্দ। সেই যা একটু আশার কথা, সব মন্ত্রী তো আর ব্যাচেলার বা উইডোয়ার নয়···

রায়চৌধুরী। সমিতি আমাদের একটা করতেই হবে এবং তা আজই করতে হবে, দেরী করলে চলবে না, সমিতির নামটা কি হবে ঠিক করো, ওদের মুক্তধারার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া চাই···

গুপ্ত। একটা 'মুক্ত' থাকা চাই, ধর জীবন্মুক্ত, কি বল···

সদানন্দ। জীবন্মুক্ত নামের সমিতি একটা ধর্মসংক্রান্ত সংঘ টংঘ বলে' লোকে ভাববে···

দস্তিদার। পুনর্জন্ম নামটা কেমন হয় এই পেত্নীদের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া তো পুনর্জন্মই···

সদানন্দ। তা মন্দ বলনি দস্তিদার, কি বল হে গুপ্ত, চক্রবর্তী···

গুপ্ত। মুক্ত কথাটা থাকছে না এই যা আপত্তি···

দস্তিদার। পুনর্জন্মে তো পুরোপুরি মুক্তিই বোঝাবে···

সদানন্দ। তা ঠিক তা ঠিক, পুনর্জন্ম নামে সর্বাঙ্গীণ মুক্তিই বোঝাবে, কাজেই আমি বলি পুনর্জন্ম সমিতি এই নামই থাক, সকলের কি মত হে এ বিষয়ে···

অনেকে একসঙ্গে। বেশ থাক না ঐ নাম, বেশ ভাল নাম হবে পুনর্জন্ম সমিতি···

রায়চৌধুরী। আচ্ছা এই সমিতির লক্ষ্য আর কর্মপদ্ধতি কি হবে একটু কাগজে লিখে' ফেলা যাক, চক্রবর্তী তুমি উকিল আছ, তুমি লেখো তো ভাই···

চক্রবর্তী। লেখার জন্যে ভাবনা কি, মোটামুটি সকলে যা ভাল মনে করে স্থির হোক, আমি বাড়ী গিয়ে একটা ড্রাফ্‌ট্ করে' কাল নিয়ে আসবো, তখন অদলবদল যা করতে হয় করলেই হবে···

সদানন্দ। বেশ বেশ সেই ভাল, চক্রবর্তীর মেমারি খুব শার্প, একটি কথাও ওর বাদ পড়বে না, এখন আলোচনাটা মোটামুটি হয়ে যাক তা হ'লেই হবে···

দস্তিদার। প্রত্যেক বিবাহিত পুরুষ আমাদের এই পুনর্জন্ম-সমিতির

সভ্য হ'তে পারবেন, যদি ডাইভোর্স্‌ড্‌ হন তবে এক্স্‌-অফিসিও সভ্য হবেন, দরখাস্ত করারও প্রয়োজন হবে না···

সদানন্দ। বেশ, তারপর···

দস্তিদার। কারো স্ত্রী বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্যে মামলা আরম্ভ করলে এই সমিতি থেকে তাঁর পক্ষ সমর্থন করা হবে; বিবাহবিচ্ছেদে আমরা আপত্তি করবো না, আমরা দেখিয়ে দেবো ওদের ছাড়া আমাদের চলে কি না, কিন্তু স্ত্রীদের পরিত্যক্ত ছেলেমেয়ে পোষণের ভার বা অন্য কোনরকম খরচের ভার আমরা নেবো না···

গুপ্ত। এ তো ন্যায্য কথা···

দস্তিদার। স্ত্রী-বিচ্ছিন্ন স্বামীদের আহার বাসস্থানের অসুবিধা হ'লে তাঁদের জন্যে রাজ্যসরকার থেকে খাওয়াদাওয়ার বন্দোবস্ত করতে হবে, প্রত্যেক নগরে একটা ডাইভোর্স্‌ড্‌ হাজব্যাণ্ড্‌স্‌ হোম খুলতে হবে···

বোস। হিয়ার হিয়ার···

সদানন্দ। আরে ডালভাতের বন্দোবস্তর আগে চাকরি-বাকরির ভাগাভাগি কিরকম হবে সেটা ঠিক করো; ওরা কি স্বামীছাড়ার পর চাকরির ভাগ নিতে ছাড়বে নাকি, স্বামী থাকতেই চাকরিতে টান মারছিলো, স্বামি-ত্যাগের পর তো কথাই নেই···

দস্তিদার। আমিও তা-ই বলছি। গবর্নমেণ্টের কাছে আমাদের জোর দাবি করতে হবে, পূর্ণবয়স্ক পুরুষদের সংখ্যা-অনুপাতে চাকুরির অংশ রিজার্ভ্‌ড্‌ রাখতে হবে ··

চক্রবর্তী। ঐ সঙ্গে একটু যোগ করে' রাখতে হবে, মেয়েদেরকে চাকুরিতে নেওয়ার জন্যে কোয়ালিফিকেশনের স্ট্যাণ্ডার্ড কমানো চলবে না···

দস্তিদার। হ্যাঁ নিশ্চয়ই···তার পর কি বলুন···

চক্রবর্তী। তারপর, এই চাকুরির সম্পর্কেই আর একটা কথার উল্লেখ থাকা বিশেষ প্রয়োজন হবে, পুরুষের সঙ্গে তাঁরা যখন সম্পূর্ণ সাম্যেরই দাবি করেন তখন সৈন্যবিভাগ থেকে আরম্ভ করে' সমস্ত বিষয়ে তাঁদেরকে পুরুষের সঙ্গে একই রকম ব্যবহার পাওয়ার জন্যে তৈরি থাকতে হবে, কোনরকম পক্ষপাতিত্ব চলবে না, এমন কি রেলগাড়ীতে ট্রামে বাসে স্ত্রীলোকদের জন্যে কোন আলাদা বসবার জায়গা রাখাও চলবে না···

সদানন্দ। ঠিক ধরেছ চক্রবর্তী, মেয়েপুরুষে কোন তফাৎ নেই-ও

বলবো, অথচ মেয়ে দেখলেই পুরুষকে নিজের জায়গা ছেড়ে উঠে' দাঁড়া'তে হবে, তারা তো কই আমাদের কখনো জায়গা ছেড়ে দেয় না, এ কোন্ দেশী সাম্য হ্যা···

দস্তিদার। থামুন না, ডাইভোস ডাইভোর্স ইকুয়ালিটি, এইবার দাদামণিরা দেখুন ইকুয়ালিটির ঠেলাখান···তারপর শুনুন···

রায়চৌধুরী। হঁ্যা কাজটা আগে শেষ হয়ে যাক, তারপর অন্য কথা···

দস্তিদার। আর্থিক সাম্যের আলোচনা তো মোটামুটি একরকম হ'ল, এবার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সম্বন্ধে একটা জরুরী কথা, প্রধানতঃ যার জন্যে আজকের এই মিটিং। পুরুষদের মধ্যে যাঁরা ডাইভোর্স্‌ড্ হওয়ার পর পুনরায় বিয়ে করতে চান এই পুনর্জন্ম সমিতি সর্বতোভাবে তাঁদের সাহায্য করবেন···

সদানন্দ। সর্বতোভাবে মানে ?···

দস্তিদার। মানে অর্থসাহায্য করে', প্রয়োজন হ'লে নতুন পাত্রীর অনুসন্ধান করে'···

(সকলের উচ্চহাসি, সে হাসিতে দস্তিদারেরও যোগদান)

সদানন্দ। যাক তা হ'লে আশা আছে···

চক্রবর্তী। আশঙ্কা বলুন···

সদানন্দ। ঐ হ'ল, এক্ষেত্রে আশা আশঙ্কা একই, তারপর চক্রবর্তী. তুমি ভাই তা হ'লে এই সমস্ত বিষয়ের উল্লেখ করে' একটা কপি তৈরি করে' এনো আমার কাছে, কালই, কেমন ?···

চক্রবর্তী। নিশ্চয়ই···

সদানন্দ। তবে আজকের মত কাজ শেষ হ'ল, না আর কিছু বাকী আছে ?···

বোস। একটু বাকী আছে দাদা ; মুক্তধারার সভা শেষ হয়েছিল একটা মুক্তির গান গেয়ে, আর সে গান বেঁধেছিলেন আমারই তিনি ; আমরাও একটা সভার শেষে গান গাইতে চাই, ওরা জানবে আমরা শোকে ভেঙ্গে পড়িনি··

সদানন্দ। তৈরি আছে তোমার গান ?···

বোস। হঁ্যা, তৈরি ঠিক নয়, একটা পদাবলী গান, একটু অদলবদল করে' এনেছি, কিন্তু গানটা মুক্তির গান নয়, বিরহের গান, এই একটু গরমিল হয়ে গেল, তাই বা মন্দ কি, বিরহেরই হোক আর মিলনেরই হোক, গান তো

আনন্দেরই জিনিষ, আমাদের একটু আনন্দ করা নিয়ে কথা, ওদের দেখা'তে চাই আমরা চোখের জলে ভেসে যাচ্ছিনে···

সদানন্দ। পদাবলী গান, কেত্তন তা হ'লে বলো···

বোস। হঁ্যা কেত্তনেরই সুর···

সদানন্দ। ওরে নেপাল, খোল খত্তাল নে আয়, চাটুজ্যে, গাঙ্গুলী. তোমরা তো খোল বাজা'তে পারো ভাল, তোমরাই ধর···

(নেপাল ও আর একজন বালকভৃত্য একজোড়া খোল ও দুজোড়া করতাল আনিয়া রাখিলে গাঙ্গুলী ও চাটুজ্যে কর্ত্তৃক খোল ও অপর দুজন সদস্য কর্ত্তৃক করতাল গ্রহণপূর্বক বাদ্যের উপক্রম)

খাসনবিস। দাদা, একটা হারমোনিয়ামও আনান এই সঙ্গে, নইলে যে একেবারে শ্রাদ্ধের বাজনা হবে···

সদানন্দ। এ তো ছেরাদ্ধেরই বাজনা খাসনবিস, ছেরাদ্ধ হ'তে আর বাকী কী—আচ্ছা তবু, ওরে নেপাল, হারমোনিয়ামটাও নে আয়···

(নেপাল কর্ত্তৃক হারমোনিয়াম আনয়ন ও উপস্থিত কোন এক জনার সম্মুখে স্থাপন; তার পর খোল করতাল ও হারমোনিয়ামের ঐকতানসহ বোস ও আরো তিনচারজনার একসঙ্গে গান; সদানন্দ ও অপর সকলের ঘাড় নাড়িয়া, মধ্যে মধ্যে করতালি সহযোগে, গানের রসগ্রহণ।)

বন্ধু, কেমনে ধরিব হিয়া।
আমার ঘরনী আন বাড়ী যায়
আমারি মোটর নিয়া॥
পিয়ারী আমার না চায় ফিরিয়া
এমতি করিল কে।
আমার পরান যেমন করিছে
তেমনি হউক সে॥
ডিভোর্স আইন দুপুরে ডাকাতি
সরবস হ'রি নিল।
হিয়া দগদগি পরান-পোড়ানি
কি দিলে হইবে ভাল॥
আর ফিরে কি আসিবে প্রিয়া।
বন্ধু, কেমনে ধরিব হিয়া॥

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান : রাজ্যসরকারের সেক্রেটারিয়েট, মিনিস্ট্রি অব ডাইভোর্সের কামরা ;
সময় : বেলা ২টা—৩টা।

সরকারী অফিসের উপযুক্ত আসবাবে সজ্জিত প্রকাণ্ড ঘর। একখানি লম্বা টেবিলের দুই পার্শ্বে দুখানি চেয়ারে মুখোমুখি বসিয়া ডাইভোর্স ডিপার্টমেন্টের মিনিস্টার ও সেক্রেটারী। দুজনেরই বয়স চল্লিশ হইতে পঁয়তাল্লিশের মধ্যে; মিনিস্টারের গোঁপ-দাড়ি সুন্দরভাবে কামানো, চোখে রিম্‌লেস্ চশমা কালো চওড়া ফিতে দ্বারা বুকপকেটের সঙ্গে আবদ্ধ; সেক্রেটারীর ফ্রেঞ্চকাট্ দাড়ি ও ছোট করিয়া ছাঁটা গোঁপ, চোখে ঘন কালো রংএর গগল্‌স্; সেক্রেটারীর ডাইনে ও বাঁয়ে দুখানি বড় গোল টেবিল এবং প্রত্যেকখানি গোল টেবিলকে ঘিরিয়া ছ'সাতখানি চেয়ার রক্ষিত; ঘরের দূর কোণে বসিয়া জনা দুই তিন কেরানী অফিসের কাজে নিযুক্ত, একজন টাইপরাইটারে খট্‌খট্ করিয়া টাইপ করিতেছে। মিনিস্টার ও সেক্রেটারী দুজনেরই হাতে খান দুইতিন টাইপ করা ফুলস্ক্যাপ কাগজ। দৃশ্যারম্ভে দুজনেই বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে হাতের কাগজ পড়িতেছেন।

মন্ত্রী (কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া)—মিস্টার মিত্তির, দুই পক্ষেরই দাবি-দাওয়ার যে রকম ফিরিস্তি দেখছি তাতে তাঁদেরকে একসঙ্গে একজায়গায় জমায়ত হ'তে বলে' কাজ বড় ভাল করিনি, বিশেষতঃ এই বৃহস্পতিবারের বারবেলা।...

সেক্রেটারী (কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া মৃদু হাসির সঙ্গে)—আগে তো অতটা লক্ষ্য করা হয়নি সার্ যে আজ বৃহস্পতিবার, তাছাড়া দুই পক্ষই শিক্ষিত ভদ্রপরিবারের লোক, তাঁদের, বিশেষ করে' মহিলাদের, মেজাজ যে এত গরম হবে তাই বা কে ভেবেছিল...

মন্ত্রী। মেজাজ যে গরমই হবে তা আমাদের আন্দাজ করা উচিত ছিল, কারণ এই আইন পাশ হওয়ার পর থেকে মেয়েদের রাস্তাঘাটে পার্কে বাসে চালচলন ও কথাবার্তার ভঙ্গীটা লক্ষ্য করেন নি? যেন সর্বদাই পুরুষদেরকে

মারবো মারবো ভাব·· পুরুষদের মতো শত্রু যেন ওদের আর কেউ নেই আমাদের এ ঘরের মধ্যে একটা কাণ্ড বাধিয়ে না বসে···ঘরের বাইরে কয়েকজন আর্ম্‌ড্‌ গার্ড রাখার ব্যবস্থা করুন···

সেক্রেটারী। সে ব্যবস্থা আমি আগেই করেছি সার্‌, কিন্তু আমাদেরকে একটু বেশীরকম ট্যাক্‌টফুলি চলতে হবে আজ, যেন হাতাহাতি কিলাকিলি পর্যন্ত না গড়ায়···

মন্ত্রী। তা তো বুঝলুম, কিন্তু সেরকম ট্যাক্‌ট্‌ফুলি চলা সম্ভব হবে কি করে' বলুন দেখি···

সেক্রেটারী। এমন ভাব আমাদের দেখা'তে হবে যেন দুই পক্ষেরই দাবি মেনে নিচ্ছি, দুই পক্ষেরই আমরা পরমবন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষী···

মন্ত্রী। অত কচিছেলে কি তারা যে আমাদের চালাকি বুঝতে পারবে না···

সেক্রেটারী। তা ছাড়া আর উপায় কি বলুন···

মন্ত্রী। আমি ভেবেছি কি জানেন, সময় নিতে হবে, তাড়াতাড়ি কোন পক্ষকেই বেশী নাই দেওয়া হবে না, দুই পক্ষকে আর একসঙ্গে সহজে ডাকছিনে, পরস্পরকে পরস্পরের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দিতে হবে···

সেক্রেটারী। প্ল্যানটা মন্দ বলেন নি, আচ্ছা ওরা আসুক, আলাপ-আলোচনা করে' অবস্থা কি রকম দাঁড়ায় দেখা যাক···সময়ও তো হ'ল প্রায় ওদের আসার, দুটো পঁয়ত্রিশ, আর পঁচিশ মিনিট মাত্র বাকী···রামভজন সিং···

(একজন সরকারী পোষাক পরিহিত ও আকর্ণ বিস্তৃত ঘনকৃষ্ণ শ্মশ্রু সমন্বিত বন্দুকধারী দারওয়ানের প্রবেশ ও 'হুজুর' বলিয়া সেলামপূর্বক অ্যাটেনসন অবস্থায় দণ্ডায়মান)

দেখো রামভজন···

দারওয়ান। হুজুর···

সেক্রেটারী। পাঁচটো আর্ম্‌ড্‌ গার্ড এই কামরাকা বাহিরমে মোতায়েন করনা হোগা···

দারোয়ান। যো হুকুম হুজুরকা···

সেক্রেটারী। জলদি জলদি, সমঝো···

দারোয়ান। বহুৎ আচ্ছা হুজুর···

সেক্রেটারী। আচ্ছা যাও…

(দারোয়ানের সেলামপূর্বক বহির্গমন)

মন্ত্রী। মেমোর‍্যাণ্ডাম দুখানায় ইমপর্ট্যাণ্ট পয়েণ্টগুলোয় ভালো করে' নীললাল পেন্সিলে দাগ দিয়ে রাখুন মিস্টার মিত্তির, বিশেষতঃ যে দাবিগুলো একেবারে অ্যাব্‌সার্ড বলে' মনে হয়…

সেক্রে। তা তো দিয়েছিই, কিন্তু এই গণ্ডা গণ্ডা দাবির কোন্‌টা যে অ্যাব্‌সার্ড নয় তা তো আমি বুঝতে পারছিনে…

মন্ত্রী। ঐ দাবিটে দেখেছেন, একটি সন্তান যদি মা পালন করে, তার পরেরটি পালন করবে বাবা…

সেক্রে। এ দাবির লজিক্যাল ও চরম পরিণতি গিয়ে দাঁড়ায় কোথায় ঠাকরুণরা বোধহয় ভেবে ছ্যাখেন নি…

মন্ত্রী (টেবিলে একটা চাপড় মারিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া)—সে চরম দাবি জানা'তে হ'লে তো আমাদের কাছে আসলে হবে না, ভগবানের কাছে ডেপুটেশন পাঠাতে হবে…

সেক্রে। তারপর এই যে মহিলাদের আর একটা দাবি, মিউনিসিপ্যাল এরিয়ার একটা করে' অংশ মেয়েদের জন্যে রিজার্ভ করে' রাখতে হবে, দেওয়াল দিয়ে ঘিরে' দিলে ভাল হয়, এ দাবির একটা মানে হয় কিছু আজকালকার দিনে?…

(রামভজন সিংএর পুনঃপ্রবেশ ও সেলামপূর্বক দণ্ডায়মান অবস্থিতি)

ক্যা বাত রামভজন?…

রামভজন। হুজুর পাঁচঠো ভদ্রলোগ আদমি ঔর পাঁচঠো জনানা হুজুরকা সাঁথ মোলাকাত মাঙ্গতে হেঁ…

সেক্রে। বহুৎ আচ্ছা, তামামকো এ কামরামে লে আও…

রামভজন। যো হুকুম…

(সেলাম ও প্রস্থান)

মন্ত্রী। একবারে কাঁটায় কাঁটায় তিনটে…

সেক্রে। ভর বারবেলা…

(কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই পাঁচজন মহিলা ও পাঁচজন ভদ্রলোকের প্রবেশ ও নমস্কারান্তে সেক্রেটারীর ডাইনে ও বাঁয়ে গোলটেবিলের পার্শ্বস্থ চেয়ারগুলিতে দুই দলের উপবেশন)

পুরুষদলের মধ্য হইতে একজন (দাঁড়াইয়া, বুকপকেটের ঘড়িতে হস্তসঞ্চালন করিতে করিতে)—অনারেব্‌ল্‌ সার্‌, আমার নাম ব্রজলাল গুপ্ত, অ্যাডভোকেট, আমি আপনাদের নিকট আবেদনকারী হতভাগ্য এই পুরুষ ডেপুটেশনের নেতা; আপনাদের অনুমতি হ'লে এঁদেরকে আপনাদের সঙ্গে পরিচিত করে' দিই…

মন্ত্রী ও সেক্রেটারী (একসঙ্গে)—নিশ্চয় নিশ্চয়, আনন্দের সঙ্গে, আপনাদের মত সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরা আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, এ তো আমাদের সৌভাগ্য…

ব্রজলাল (অপর চারজন প্রতিনিধিদের প্রত্যেকের পরিচয়দান; পরিচয়দানকালে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিনিধির সম্মুখে ঝুঁকিয়া মন্ত্রীর ও সেক্রেটারীর সঙ্গে করমর্দন ও পুনরায় নিজ নিজ স্থানে উপবেশন)—ইনি মিস্টার দস্তিদার…ইনি মিস্টার রায়চৌধুরী…ইনি মিস্টার বোস…আর ইনি মিস্টার চক্রবর্তী…

মন্ত্রী। বেশ বেশ, বড় খুসী হ'লুম আপনাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে, আশা করি আজকের এই যুগসন্ধিক্ষণে, সমাজের এই সংকটমুহূর্তে, আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষমতায় যতদূর সম্ভব আপনাদের সাহায্য করতে পারবো…

সেক্রেটারী। আমাদের মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় আপনাদের উভয়পক্ষের উপরই সম্পূর্ণসহানুভূতিসম্পন্ন তা গোড়াতেই আমি জানিয়ে রাখা প্রয়োজন মনে করছি, আজকের আলোচনার ফলাফল যা-ই হোক, আপনারা কেউ যেন মুহূর্তের জন্যেও ভাববেন না মন্ত্রীমশায়ের বা আমার কোনদিকে বিন্দুমাত্রও পক্ষপাত আছে…

মহিলানেত্রী (দাঁড়াইয়া)—আমার নাম মিসেস ধীরা গাঙ্গুলী, মিসেস নামেই পরিচয় দিতে হচ্ছে এখনও, উপায় নেই, সমাজের অত্যাচার আমাদের নামের উপরে পর্যন্ত ছাপ রেখে দিয়েছে এমনি আমাদের দুর্ভাগ্য… আপনারা বললেন আপনাদের মনে পক্ষপাতের বিন্দুমাত্র নেই, কিন্তু দুঃখের সঙ্গে আমাকে বলতে হচ্ছে, আজকের এই আলোচনার গোড়াতেই মেয়েদেরকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে' পুরুষ-ডেপুটেশনকেই মন্ত্রী ও সেক্রেটারী মহাশয় যেরকম আপ্যায়ন করেছেন তাতে পক্ষপাতশূন্যতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় নি…

সেক্রেটারী। সরি সরি, মিসেস গাঙ্গুলী, এরকম সন্দেহ যে ক্ষণকালের

জন্যেও আপনার মনে স্থান পেয়েছে সেজন্যে আমরা রিয়েলি অত্যন্ত সরি··· ভেবে দেখুন একটা পার্টির সঙ্গে তো কথাবার্তা আরম্ভ করতেই হবে, সে যে পার্টিই হোক না কেন, আপনার সঙ্গে না হয়ে মিস্টার গুপ্তর সঙ্গে যে আমাদের কথাবার্তাটা প্রথম আরম্ভ হয়েছে সেটা একবারে পিওর অ্যাক্সিডেণ্ট, ইট্ ইজ্ এ মিয়ার অ্যাক্সিডেণ্ট, আপনি বিশ্বাস করুন···

মিসেস গাঙ্গুলী। সে অতি উত্তম কথা, আপনার কথাই আমরা মেনে নিচ্ছি, আচ্ছা তারপর আমার পার্টিকে আমি ইণ্ট্রডিউস করে' দিই ···এই আপনারা একটু এগিয়ে আসুন এদিকে

(প্রত্যেক মহিলা প্রতিনিধির একটু সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়া মন্ত্রী ও সেক্রেটারীর সঙ্গে করমর্দন ও নিজ নিজ স্থানে উপবেশন)

ইনি মিসেস বোস, লেখিকা—ইনি মিসেস রায়চৌধুরী···

সেক্রেটারী (একটু হাসিয়া)—আমাদের এখানে উপস্থিত মিস্টার রায়চৌধুরীর—

মিসেস গাঙ্গুলী। হ্যাঁ তাই, আনফরচুনেট্লি···

সেক্রে। ও আই অ্যাম্ সরি, এক্সট্রিমলি সরি···

মিস্টার রায়চৌধুরী। সরি হওয়ার কিছুই নেই সার্···

মিসেস রায়চৌধুরী। না কিছুই নেই সার্, চুপ করো তুমি এখানে ওরকম বাঁদরামি করো' না·

মন্ত্রী। আহা হা, ওরকম আনপার্লামেণ্টারী ল্যাঙ্গুয়েজ এখানে ব্যবহার না করলেই ভাল হয় মিসেস রায়চৌধুরী···

সেক্রে। আমি অত্যন্ত দুঃখিত সার্ ফর্ ব্রিঙ্গিং অ্যাবাউট্ দিস্ সিচুয়েসন্···

মন্ত্রী। যাক তার পর···

মিসেস গাঙ্গুলী। ইনি মিসেস গুপ্তা, আগে থাকতেই বলি মিসেস ব্রজলাল গুপ্তা···ইনি মিসেস চ্যাটার্জি···

মন্ত্রী। বড় আনন্দিত হ'লুম আপনাদের সঙ্গে পরিচয়ের সৌভাগ্য হওয়াতে, (সেক্রেটারীর প্রতি) মিস্টার মিত্তির, এঁদের একটু চা দেওয়ার বন্দোবস্ত করলে হ'ত না···

মিসেস গাঙ্গুলী। না না, ধন্যবাদ আপনাকে, চায়ের কোন দরকার নেই, এখন আমাদের কাজের কথা আরম্ভ করলেই ভালো হয়···

মন্ত্রী। আচ্ছা বেশ তবে তাই হোক···আপনিই আরম্ভ করুন, মিসেস গাঙ্গুলী—

মিসেস গাঙ্গুলী (মেমোর‍্যাণ্ডাম হস্তে দাঁড়াইয়া)—মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়, কেন্দ্রীয় সরকারের সর্বশেষ আইনবলে আজ আমরা, এই সুবিশাল প্রাচীন দেশের স্ত্রীজাতি, যুগযুগান্তরব্যাপী অত্যাচারের দুর্বহ শৃঙ্খল হ'তে মুক্ত, শত বাধা বন্ধনের নিষ্ঠুর ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে মুক্তগতি স্রোতস্বিনীর মতই আজ আমরা বাঁধনহারা, জীবনের অনন্ত বৈচিত্র্য, অনন্ত লীলার নব সংস্পর্শে উদ্বেলিত, চঞ্চল। তাই আমাদের নবলব্ধ মুক্তজীবনের প্রতিনিধিসমিতির নামকরণ করেছি "মুক্তধারা" সমিতি। এই মুক্তধারা সমিতির পক্ষ থেকেই আজ আমরা আপনাদের নিকট যা কিছু বক্তব্য উপস্থিত করছি। আপনাদের হাতে সময় কম; অপর পক্ষেরও অনেক বক্তব্য আছে; তাই অকারণ বাক্য বিন্যাস না করে',—আমাদের দাবিদাওয়া সমস্তই আমাদের মেমোর‍্যাণ্ডামে বিস্তৃতভাবে লিখিত আছে—কাজেই অকারণ সময় নষ্ট না করে' শুধু আমাদের মূলকথাক'টিই এখানে পরিষ্কার করে' বলে' যাব—কথা ক'টি হচ্ছে এই—

এক—সব থেকে বড় কথা—স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে কোন পার্থক্য নেই; এপর্যন্ত যে পার্থক্য ছিল বা এখনও আছে, সবই পুরুষ জাতির সৃষ্টি;

দুই—এখন থেকে সন্তান প্রতিপালনের ভার পিতা ও মাতাকে সমান-ভাগে বহন করতে হবে;

তিন—শুধু সামাজিক ব্যাপারে নয়, আর্থিক ব্যাপারেও, স্ত্রী পুরুষের মধ্যে কোন বৈষম্য থাকবে না; সেজন্য সরকারী ও বেসরকারী কর্মক্ষেত্রে স্ত্রীলোকদের পুরুষের সঙ্গে সমান সংখ্যায় নিযুক্ত করতে হবে, এবং যতদিন এই সংখ্যাসাম্য প্রতিষ্ঠিত না হয় স্ত্রীদেরকে অধিক সংখ্যায় নিযুক্ত করতে হবে; কর্মে নিয়োগের জন্যে স্ত্রীলোকের পক্ষে ন্যূনতম গুণবত্তাই যথেষ্ট বলে' গণ্য করতে হবে;

চার—প্রত্যেক জেলা ও মহকুমার প্রধান সহরগুলিতে, যেখানে মিউনিসিপাল ব্যবস্থা বর্তমান, স্ত্রী-অধিবাসীদের জন্য এক একটা উপযুক্ত অংশ সংরক্ষিত করতে হবে; এবং

পাঁচ—যে সব স্বামিবিচ্ছিন্ন স্ত্রীলোক পুনরায় বিবাহ করতে ইচ্ছুক হবেন তাঁদেরকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করা গবর্নমেণ্টের কর্তব্য হবে; পুনরায় স্বামি-

গ্রহণের অধিকার তাঁদের মৌলিক বা ফাণ্ডামেণ্টাল রাইট্সের মধ্যে গণ্য হবে…

(রুমাল দিয়া মুখ মুছিতে মুছিতে উপবেশন)

মন্ত্রী। মিস্টার মিত্তির, দুএক কথা কিছু বলবেন এখন ?…

সেক্রে। না সার্, অপর দলের বক্তব্য না শুনে' গবর্নমেণ্টের পক্ষে কোন উত্তর দেওয়া, কোন রকম আশ্বাস দেওয়া বা কিছু কমিট করা, সম্ভব হবে না…

মন্ত্রী। হ্যাঁ তা তো বটেই, তবে মিস্টার গুপ্ত, আপনি এবার…

মিস্টার গুপ্ত (মেমোর‍্যাণ্ডাম হাতে দাঁড়াইয়া)—মাননীয় মন্ত্রী ও সেক্রেটারী মহাশয়, আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় স্বামিস্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদের অধিকার আইনদ্বারা বিধিবদ্ধ করে' সরকার বাহাদুর পুরুষজাতকেই বিশেষভাবে বিপন্ন করেছেন; অনেকেই হয় তো ভাবছেন স্ত্রী বিবাহবন্ধন ছিন্ন করে' স্বামিপুত্রকন্যাকে পিছনে ফেলে গেলে অসহায় স্বামী বেচারা মাতৃহীন শিশুর মতই রাস্তায় রাস্তায় অস্নাত অভুক্ত অবস্থায় ভেউ ভেউ করে' কেঁদে বেড়াবে; কিন্তু যাঁরা দীর্ঘকাল বিবাহিত জীবন যাপন করে' মধ্য অর্থাৎ প্রৌঢ় অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছেন, তাঁরা সকলেই বলবেন সে ধারণা ভুল; স্ত্রীপুত্রকন্যা নিয়ে শতকরা পঁচানব্বই জন প্রৌঢ় ব্যক্তিকে দৈনন্দিন জীবনে যে নরক ভোগ করতে হয়, আর্থিক অভাবে, স্ত্রীদের দাঁতখিঁচুনিতে ও সন্তানদের বিরামহীন ক্রন্দন ও হাহাকারে, পরিবারের যিনি মাথা, হেড, তাঁকে দিনে দিনে তিলে তিলে কিভাবে জীবন্তাবস্থাতেই মৃত্যুর স্বাদ পেতে হয়

মিসেস গাঙ্গুলী। শেম্ শেম্…

সেক্রে। মিসেস গাঙ্গুলী, আমাদের সামনে, সরকারের এই অফিসগৃহে বসে' আপনি ওরকম শেম্ টেম্ বলবেন না, এখানে আমাদের কাছে আপনারা দুই পক্ষই সমান, দুই পক্ষেরই নিজ নিজ বক্তব্য বলার সমান অধিকার রয়েছে, আপনার বক্তৃতার সময় মিস্টার গুপ্ত তো কৈ কিছু বলেন নি…

মিসেস গাঙ্গুলী। আই অ্যাম্ সরি…

মন্ত্রী। বলুন মিস্টার গুপ্ত, আপনার কথা শেষ করুন, একটু তাড়াতাড়ি, চারটে প্রায় বাজে, পাঁচটার মধ্যেই আমরা আজকের আলোচনা শেষ করতে চাই…

মিস্টার গুপ্ত। থ্যাংক্ ইউ সার্, আমি সংক্ষেপেই আমার বক্তব্য শেষ করবো; যা বলছিলুম সার্, আমাদের প্রৌঢ়দের শতকরা পঁচানব্বই জনকেই দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে মৃত্যুর স্বাদ পেতে হয়; সরকার বাহাদুর

স্বামিস্ত্রীর বিচ্ছেদ আইনসঙ্গত করে' এই মৃত্যুপথের পথিকদেরকে নবজীবনের —পুনর্জীবনের—স্বাদ পাইয়েছেন ; আজ আমরা জীবন্মুক্ত, নবজন্ম আজ আমাদেরকে মুক্তির আহ্বান জানিয়েছে, সরকার বাহাদুরকে সেজন্যে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ ; আমাদের সদ্য-প্রতিষ্ঠিত পুনর্জন্ম-সমিতির পক্ষ থেকে উচ্চ কণ্ঠে বলছি, সরকার বাহাদুর জিন্দাবাদ (অপর চারজন পুরুষ প্রতিনিধির একসঙ্গে চীৎকার—সরকার বাহাদুর জিন্দাবাদ:)···

সেক্রেটারী। আপনারা অনুগ্রহ করে' এখানে ওসব চীৎকার করবেন না···

মিস্টার বোস। উই আর সরি, সার্···

মিস্টার গুপ্ত। মাননীয় সার্, আমাদের মেমোর‍্যাণ্ডামে আমাদের বক্তব্য বিস্তৃতভাবে বলা হয়েছে, আমি আপনাদের কাছে এখন শুধু মোটামুটি গুটি দুতিন কথা বলবো। প্রথমতঃ সরকারের নব-বিধিবদ্ধ আইন সত্ত্বেও পুরুষ ও স্ত্রী জাতির মধ্যে মৌলিক প্রকৃতিগত পার্থক্য চিরকালই ছিল, এখনও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে ; এই চিরন্তন পার্থক্য লক্ষ্যপথে রেখেই বিধাতা পুরুষ ও স্ত্রীকে ভিন্নভাবে সৃষ্টি করেছেন ; নচেৎ তিনি পুরুষ ও স্ত্রীকে একভাবে তৈরি করেই সৃষ্টির কাজ চালু করতেন ; দ্বিতীয়তঃ, স্ত্রী ও পুরুষ সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন হ'লেও স্ত্রী ছাড়া পুরুষের এবং পুরুষ ছাড়া স্ত্রীর জীবনপথে চলা অসম্ভব, কাজেই দুদিন পরে হোক বা দুমাস পরে হোক বা দুবৎসর পরেই হোক বিচ্ছিন্ন স্ত্রীকে পুরুষের নিকট ও বিচ্ছিন্ন পুরুষকে স্ত্রীর নিকট ফিরে' যেতেই হবে ; সুতরাং সাময়িক হুজুগের বশবর্তী হয়ে সরকার যেন মুক্তধারা-সমিতির দাবি অনুযায়ী স্ত্রীপুরুষের বাসস্থান নগরের ভিন্ন ভিন্ন অংশে সংরক্ষিত না করেন, কিংবা চাকুরিক্ষেত্রে স্ত্রীপুরুষের সংখ্যা অনুযায়ী ভাগবাঁটোয়ারা না করেন ; তৃতীয়তঃ, এইটে সব চেয়ে বড় কাজের কথা, বিচ্ছেদের পর সন্তানপালনের ভার স্ত্রীদেরই নিতে হবে, তার জন্যে খরচের বা অন্য কোন দায়িত্ব পুরুষরা গ্রহণ করবে না ; স্ত্রীরা যদি তাতে সম্মত না হয়, সরকারকে সে দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে···

সেক্রেটারী। সরকার যে তা হ'লে দুএক বৎসরের মধ্যেই ফতুর হয়ে যাবে (স্ত্রী-ডেপুটেশনের উচ্চহাসি)···

মিস্টার গুপ্ত। তা কী করবো বলুন, সরকারের কৃতকর্মের ফল সরকারকে ভোগ করতে হবে বৈ কি ; তারপর, আপাততঃ এই কথাটা বলেই এখন শেষ করবো, স্ত্রী-ত্যক্ত স্বামীদের মধ্যে যাঁরা পুনরায় বিবাহ করতে ইচ্ছুক হবেন,

তাঁদেরকে সরকার সর্বতোভাবে, পাত্রী সন্ধানের কাজে পর্যন্ত, যথাসাধ্য সাহায্য করবেন এবং যতদিন এই সব স্বামীদের নববিবাহ না হয়, ততদিন তাঁদের আহার ও বাসের জন্য নগরে নগরে সরকারী লঙ্গরখানা প্রতিষ্ঠা করতে হবে···

(রুমালে মুখ মুছিতে মুছিতে উপবেশন)

মন্ত্রী। আচ্ছা, মিসেস গাঙ্গুলী ও মিস্টার গুপ্ত, আপনারা দুজনেই যে রকম সুষ্ঠুভাবে নিজ নিজ সমিতির দাবি এখানে উপস্থিত করেছেন সেজন্যে আপনাদেরকে ও আপনাদের সহকারী প্রতিনিধিদেরকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি; আপনাদের মেমোর্‍্যাণ্ডাম দেখে ও আপনারা দুজনে যে সব কথা বললেন তার আলোতে সরকারের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থির করা অনেকটা সহজ হবে···কি বলেন মিস্টার মিত্তির?

সেক্রে। নিশ্চয় নিশ্চয়···

মন্ত্রী। কিন্তু আপনাদের দুইপক্ষের দাবিদাওয়ার মধ্যে পরস্পর-বিরোধী অনেক প্রস্তাব আছে, সে বিরোধ দূর করে' দুই পক্ষকেই যতদূর সম্ভব সাহায্য করার পন্থা স্থির করতে সরকারের বেশ কিছু সময় দরকার হবে, আমরা মাস তিনেক সময় চাই···কি বলেন মিস্টার মিত্তির, তিনমাসের কমে হবে?

সেক্রে। সে কি সম্ভব, তিন চারটি মাস তো ফেলে ছেড়ে লাগবে, ফুল ক্যাবিনেটের মিটিং ডাকতে হবে, পাবলিক রি-অ্যাকসন্ কি রকম হয় ভাল করে' ওয়াচ করতে হবে, কতদিন লাগে দেখুন···

মন্ত্রী। আচ্ছা আমরা আপাততঃ তিনমাস সময়ই নিচ্ছি, তিনমাস পরে আপনাদের মুক্তধারা ও পুনর্জন্ম দুই সমিতির জয়েন্ট মিটিং ডাকবো, ইতিমধ্যে আপনারা নিজেদের মধ্যে একটু বোঝাপড়ার মিটমাটের চেষ্টা করুন, নিজেদেয় মধ্যে থেকে যদি একটা এগ্রীড সলুসন দাখিল করতে পারেন এই সমস্যার, তা হ'লে সরকারকে তা মাথা পেতে নিতে হবে, কংগ্রেস-মুসলিম লীগের এগ্রিমেন্ট যেমন বৃটিশ গবর্নমেন্ট মেনে নিয়েছিলেন (সকলের উচ্চহাসি)—কি বলেন মিস্টার মিত্তির?···

সেক্রে। তা আর বলতে···তা হ'লে মিস্টার গুপ্ত, মিসেস গাঙ্গুলী, তিনমাস পরেই আমরা মিট্ করবো, আজকের মত তা হ'লে বিদায়···

(সেক্রেটারী ও মন্ত্রীর গাত্রোত্থান ও জোড়হস্তে নমস্কার; দুই পক্ষের ডেপুটেশনের সঙ্গে সঙ্গে গাত্রোত্থান ও জোড়হস্তে নমস্কার)

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান: 'মিলনী' ক্লাবের মিটিং রুম।

সময়: তৃতীয় দৃশ্যের তিনমাস পর; রাত্রি ৮টা।

একটি নাতিবৃহৎ সুসজ্জিত ও উজ্জ্বলভাবে আলোকিত ঘর; মধ্যস্থলে লম্বা দুখানি টেবিল ও তাহার চতুর্দিকে সুন্দর সুন্দর পালিশকরা চেয়ার সাজানো; চতুর্দিকের দেওয়ালে দেশবিখ্যাত স্ত্রী ও পুরুষ চিত্রতারকাদের ছবি; কোন কোন ফ্রেমে স্ত্রী ও পুরুষ তারকা পরস্পরের হাত ধরিয়া কিংবা পরস্পরের স্কন্ধে হাত দিয়া হাসিমুখে দণ্ডায়মান।

দৃশ্যারম্ভে ঘরের একদিক্ হইতে পুনর্জন্ম সমিতির সদস্যদের ও বিপরীত দিক্ হইতে মুক্তধারা সমিতির সদস্যাদের প্রবেশ এবং অর্ধেকসংখ্যক চেয়ারে পর পর পুরুষদের ও বাকী চেয়ারগুলিতে পর পর মহিলাদের উপবেশন; মহিলাদের মধ্যে পরস্পর ও পুরুষদের মধ্যে পরস্পর, দুএকক্ষেত্রে মহিলা ও পুরুষদের মধ্যে, দৃষ্টি ও হাসি বিনিময় এবং 'কি, কেমন-আছেন, অনেকদিন পরে দেখা, এখানেই বরাবর আছেন না কোথাও গেছলেন, তার পর খবর কি বলুন' ইত্যাদি বাক্যালাপ। দুএক মিনিট এইরূপ আলাপের পর—

মিসেস গাঙ্গুলী (দাঁড়াইয়া)—মুক্তধারা সমিতি ও পুনর্জন্ম সমিতির প্রতিনিধিবৃন্দ, আজ আমাদের এখানে একত্র হওয়ার কি উদ্দেশ্য তা আপনারা সকলেই জানেন। আমাদের দুই সমিতির ডেপুটেশন সরকারের মিনিস্টার অব ডাইভোর্সের সঙ্গে দেখা করার পর পূর্ণ তিনমাস গত হয়েছে। এই তিনমাসের মধ্যে মন্ত্রীমহাশয়কে অন্ততঃ এক ডজন পত্র লেখা হয়েছে কিন্তু তার উত্তর কার্যতঃ কিছুই পাওয়া যায়নি; কেবল মাসখানেক আগে ছাপানো দুলাইনের মামুলি জবাব এসেছিল, সেক্রেটারীর কাছ থেকে, আপনার পত্রের প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি; আপনাদের বিষয়টি মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়ের বিবেচনাধীন আছে। বাস্ ঐ পর্যন্ত…

মিস্টার গুপ্ত (দাঁড়াইয়া)—আমাদের সমিতিও ঐ রকম একটা জবাব পেয়েছে; আমি ঐ জবাবে হতোৎসাহ হতুম না, কিন্তু সেক্রেটারিয়েটের

পদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে আমার অনেক বন্ধু আছেন, তাঁদের সকলের মুখেই শুনি আমাদের এই দুই সমিতির আবেদন-নিবেদনকে সরকার বাহাদুর একেবারেই কোন ইমপর্ট্যান্স দেন না, আমাদের মেমোর‍্যাণ্ডাম ও চিঠি পত্র ইত্যাদির আলোচনা নিয়ে সেক্রেটারিয়েটে হাসি-তামাসার হুল্লোড় পড়ে' যায়, সে হাসি-তামাসায় মন্ত্রীমশায় পর্যন্ত যোগ দিতে ছাড়েন না...

মিসেস রায়চৌধুরী। আমরা যেদিন ডেপুটেশনে গিয়েছিলুম সেদিনই মন্ত্রীর ভাবগতিক দেখে আমার মনে হয়েছিল তিনি আমাদের উপর বিশেষ সুপ্রসন্ন নন...

মিসেস বোস। আমাদের সকলেরই সেই ধারণা...

মিসেস গাঙ্গুলী। তবে এখন আমাদের কর্তব্য কী বলুন...

মিসেস দস্তিদার। কর্তব্য এখন দেশময়, নগরে নগরে, সম্ভব হ'লে গ্রামে গ্রামে, সভাসমিতি করে' জনসাধারণের সহানুভূতি উদ্রেক করা...

মিসেস গুপ্তা। জনসাধারণের কথা আর বলবেন না, তাঁরা আবার গবর্নমেণ্টের এক ডিগ্রী উপর দিয়ে যান...ডাইভোর্স আলোচনা নিয়ে তাঁদের ঘরে বাইরে পথে ঘাটে হাসিঠাট্টার যেন বান ডেকেছে...আমরা মুক্তধারা সমিতির মেম্বার জেনেই বোধ হয় আমাদেরকে দেখলেই শুনিয়ে শুনিয়ে কেউ বন্ধুকে জিজ্ঞেস করেন, কিহে গিন্নী এখনো ঠিক আছে তো, কেউ বলেন, মোকদ্দমা রুজু করেছে নাকি হে গিন্নী, আপনারাও নিশ্চয় শুনেছেন এরকম মন্তব্য...

মিসেস বোস। শুনেছি না, সব্বাই শুনেছি...

মিস্টার গুপ্ত। শুনেছি, আমরাও শুনেছি, কিন্তু ওসব হচ্ছে কুরুচিসম্পন্ন লোকেদের কথা, ওসব কথায় কান দিলে চলবে না, কান দিলেও মর্মাহত হ'লে চলবে না; প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে এই যে, বিবাহবিচ্ছেদ আইন পাশ হওয়ায় সমাজে একটা বড় রকমের সংকট উপস্থিত; এ সংকটে ভদ্রশ্রেণীর স্ত্রীলোক পুরুষ সকলেই বিপন্ন; সকলেরই নিজ নিজ স্বার্থরক্ষার জন্যে নানা-রকম কর্তব্য রয়েছে, গবর্নমেণ্ট বা পাবলিকের একটা অংশ—একটা অংশ বলছি এই জন্যে যে সমস্ত পাবলিকই এ বিষয়ে বিরুদ্ধভাবাপন্ন তা আমি বিশ্বাস করিনে—তাই বলছি গবর্নমেণ্ট বা পাবলিকের একটা অংশ যদি আমাদের সমিতিদুটিকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্যই করে, তবে আমাদেরকে, সমিতির সভ্যদেরকে, নিজেদের চেষ্টাতেই কার্যোদ্ধার করতে হবে...

মিসেস দস্তিদার। আমাদের সমিতিরও অনেকের মত তাই, আমরা একরকম স্থিরই করেছি যে যদিও আমাদের দুই সমিতির লক্ষ্য প্রায় আগাগোড়াই পরস্পরবিরোধী, তবুও গবর্নমেণ্ট ও পাবলিকের কাছে আমাদের প্রায় একই অবস্থা, সুতরাং আমাদের একসঙ্গে মিলে' মিশে' কাজ করা ছাড়া উপায় নেই···

মিসেস বোস, চক্রবর্তী, মুখার্জী এবং আরো অনেকে। এ অতি উত্তম প্রস্তাব, আমাদের সকলেরই তাই মত···

পুরুষ প্রতিনিধিদের মধ্যে অনেকে একসঙ্গে (কেহ কেহ দাঁড়াইয়া) —হিয়ার হিয়ার, আপনাদের সমিতির পক্ষ থেকে যে এ প্রস্তাব এসেছে এটা বড়ই আশার কথা, আনন্দের কথা···

মিস্টার গুপ্ত। আনন্দের কথা সন্দেহ নেই, আমাদের দুই সমিতি একসঙ্গে যুক্তভাবে কাজ করলে আমাদের কার্যসিদ্ধি সুনিশ্চিত, গবর্নমেণ্ট বা পাবলিক কেহই ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না, কিন্তু আমাদেরকে খুব সাবধানে চলতে হবে, আমাদের দুই সমিতির অস্তিত্ব সম্পূর্ণ পৃথকভাবে বজায় রেখে কাজ করতে হবে, নইলে আমাদের সমস্ত চেষ্টা, সমস্ত শ্রম, পণ্ড হ'তে পারে, আমাদের সমিতির লক্ষ্যই ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে, এমন কি সরকারের এই আইন পাশ করা না করা সমান হয়ে দাঁড়া'তে পারে···

মিসেস গাঙ্গুলী। এ বিষয়ে আমি মিস্টার গুপ্তের সঙ্গে একমত, আমরা কাজ করবো এক সঙ্গে, কিন্তু আমাদের সমিতিদুটির অস্তিত্ব সম্পূর্ণ পৃথক রাখতে হবে; আপনারা সকলে কি বলেন? কারও কোন আপত্তি আছে আমাদের এই যুক্ত কর্মপ্রচেষ্টায়?

মহিলা ও পুরুষ অনেকে একসঙ্গে। কোন আপত্তি নেই, আমরা পূর্ণ সমর্থন করছি এই একসঙ্গে কাজ করার প্ল্যান, সমিতিদুটো আলাদা আলাদা থাকলেই হ'ল···

মিসেস গাঙ্গুলী। আচ্ছা তা হ'লে আমি প্রস্তাব করি আমাদের দুই সমিতির প্রেসিডেণ্ট দুজন ও সেক্রেটারী দুজনকে ক্ষমতা দেওয়া হোক তাঁরা একসঙ্গে কো-অপারেট করুন, গবর্নমেণ্টের সঙ্গে চিঠিপত্র লেখা, পাবলিকের সঙ্গে যোগাযোগ দ্বারা সকলের সহানুভূতি ও সমর্থন সংগ্রহ করা ইত্যাদি সমস্ত ব্যাপারে পরস্পরকে সাহায্য করুন···

মিস্টার মুখার্জী। আমি এই প্রস্তাব সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি···

মিস্টার গুপ্ত। আশা করি এখানে উঁপস্থিত মহিলা পুরুষ সকলেরই এ প্রস্তাবে সমর্থন আছে…

স্ত্রী পুরুষ একসঙ্গে। সকলের, সকলের…

মিস্টার গুপ্ত। মুক্তধারার প্রেসিডেন্ট মিসেস সিনহা, তিনি তো এ মিটিংএ আসেন নি…

মিসেস গাঙ্গুলী। না, মিসেস সিনহা সাংসারিক নানাকারণে পদত্যাগ করায় মিসেস বোসই আপাততঃ আমাদের প্রেসিডেন্ট…অপেক্ষাকৃত কম বয়স হ'লেও কলমের জোর থাকায় তাঁকেই ঐ পদে নিযুক্ত করা হয়েছে‥

মিস্টার গুপ্ত। আচ্ছা বেশ, আর পুনর্জন্ম সমিতির প্রেসিডেণ্টের কাজকর্ম আপাততঃ আমাকে করতে হ'লেও আমার শরীরটা বড় ভাল থাকছে না আজকাল, ব্লাডপ্রেসারের উৎপাত বেড়েছে, আমি আমার কাজের ভার দিচ্ছি মিস্টার রায়চৌধুরীর উপর…কি রায়চৌধুরী, রাজী তো ?…

রায়চৌধুরী। তা রাজী…

মিসেস গাঙ্গুলী। বেশ, তাপপর, সেক্রেটারী দুজনা—আমাদের তো মিসেস চ্যাটার্জি, পুনর্জন্মের ?…

মিস্টার গুপ্ত। আমাদের সেক্রেটারী মিস্টার চক্রবর্তী, চক্রবর্তীর শরীরটাও ভাল, তাছাড়া আইন টাইন জানা আছে, বেশ চটপটে…কি চক্রবর্তী, মুক্তধারা সমিতির সঙ্গে কো-অপারেট করতে পারবে তো ?‥

মিস্টার চক্রবর্তী। কেন পারবো না, খুব পারবো…

মিস্টার গুপ্ত। মিসেস গাঙ্গুলী, আপনি আসুন একটু আমার-পাশে (মিসেস গাঙ্গুলী মিস্টার গুপ্তর পাশে আসিয়া দাঁড়াইল)—আমরা মুক্তধারা ও পুনর্জন্মসমিতির পক্ষ থেকে মিসেস বোস, মিসেস চ্যাটার্জি, মিস্টার রায়চৌধুরী ও মিস্টার চক্রবর্তীকে আমাদের দুই সমিতির কার্যনির্বাহের জন্য আবশ্যক মত যে কোন পন্থা অবলম্বন করতে হয় তা করার জন্য আন্তরিক আহ্বান জানাচ্ছি, আপনারা সকলে হাত তুলে' অনুমোদন করুন…

উপস্থিত সকলে (হাত তুলিয়া)—সানন্দে, সানন্দে…

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান ঃ মুক্তধারা সমিতির মিটিং রুম। রাত্রি আটটা।

একখানি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছোট ঘর, সামনে বারান্দা। ঘরের মধ্যস্থলে একখানা মাঝারি সাইজের টেবিল; টেবিলের চারিদিকে একখানা করিয়া মোট চারখানা চেয়ার; একপাশের দেওয়ালে একটা আলমারী, কাগজপত্রে ও কিছু বইয়ে প্রায় পূর্ণ। প্রত্যেক দেওয়ালে দুখানি করিয়া আটখানা ছবি, দুখানা প্রাকৃতিক দৃশ্যের, একখানা হরপার্বতীর, একখানা পরমহংস রামকৃষ্ণদেব ও সারদাদেবীর, এবং চারখানা (দুখানা পুরুষ, দুখানা স্ত্রী) চিত্রতারকাদের। ঘরের ভিতর ও বারান্দা বিদ্যুৎআলোকে আলোকিত। টেবিলের পিছনদিকের চেয়ারে বসিয়া মুক্তধারা সমিতির প্রেসিডেণ্ট মিসেস বোস একখানা কি মাসিকপত্রিকা লইয়া পাতা উল্টাইতেছেন, এমন সময় পুনর্জন্ম সমিতির অ্যাক্টিং প্রেসিডেণ্ট মিস্টার রায়চৌধুরীর প্রবেশ। মিস্টার রায়চৌধুরী বারান্দায় উঠিতে না উঠিতে মিসেস বোস কর্তৃক ঘরের দরজার নিকট গিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা।

মিসেস বোস। আসুন আসুন, এই যে মিস্টার রায়চৌধুরী আসুন, একবারে সাহেবী পাঙ্কুয়্যালিটি, কাঁটায় কাঁটায় আটটা···

রায়চৌধুরী। আর পাঙ্কুয়্যাল না হয়ে উপায় কী বলুন, অফিস থেকে ফিরতেই সন্ধ্যা হয়ে গেল, অথচ সারাদিন মনটা পড়ে' আছে এখানে আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্যে··

মিসেস বোস। বটে, সৌভাগ্য আমার, আমিও সেই সাতটা থেকে বসে' বসে' ভাবছি আপনি আসবেন কি না···

রায়চৌধুরী। বাঃ, আসবো কথা দিয়েছি, আসবো না কেন; সমিতির জরুরী কাজ তো আছেই, তারপর সারাদিন অফিসের গাধাখাটুনির পর আপনার সঙ্গে একটু কথাবার্তা, সে তো কোয়াইট রিফ্রেশিং···

মিসেস বোস। বেশ বেশ, আপনার কাছ থেকে এ কম্প্লিমেণ্ট পেয়ে বড়ই আনন্দিত বোধ করছি, আপনার মত একজন কালচার্ড ইয়াংম্যানের কাছ থেকে এরকম কম্প্লিমেন্ট পাওয়া···

রায়চৌধুরী। আমাকে আর ইয়াংম্যান বলবেন না, বয়স পঁয়ত্রিশ পার হয়ে গেল···

মিসেস বোস। ওঃ আমারই কি কম হ'ল নাকি, ত্রিশ পেরিয়ে একত্রিশে পা দিয়েছি, যাক তারপর কাজের কথা, এখন বলুন তো আমাদের নেক্সট স্টেপ্‌···মিনিস্টারকে আর একখানা চিঠি লেখা কেমন···?

রায়চৌধুরী। হ্যাঁ চিঠি তো একখানা দিতে হাবই, আজই তার খসড়া করে' রাখবো আপনার সঙ্গে কনসাল্ট করে', কিন্তু মিনিস্টারের সঙ্গে শীগগিরই একটা ইণ্টারভিউ অ্যারেঞ্জ করতে হবে, কারণ শুধু চিঠিতে বিশেষ কাজ হবে বলে' ভরসা হয় না···

মিসেস বোস। চিঠি আর ইণ্টারভিউ, কিসে যে কাজ হবে জানিনে, মন্ত্রী সেক্রেটারী দুজনেরই যে ছ্যাবলা টেম্পার···

রায়চৌধুরী। তা হবে না, দুজনের স্ত্রী যে খুব সুন্দরী, নামকরা সুন্দরী, কর্মচারী মহলে সেজন্যে কত প্রেস্টিজ তাঁদের···

মিসেস বোস। তাই নাকি, আপনি দেখেছেন ?···

রায়চৌধুরী। দেখেছি একটা গার্লস স্কুলের প্রায়িজ ডিস্ট্রিবিউসনে, মন্ত্রীর স্ত্রী ছিলেন চীফ্‌ গেষ্ট্‌ আর সেক্রেটারীর স্ত্রী ছিলেন ডেপুটি চীফ্‌ গেস্ট্‌, বাস্তবিক সুন্দরীই বটে, বিশেষতঃ সেক্রেটারীর স্ত্রী. তাঁর মুখের কাট্‌ ঠিক (একটু হাসিয়া) আপনার মত···

মিসেস বোস। ও ছি ছি, ও কী কথা বলছেন আপনি, আমার আবার মুখের কাট্‌···

রায়চৌধুরী। ক্যানো. নয় কিসে, সামনাসামনি বললে খোশামোদ করা হবে তাই, তা না হ'লে আমি বলতে বাধ্য মিস্টার বোসের সৌভাগ্য যে আপনার মত স্ত্রী

মিসেস বোস। আর আমাকে তাঁর স্ত্রী বলে' অপমানিত করবেন না, আমি তাঁকে উকিলের চিঠি দিয়েছি আসছে মাসের পয়লা থেকে যেন তিনি নিজ গৃহস্থালি চালাবার বন্দোবস্ত করেন, আমি বিদায় নেব ··

রায়চৌধুরী। ডাইভোর্স স্যুট্‌ আনবেন নাকি ?···

মিসেস বোস। স্যুট্‌ ছাড়া কি ভদ্রভাবে ছেড়ে দেবেন ?···

রায়চৌধুরী। আমার বুড়ীও তো বলেছে

মিসেস বোস। বুড়ী বলছেন কেন, মিসেস রায়চৌধুরীর চেহারায় তো এখনো বেশ একটা সুষমা, একটা লালিত্য, যাকে বলে গ্রেস্‌, রয়েছে, যা অনেক মেয়েমানুষেরই থাকে না···

রায়চৌধুরী। বুড়ী বলছি কেন শুনবেন, আমার চেয়ে ও বয়সে অন্ততঃ পাঁচ বছরের বড়, দূর থেকে বোঝা যায় না, ভেতরে ভেতরে অনেক চুল পেকেছে···

মিসেস বোস। তাই নাকি, তা তো লক্ষ্য করিনি···

রায়চৌধুরী। আপনি আমি যে অবস্থায় পড়েছি দেখছি তাতে ইচ্ছে করলেই আমরা পরস্পরকে যথেষ্ট সাহায্য করতে পারি···

মিসেস বোস। তাই তো দেখছি, আচ্ছা ও সম্বন্ধে পরে আলোচনা হবে, আসুন আপাততঃ সমিতির কাজ একটু করা যাক···মন্ত্রীকে যে চিঠিখানা লিখতে হবে তার একটা খসড়া করা যাক, কি বলেন ?···

রায়চৌধুরী। খসড়া তো করবো, কিন্তু কী যে লিখবো তার পয়েন্টগুলো আগে ঠিক করি, তা না হ'লে শুধু শুধু সময় নষ্ট হবে···

মিসেস বোস। আচ্ছা আপনি কাগজ কলম ধরুন তো (টেবিলের ডেস্ক হইতে কাগজ ও একটি ফাউণ্টেন পেন বাহির করিয়া দিয়া), এই যে, আপনিই লিখুন···

রায়চৌধুরী (কাগজ কলম হাতে লইয়া)—বলুন কি লিখবো···

মিসেস বোস। বাঃ আমি কী বলবো, আপনিই আরম্ভ করুন না (হাসি)···

রায়চৌধুরী (হাসিতে হাসিতে)। আচ্ছা··· প্রথম পয়েন্টটা হবে আমাদের এই, বিবাহবিচ্ছেদ আইন পাশ হওয়ার পর যত দিন যাচ্ছে ততই পুরাতন স্বামিস্ত্রীদের মধ্যে মনোমালিন্য বেড়েই চলেছে, সম্বন্ধ একবারে তিক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে···

মিসেস বোস। ডাইভোর্সের জন্য মোকদ্দমা আরম্ভও দুটি একটি প্রায় প্রতি সপ্তাহেই হচ্ছে···

রায়চৌধুরী। ঠিক, তারপর, স্বামিস্ত্রীর মধ্যে ক্রমশঃ বর্ধমান মনোমালিন্যের জন্যে প্রত্যেক পরিবারেই ঝগড়াঝাঁটি অশান্তিও ক্রমশই বাড়ছে, ছেলেমেয়েদের অযত্ন ও কষ্টের শেষ নেই··

মিসেস বোস। লিখে' ফেলুন মিস্টার রায়চৌধুরী, লিখে' ফেলুন, নইলে ভুলে' যাবেন, সব গোলমাল হয়ে যাবে··

রায়চৌধুরী (কাগজে একটু কলম চালাইয়া)—আচ্ছা মিসেস বোস, এই একটু আগে যে বলছিলুম, আমরা যে অবস্থায় পড়েছি তাতে দুজনে দুজনকে বেশ সাহায্য করতে পারি···

মিসেস বোস। হ্যাঁ বলছিলুমই তো, আবার বলছি···

রায়চৌধুরী। ঠিক কীভাবে সাহায্য করতে পারি সেটা স্থির করে' ফেললে হাতের চিঠিখানা লেখার সুবিধে হয়, আরো নতুন নতুন পয়েণ্ট পাওয়া যায়…(জিজ্ঞাসুভাবে মিসেস বোসের মুখে দৃষ্টি স্থাপন)

মিসেস বোস। সাহায্য করা, ধরুন, এই ধরুন, (হাসিতে হাসিতে) বলুন না, ঠিক মনে আসছে না…

রায়চৌধুরী। এই ধরুন আমরা যদি প্রত্যহ ঘণ্টাখানেক করে' মীট্ করি, তাহ'লে পরস্পরের দিকে শুধু তাকিয়ে থেকেও তো খানিকটে শান্তি পাই সারা দিনরাত্রিব্যাপী ঝঞ্ঝাটের মধ্যে, কি বলেন ?…

মিসেস বোস। তা তো বটেই, কিন্তু সেটা কি প্রত্যহ সম্ভব হবে… মিসেস রায়চৌধুরী আপনার পিছনে ধাওয়া না করতে পারেন, কিন্তু আমার ভুঁড়োপেটা কোন্ দিন কি অঘটন ঘটিয়ে বসে বলা যায় না…আমাকে হাড়গিলে শাঁকচুন্নী বলার পরিমাণ তো বেড়েই চলেছে…

রায়চৌধুরী। কী আশ্চর্য, অদ্ভুত মিস্টার বোসের রুচি, আপনার এই স্লিম্ ফিগার আর মুখের ওভ্যাল্ কাট্ আর ঘন কালো চোখের তারা

মিসেস বোস। ও ও মিস্টার রায়চৌধুরী, আপনি বড় বেশী…

রায়চৌধুরী। সত্যি বলছি মিসেস বোস, আপনার ফিচার্স্ দেখলে আমার শরীর মন যেন কেমন হয়ে আসে, মনে হয় যেন একটা এয়ার-কণ্ডিসন্ড্ কামরায় ঢুকলুম…আর মিস্টার বোস বলেন কিনা শাঁকচুন্নী, এ যে আনপার্ডনেবল্, ভদ্রলোকের কী টেস্ট, মাথা খারাপ হয় নি তো ··

মিসেস বোস। তা যে আমার কখনো কখনো সন্দেহ না হয়েছে তা নয়, কিন্তু এতদিন যে হাত পা বাঁধা ছিল, কী করি বলুন…

রায়চৌধুরী। এ বাঁধন ছিঁড়ে' ফেলতেই হবে, আপনাকে আমি তাঁর খপ্পর থেকে উদ্ধার করবোই, আপনাকে আমি আমার নিজের করে' নেবোই, তা না হ'লে আমি মরেও শান্তি পাবো না…

মিসেস বোস। মিস্টার রায়চৌধুরী, আপনার কাছে আজ যে রকম প্রাণ মাতানো মিষ্টি কথা শুনছি, আমার ভুঁড়োপেটার কাছে যদি তার সিকিও শুনতুম এই দশ বছরের মধ্যে…

রায়চৌধুরী। আপনার বিয়ে কি দশ বৎসর হয়েছে ?…

মিসেস বোস। দশ পেরিয়ে এগারোয় পড়েছে…

রায়চৌধুরী। মাই গড্, আপনাকে দেখে কিন্তু উনিশ বিশ বৎসরের

কুমারী বলেই মনে হয়, আপনার মুখে, সর্বাঙ্গে, এমন একটা মিষ্টি সরলভাব মাখান রয়েছে…

মিসেস বোস। মিস্টার রায়চৌধুরী, মনে হচ্ছে আপনাকে আর মিস্টার মিস্টার না করে' প্রিয়তম বলেই ডাকি, প্রিয়তম…

রায়চৌধুরী (টেবিলের উপর দিয়া মিসেস বোসের হাতদুখানি চাপিয়া ধরিয়া)—প্রিয়ে, প্রিয়তমে··

(বারান্দায় মুক্তধারার সেক্রেটারী মিসেস চ্যাটার্জি ও পুনর্জন্মের সেক্রেটারী মিস্টার চক্রবর্তী দেখা দিতেই মিসেস বোসের হাত ছাড়িয়া দিয়া একটু জোর গলায়)

—হ্যাঁ তারপর মিসেস বোস, ঐ যে বলছিলুম, মন্ত্রীর অ্যাটিচুড্, মন্ত্রীর অ্যাটিচুড্ একেবারেই ভাল নয়…

মিসেস বোস। সেক্রেটারীকেই বা বাদ দিচ্ছেন কেন…(দাঁড়াইয়া) আসুন আসুন মিসেস চ্যাটার্জি…

রায়চৌধুরী (দাঁড়াইয়া, বারান্দার দিকে মুখ ফিরাইয়া)—এই যে মিস্টার চক্রবর্তী, ঠিক সময়েই এসেছেন…

মিস্টার চক্রবর্তী (মিসেস চ্যাটার্জির সঙ্গে ঘরে প্রবেশ করিতে করিতে) —হ্যাঁ তাইতো দেখছি, তারপরে আপনাদের কাজ কতদূর এগলো? ··

রায়চৌধুরী। মন্ত্রীকে যে চিঠি লেখা হবে তার পয়েণ্টগুলো প্রায় সবই ঠিক হয়েছে, আপনারা দেখুন কিছু অ্যাডিসন অল্টারেশন দরকার হবে নাকি…

চক্রবর্তী। কই দেখি, লিখে' ফেলেছেন তো?…

রায়চৌধুরী। না লেখা হয়নি, এই…

মিসেস বোস। লিখতে আরম্ভ করতে যাচ্ছিলুম আমরা, এমন সময় আপনারা এসে পড়লেন…

মিসেস চ্যাটার্জি (চক্রবর্তীর দিকে তাকাইয়া)—আমরা তা হ'লে ডিসটার্বই করেছি এঁদের কাজে, আমরা আর একটু দেরী করে' এলেই কাজটা এতক্ষণ শেষ হয়ে যেতো…

মিসেস বোস। না না না, তাতে কী, কাজ আজকে শেষ হ'ত না কিছুতেই, কারণ মিস্টার রায়চৌধুরী আর আমাকে, দুজনকেই আপাততঃ একবার মিস্টার গুপ্তর কাছে যেতে হচ্ছে, আমাদের সমিতির কাজেই, আমরা কাল আবার চারজন একসঙ্গে মীট করবো, এই সন্ধ্যাবেলাতেই, এখানেই,

আপনারা দুজনে একসঙ্গে বসে' বরং আমাদের নেক্সট্ উইকের মীটিং-এর অ্যাজেণ্ডাটা ঠিক করে' ফেলুন, আর আমাদের লাস্ট মীটিং-এর পর নতুন ডেভেলপমেণ্ট যা হয়েছে তারও একটা শর্ট রিপোর্ট লিখে' ফেলুন···

চক্রবর্তী। আপনারা না থাকলে কি সে সব লেখাটেখা সুবিধে হবে ?···

রায়চৌধুরী। আপনারা দুজনে মিলে' যা হয় একটা খাড়া করুন, কাল তো আবার আমরা মীট করছি , ফাইন্যাল টাচ্ কাল দিলেই হবে···

চক্রবর্তী। আচ্ছা মিসেস চ্যাটার্জি, আসুন তবে আমরা দুজনে যতটা পারি করি, মিসেস বোসরা তো বেরিয়ে যাচ্ছেন···

মিসেস চ্যাটার্জি। আচ্ছা, মিসেস বোস ও মিস্টার রায়চৌধুরী, আপনারা তা হ'লে মিস্টার গুপ্তর কাছে যান, দেরী হয়ে যাচ্ছে···

রায়চৌধুরী। বেশ আপনারা তা হ'লে বসুন, মিসেস বোস চলুন আমরা বেরোই

(রায়চৌধুরী ও মিসেস বোসের বহির্গমন)

মিসেস চ্যাটার্জি (দাঁড়াইয়া দরজার ভিতর দিয়া উঁকি মারিয়া, মুখে হাত দিয়া হাসি বন্ধ করিতে প্রায় অক্ষম, এইভাবে)—দেখলেন মিস্টার চক্রবর্তী, ব্যাপারখানা দেখলেন, আমরা এসে পড়ে' সব মাটি করে' দিলুম···

চক্রবর্তী (চেয়ারে বসিয়া মাথা পিছন দিকে হেলাইয়া হো হো করিয়া হাসিতে হাসতে)—আপনি দেখুন মিসেস চ্যাটার্জি, আমরা ভাবছিলুম আমরা দুজনেই বুঝি দোষী, এখন দেখুন, প্রিয়ে, প্রিয়তমে···হোঃ হোঃ

মিসেস চ্যাটার্জি। ও কি, আপনি আবার প্রিয়ে প্রিয়তমে বলছেন কাকে ? আমাকে নয় তো ?···

চক্রবর্তী। না না, শুনলেন না বারান্দায় উঠতে উঠতে, হাতে হাত ধরে' রায়চৌধুরী মিসেস বোসকে প্রিয়ে প্রিয়তমে বলে' আপ্যায়ন করছেন ?···

মিসেস চ্যাটার্জি। তাই বলুন ·

চক্রবর্তী। আর যদিই বা আমি আপনাকে প্রিয়তমে বলে' থাকি তা হ'লে আমাকে ফাঁসি দেবেন নাকি ? আপনার গোলাপের মত রং আর ঢেউখেলানো দেহখানি দেখলে যে পাথরের মুখ দিয়েও 'প্রিয়তমে' বেরিয়ে আসবে, আমি তো মানুষ, অ্যাণ্ড এ ইয়াংম্যান্ অ্যাট্ দ্যাট্, এখনো পঁয়ত্রিশ পেরোই নি···

মিসেস চ্যাটার্জি। তাই নাকি, তা হ'লে তো আপনি একবারে আমার বয়সি…

চক্রবর্তী। আই কংগ্র্যাচুলেট মাইসেলফ…

মিসেস চ্যাটার্জি। তারপর লিখবেন নাকি ঐ রিপোর্ট টিপোর্ট ?…

চক্রবর্তী। আরে রাখুন ওঁদের রিপোর্ট, মুখে একটা যা এলো বলে' দিয়ে গেলেন নিজেরা প্রেম করতে, আর আমরা সেই হুকুম মাফিক রিপোর্ট লিখবো, বসুন ভাল করে,' আমরা তো সেক্রেটারী, প্রেসিডেন্টদের পদানুসরণই করবো আমরা··

মিসেস চ্যাটার্জি। না না মিস্টার চক্রবর্তী, আমি তা হ'লে চলি

(গম্ভীরভাবে যাইবার একটু ভাব দেখাইয়া)

চক্রবর্তী (মিসেস চ্যাটার্জির হাত ধরিয়া টানিয়া বসাইয়া)—আরে রাখুন, অত দর বাড়াবেন না, দিন পনর হ'ল আপনার সঙ্গে তো সেক্রেটারী হিসেবে ঘনিষ্ঠভাবেই মিশছি, আপনাকে তো এত গম্ভীর দেখিনি এর আগে…

মিসেস চ্যাটার্জি। আমার তিনি আবার এদিকে বড় বেশী বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছেন কিনা, আমি ডাইভোর্স স্যুটের নোটিশ দেওয়ার পর…

চক্রবর্তী। কী, তাঁর উদ্দেশ্য কী ? ডাইভোস টা হ'তে দেবেন না ?…

মিসেস চ্যাটার্জি। বোধ হয় তাই ; আর সত্যি কথা বলতে কি মিস্টার চক্রবর্তী, চ্যাটার্জি আমাকে ভালও বাসতো খুব, কি এখনও বাসে, কিন্তু আমি এই মুক্তধারা সমিতির ব্যাপারে একটা লিডিং পার্ট নেওয়াতে তখন থেকে আমার সঙ্গে খিটিমিটি লাগিয়েই রেখেছে…

চক্রবর্তী। কী রকম ?…

মিসেস চ্যাটার্জি। রকম এই ধরুন, আগে তো কতদিন ও আমাদের বেবীকে ফিডিং বট্‌ল্ করে' দুধ খাইয়েছে, কিন্তু সেদিন দুধ খাওয়াতে বলায় একেবারে রেগে আগুন, বলে কি না, যা বললো সব কথা বলতে পারবো না আপনার কাছে, কিন্তু সে একবারে মার-মূর্তি, বলে মুক্তধারার সদস্যা হয়ে সাপের পাঁচ পা দেখেছ না, বাচ্চাকে দুধ খাওয়াতে না পারো যাও ডাইভোর্স কোর্টে মোকদ্দমা রুজু করগে, ও রকম উৎপাত বাড়ীতে না থাকলেও চলবে, এই রকম আরো কত কথা…

চক্রবর্তী। বটে…

মিসেস চ্যাটার্জি। আমিও সঙ্গে সঙ্গে, সেইদিনই, উকিলের নোটিশ দিয়েছি, আনকণ্ডিসনাল অ্যাপোলজি না চাইলে আমি একমাসের মধ্যেই ডাইভোর্স সুট আনবো…

চক্রবর্তী। তা অ্যাপোলজি চাওয়ার মত কোন ভাব দেখছেন, না…

মিসেস চ্যাটার্জি। অ্যাপোলজি চাওয়া তো দূরে থাক, কথা বন্ধ করেছে আমার সঙ্গে…আর আপনার সঙ্গে এদিকে আমার একটু ঘন ঘন দেখাসাক্ষাৎ হওয়ার দরুন তাঁর মেজাজ যেন আরও দু ডিগ্রী বেশী গরম হয়ে উঠেছে…

চক্রবর্তী। আমি বলি কি মিসেস চ্যাটার্জি, আর চ্যাটার্জির ওরকম অভদ্র ব্যবহারের পর মিসেস চ্যাটার্জিই বা বলি কেন, আপনার নাম ধরেই আপনাকে ডাকি, বল্লরী, মিসেস, মিস, বল্লরী

মিসেস চ্যাটার্জি। মিস আবার কী করে' হবো, বারোবছর বিয়ের পর…

চক্রবর্তী। আচ্ছা মিসেস বল্লরীই না হয় বললুম, আমি বলি কি জানেন, আপনি চ্যাটার্জির মেজাজ যাতে আরও গরম হয়, মেল্‌টিং পয়েণ্টে যায়, তা-ই করুন…

মিসেস চ্যাটার্জি। সেজন্যে বোধহয় আমাকে বিশেষ চেষ্টা করতে হবে না…

চক্রবর্তী। এই একটু আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়ে দিন আর কি… মুক্তধারা আর পুনর্জন্মের মিটিং প্রত্যহই করা যাক একটু বেশীক্ষণ ধরে', কিন্তু আপনার মুখ থেকে আগে আমি একটা কথা চাই…

মিসেস চ্যাটার্জি। কী কথা ?…

চক্রবর্তী। কথা ? কথা এই আর কি…

মিসেস চ্যাটার্জি (হাসিতে হাসিতে)—বলেই ফেলুন না, লজ্জা কিসের, আমরা তো আর কচি খুকী নই…

চক্রবর্তী। কথাটা এই, রায়চৌধুরী মিসেস বোসকে যে ভাবে

মিসেস চ্যাটার্জি। প্রিয়তমে ?…

চক্রবর্তী। হ্যাঁ…

মিসেস চ্যাটার্জি। বেশ বলুন না, তাতে আমার আপত্তি নেই, মিষ্টি কথা শুনতে কার ভালো না লাগে…কিন্তু একটা কথা, মিসেস চক্রবর্তীর সঙ্গে আপনার টার্ম্‌স্ কি রকম এখন ?…

চক্রবর্তী। টার্ম্‌স্ যেমনই হোক না, আপনাকে যদি পাই, তবে ডাইভোর্স সুটের ওজর বের করতে কতক্ষণ লাগবে ?…

মিসেস চ্যাটার্জি। সেটা কি খুব ভাল হবে ?···

চক্রবর্তী। কী ভাল হবে না—আপনি আমার সঙ্গিনী হবেন তাই ?—মিস্টার চ্যাটার্জি যেন আমার তাঁকে নিজ সঙ্গিনী করেন, আমার আপত্তি নেই ; এই অদলবদলটুকুও যদি সম্ভব না হয় তবে ডাইভোর্স আইন পাশ হ'ল কী জন্যে···

মিসেস চ্যাটার্জি। তা তো বটে···

চক্রবর্তী। বটে ফটে নয় মিসেস বল্লরী প্রিয়তমে, দেখুন আমাদের প্রেসিডেণ্টরা কোন্ পথে চলছেন···

মিসেস চ্যাটার্জি। আপনার কথায় যেন কি জাদু আছে মিস্টার চক্রবর্তী, আমার মনে হচ্ছে আমিও আপনাকে বলি প্রিয়, প্রিয়তম আমার···

চক্রবর্তী (মিসেস চ্যাটার্জির একখানি হাত চাপিয়া ধরিয়া)—আসুন তবে আমরা দুজনে কপোত কপোতীর মত উড়ে' যাই, দূরে কোন অজানা জায়গায় গিয়ে নীড় বাঁধিগে, এখানে এই দ্বন্দ্ব কোলাহল রেষারেষির মধ্যে আর ভালো লাগে না···

মিসেস চ্যাটার্জি। সে অজানা জায়গায় কি ডাইভোর্স আইন নেই ?

চক্রবর্তী। তা আছে বৈ কি, এ আইন তো সারাটা দেশের জন্যেই···

মিসেস চ্যাটার্জি। তবে ? এখানে কোর্টের স্যাংসন না নিয়ে যেখানেই যাই না কেন আমরাই যে দোষী হব···তা ছাড়া আপনার ওকালতি···

চক্রবর্তী। আচ্ছা তবে কিছুদিন অপেক্ষাই করা যাক, কিন্তু আপনাকে যেন প্রতিদিনই অন্ততঃ একবার দেখতে পাই, তা না হ'লে···

মিসেস চ্যাটার্জি। তা না হ'লে কি, আপনি (হাসিতে হাসিতে) আত্মহত্যা করবেন নাকি ?··

চক্রবর্তী। না বল্লরী দেবী, আত্মহত্যা করতে হবে না, জলাভাবে যেমন লতা শুকিয়ে যায় দিন দিন, আমিও তেমনি আপনার দর্শন অভাবে বিরহদগ্ধা রাধিকার মত শুকিয়ে যাব, মরে' যাব, (টেবিল চাপড়াইয়া গান)

মরিব মরিব সখী, নিশ্চয় মরিব
তোমা হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাব।

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান : 'মিলনী' ক্লাবের মিটিংরুম।

সময় : পঞ্চম দৃশ্যের প্রায় পনরদিন পরে ; রাত্রি আটটা।

চতুর্থ দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি, কেবল মিসেস বোস, মিসেস চ্যাটার্জি, মিস্টার রায়চৌধুরী ও মিস্টার চক্রবর্তী অনুপস্থিত ; উপস্থিত সকলেরই মুখ অপেক্ষাকৃত গম্ভীর।

মিসেস গাঙ্গুলী (দাঁড়াইয়া)—আপনারা সকলে দেখছেন আমাদের দুই সমিতিরই প্রেসিডেণ্ট বা সেক্রেটারী কেহই আজকের সভায় আসেন নি ; অথচ আমি মিসেস বোস আর মিসেস চ্যাটার্জিকে আজ ক'দিন ধরেই বলেছি আজকের মিটিংএ আসতে যেন তাঁরা অন্যমত না করেন···

মিস্টার গুপ্ত। আমিও তো মিস্টার রায়চৌধুরী আর চক্রবর্তীকে সেইভাবেই জরুরী অনুরোধ করেছি, অবশ্য ফোনের সাহায্যে, তিনচারদিন নিজে গিয়ে তাঁদের দুজনের একজনেরও দেখা পাইনি···লক্ষণটা ভাল নয়···

মিসেস দস্তিদার। একেবারেই না···আমার তো ক'দিন থেকে দুই চোখই নাচছে, সারাদিন···

মিসেস রায়চৌধুরী। চোখ নাচার আর দোষ কী···আমি একটা ভেতরের খবর দিচ্ছি আজ আপনাদের···আমার তিনি আর মিসেস বোস এনগেজ্ড্···প্রত্যহ মিসেস বোসের সঙ্গে দেখা না করলেই নয়, আমাকে রায়চৌধুরী পথ দেখতে বলেছে···

মিস্টার গুপ্ত। আমিও সংবাদ পেয়েছি মিস্টার চক্রবর্তী আর মিসেস চ্যাটার্জির মধ্যেও বেশ একটু ইয়ে ঘনিয়ে উঠেছে···

মিস্টার চ্যাটার্জি। সে তো আর লুকোনো কথা নয়···আমার তিনি তো প্রত্যহই মিস্টার চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা করতে ছুটছেন সন্ধ্যা হ'তে না হ'তে, আমি তো শুনেছি তাঁদের ইলোপ করার প্ল্যান পর্যন্ত রেডি··· অথচ আমি এ পর্যন্ত কোন প্রোভোকেশন দিয়েছি বলে' তো মনে হয় না···আমি থানায় একটা ডায়েরি করে' রেখেছি···

মিসেস ঘোষ, মিত্তির, মুখার্জি (একসঙ্গে দাঁড়াইয়া)—আমারও একটা সিক্রেট ইনফরমেশন আছে···

মিসেস গাঙ্গুলী। আপনারা একজন একজন করে' বলুন যা বলবার আছে, একসঙ্গে কথা বললে কিছুই বোঝা যায় না···

মিসেস মিত্তির। আমি খুব ভালোভাবে জেনেছি মুক্তধারা সমিতির প্রায় সমস্ত সভ্যই নতুন করে' বিয়ে করার প্ল্যান করছেন, যদি নতুন বিয়ে না হয় তবে আবার নিজ নিজ স্বামীর কাছেই ফিরে' যাবেন এমনও স্থির হয়েছে···

মিসেস গাঙ্গুলী। মিসেস ঘোষ, আপনার ইনফরমেশন কী?··

মিসেস ঘোষ। ঐ মিসেস মিত্তির যে ইনফরমেশন দিলেন তা-ই···

মিসেস গাঙ্গুলী। মিসেস মুখার্জী আপনার?···

মিসেস মুখার্জী (হাসিয়া)—আবার কি, আমারও ঐ একই কথা···

মিসেস গাঙ্গুলী। যাক আমাদের মুক্তধারা সমিতির সব প্ল্যান পরামর্শই শেয়ালের পরামর্শ হল, সাধে কি লোকে মেয়েদের

মিস্টার গুপ্ত। মিসেস গাঙ্গুলী, আপনি শুধু মেয়েদের দোষ দেবেন না, পুরুষদেরও অবস্থা মেয়েদের থেকে বিন্দুমাত্র ভাল নয়, আমি খুব ভাল সূত্রেই জানতে পেরেছি পুনর্জন্ম সমিতির সদস্যরাও প্রায় সকলেই, প্রায় কি মনে হয় সকলেই, আবার বিয়ে করতে উৎসুক, তবে মেয়েদের সঙ্গে পুরুষদের তফাৎ দেখছি এই যে তাঁরা কেহই পুরনো স্ত্রীকে ফিরে নিতে রাজী না, একটি করে' নতুন গিন্নী ঘরে তুলতে চান···

মিসেস গাঙ্গুলী। শেম্ শেম্···

মিস্টার গুপ্ত। শেম্ শেম্ করে' লাভ কী মিসেস গাঙ্গুলী, বেশীর ভাগ ডাইভোর্স স্যুটের নোটিশ তো মেয়েরাই দিয়েছে, কাজেই পুরুষরা যেন একটু মরিয়া হয়ে গিয়েছে···

মিসেস গাঙ্গুলী। অর্থাৎ স্বামী স্ত্রীদের মধ্যে এ একটা চ্যালেঞ্জের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে···

মিস্টার গুপ্ত। এগ্

মিসেস ঘোষ। ব্যক্তিগত প্রশ্ন এখানে তোলা উচিত নয়, কিন্তু ইফ ইউ ডোণ্ট মাইণ্ড মিসেস গুপ্তা, আপনার মত কী এই নতুন বিয়ের ব্যাপারে?···

মিসেস গুপ্তা (মিস্টার গুপ্তর দিকে তাকাইয়া ঠোঁট উল্টাইয়া)—আমি আর কী বলবো ভাই, আমি মোটা, আমি কালো, বয়েসও হয়েছে প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি···

মিস্টার গুপ্ত (মুচকি মুচকি হাসিয়া টেবিলে টোকা মারিয়া)-ফর্টিথ্রী—

মিসেস গুপ্তা। মিথ্যে বলো' না গুপ্ত, আই অ্যাম্ ফর্টিটু ওনলি··· (সকলের হাসি) হাসবেন না আপনারা, একটা বছর কম নয়, হ্যাঁ যা বলছিলুম আমি মোটা, কালো, আমাকে আর নতুন করে' ঘরে তুলবে কে ?

মিস্টার গুপ্ত। আমি খুজে' দেব, মিস্টার মুখার্জি তোমার চোখের খুব প্রশংসা করেন···

মিসেস গুপ্ত। ঝাঁটামারি তোমার মুখে···

মিস্টার গুপ্ত। কী, ঝাঁটা মারবে আমার মুখে, এত লোকের সামনে এত বড় তোমার (হাতের স্টিক্ উঁচাইয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া) এত বড় তোমার···

মিসেস গাঙ্গুলী (দুই হাতে স্টিক্ চাপিয়া ধরিয়া)—আহা হা করেন কি, করেন কি, শত্রু হাসবে···

মিসেস গুপ্তা (একটু পিছনদিকে হেলিয়া) মুখে না, মুখে না, মুখের কথায় ঝাঁটা, আমাকে বলতেই দাও···

মিস্টার গুপ্ত (বসিয়া, পিছনে হেলিয়া)—সোজা পথে এসো···

মিসেস গুপ্তা। বিয়ে আর নতুন করে' করবো না ঠিকই, কিন্তু পুরনো ঘরেও থাকবো না তা-ও ঠিক···গতর খাটিয়ে খাবো···

মিস্টার গুপ্ত। কিন্তু দুটো সিঁড়ি ওঠা নামা করতে নাকি আপিনি হাঁপিয়ে পড়েন ?···

মিসেস গুপ্তা। দেখেছেন মিসেস গাঙ্গুলী, ঠাট্টা দেখেছেন, অপমান ?

মিসেস গাঙ্গুলী। আচ্ছা ভাই আর চুপ করুন, এখন কাজের কথা হোক, মিস্টার গুপ্ত আপনি কাইগুলি···

মিস্টার গুপ্ত। আচ্ছা আচ্ছা···

মিসেস গাঙ্গুলী। তা হ'লে অবস্থা যখন এইরকম, দুই সমিতির মেম্বাররাই যখন পুনরায় বিয়ে করতে উৎসুক, আপনারা বলুন এখন কী করা যায়···

মিসেস খাসনবিস। ভোট নেওয়া হোক, সকলের, অন্ততঃ মেজরিটির, কি মত জানবার জন্যে···

মিসেস গাঙ্গুলী। কী বলেন আপনারা ?···

চারপাঁচজন মহিলা ও পুরুষ একসঙ্গে। ভোট নেওয়াই ভাল···

মিসেস গাঙ্গুলী। ভোট নিতে হ'লে একটা রিজোলিউশন আনুন কেউ···

মিসেস খাসনবিস। আচ্ছা আমিই রিজোলিউশন আনছি, (দাঁড়াইয়া) '—মুক্তধারা ও পুনর্জন্ম সমিতির এই যুক্তসভার মতে যেহেতু উক্ত দুই সমিতির অধিকাংশ সদস্যই পুনরায় বিবাহ করিতে ইচ্ছুক, অতএব প্রস্তাব করা হইতেছে যে এই দুই সমিতির যে সব সদস্য পুনরায় বিবাহ করিতে ইচ্ছুক, এই সভা তাঁহাদিগকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করিতেছেন···

মিসেস গাঙ্গুলী। কারো কিছু বলার আছে এ প্রস্তাব সম্বন্ধে ?···

মিসেস মিত্তির। আমি সামান্য একটু অ্যামেণ্ডমেণ্ট করতে চাই, প্রস্তাবের মধ্যে 'ইচ্ছুক' কথাটির স্থলে 'উৎসুক' কথা ব্যবহার করা হউক···

মিসেস খাসনবিস। আমি এ অ্যামেণ্ডমেণ্ট গ্রহণ করতে প্রস্তুত···

মিসেস গাঙ্গুলী। বেশ তা হ'লে অ্যামেণ্ডেড রিজোলিউশনটা আপনি একবার শোনান সকলকে···

মিসেস খাসনবিস। আপনারা শুনুন সকলে। মুক্তধারা ও পুনর্জন্ম সমিতির এই যুক্ত সভার মতে যেহেতু উক্ত দুই সমিতির অধিকাংশ সদস্যই পুনরায় বিবাহ করিতে উৎসুক, অতএব প্রস্তাব করা হইতেছে যে এই দুই সমিতির যে সব সদস্য পুনরায় বিবাহ করিতে উৎসুক, এই সভা তাঁহাদিগকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করিতেছেন···

মিসেস গাঙ্গুলী। কারও কোন আপত্তি আছে এ প্রস্তাবে ?···(চতুর্দিক্ হইতে 'না, না, কোনই আপত্তি নেই, কোনই আপত্তি নেই')

মিসেস গাঙ্গুলী। আচ্ছা তবে ইউন্যানিমাসলি ক্যারেড হ'ল প্রস্তাব কেমন ?···

মিস্টার মুখার্জি। না, আমি অপোজ করছি এ প্রস্তাবে···

মিসেস গাঙ্গুলী। আর কেউ···

মিসেস গুপ্তা। আমি এ প্রস্তাবের পক্ষে বা বিপক্ষে কোনদিকেই ভোট দিচ্ছিনে···

মিসেস গাঙ্গুলী। আচ্ছা বেশ তবে মোট দুজনা, মিস্টার মুখার্জি আর মিসেস গুপ্তা, এই দুজন মাত্র প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিচ্ছেন না

কেমন, আর, কেউ বিরুদ্ধে নেই তো?···না আর কেউ নেই, রিজোলিউশন ক্যারেড (চতুর্দিক্ হইতে জোরে করতালি)···তার পর, মিস্টার গুপ্ত, আর কি কর্তব্য এখন বলুন তো···

মিস্টার গুপ্ত। আমি আর একটা রিজোলিউশন মুভ্ করতে চাই, কারণ এখন হয় তো ঝোঁকের মাথায় সকলেই এ প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিলেন, পরে, অন সেকেণ্ড্ থট্‌স্, মত বদলেও যেতে পারে; তাই আমি মুভ করছি যে যদিও আজকের যুক্ত সভায় পুনর্জন্ম ও মুক্তধারা সমিতির সভ্যদের পুনরায় বিবাহের জন্য ঔৎসুক্য দেখে বিবাহোৎসুক সদস্য ও সদস্যাদের সমর্থন জানানো হয়েছে, তথাপি আজ থেকে একমাস পরে এই সমিতিদ্বয়ের আর একটি যুক্ত সভায় প্রত্যেক সদস্য ও সদস্যা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে জানাবেন তিনি কি কর্মপন্থা অবলম্বন করবেন, পুনরায় বিবাহ্ করবেন কি না···

মিসেস গাঙ্গুলী। এ অতি উত্তম প্রস্তাব···কেউ এ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আছেন?···(চতুর্দিক্ হইতে 'না, না' শব্দ)—বেশ তবে ইউন্যানিমাসলি ক্যারেড এ রিজোলিউশনও···

মিস্টার গুপ্ত। আজকের মত কাজ শেষ তো? ··

মিসেস গাঙ্গুলী। হ্যাঁ নিশ্চয়ই, আর কারো কিছু বক্তব্য আছে?··· (চতুর্দিক্ হইতে 'না, না' শব্দ)— তবে আজকেব মত মিটিং শেষ হ'ল···

(চতুর্দিক হইতে করতালি)

সপ্তম দৃশ্য

স্থান : রাজ্যসরকারের সেক্রেটারিয়েট, মিনিস্ট্রি অব ডাইভোর্সের কামরা
তৃতীয় দৃশ্যের মতই সজ্জিত।
সময় : বেলা ৩টা।

মন্ত্রী (হাতে একখানি পুস্তিকা)—মিস্টার মিত্তির, কয়েকদিন আগে কাগজে দেখেছেন মুক্তধারা ও পুনর্জন্ম দুই সমিতিরই প্রেসিডেণ্ট ও সেক্রেটারীরা নাকি নববিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়ে সমিতির সঙ্গে সম্বন্ধ চুকিয়ে দিয়েছেন…

সেক্রেটারী (হাতে একখানি পুস্তিকা)—কাগজে দেখবো কি, আমি অনেক আগেই শুনেছিলাম মুক্তধারার প্রেসিডেণ্ট নিরুপমা বোস আর সেক্রেটারী বল্লরী চ্যাটার্জি যথাক্রমে পুনর্জন্মের প্রেসিডেণ্ট কুমুদ রায়চৌধুরী আর সেক্রেটারী সুদর্শন চক্রবর্তীব পাণিগ্রহণ করেছেন…

মন্ত্রী। বাই দি বাই মিস্টার মিত্তির, পুরুষেই তো স্ত্রীলোকের পাণিগ্রহণ করে শুনেছি, স্ত্রীলোকে পুরুষের পাণিগ্রহণ করা বলা চলে নাকি ?…

সেক্রে। তা তো স্যর্ আমি ঠিক জানিনে, তবে ডাইভোর্স অ্যাক্ট পাশ হওয়ার পর এখন স্ত্রী ও পুরুষে যে সম্পর্ক দাঁড়িয়েছে তাতে স্ত্রীলোকে পুরুষের পাণিগ্রহণ করবে বলাই বোধ হয় মোর করেক্ট হবে…

মন্ত্রী (হা হা করিয়া হাসিয়া)—বলেছেন ভাল, তা হ'লে আপনার লজিক মত এখন থেকে অমুক মহিলা অমুক ভদ্রলোকের স্ত্রী না বলে' অমুক ভদ্রলোক অমুক মহিলার স্বামী বলেই পরিচয় দিতে হবে, কেমন…

সেক্রে। আজ্ঞে হ্যাঁ, আরো পরিষ্কার করে' বলা যেতে পারে, সত্যেন রায় আর সরোজিনী রায় যদি স্বামী ও স্ত্রী হন, তবে সরোজিনী রায়কে মিসেস সত্যেন রায় না বলে' সত্যেন রায়কে মিস্টার সরোজিনী রায় বলাই মোর করেক্ট হবে…

মন্ত্রী। হাঃ হাঃ হাঃ, যাক এখন আজ এই দুই ডেপুটেশনকে কী বলা যায় বলুন তো…

সেক্রে। তার জন্যে আর ভাবনা কী···কাজ তো এখন অনেকটা সোজা হয়ে এসেছে···ওদের দলে যখন ভাঙন ধয়েছে, প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারীই যখন অ্যাবস্কণ্ডিং!···

মন্ত্রী। বলেন কী! অ্যাবস্কণ্ডিং!

সেক্রে। হ্যাঁ সার্, একেবারে অ্যাবস্কণ্ডিং, পাত্তা নেই এ টাউনেই আছে কিনা···

মন্ত্রী। ভালো ভালো···

সেক্রে। তা ছাড়া শুনছি নাকি শুধু সেক্রেটারী প্রেসিডেন্ট নয়, সমস্ত মেম্বারেরই দু নৌকোয় পা, কে কবে নতুন সঙ্গী সঙ্গিনীকে বাড়ী নিয়ে আসেন বলা যায় না, কাজেই এবার আমরা যারা ডাইভোর্স'ড অবস্থায় কন্টিনিউ করবে, নতুন করে' বিয়ে করবে না কথা দেবে, তাদেরকেই সাপোর্ট করবো··

মন্ত্রী। বেশ বেশ, ভালো প্ল্যান বের করেছেন মিস্টার মিত্তির, তা হ'লে এবার এঁদেরকে মীট্ করায় আর কোন ভয়ের কারণ নেই···

সেক্রে। কিছু না···(কলিংবেল টিপিলে দারোয়ানের প্রবেশ ও 'হুজুর' বলিয়া দণ্ডায়মান অবস্থিতি) এই রামভজন সিং—

দারোয়ান। হুজুর···

সেক্রে। দোচার মিনিটকা ভিতর পাঁচসাত জেনানা ঔর পাঁচসাত ভদ্রলোগ আয়েঙ্গে···

দারোয়ান। বহুৎ আচ্ছা হুজুর···

সেক্রে। উন লোগকো তুরন্ত উপরমে লে আও, বিলম্ব মত করো···

দারোয়ান। বহুৎ আচ্ছা হুজুর···

সেক্রে। আচ্ছা আভি যাও···

(দারোয়ানের সেলামান্তে প্রস্থান)

মন্ত্রী। যারা ডাইভোর্স'ড অবস্থায় কন্টিনিউ করবে তাদেরকে সাপোর্ট করার কথা বললেন, না?···

সেক্রে। হ্যাঁ সার···

মন্ত্রী। কি রকম সাপোর্ট করবেন আগে থাকতেই একটা প্ল্যান ঠিক করে' রাখা ভালো···

সেক্রে। তা আমি রেখেছি, শুনুন···প্রথমতঃ কোর্ট থেকে যাদের

ডাইভোর্স মঞ্জুর হয়ে গিয়েছে তাদেরকে, দুই পক্ষকেই, সরকার থেকে একটা মান্থলি পেন্সন দিতে হবে, যেমন পোলিটিক্যাল সাফারার্সদের দেওয়া হয়; পোলিটিক্যাল সাফারার্সদের যেমন অবস্থাবিশেষে পেনসনের পরিমাণ কম বেশী হয়, এদেরও তাই হবে···

মন্ত্রী। যাবজ্জীবন পেন্সন?···

সেক্রে। না না, যতদিন পুনরায় বিয়ে না করে···যেদিন আবার বিয়ে করবে সেই দিন থেকেই পেন্সন বন্ধ···

মন্ত্রী। তারপর···

সেক্রে। দ্বিতীয়তঃ যারা পঞ্চান্ন বৎসর বয়স, অর্থাৎ রিটায়ারমেণ্টের বয়স পর্যন্ত পুনরায় বিয়ে না করে' থাকবে তাদেরকে পঞ্চান্ন বৎসর কমপ্লিট হ'লেই একটা থোক্ টাকা গ্র্যাচুয়িটি দেওয়া হবে···

মন্ত্রী। পেন্সন ছাড়া?···

সেক্রে। হ্যাঁ সার, পেন্সন ছাড়া···

মন্ত্রী। এ যে গবর্নমেণ্ট দেউলে হবে দেখছি···

সেক্রে। আপনি কিচ্ছু ভাববেন না সার, ক'জনাকে গ্র্যাচুয়িটি দিতে হয় দেখবেন···তার পর তৃতীয়তঃ যাঁরা ষাট বছর বয়স পর্যন্ত ডাইভোর্সড অবস্থায় কাটিয়ে দেবেন তাঁদেরকে ইংল্যাণ্ডের 'অর্ডার অব্ মেরিট্' জাতীয় একটা টাইট্‌ল্ দিতে হবে, স্পেশ্যাল গেজেটে তাঁদের নাম ও সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত ছাপা হবে, আর এই মিনিস্ট্রি অব ডাইভোর্সের অফিসের বাইরে মার্বেল স্তম্ভে সোনালি জলে তাঁদের নাম লেখা থাকবে, সিরিয়্যালি; ক্রনোলজিক্যালি, একটা নতুন ন্যাশনাল রোল অব অনার হবে আর কি···

মন্ত্রী। দিন তো আপনার হাত মিস্টার মিত্তির (টেবিলের উপর দিয়া হ্যাণ্ডশেক্), আই কংগ্রাচুলেট মাইসেলফ যে আপনার মত একজন সেক্রেটারী পেয়েছি···এরকম ক্রিয়েটিভ ব্রেন বড় বেশী দেখা যায় না···(চেয়ারে হেলিয়া পড়িয়া হাসি; দারোয়ানের পশ্চাৎ পশ্চাৎ পাঁচছয়জন মহিলা ও পাঁচ-ছয়জন পুরুষের প্রবেশ)

দারোয়ান (সেলামপূর্বক)—হুজুর···

সেক্রে। আচ্ছা তুম্ যাও···(দারোয়ানের প্রস্থান) আসুন আসুন, এই আপনাদের কথাই আমরা বলছিলুম···বসুন সব বসুন···

(প্রতিনিধিদের উপবেশন)

মিসেস গাঙ্গুলী। আমাদের সৌভাগ্য যে আমাদের সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছিল···

মিস্টার গুপ্ত। সৌভাগ্য বলে' সৌভাগ্য, অশেষ ধন্যবাদ আপনাকে ও মন্ত্রীমশায়কে···

মন্ত্রী। ধন্যবাদের আর কী আছে, কী-ই বা এপর্যন্ত আপনাদের জন্যে করতে পেরেছি, তবে আমরা চেষ্টায় আছি······গত এক মাসের মধ্যে আমার সেক্রেটারী আর আমি আপনাদের বিষয় ছাড়া আর কোম বিষয়ে সিরিয়াস অ্যাটেনশন দিইনি, দিতে পারিনি······

মিসেস গাঙ্গুলী। বটে, কী করলেন আমাদের জন্যে বলুন তো···

সেক্রে। বসুন বলছি, বাই দি বাই, আমাদেরকে যে গোড়াতেই জানিয়েছিলেন মুক্তধারার পক্ষ থেকে মিসেস নিরুপমা বোস ও মিসেস বল্লরী চ্যাটার্জী আর পুনর্জন্মের পক্ষ থেকে মিস্টার রায়চৌধুরী ও মিস্টার চক্রবর্তী গবর্নমেণ্টের সঙ্গে সব কথাবার্তা চালাবেন, কই তাঁদেরকে দেখছিনে ?···

মিসেস গাঙ্গুলী। আনফরচুনেটলি তাঁরা সব ক'জনই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন আজ ক'দিন থেকে···

মন্ত্রী। একস্ট্রিম্‌লি সরি···

সেক্রে। সরি বলে' সরি, এইরকম ক্রিটিক্যাল সময়ে প্রেসিডেণ্ট সেক্রেটারী সবাই অসুস্থ হয়ে পড়লেন···

মিস্টার গুপ্ত। স্ট্রেঞ্জ কইনসিডেন্স সার, স্ট্রেঞ্জ কইনসিডেন্স, প্যাথলজি-ক্যাল ব্যাপার কিনা, প্যাথলজিক্যাল অর রাদার টেলিপ্যাথিক্যাল, তবে মিসেস গাঙ্গুলীর ও আমার সঙ্গে যাঁরা এসেছেন সকলেই এক্সপিরিয়েন্সড সিনিয়ার মেম্বার আমাদের সমিতির, কাজেই আপনাদের কোন অসুবিধে হবে না ডিসকাসনে···

মিসেস গাঙ্গুলী। আপনারা আমাদের সমিতি দুটির আবেদন নিবেদন সম্বন্ধে কি কি সিদ্ধান্ত করলেন আজ জানতে পারবো তো ?···

সেক্রে। নিশ্চয়ই, সমস্ত ঠিক না করে' কি আমাদের এই মিটিং ডেকেছি, অবশ্য সাবজেক্ট টু র‍্যাটিফিকেশন বাই দি ক্যাবিনেট···প্রথমেই আপনাদের জানিয়ে রাখি আপনাদের আবেদন-নিবেদনের উপর গবর্নমেণ্টের সম্পূর্ণ সহানুভূতি, ষোল আনা সহানুভূতি রয়েছে···হয়তো আমাদের সিদ্ধান্ত

কোন কোন পয়েন্টে আপনাদের মনোমত না-ও হ'তে পারে, তবু আমাদের সহানুভূতির অভাব নেই জানবেন···

মিসেস গাঙ্গুলী। বেশ বেশ, আমরা তো তা-ই চাই, সব পয়েন্টে কি আর দুই পক্ষের মত একবারে মিলবে, তা মিলবেনা, সহানুভূতিই হ'ল আসল জিনিষ···

সেক্রে। অতি উত্তম কথা; তবে শুনুন বলি; আপনারা মনে রাখবেন, গবর্নমেণ্ট যে এই ডাইভোর্স অ্যাক্ট পাশ করেছেন, এর উদ্দেশ্য শুধু ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নয়, সমস্ত জাতির মঙ্গলামঙ্গলের সঙ্গে এ আইন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মনে রাখবেন আমাদের সারা দেশের খাদ্য-সমস্যা সব চেয়ে কঠিন সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে; সরকারের সর্বতোমুখী চেষ্টা সত্বেও খাদ্যের ঘাটতি ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে; কোটি কোটি টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছে বিদেশ থেকে খাদ্য সংগ্রহ করতে, তাতে আমাদের ফরেন এক্সচেঞ্জের অবস্থা ক্রমেই সঙ্গীন হয়ে দাঁড়াচ্ছে; খাদ্য-সমস্যা সমাধানের জন্যে ইরিগেশন, রিভারভ্যালি স্কীম, ফার্টিলাইজার উৎপাদন, এদিকে যেমন নজর দিতে হবে, তেমনি অপর দিকে জনসংখ্যাবৃদ্ধিও কমা'তে হবে···

মিসেস গাঙ্গুলী। ও··

সেক্রে। জনসংখ্যা যেভাবে বেড়ে চলেছে তাতে চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেই দেশে আর তিল ধারণের স্থান থাকবে না, তাদের আহারের জন্যে ধান গম তো দূরের কথা, গাছের পাতা পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ···

মিস্টার গুপ্ত। ড্রেয়ারী প্রসপেক্ট, মিস্টার সেক্রেটারী···

সেক্রে। ড্রেয়ারী বলে' ড্রেয়ারী···অতএব পপুলেশন কমানোর বন্দোবস্ত সরকারকে করতেই হবে···এ ব্যাপারে জনসাধারণ সরকারকে সাহায্য করতে পারেন প্রধানতঃ দুই উপায়ে, এক, সারাজীবন অবিবাহিত থেকে, দুই ডাইভোর্সের পর আর বিয়ে না করে'; আজীবন অবিবাহিত যাঁরা থাকবেন তাঁদের সম্বন্ধে এখন কিছু বলবো না; ডাইভোর্সের পর যাঁরা আর বিবাহ করবেন না আজ তাঁরাই আমাদের আলোচ্য; তাঁদের সম্বন্ধে সরকার স্থির করেছেন, বহু চিন্তার পর স্থির করেছেন, প্রথমতঃ, কোর্ট থেকে যাঁদের ডাইভোর্স মঞ্জুর হবে তাঁদের দুই পক্ষকেই একটা মাসক পেন্সন দেওয়া হবে, যেদিন ডাইভোর্স স্যাণ্ডসন্‌ড্‌ হবে সেইদিন থেকে, আবার যদি কোন পক্ষ বিবাহ করেন সেই বিবাহের আগের দিন পর্যন্ত···

(ডেপুটেশনের মেম্বারদের মুখ লম্বা)

মিস্টার গুপ্ত। পেন্সনের পরিমাণ কিছু স্থির করা হয়েছে?···

সেক্রে। না, অ্যামাউন্ট আগে থাকতে স্থির করা যাবে না, প্রত্যেকটি কেসে, অবস্থাবিশেষে, অ্যামাউন্ট স্থির করতে হবে, পোলিটিক্যাল সাফারার্সদের যেমন হয়ে থাকে···

মিসেস গাঙ্গুলী। তবে একটা মিনিমাম বেঁধে দেওয়া কিন্তু দরকার হবে···

সেক্রে। মিনিমাম পঞ্চাশ···

মিসেস গাঙ্গুলী। তা মন্দ নয়···

সেক্রে.। ডাইভোর্সড পার্টির বয়স যত অল্প হবে এবং চেহারা যত সুন্দর হবে, পেন্সনের অ্যামাউন্ট তত বেশী হবে।···

মিসেস গুপ্তা। তাই নাকি, কেন বলুন তো সুন্দর চেহারার উপর এরকম পক্ষপাত?···

মন্ত্রী। কারণ তো স্পষ্ট মিসেস গুপ্তা, যেখানে রি-ম্যারেজের চান্স যত বেশী, সেখানে তার প্রিভেন্টিভ হিসেবে পেন্সনের পরিমাণ তত মোটা···

মিসেস গুপ্তা। বুঝলুম···

সেক্রে। তারপর দ্বিতীয়তঃ, যাঁরা ডাইভোর্সের পর পঞ্চান্ন বৎসর বয়স পর্যন্ত, অর্থাৎ সরকারী চাকুরিতে রিটায়ার করার বয়স পর্যন্ত, বিয়ে না করে' থাকবেন, তাঁদেরকে পেন্সন ছাড়াও একটা মোটা টাকা গ্র্যাচুয়িটি দেওয়া হবে; ডাইভোর্সড পিরিয়ড যাঁর যত লম্বা হবে, গ্রাচুয়িটির পরিমাণ তাঁর তত বেশী হবে, ম্যাক্সিমাম দশহাজার টাকা পর্যন্ত···

(মেম্বারদের চক্ষু বিস্ফারিত ও চক্ষুগোলক ঘূর্ণায়মান)

মিস্টার গুপ্ত। গ্র্যাচুয়িটির টাকা নিয়ে ফের বিয়ে করার সুবিধে হবে যাঁদের ইচ্ছে হয়···

সেক্রে। না তা হবে না, ফের বিয়ে করলে গ্র্যাচুয়িটির টাকা রিফাণ্ড করতে হবে···

মিস্টার বোস। সর্বনাশ, পেন্সনের টাকাও ফেরৎ দিতে হবে নাকি?···

সেক্রে। না, পেন্সনের টাকাটা মাফ করা হবে···

মিস্টার বোস। যাক তাও রক্ষে···তারপর···

সেক্রে। তারপর তৃতীয়তঃ, যাঁরা ষাট বৎসর বয়স পর্যন্ত আর নতুন

করে বিয়ে করবেন না, তাঁদের প্রত্যেককে একটা উপাধি দেওয়া হবে ইংলণ্ডের সব থেকে বড় সম্মান 'ও, এম্' বা 'অর্ডার অব মেরিট'-এর মত···

মিস্টার দস্তিদার। উপাধিটা কি হবে তা কিছু ঠিক হয়েছে?···

সেক্রে। না, এখনও ঠিক হয় নি, তবে ত্যাগ-বিভূষণ বা ত্যাগশ্রী বা ঐরকম কিছু হবে···

মিস্টার বোস। এক্ষেত্রেও, ধরুন যদি, এই তর্কের খাতিরে বলছি, যদি কেউ ষাট বৎসর পেরিয়েও আবার বিবাহ করেন তবে কি তাঁর টাইট্‌ল্ কেড়ে নেওয়া হবে···

সেক্রে। নিশ্চয়ই, তাছাড়া আরও একটা শর্ত থাকবে, অন্ততঃ পঁচিশ বৎসর ডাইভোর্স্‌ড অবস্থায় উইথ এ ক্লীন রেকর্ড না থাকলে এ সম্মান কেউ পাবেন না···

মিস্টার দস্তিদার। শর্তগুলো বড় কঠিন করা হয়েছে সার্···

মন্ত্রী। ত্যাগের জন্যে হাইয়েস্ট অনার সেটা মনে রাখবেন···

সেক্রে। আর একটা কথা বললেই আপাততঃ আমার শেষ হয়—এই মিনিস্ট্রি অব ডাইভোর্সের অফিস ঘরের বাইরের মার্বেল স্তম্ভে সোনার জলে লেখা থাকবে ত্যাগশ্রী উপাধিপ্রাপ্ত ভদ্রলোক ও মহিলাদের নাম, দেশের কাজে প্রাণ দেওয়া মার্টারদের মতই, একটা বিশিষ্ট ন্যাশনাল রোল অব অনার···

মিসেস রায়চৌধুরী। অত বয়েস পর্যন্ত বেঁচে থাকলেই তো সোনার জলে নাম উঠবে···

মিসেস খাসনবিস। বেঁচে অনেকেই থাকবেন, তবে কথা হচ্ছে কিনা···

সেক্রে। যাক, গবর্নমেণ্ট আপনাদের সমিতির সদস্য সদস্যাদের সাহায্য করার জন্যে যা করবেন ঠিক করেছেন মোটামুটি তা জানালুম...

মিসেস রায়চৌধুরী। আমাদের অন্যান্য দাবী যেসব ছিল, যেমন সন্তান প্রতিপালন, চাকুরিতে নিয়োগ, আলাদা বাসস্থান ইত্যাদি সম্বন্ধে, সেগুলোর কোনই বিবেচনা করেননি সরকার বাহাদুর এ পর্যন্ত?···

সেক্রে। সরকারের যে যে সিদ্ধান্ত আপনাদের আজ বললুম এইগুলো সম্বন্ধে আপনাদের কি মত তা সমিতির সভা থেকে স্থির করে' আমাদের জানাবেন একমাসের মধ্যে; আপনাদের ফেভারেবল্ রিপ্লাই পেলে পরই আর সমস্ত দাবির খুব সন্তোষজনক বিবেচনা গবর্নমেণ্ট করবেন সে বিষয়ে আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন··

মিসেস গাঙ্গুলী। নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, আপনাদের সিদ্ধান্তগুলি যেরকম সহানুভূতিপূর্ণ হয়েছে তাতে মনে হয় আমাদের সমিতিদুটির সমস্যাগুলির সমাধান এখন আপনিই হয়ে যাবে, আবার এসে আপনাদের খুব সম্ভবতঃ বিরক্ত করতে হবে না···

সেক্রে। থ্যাংক্ ইউ, থ্যাংক্ ইউ মিসেস গাঙ্গুলী, আপনার কাছ থেকে এরকম রিপ্লাই পেয়ে খুবই আশ্বস্ত হলুম, আশা করি দুই পক্ষই এইরকম সিমপ্যাথেটিক ও রিজনেবল্ হবেন, তাহ'লে ভবিষ্যতে আর কোন গোলমালই হবে না···

মিসেস গাঙ্গুলী। আমাদেরও সেই আশা, আচ্ছা তবে আমরা এখন উঠি, কি বলেন মিস্টার গুপ্ত ?···

মিস্টার গুপ্ত। হ্যাঁ, আর তো আলোচনার কিছু বাকি নেই···আচ্ছা তবে নমস্কার···

(স্ত্রীপুরুষ সমস্ত প্রতিনিধির গাত্রোত্থান ও নমস্কার)

মন্ত্রী ও সেক্রেটারী (দাঁড়াইয়া)—নমস্কার, নমস্কার···

(প্রতিনিধিদের বহির্গমন)

মন্ত্রী (চেয়ারে বসিতে বসিতে)—কংগ্র্যাচুলেশন মিস্টার মিত্তির, আমি এবার রিপাবলিক ডে-তে আপনাকে 'পদ্মবিভূষণ' টাইট্‌ল্ দেওয়ার জন্যে জোর সুপারিশ করবো···

সেক্রে (হো হো করিয়া হাসিয়া বসিতে বসিতে)—থ্যাংক্ ইউ স্যার, মেনি থ্যাংক্‌স্, আর বোধ হয় আমাদেরকে এই ডেপুটেশনের হাঙ্গামা পোয়াতে হবে না···

মন্ত্রী। মিসেস গাঙ্গুলীর উত্তর শুনে' তো তাই মনে হয়···

সেক্রে। পঁচিশ বছর ডাইভোর্স'ড থাকার কথাতেই সব মুখ চুণ হয়ে গিয়েছে (পুনরায় হাসি), রামভজন সিং, রামভজন···

অষ্টম দৃশ্য

স্থান : 'মিলনী' ক্লাবের মিটিং রুম।

সময় : রাত্রি আটটা।

মুক্তধারা ও পুনর্জন্মসমিতির সদস্য ও সদস্যাগণের প্রবেশ; কিন্তু চতুর্থ ও ষষ্ঠ দৃশ্যের মত রুমের একদিক্ দিয়া পুরুষ ও অপর দিক্ দিয়া স্ত্রীলোক না আসিয়া দুই দিক্ দিয়াই পুরুষ ও স্ত্রী প্রবেশ করিবে দুজন দুজন করিয়া, একজন স্ত্রী ও একজন পুরুষ, পরস্পরের হাতধরিয়া ও মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে; যুগলমূর্তি-গুলি হইবে এইরূপ :

মিস্টার গুপ্ত ও মিসেস গাঙ্গুলী,
মিস্টার গাঙ্গুলী ও মিসেস দস্তিদার,
মিস্টার চক্রবর্তী ও মিসেস চ্যাটার্জি,
মিস্টার চ্যাটার্জি ও মিসেস চক্রবর্তী,
মিস্টার রায়চৌধুরী ও মিসেস বোস,
মিস্টার বোস ও মিসেস রায়চৌধুরী,
মিস্টার ঘোষ ও মিসেস খাসনবিস,
মিস্টার খাসনবিস ও মিসেস ঘোষ,
মিস্টার দস্তিদার ও মিসেস মিত্তির,
মিস্টার মিত্তির ও মিসেস মুখার্জি;

কেবল মিস্টার মুখার্জি ও মিসেস গুপ্তা গম্ভীর বিষণ্ণমুখে ঘরের দুই কোণে চেয়ার গ্রহণ করিবে।

মিসেস গাঙ্গুলী। মুক্তধারা ও পুনর্জন্ম সমিতির প্রতিনিধিবৃন্দ, আজ আপনারা সকলে যে বেশে ও যে ধরণে এখানে সমবেত হয়েছেন সেটা যে আমাদের সমিতিদুটির প্রতি গবর্নমেণ্টের তাচ্ছিল্যপূর্ণ ব্যবহারেরই স্বতঃস্ফূর্ত উত্তর তাতে বোধ হয় কোনই সন্দেহ নেই…

অনেক সদস্য ও সদস্যা একসঙ্গে। একেবারেই না, বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই…

মিসেস রায়চৌধুরী। আমরা সেদিন মন্ত্রীর ঘর থেকে বেরোতে না বেরোতেই সেক্রেটারীর অট্টহাসি শুনেছিলেন আপনারা?…

মিসেস খাসনবিস ও মুখার্জি। তা আর শুনিনি, আমাদেরকে শুনিয়ে শুনিয়েই হেসেছিল…

মিসেস গাঙ্গুলী। তবে কি আমরা ধরে' নেব যে আমরা যে উদ্দেশ্যে আমাদের সমিতিটুটি স্থাপন করেছিলুম, বিবাহবিচ্ছেদ আইনের সুবিধে নিয়ে নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনের স্বাতন্ত্র ও স্বাধীনতা দৃঢ়ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করা, তা একেবারেই ব্যর্থ হয়ে গেল?…

মিসেস চ্যাটার্জি। কেন, ব্যর্থ হবে কেন, আমি তো মনে করি আমাদের প্রত্যেকের জীবন আজ পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার উপর প্রতিষ্ঠিত হ'ল, নইলে কী করে' আমি এখানে মিস্টার চক্রবর্তীর হাতে হাত দিয়ে বসেছি, আর মিসেস চক্রবর্তীই বা কী করে' মিস্টার চ্যাটার্জির হাতে হাত দিয়ে বসে' আছেন? তারপর মিসেস বোস ও মিস্টার রায়চৌধুরী, মিস্টার গুপ্ত ও আপনি স্বয়ং (সকলের হাসি, মিসেস গাঙ্গুলীর মুখ কাঁচুমাচু) ইত্যাদি ইত্যাদি এখানে উপস্থিত সকলের জীবনেই তো স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা একবারে মূর্ত হয়ে উঠেছে…গবর্ণমেণ্ট সাহায্য করলেই কি আমাদের এর চেয়ে কিছু বেশী সুবিধে হ'ত?…

অনেকে। হিয়ার হিয়ার…

মিসেস বোস। কাজেই গবর্ণমেণ্টের এ আইন পাশ করা বা আমাদের সমিতি স্থাপন করা কিছুই ব্যর্থ হয় নি, আমাদের এ সমিতিটুটি স্থাপন না করলে কি ডাইভোর্স-মন্ত্রী ও সেক্রেটারীর প্রকৃতরূপ আপনারা জানতে পারতেন; মন্ত্রীপ্রবর ও সেক্রেটারীমহোদয় যে নিজ নিজ সুন্দরী স্ত্রীর রূপে হাবুডুবু খেয়ে এ আইন কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগের সময় এরকম শত্রুতা করবেন তা কি আমরা বুঝতে পারতুম?…

অনেকে। কক্ষনো না, কিছুতেই না…

মিসেস বোস। কিংবা আজ যে আমরা নিজ নিজ পায়ে দাঁড়িয়ে আবার জীবনের নূতন পথ ধরতে পেরেছি সেটাই সম্ভব হ'ত?…

অনেকে। কিছুতেই না, কিছুতেই না…

মিসেস বোস। অতএব আমরা যে স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতাটুকু গভর্ণমেণ্টের হাত থেকে একরকম জোর করেই কেড়ে নিয়েছি তা আর অবহেলায় হারা'তে যাচ্ছিনে···

মিসেস গুপ্তা। তার মানে ?···

মিসেস বোস। তার মানে ? মানে এই, আমি যে মিস্টার রায়চৌধুরীর হাতে হাত দিয়েছি এ আর ছাড়াচ্ছি নে···

মিস্টার বোস। আমিও যে ক্ষতিপূরণ হিসেবে মিসেস রায়চৌধুরীর হাত গ্রহণ করেছি তা ছেড়ে দিচ্ছি নে···

মিসেস চ্যাটার্জি। মিস্টার চক্রবর্তী আর আমি অচ্ছেদ্য বাঁধনে বাঁধা পড়েছি ··

মিস্টার চ্যাটার্জি। আমিও ক্ষতিপূরণ হিসেবে মিসেস চক্রবর্তীর সঙ্গে অচ্ছেদ্য বাঁধনে বাঁধা, এ বাঁধন কেউ ছিঁড়তে পারবে না···

মিস্টার গুপ্ত। বেশ তা হ'লে দেখা যাচ্ছে যিনি যা পেয়েছেন তিনি তা কিছুতেই ছাড়বেন না, আঁকড়ে' ধরে' থাকবেন···

অনেকে একসঙ্গে। এগ্‌জ্যাক্টলি, এগ্‌জ্যাক্টলি ·

মিস্টার গুপ্ত। তবে অবস্থাটা দাঁড়া'লো এই যে ডাইভোর্স্‌ড পার্টির সকলেই আবার নতুন করে' বিয়ে করছেন কিন্তু পুরানো পার্টনাররা কেউ এক হচ্ছেন না, প্রত্যেকেই নতুন নতুন সঙ্গী বা সঙ্গিনী খুঁজে' নিচ্ছেন···

মিসেস গুপ্তা। আমি ভীষণভাবে এ ব্যবস্থার প্রতিবাদ করছি···যদি বিয়েই করতে হয় তবে নিজ নিজ গোড়ার স্বামী বা স্ত্রী কী দোষ করলো যে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিঁড়ে' নতুন অজানা স্ত্রী ও পুরুষের পিছনে ছুটতে হবে···(অনেকের হাসি)

মিস্টার মুখার্জী। আমিও এই স্বামী স্ত্রী অদলবদলের ব্যবস্থা, এই কমার্স্যাল এক্সচেঞ্জ, সর্বতোভাবে অপোজ করছি···যদি আবার স্বামিস্ত্রীর বাঁধন মাথা পেতে নিয়ে সেই পুরনো ঝগড়া কিচকিচির মধ্যেই যেতে হয়, তা হ'লে গোড়ার স্বামীকে ছেড়ে স্ত্রীরই বা কী লাভ হবে আর গোড়ার স্ত্রীকে ছেড়ে স্বামীরই বা কী লাভ হবে ?···

মিসেস মুখর্জী। লাভ হবে, ষোল আনা লাভ হবে, সারাজীবন মাকুন্দচোপার সঙ্গে দিন কাটাতে হবে না, পাড়াপ্রতিবেশীর গঞ্জনা, হাসিঠাট্টা সহ্য করতে হবে না···

মিসেস দস্তিদার। সারাজীবন কুম্ভকর্ণের অত্যাচার সহ্য করতে হবে না, ষাঁড়ের গলার চীৎকার সহ্য করতে হবে না…

মিস্টার ঘোষ। সারাজীবন আধপেটা খেয়ে থাকতে হবে না…

মিসেস খাসনবিস। সারাজীবন তালগাছের সঙ্গে বাস করতে হবে না…

মিস্টার খাসনবিস। তালগাছ ছেড়ে বেগুনগাছ তলায় গিয়ে বাস করগে যাও…

মিস্টার ঘোষ। একি, আমাকে বেগুনগাছ বলছেন নাকি মিস্টার খাসনবিস…

মিস্টার খাসনবিস। আমি ব্যক্তিগতভাবে কাউকে কিছু বলছিনে, সাধারণভাবে কথাটা বলেছি…

মিসেস খাসনবিস। ব্যক্তিগতভাবে কাউকে কিছু বলছেন না, আমরা ধানের চালের ভাত খাইনে, কোন্ কথাটার কী মানে বুঝিনে, রাস্কেল কোথাকার…

মিস্টার খাসনবিস। খবরদার মুখ সামলে…

মিস্টার ঘোষ। মিস্টার খাসনবিস, পরস্ত্রীর সঙ্গে সাবধানে কথা বলবেন…

মিস্টার খাসনবিস। পরস্ত্রী ?…

মিস্টার ঘোষ। হ্যাঁ, যিনি মিসেস খাসনবিস ছিলেন তিনি এখন মিসেস ঘোষ…

মিস্টার খাসনবিস। মানিনে আমি পরস্ত্রী, ও আমার স্ত্রী…

মিসেস ঘোষ। সে কী, আমি যে তোমার স্ত্রী এখন !…

মিসেস গাঙ্গুলী। আহা, আপনারা নবলব্ধ স্বাধীনতার গোড়াতেই এই রকম ঝগড়া করে' লোক হাসাবেন না…

মিস্টার গুপ্ত। হ্যাঁ, আমি বলি কি এখন আর ঝগড়াঝাঁটি তর্কাতর্কি না করে' যিনি যাঁকে পেয়েছেন অন্ততঃ একটা বছর তাঁকে নিয়েই কাটান, একটা বছর এই নতুন গ্রুপিংকেই ট্রায়াল দেওয়া হোক, ট্রায়ালের দরকার হবেই, কারণ যাঁর নাক ডাকে, নতুন পার্টনারের কাছে গিয়েও তাঁর নাক ডাকবে, যিনি অতিরিক্ত লম্বা, তিনি নতুন গ্রুপিংয়েও লম্বা থাকবেন, যিনি পাঁচ পো চালের ভাত খান তিনি যে হঠাৎ পাঁচ ছটাক চালের ভাত খাবেন তা নয়, কাজেই ট্রায়ালের প্রোভিসনটা রাখতেই হবে, তারপর বচ্ছরশেষে দেখা যাবে আবার কোন পরিবর্তন দরকার হয় কিনা…

সরকারের আইন তো আছেই, যাঁদের মনের মিল না হবে তাঁরা আবার ডাইভোর্স' গ্রহণ করে' নতুন পথ দেখবেন···

মিসেস চ্যাটার্জি। এ খুব ভাল প্রস্তাব, এক বছর ট্রায়ালই দেওয়া যাক···

মিসেস বোস। আমিও এ প্রস্তাব সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি···

মিসেস গাঙ্গুলী। আশা করি এখানে তা হ'লে আর কারো দ্বিমত থাকলো না···

মিস্টার মুখার্জী। আমি এ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে···

মিসেস গুপ্তা। আমি এ ব্যাপারে মিস্টার মুখার্জির সঙ্গে একমত, অর্থাৎ আমিও এ ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে···

মিসেস গাঙ্গুলী। আচ্ছা আর কেউ আছেন বিরুদ্ধে?···

অনেকে। কেউ না, কেউ না, আমরা সকলেই এই রিম্যারেজের এক বৎসর ট্রায়াল দেব, কোন আপত্তি শুনবো না···

মিসেস গাঙ্গুলী। আসুন তবে আমরা একটা মিলনের গান গেয়ে আজকের মত, অর্থাৎ এক বৎসরের মত, আমাদের সমিতিদুটির কাজ শেষ করি···মিলনের গান আছে কারো কাছে? ··

মিসেস চ্যাটার্জী। আছে আমার কাছে, আমি এই রকম একটা উপলক্ষ্য হবে আগে থেকেই আন্দাজ করে' এই ছোট গানটা তৈরী করে' রেখেছি··· মিসেস বোস তো তাঁর বৈষ্ণব ধাঁচের গান আগেই শুনিয়েছেন, তিনি এখন আমাদের সমিতির প্রেসিডেন্ট, আমি সেক্রেটারী হিসেবে এই বাংলা গানটা শুনাতে চাই, মিসেস গাঙ্গুলী আপনি দেখুন এ গান চলবে কিনা?···

(মিসেস গাঙ্গুলীর হাতে একখানি কাগজ প্রদান)

মিসেস গাঙ্গুলী (কাগজে চোখ বুলাইয়া)—বেশ চলবে, সুন্দর গান, দেখুন মিসেস চ্যাটার্জি, না মিসেস চক্রবর্তীই বলবো?···

মিসেস চ্যাটার্জি। এই মিটিংএর শেষ পর্য্যন্ত আগের আগের উপাধিই চলুক···

মিসেস গাঙ্গুলী। বেশ, মিসেস চ্যাটার্জি, এ গান আপনার তৈরী, আপনার গলাও আমার চেয়ে কাঁচা, আপনিই এক লাইন এক লাইন করে' গানটা গেয়ে যান, আমরা সকলে একসঙ্গে আপনাকে ফলো করবো···

(গানের কাগজ মিসেস চ্যাটার্জীর হাতে প্রত্যার্পণ)

মিসেস চ্যাটার্জি। একটু মিউজিক্যাল অ্যাকম্পানিমেণ্ট দরকার তো···

মিসেস গাঙ্গুলী। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই (ক্লাবরুমের বাহিরের দিকে তাকাইয়া) —এই বেয়ারা, বেয়ারা, কালীপদ, এই কালীপদ···

(ক্লাবের বেয়ারা কালীপদর প্রবেশ ও নমস্কার)

গ্যাখো কালীপদ, তোমাদের ক্লাবের বাজনার যন্ত্রপাতি কি কি আছে।···

কালীপদ। আজ্ঞে সবই আছে, হারমোনিয়াম, বাঁয়াতবলা, ক্ল্যারিওনেট, আরো নানারকম আছে···

মিসেস গাঙ্গুলী। আচ্ছা নিয়ে এসো তো বাবা তোমার ঐ মোটামুটি যন্তরগুলো···

(কালীপদর বহির্গমন ও অবিলম্বে হারমোনিয়ামাদি যন্ত্র আনিয়া গৃহমধ্যে স্থাপন ও পুনরায় বহির্গমন)

মিসেস গাঙ্গুলী। মিস্টার চক্রবর্তী, আপনি বাঁয়াতবলাটা ধরুন, মিস্টার ঘোষ আপনি ক্ল্যারিওনেটটা, আর মিসেস খাসনবিস আপনি কাইগুলি হারমোনিয়ামটা···

(মিসেস গাঙ্গুলীর নির্দেশ মত ঐকতান আরম্ভ হইলে)

মিসেস চ্যাটার্জি, আপনি তবে এবার···

মিসেস চ্যাটার্জী। হ্যাঁ এই যে···

মিসেস চ্যাটার্জি। আমরা ছিঁড়েছি পুরনো বাঁধন

অপর সকলে (মিস্টার মুখার্জি ও মিসেস গুপ্তা বাদে; গানের সমস্তটা সময় তাঁহাদের গালে হাত দিয়া গম্ভীর ও বিষন্নভাবে অবস্থিতি) আমরা ছিঁড়েছি পুরনো বাঁধন

মিসেস চ্যাটার্জি। আমরা কেটেছি মায়ার ডোর

অপর সকলে। আমরা কেটেছি মায়ার ডোর

মিসেস চ্যাটার্জি। অন্ধ মোহের অর্গল ভেঙ্গে

অপর সকলে। অন্ধ মোহের অর্গল ভেঙ্গে

মিসেস চ্যাটার্জি। আমরা খুলেছি প্রেমের দোর

মিসেস চ্যাটার্জি সমেত সকলে। আমরা খুলেছি প্রেমের দোর

মিসেস চ্যাটার্জি। আমরা খুলেছি প্রেমের দোর

অপর সকলে। আমরা খুলেছি প্রেমের দোর

মিসেস চ্যাটার্জি। আমরা জ্বেলেছি নতুন আলো

অপর সকলে। আমরা জ্বেলেছি নতুন আলো

মিসেস চাটার্জি। নতুন প্রেমের পূজারী আমরা
অপর সকলে। নতুন প্রেমের পূজারী আমরা
মিসেস চ্যাটার্জি। নতুনে বেসেছি ভালো
মিসেস চ্যাটার্জি সমেত সকলে। আমরা নতুনে বেসেছি ভালো
মিসেস চ্যাটার্জি। আজ অতীতের যত বেদনা
অপর সকলে। আজ অতীতের যত বেদনা
মিসেস চ্যাটার্জি। তিক্ত আঁখির লোর
অপর সকলে। তিক্ত আঁখির লোর
মিসেস চ্যাটার্জি। দূর হোক নব পীরিতি পরশে
অপর সকলে। দূর হোক নব পীরিতি পরশে
মিসেস চ্যাটার্জি। মধুমাখা হোক ধরণীক্রোড়
মিসেস চ্যাটার্জি সমেত সকলে। মধুমাখা হোক ধরণীক্রোড়

আমরা ছিঁড়েছি পুরনো বাঁধন
আমরা কেটেছি মায়ার ডোর
অন্ধ মোহের অর্গল ভেঙ্গে
আমরা খুলেছি প্রেমের দোর;
আমরা খুলেছি প্রেমের দোর
আমরা জ্বেলেছি নতুন আলো
নতুন প্রেমের পূজারী আমরা
নতুনে বেসেছি ভালো;
আজ অতীতের যত বেদনা
তিক্ত আঁখির লোর
দূর হোক নব পীরিতি পরশে
মধুমাখা হোক ধরণীক্রোড়

(গাহিতে গাহিতে প্রস্থান)

মিস্টার মুখার্জি (মিসেস গুপ্তার পাশে আসিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া)—দেখলেন তো সব মিসেস গুপ্তা, এঁদের ব্যবহার ?···

মিসেস গুপ্তা। দেখলুম, খুব দেখলুম, এঁরা আবার ডাইভোর্স'ড্ স্ত্রী পুরুষের মুক্তির জন্যে সমিতি খুলেছিলেন! বিয়ের জন্যে তো সব হাঁ করে' বসেছিলেন!···

মিস্টার মুখার্জি। এমন কি মিসেস গাঙ্গুলী পর্যন্ত! তাঁর তো বয়সও চল্লিশের কম হবে না, তার উপরে প্রায় পুরুষের মত গোঁপ!···

মিসেস গুপ্তা। আচ্ছা মিস্টার মুখার্জি, এখন আমাদের কী কর্তব্য বলুন দেখি···

মিস্টার মুখার্জি। আপনি কী বলেন?···

মিসেস গুপ্তা। আমি এদের অপোজ করবো, সারাজীবন অপোজ করবো, আমি এদেরকে সুখে ঘর করতে দেবো না, আমি ডাইভোর্সড্ স্ত্রীলোকদের অধিকার ও সুযোগ সুবিধের জন্যে সারাজীবন ফাইট করে' যাবো···

মিস্টার মুখার্জি। আমি আপনার সঙ্গে একমত, এই বিশ্বাস-ঘাতক-ঘাতকীদের সুখে ঘর করতে দেওয়া হবে না, আমি ডাইভোর্সড্ পুরুষদের মঙ্গলের জন্যে সারাটা জীবনকে ডেডিকেট করবো···আপনি আমাকে সাহায্য করবেন···

মিসেস গুপ্তা। নিশ্চয় নিশ্চয়, তা আর বলতে, আপনার আমার জীবনের মিশন তো এক হয়ে দাঁড়া'লো...

মিস্টার মুখার্জী। এক্কেবারে এক···

মিসেস গুপ্তা। তবে?···

মিস্টার মুখার্জী। তবে?···

মিসেস গুপ্তা। আমাদের এক মন প্রাণ হয়ে কাজ করা দরকার···

মিস্টার মুখার্জী। অ্যাবসোলিউটলি, এক দেহমনপ্রাণ হয়ে কাজ করা দরকার···

মিসেস গুপ্তা। একত্র বাস দরকার···

মিস্টার মুখার্জী। দিনরাত্রি···

মিসেস গুপ্তা। অর্থাৎ আমাদের···

মিস্টার মুখার্জী। আমাদেরও স্বামিস্ত্রী হওয়া দরকার···

মিসেস গুপ্তা। আমিও তাই ভাবছিলুম, নইলে আমাদের মিশন, আমাদের জীবনের ব্রত, ডাইভোর্সড্ স্ত্রী ও পুরুষদের মঙ্গল সাধন, সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা সম্ভব হবে না···

মিস্টার মুখার্জী। তবে আসুন মিসেস গুপ্তা, আমরা আংটিবদল করি···

মিসেস গুপ্তা। গ্ল্যাডলি (পরস্পরের অঙ্গুরী বিনিময়)···

মিস্টার মুখার্জী। কিন্তু মিসেস গুপ্তা···

মিসেস গুপ্তা। কিন্তু আবার কী, বলুন, এই মিলনমুহূর্তেই মনে খটকা থাকা উচিত নয়···

মিস্টার মুখার্জী। বলতে যে লজ্জা করে···

মিসেস গুপ্তা। লজ্জা কী, আমার কাছে আবার লজ্জা কিসের, আমি যে তোমার সহধর্মিণী··

মিস্টার মুখার্জী। আমার পুরুষত্ব যে অঙ্গহীন, আমি যে মা—কু—ন্দ···

মিসেস গুপ্তা। ওঃ তাতে কী, আমারও সৌন্দর্য যে অঙ্গহীন, আমি মোটা, কালো···

মিস্টার মুখার্জি। বেশ বেশ বেশ, আসুন আমরা দুজন তবে দুজনের জন্যেই তৈরী, যে যেমন তার মিলেও তেমনি···

যেইসা কা তেইসা মিলে
রাজাকো মিলে রানী,
ভূতকা ভূতানী মিলে
প্রেত কা প্রেতানী,
আর মাকুন্দকো মুটকী মিলে
খোদাকা মেহেরবানি,

আসুন আসুন আমরাও ওদের মত গাইতে গাইতে আমাদের মিলন-পালার শেষ করি—

(মিস্টার মুখার্জি ও মিসেস গুপ্তা দুজনে একসঙ্গে সুর করিয়া ও নৃত্যের ভঙ্গীতে পরস্পরের হাত ধরিয়া)

যেইসা কা তেইসা মিলে
রাজাকো মিলে রানী,
ভূতকা ভূতানী মিলে
প্রেত কা প্রেতানী,
আর মাকুন্দকো মুটকী মিলে
খোদাকা মেহেরবানি,
ভেইয়া খোদাকা মেহেরবানি।

যবনিকা

বিচার

শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র দাস
প্রীতিভাজনেষু

চরিত্রাবলী

চরণদাস ... ... চাষী গৃহস্থ

খোকা (নিমাই) ... চরণের ছেলে

গণেশবাবু ... ... পাবলিক প্রোসেকিউটর

ইন্দুবাবু ... ... আসামীপক্ষের উকিল

জজ, পেস্কার, আর্দালি,

জুরীর সভ্য সাতজন,

সাক্ষী ও অন্যান্যলোক

হরিমতী .. ... চরণের স্ত্রী

প্রতিবেশিগণ

স্থান : বাংলার গ্রাম

সময় : বাংলা ১৩৫০ সনের মন্বন্তর

প্রথম দৃশ্য

পূর্বপশ্চিমে বিস্তৃত প্রশস্ত গ্রামাপথের উত্তরধারে উঠানসম্বলিত একখানি চাষীগৃহস্থের বাড়ী; উঠানের রাস্তার ধারের বেড়া ভাঙ্গিয়া প্রায় মাটি-সমান হইয়া গিয়াছে; উত্তরদিকে বারান্দাযুক্ত করুগেটেড টিনের ছাদওয়ালা একখানি বেশ বড় ঘর; পশ্চিমপ্রান্তে একখানি লম্বা গোহাল ঘরের দেওয়ালগুলি দাঁড়াইয়া আছে, দেওয়ালের উপরে কোনরূপ আচ্ছাদন নাই, কিন্তু কোলে কোলে গরুর জাব খাইবার চার পাঁচটি মৃন্ময় পাত্র এখনও বর্তমান, গরু বাছুর একটিও নাই। উঠানটির এককোণে মাটির বেদীতে একটি ঝাঁকড়া তুলসী গাছ, এখানে সেখানে আগাছা, এককোণে ছিন্নপত্র কলাগাছের ঝোঁপ, প্রায় মধ্যস্থলে একটি পেয়ারা ও কিছুদূরে একটি কাঁঠালগাছ; কলা, পেয়ারা বা কাঁঠালগাছে কোন ফল নাই; একধারে দেওয়ালের কোলে একটি মাচার উপর লাউগাছে দুচারটি অতিক্ষুদ্র লাউ ঝুলিতেছে। একপশলা বৃষ্টির পর উজ্জ্বল রৌদ্র উঠিয়াছে। বেলা সকাল প্রায় সাতটা। চরণ বারান্দায় একটি খুঁটিতে হেলান দিয়া বসিয়া ও হরিমতী একটু দূরে দাঁড়াইয়া আছে। খোকা নিমাই হরিমতীকে জড়াইয়া ধরিয়া ‘ধ্যান্‌ ঘ্যান্‌’ করিয়া কাঁদিতেছে।

চরণ (পরনে হাঁটুপর্যন্ত অর্ধমলিন একখানি মোটা কাপড়, গায়ে তদ্রূপ অর্ধমলিন একখানি ছোট মোটা চাদর; ঘনকৃষ্ণ লম্বাচওড়া দেহে বহুদিন ধরিয়া অনাহার বা অর্ধাহারের লক্ষণ দৃশ্যমান—চক্ষু কোটরগত, গণ্ডদেশ শীর্ণ, হাত, পা ও বক্ষদেশে মাংস অপেক্ষা অস্থিরই প্রাধান্য। একটি ভগ্নকলিকাযুক্ত হুঁকা ফস্‌ ফস্‌ করিয়া টানিতে টানিতে)—ভ্যাখ্‌ মতী, আর তো দিন চলে না, অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে, একটা করে’ দিন তো নয়, একটা করে’ যেন যুগ যাচ্ছে···পঞ্চাশ বছর বয়েস হ’তে চললো, এমন আকাল তো কখনো দেখিনি, এত কষ্ট তো কখনো পাইনি (হুঁকায় টান)···

হরিমতি (চরণের কাপড়ের মতই মলিন, স্থানে স্থানে সেলাই করা, কালোপেড়ে একখানা শাড়ী পরনে; গায়ে কোনরূপ জামা নাই, শাড়ীর আঁচল জড়ানো; শারীরিক অবস্থা চরণের অপেক্ষাও কিঞ্চিৎ খারাপ, চোয়াল,

হাত, পা মাংসহীন, মাথার চুল তৈলাভাবে রুক্ষ ও বিবর্ণ)—এ কষ্ট থেকে ভগবান্ যদি টেনে নিতেন আমাদের তা হ'লেই ভাল ছিল, দিন দিন তিলে তিলে না খেতে পেয়ে মরা, কখনো স্বপ্নেও ভাবিনি এত দুঃখ কপালে ছিল, যত মস্কিল হয়েছে এই ছেলেটাকে নিয়ে···

খোকা (ছেঁড়া শার্টপরিহিত বস্ত্রহীন, অন্নাভাবে ক্ষীণদেহ বৎসর আটের শিশু, তাহার নাম উল্লেখে ক্রন্দনের বেগ বাড়াইয়া) ও মা কী খেতে দিবি দে না, আজ আর আমি বেলপুড়া খাবো না—আঁ—আঁ···

হরি (ছেলেকে হাত দিয়া ঠেলিতে ঠেলিতে)—থাম্ না খোকা এ'টু, একটা কথা বলতে দে না···

চরণ। তোর গায়ের একটু সোনারূপো যা ছিল, তা তো:প্রথমেই গিয়েছে, বাসন পত্তর, গরুবাছুর সব গেল একে একে, শেষ পর্যন্ত গোহাল ঘরের টিন ক'খানা, তাও রাখতে পারলাম না···

হরি। ঐ ছ্যাখো আরম্ভ হ'ল আবার, কোন্ গাঁয়ের লোক চললো ভিটে মাটি ছেড়ে···

(চটের বস্তা ও ময়লা কাপড়ের পুঁটলি, টিনের ট্রাঙ্ক ইত্যাদি মাথায়, ঘাড়ে ও কোমরে লইয়া চার পাঁচ জন পুরুষ, চার পাঁচ জন স্ত্রীলোক ও তিনচারটি অর্ধনগ্ন শিশুর রাস্তা দিয়া গমন)

চরণ। ওহে ভাই সকল, কোন্ গ্রাম থেকে যাওয়া হচ্ছে আপনাদের···

দলের একজন (দলের সকলে দণ্ডায়মান হইলে)—আর ভাই এই কাশিমপুর থেকে, বাপপিতামোর ভিটেমাটি ছেড়ে চললাম, কি করি বলেন···

চরণ (হাতের হুঁকা নামাইয়া)—ওদিকের অবস্থা কেমন ভাই···

দলের লোকটি। অবস্থার কথা আর বলবেন না ভাই, আপনাদের গ্রামে তো দেখি এখনো অনেক লোকই আছেন, আমাদের গ্রামের এই আমরাই শেষ, তিনঘর লোক বাকী ছিল, তারাও কাল গেছে···

চরণ। সহরের দিকেই যাচ্ছেন তা হ'লে···

লোকটি। তাই মনে করেই তো বেরিয়েছি, তারপর দেখি ভগবান্ যে দিকে নেন্ আর যে দিকে দুই চোখ যায়···

চরণ। আচ্ছা ভাই আর বলবার কিছুই নাই, আপনারা যান তবে, ভগবান্ আপনাদের সহায় হোন্…(দলের পুনরায় পথ চলা আরম্ভ) আমাদেরও যেতে হবে দেখিস, আর কতদিন এই শাগসিদ্ধ আর তাল বেল কুড়িয়ে খেয়ে থাকবি বল…

খোকা (জোরে জোরে ঘ্যান্ঘ্যান্ করিতে করিতে)—ও মা—আ—আ…

হরি (ছেলেকে হাত দিয়া ঠেলিয়া)—ঐ ত্মাখ্ উনানের ধারে আরো খানিক বেলপুড়া আছে, খা গিয়ে··

খোকা (লাফাইতে লাফাইতে)—আমি আর বেলপুড়া খাবোনা, খাবো না, কিছুতেই না…

হরি। না খাবি তো যা বাড়ী থেকে বেরিয়ে যা…

খোকা (মায়ের নিকট ধাক্কা খাইয়া চরণকে জড়াইয়া ধরিতে ধরিতে) —বাবা, ও বাবা, আজ কিন্তু আমি ভাত খাবো…আজ আমি :ভাত খাবোই…

চরণ (খোকাকে কোলে লইয়া)—লক্ষ্মীসোনা, বাবা, খাবে বই কি ভাত, এই চাল জোগাড় করে' আনি আমি, মা ভাত রেঁধে দিবে খেয়ো, দেখছো তো বাবা চারিদিকে লোকের কষ্ট…

খোকা (চরণের গলা জড়াইয়া ধরিয়া)—তা আমি জানি না, আমি আজ ভাত খাবোই…

চরণ। ছি খোকন অত অবুঝ হ'তে হয় না, (খোকার মাথায় হাত বুলাইয়া) আর এই ক'টা দিন পরে দেখো তোমার মা কত ভাত রাঁধবে, তোমার যত ইচ্ছা হয় খেয়ো…

খোকা (জোরে চরণের গলা জড়াইয়া ধরিয়া)—না—আ—আ…আমি আজ ভাত না পেলে মরে' যাবো দেখো, আমার বড্ড পেট কামড়ায় ঐ শাগসিদ্ধ খেয়ে খেয়ে…

চরণ (খোকাকে কোল হইতে নামাইতে নামাইতে)—আচ্ছা তবে তুই নাম, যা একটু রাস্তা দিয়ে বেড়িয়ে আয় গে, আমি চালের জোগাড় দেখি (ছেলেকে নামাইয়া দিয়া) …যাও খোকন একটু বেড়িয়ে এসো গে যাও (খোকার বাড়ীর বাহিরে প্রস্থান)…মতী…

হরি। বল কি বলছো…

চরণ (চোখ মুছিতে মুছিতে) আর তো পারি না মতী সহ্য করতে… চল আমরাও দেশ ছেড়ে যাই সহরের দিকে…

হরি। তুমি যেতে হয় যাও, আমি এই ভিটেতেই পড়ে' থাকবো যতদিন প্রাণ না বেরোয়…

চরণ। নিজেরা না হয় মরতাম মতী, কিন্তু খোকা যে একমুট ভাতের জন্যে চোখের সামনে তিল তিল করে' মরছে এ কী করে' সহ্য করবো…

(হাউ হাউ করিয়া ক্রন্দন ও কপালে করাঘাত)

হরি। ত্যাখো তুমি যদি অত হা হুতোশ কর তা হ'লে আমরা দাঁড়াবো কোথায়…

চরণ। হা হুতোশ কি ইচ্ছে করে' করছি মতী, বুক যে ফেটে যাচ্ছে…

হরি। কাঁঠাল গাছটা ভাল করে' দেখেছ, একআধটা কাঁঠাল যদি থাকে…

চরণ। আর কাঁঠাল…কাঁঠাল ফাঁটাল আর এক ছিলকেও নাই গাছে…

হরি। তা হ'লে আজ কি হবে? আজ তো আর কিচ্ছু নাই ঘরে… লাউপাতা সিদ্ধ করবো?…

চরণ। দাঁড়া মতী দাঁড়া, আজ ভিক্ষেয় বেরাব ভিক্ষেয় (কপালে পুনরায় করাঘাত করিতে করিতে)…হায় রে কপাল…

হরি। ভিক্ষে করে' ক'দিন চলবে, আর ভিক্ষে দিবেই বা কে…

চরণ। তাও তো তুই ভিটে ছেড়ে যাবি না…সহরে নাকি যারা খেতে পাচ্ছে না সক্কলকে সরকার থেকে খিঁচুড়ি খাওয়াচ্ছে, চালে ডালে খিঁচুড়ি…

হরি। আচ্ছা সহরে না হয় যাবো, কিন্তু আজ কি হবে? খোকাকে আজ একমুট ভাত দিতে না পারলে ও বাড়ীতে টিকতে দিবে না…সেই তিন দিন আগে চাটুজ্যে বাড়ী থেকে যে চারটি চাল দিয়েছিল সেই শেষ ভাত খেয়েছে…

চরণ। আচ্ছা তবে তুই লাউয়ের পাতাটাতা যা পারিস তুলে' আন্, আমি একবার বেরাই দেখি যদি এক মুট চাল জুগাড় করতে পারি…

(চরণের বহির্গমন; হরিমতী ঝাঁটা লইয়া উঠানটি পরিষ্কার করিতে আরম্ভ করিলে খোকার দৌড়িতে দৌড়িতে প্রবেশ)

দ্বিতীয় দৃশ্য

চরণদাসের বাড়ী, বেলা প্রায় একটা।

চরণদাস ঘরের বারান্দায় দেওয়ালে হেলান দিয়া বসিয়া আছে, হরিমতী অনতি-দূরে একরাশি লাউএর পাতা ও ডগা বাছিতে নিযুক্ত, খোকা হরিমতীর পিঠের উপর ভর করিয়া দুই হাতে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া নাকী সুরে কাঁদিতেছে; আকাশ পরিষ্কার, বর্ষাসিক্ত মাটির উপর চনচনে রৌদ্র পড়িয়া একটা অস্বস্তিকর গুমটের সৃষ্টি করিয়াছে; বাড়ীর সামনের রাস্তা জনহীন।

হরি। আঃ নামনা খোকা পিঠ থেকে···চাটুজ্যেবাড়ী একবার গিয়েছিলে?···

চরণ। সব বাড়ীই গিয়েছিলাম, কোন বাড়ী বাদ রাখি নি···

হরি। চাটুজ্যেগিন্নী তো লোকটা বড় ভালো···

চরণ। ভালো হ'লে হবে কি, সকলেরই এক অবস্থা, সকলেই বললে নিজের ছেলেমেয়েদেরই আর খেতে দিতে পারছিনা চরণ, তোমাকে কোথেকে দিব···

হরি। তবে এখন গ্রাম ছেড়ে যাওয়া ভিন্ন আর উপায় নাই?···

চরণ। গোয়ালপাড়ার চার পাঁচ ঘর গিরস্ত কালকেই সহর চলে' যাচ্ছে, আমি বলি কি আমরাও ঐ সঙ্গে যাই···

(হাতে একটি ছোট পুঁটলি লইয়া এক বৃদ্ধার প্রবেশ)

হরি। আসুন রাঙ্গাদি, এত বেলায়···

বৃদ্ধা। হরিমতী, এই আটা ক'টি নে তো মা, খোকাকে দুখোন রুটি ভেজে দে···চরণ গিয়েছিল একমুট চালের জন্যে, তা চাল তো মা ঘরে নাই·· (হরিমতীর হাতে পুঁটলিটি দিতে দিতে) আর মা এক পাড়ার মানুষ, সবারই সমান বিপদ্···

হরি। আচ্ছা রাঙ্গাদি এতেই আজ কোনরকমে···

বৃদ্ধা। কাল চারটি চাল পাওয়ার কথা আছে, যদি পাই···

হরি। আচ্ছা আচ্ছা রাঙ্গাদি, ভগবান্ যদি দিন দ্যান্…

(বৃদ্ধার ধীরে ধীরে প্রস্থান)

খোকা। ও মা দেখি কী দিলে…(হরিমতীর হাতের পুঁটলি পরীক্ষা)

হরি। আটা, আটা খোকা, একটু থাম্ রুটি ভেজে দিই খাবি…

খোকা (লাফাইয়া হাত ছুড়িতে ছুড়িতে)—আমি রুটি খাবো না, খাবো না, কিছুতেই না, আজ কতদিন ভাত খাই নি—ই—ই…

চরণ। এই খোকা, চেঁচাস না অমন করে'…

খোকা। খাবো না কিছুতেই খাবো না আজ আমি রুটি (মাটিতে পড়িয়া গড়াগড়ি)‥

চরণ (ক্রুদ্ধভাবে খোকার হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিতে তুলিতে)—না খাবি তো আমি তোর জন্যে ডাকাতি করতে যাবো, না?…(খোকাকে দাঁড় করাইয়া দিয়া পুনরায় দেওয়াল ঘেঁষিয়া উপবেশন)

হরি। খোকা কাঁদিসনে বাবা, দাঁড়া তোকে আজ একরকম মজার রুটি তৈরি করে' দিব দ্যাখ্…

খোকা (লাফাইয়া লাফাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে)—খাবো না খাবো না কিছুতেই খাবো না আজ আমি রুটি…

(দেওয়ালে কপাল্ ঠুকিয়া ক্রন্দন)

চরণ (অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে উঠিয়া)—দাঁড়াতো শালার ছেলে ‥

(বাঁ হাতে খোকার ডান কান ধরিয়া ডান হাতে অপর কানের উপর জোরে চপেটাঘাত ও খোকার ভূমিতে পতন; চরণের পুনরায় দেওয়াল ঘেঁষিয়া উপবেশন)

হরি। ঐ তুমি কী করলে (খোকাকে তুলিতে তুলিতে), ছেলে মেরে ফেললে নাকি…খোকা বোস্ বাবা আর কাঁদিসনে (খোকার দেহ এলাইয়া মাটিতে পড়িয়া গেলে) ও মা ও মা, খোকা—এ কী হ'ল—খোকা খোকা, ওগো এসো ধরো, দ্যাখো কী করলে তুমি, খোকা বুঝি চলে' গেল, (খোকার বুকের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া) খোকারে, বাবা…

চরণ। অ্যাঁ অ্যাঁ অ্যাঁ কী বলছিস তুই অ্যাঁ (খোকাকে ধরিয়া বসাইবার বৃথা চেষ্টা করিতে করিতে) সব্ তুই সব্—সব্ তুই (খোকার দেহ কোলে

লইয়া) খোকারে বাপ্—বাপ্ আমার কথা ক'—জল আন্ মতী জল আন্...

হরি (ঘরের ভিতর হইতে একটি মৃৎপাত্রে জল আনিয়া খোকার চোখে মুখে ঝাপটা দিতে দিতে)—ওরে খোকা ভাত খাবি আয়, এই ছাখ্ আমি চাল আনতে যাচ্ছি (জোরে কাঁদিয়া ফেলিয়া কপালে করাঘাত করিতে করিতে) ও তুমি কী করলে বলো, ছেলে মেরে ফেললে...

(কপালে হাত রাখিয়া ক্রন্দন)

চরণ। সর্ তো তুই সর্, দেখি আমি ভালো করে' (খোকাকে কোলে লইয়া জড়াইয়া ধরিয়া কানে ফুঁ দিতে দিতে ও বুকে হাত বুলাইতে বুলাইতে) খোকা, বাবা, রাগ করেছিস বুঝি, না, কথা বল্ কথা বল্, আমার উপর রাগ করতে হয়, আমি যে তোকে কত ভালবাসি (একটু থামিয়া) অ্যাঁ তবে কি তুই সত্যি চলে' গেলি, সত্যি গেলি...আচ্ছা তবে থাম্ আমিও :যাবো, আমিও যাবো, ওরে আমিও যাবো...

(খোকার দেহ হরিমতী কর্তৃক ক্রোড়ে গ্রহণ এবং চরণের ঘরের ভিতর হইতে দ্রুতপদে এক গাছা মোটা দড়ি আনিয়া বারান্দার চালে ঝুলাইয়া ফাঁস বন্ধনপূর্বক নিজের গলায় দেওয়ার চেষ্টা)

হরি (চীৎকার করিয়া)—ও তুমি কী করছো, তুমি পাগল হ'লে নাকি পাগল হ'লে নাকি (খোকার দেহ মাটিতে রাখিয়া চরণকে ধরিয়া ঠেলাঠেলি করিতে করিতে) তুমি সক্কলকে—(চরণকে দুই হাত দিয়া চাপিয়া ধরিয়া) ওগো পাড়ার লোক তোমরা শীগগির এসো কে কোথায় আছ সর্বনাশ হ'ল...

চরণ (হরিমতীর হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিতে করিতে)—তুই ছাড়্ আমাকে, ছাড়্ ছাড়্ তুই আমি যাবো আমি খোকার সঙ্গে যাবো...ওরে আমার বাবা বাবারে কথা বল্ একবার কথা বল্ (হরিমতীর হাত ছাড়াইয়া খোকার মৃতদেহ কোলে লইয়া পুনঃ পুনঃ চুম্বন) ওরে আমার খোকারে আমার সোনারে, নিমাই বাবা নিমাই (উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন, হরিমতী পাশে প্রস্তর মূর্তির মত দাঁড়াইয়া) নিমাই চাঁদ আমার, ভাত খাবি আয় ভাত খাবি...

(উপরে উল্লিখিত বৃদ্ধার প্রবেশ এবং তার পরেই দু একজন করিয়া দশ বারো জন স্ত্রীপুরুষের প্রবেশ)

হরি (বৃদ্ধাকে উঠানে প্রবেশ করিতে দেখিয়াই)—ও রাঙাদি আমার কী সব্বনাশ হ'ল রাঙাদি (কপালে করাঘাত করিয়া ক্রন্দন)...

বৃদ্ধা (বারান্দায় উঠিবার সিঁড়ির ধাপের নিকট দাঁড়াইয়া)—হরিমতী, কী হয়েছে মা বল্ তো...

হরি। এই ছ্যাখো দিদি কী সব্বনাশ হয়েছে আমার, খোকা আমার আর নাই (চরণের কোল হইতে খোকার দেহ গ্রহণের চেষ্টা)...

চরণ (বাঁ হাতে খোকার দেহ আরো জোরে জড়াইয়া ধরিয়া ডান হাত ছুড়িতে ছুড়িতে, থামিয়া থামিয়া এক একটি কথা উচ্চারণপূর্বক)—সরে' যা তোরা সব সরে' যা—আমি চল্লাম খোকার সঙ্গে—খোকা চল্ যাই (খোকার দেহ লইয়া উঠিবার চেষ্টা)...

বৃদ্ধা (বারান্দায় উঠিয়া হরিমতীর পাশে দাঁড়াইয়া)—চরণ থির হও বাবা থির হও মাথা ঠাণ্ডা করে'

চরণ। রাঙাদি খোকাকে আমি মেরে ফেলেছি দিদি (উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন)...

বৃদ্ধা। হরিমতী খোকাকে শুইয়ে দাও মেঝের উপর, তুমি অন্ততঃ মাথা ঠিক রাখো...

হরি (চরণের ভূপতিত চাদরখানি মাটির উপর বিছাইয়া তাহার উপর খোকার দেহটিকে শোওয়াইয়া তাহার স্থিরদৃষ্টি ঈষন্মুক্ত মুখ চুম্বনপূর্বক)—খোকারে বাবা...

চরণ (চাল হইতে ঝোলানো দড়ি পুনরায় দুই হাত দিয়া ধরিয়া)—খোকা আয় আমরা যাই...

বৃদ্ধা (চরণকে ধরিয়া)—ও কী পাগলামি করছো চরণ...(উঠানে দণ্ডায়মান লোকদের মধ্যে লক্ষ্য করিয়া) হরিচরণ, প্রতাপ, গোঁসাই...

উঠানের লোকদের মধ্যে হইতে একসঙ্গে উত্তর। আজ্ঞে দিদি বলুন...

বৃদ্ধা। তোমরা তিনজন এখানে এসে চরণকে ধরো...(তিনজনে আসিয়া চরণের দুই হাত ও কোমড় ধরিলে) আর জনা তিনেক তোমরা জমিদার বাড়ী যাও, গিয়ে জমিদারবাবুকে হোক কিংবা নায়েববাবুকে হোক বলগে এই ব্যাপার হয়েছে, থানায় একটা খবর দেওয়া দরকার...

উঠানের লোকদের মধ্যে হইতে। আজ্ঞে আমি যাই, আমি যাই, আমিও যাই...

বৃদ্ধা। শুন দ্বিজপদ, ঠাকুরদাস, রাস্তায় দেরী করো' না, সোজা জমিদারবাড়ী গিয়ে সংবাদ দিয়ে তারপর…(দু তিনজনের প্রস্থান)

হরি। দিদি থানায় খবর দিবেন ?…

বৃদ্ধা। থানায় খবর না দিয়ে তো উপায় নাই হরিমতী, এ ব্যাপার তো লুকিয়ে রাখা চলবে না…

হরি। পুলিশের হাতে দিলে তো ওর ফাঁসি…

বৃদ্ধা। না না হরিমতী এদোষে ফাঁসিটাঁসি হবে না, হয় তো দেখো বেকসুর খালাস হবে, চরণ তো আর ইচ্ছে করে' মারে নি…

উঠানের লোকদের মধ্যে হইতে। না না না দিদি কিচ্ছু ভয় নাই, আমরা সাক্ষি দিব, আমরা বলবো চরণ মারে নি, খোকা হোঁচট খেয়ে পড়ে' অজ্ঞান হয়েছে আর জ্ঞান হয় নি…না হে না, বলতে হবে দুব্বল শরীলে কাঁচা প্যায়রা খেয়ে…আরে থামো, ওসব তৈরী কথা…কী যে বল তৈরী কথা, কোন্ ব্যাটা ধরবে তৈরী কথা…

(সকলের একসঙ্গে নিজ নিজ মত প্রকাশের চেষ্টা, ফলে গোলমাল)

বৃদ্ধা। দ্যাখো তোমরা সবাই মিলে' ওরকম গোলমাল করলে তো এখন চলবে না, বিষ্ণুপদ তুমি একবার উপরে এসো বাবা…(একজনের বারান্দায় গমন) হরিমতী তুমি এটু থির হয়ে থাকো মা…খোকাকে চল তুলসীতলায় শুইয়ে দিইগে, কাঁঠাল গাছের ছায়া পড়েছে রোদ লাগবে না…

(বিষ্ণুপদ খোকার দেহ বুকে লইয়া উঠানে নামিলে)

হরি। ওরে খোকা ঘর ছেড়ে কোথায় চললি বাবা, ওরে খোকারে…

(কাঁদিতে কাঁদিতে বিষ্ণুর অনুগমন)

বৃদ্ধা (হরিমতীর বাহু ধরিয়া সঙ্গে সঙ্গে যাইতে যাইতে)—কী হবে মা কেঁদে হরিমতী যা হবার হয়ে গেছে, এখন চরণের দিকে তাকাতে হবে…

হরি (বৃদ্ধার হাত ছাড়াইয়া তুলসীতলায় রক্ষিত খোকার দেহের পাশে উপুড় হইয়া পড়িয়া তুলসীগাছের দিকে দুই হাত বিস্তৃত করিয়া)—ভগবান্ এ কী করলে আমার ভগবান্…

(উঠানের লোকদের পেয়ারাগাছের ছায়ায় দাঁড়াইয়া অবস্থিতি)

চরণ (প্রতাপ, গোঁসাই ও হরিচরণের হাত হইতে নিজেকে মুক্ত করিবার চেষ্টায়)—ছাড়ো তোমরা আমাকে, আমি কি পাগল হয়েছি, ওরে খোকা, ও মতী, ও খোকা ওরে খোকা খোকারে…

তৃতীয় দৃশ্য

দায়রা কোর্ট।

মাঘ মাসের শীত; বাহিরে শ্বেতাভ নিস্তেজ রৌদ্র; আদালত প্রাঙ্গণের দূর কোণে অশ্বত্থগাছের পাতা ঝিরঝিরে বাতাসে টুপটাপ করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। সু-উচ্চ ও বৃহৎ আদালত কক্ষের ভিতর লাল সালু দ্বারা আবৃত রেলিংএর পিছনে কয়েকখানি চৌকি একত্র করিয়া গঠিত বেদীর উপর বিচারপতির উচ্চ আসন; রেলিংএর সম্মুখদিকে মেঝের উপর পেশকারের চেয়ার ও টেবিল; টেবিলের উপর নানাবিধ কাগজের ফাইল, চেয়ারে পেশকারবাবু বসিয়া ফাইলগুলি নাড়াচাড়া করিতেছেন; বিচারকের বেদীর বাঁদিকে দেওয়াল ঘেঁষিয়া জুরারদের সাতখানি চেয়ার; ছ'খানি চেয়ারে ছ'জন জুরার বসিয়া নিজেদের মধ্যে অনুচ্চস্বরে কথা-বার্তায় নিযুক্ত, একজন জুরার এখনও আসেন নাই; বিচারকের বেদীর সম্মুখে ও সমান্তরালভাবে, পেশকারের চেয়ারের হাত দুইতিন দূরে, দুখানি লম্বা টেবিল ও তৎসংলগ্ন বেঞ্চি; তাহাতে চারজন উকিল বসিয়া, প্রত্যেকেই সম্মুখে রক্ষিত কাগজের ফাইল দেখিতে ব্যস্ত; উকিলদের পিছনে একটু দূরে লোহার জাল দিয়া ঘেরা আসামীর কাঠগড়ায় চরণদাস দাঁড়াইয়া, লোহার বেড়ী দিয়া দুই হাত আবদ্ধ; কাঠগড়ার বাহিরে দুজন কনস্টেবল দণ্ডায়মান এবং দুতিনখানি ছোট বেঞ্চিতে ও মেঝেতে দশবারোজন লোক; তাহাদের মধ্যে একপার্শ্বে, কাঠগড়া ঘেঁষিয়া, হরিমতী বসিয়া; তাহার দুই হাঁটুর উপর দুই হাত ও দুই হাতের উপর মুখ ন্যস্ত, মলিন দৃষ্টি ঘরের মেঝেতে সংবদ্ধ। জুরারদের মাথার উপরে দেওয়াল ঘড়িতে টং টং করিয়া ১১টা বাজিয়া গেল। জজ সাহেবের প্রবেশ ও স্বস্থানে উপবেশন; জুরার ও উকিলদের গাত্রোত্থান ও পুনরুপবেশন।

জজ (বসিতে বসিতে আসামীর দিকে তাকাইয়া)—ওরে আসামীর হাতের বেড়ী খুলে' দে বেড়ী খুলে' দে শীগগির, পেশকারবাবু আপনাকে তো অনেকদিন বলেছি আসামী আমার এ ঘরে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন হাতের বেড়ী খুলে' দেওয়া হয়…

পেশকার। আজ্ঞে হ্যাঁ, আমিও কনেস্টবলকে ‥(কনস্টেবল কর্তৃক চরণের হাতবেড়ী দূরীকরণ)

জজ। যাক জুরাররা (জুরির প্যানেলের দিকে তাকাইয়া) সব এসেছেন তো?…

পেশকার (জুরারদের দিকে তাকাইয়া) না হুজুর ফোরম্যান এখনো আসেন নি…

জজ। এ কি অন্যায় ব্যাপার এগারোটা বেজে গেল…

(ফোরম্যানের পান চিবাইতে চিবাইতে প্রবেশ ও অত্যন্ত ব্যস্তসমস্তভাবে নিজের স্থানে গিয়া উপবেশন)

পেশকার (জজের সম্মুখে এজাহার লিখিবার কাগজ রাখিয়া)—এই যে সার্,…আজ বোধ হয় কেস্ শেষ হয়ে যাবে…

জজ। গণেশবাবু, আপনার আর ক'জন সাক্ষী বাকী আছে?…

পাবলিক প্রোসেকিউটর। হুজুর আর জনা দুতিন…

জজ। ইন্দুবাবু আপনি সাফাই দিবেন নাকি?…

আসামীপক্ষের উকিল। না হুজুর সাফাই টাফাই দিব না…(আস্তে আস্তে) সাফাই দিয়ে আর কী লাভ হবে…

জজ। আচ্ছা বেশ, গণেশবাবু আপনার সাক্ষী বাকী রয়েছে কারা, পুলিশ, ডাক্তার, আর…?

গণেশ। আর নায়েব, গ্রামের জমিদারের নায়েব, তাঁর অসুখ হয়েছিল বলে' এর আগে আনা যায় নি…পেশকারবাবু, নায়েবকে ডাক দিতে বলুন…

পেশকার (সামনের ফাইল দেখিয়া)—ডাকো রামশরণ সান্যাল

আর্দালি (দরজার বাহিরে গিয়া)—রামচরণ সান…

পেশকার। আরে চরণ না চরণ না শরণ, রামশরণ সান্যাল

আর্দালি। রামচরণ সান্হাল রামচরণ সান্হাল হাজির হ্যায় রামচরণ সান্হাল…

(প্রায় ষাটবৎসর বয়স্ক পলিতকেশ নায়েব রামশরণ সান্যালের প্রবেশ; পরনে শাদা ধুতি, গায়ে উপর্যুপরি দুটি পাঞ্জাবি, ঘাড়ে ভাঁজকরা সুতীর চাদর ও গলায় কালো রঙের উলের কমফার্টার; কাঠগড়ায় উঠিয়া নমস্কার করিয়া দাঁড়াইলে—)

আর্দালি। বোলেন আমি

নায়েব। আমি

আর্দালি। নিজের নাম বোলেন

নায়েব। শ্রীরামশরণ সান্যাল

আর্দালি। এই মোকর্দমায়

নায়েব। এই মোকর্দমায়

আর্দালি। যে সাক্ষ্য দিব

নায়েব। যে সাক্ষ্য দিব

আর্দালি। তাহা সম্পূর্ণ

নায়েব। তাহা সম্পূর্ণ

আর্দালি। সত্য হইবে

নায়েব। সত্য হইবে

আর্দালি। তাহার কোন অংশ

নায়েব। তাহার কোন অংশ

আর্দালি। মিথ্যা হইবে না

নায়েব। মিথ্যা হইবে না

আর্দালি। আমি কোন কথা

নায়েব। আমি কোন কথা

আর্দালি। গোপন করিব না

নায়েব। গোপন করিব না

আর্দালি। ভগবান্ আমার

নায়েব। ভগবান্ আমার

আর্দালি। সহায় হউন

নায়েব। সহায় হউন

(আর্দালির বহির্গমন)

গণেশ (নিজ স্থানে দাঁড়াইয়া)—দেখুন রামশরণবাবু, আপনি এই হরিহরপুর জমিদার-ইস্টেটের নায়েব?···

নায়েব। আজ্ঞে হ্যাঁ···

গণেশ। কতদিন ধরে' আপনি এই নায়েবের কাজ করছেন?···

নায়েব। আজ্ঞে ত্রিশ বৎসরের উপর হবে···

গণেশ। আপনি এর পূর্বে আর কোথাও নায়েবের কাজ করেছিলেন?···

নায়েব। আজ্ঞে ঠিক নায়েবের কাজ করিনি, তবে জমিদারি-সেরেস্তায় আমি আমার সতের আঠার বৎসর বয়স থেকে কাজ করছি···

গণেশ। আপনার বয়স কত হল ?···

নায়েব। আজ্ঞে বাষট্টি তেষট্টি হবে...

গণেশ। ঘটনার দিন আপনি কখন জানতে পারলেন এই চরণদাসের বাড়ীর ব্যাপারটা ?···

নায়েব। আজ্ঞে বেলা তখন প্রায় দুটো, আমি আহারান্তে একটু শুয়েছিলাম, তন্দ্রামত এসেছিল, তখন দুতিনজন লোক গিয়ে খবর দিলে··

গণেশ। আচ্ছা আপনি আর কখনো কোথাও এরকম ঘটনা দেখেছেন, বাবা ছেলে মেরে ফেলেছে ?···

নায়েব। আজ্ঞে না···

গণেশ। ব্যাপারটা অত্যন্ত অস্বাভাবিক বলেই আপনার মনে হয়, না ?···

নায়েব। আজ্ঞে নিশ্চয়ই, তা আর বলতে···

ইন্দু বাঁড়ুজ্যে। ইওর অনার আই স্ট্রংলি অবজেক্ট টু দিস্ সর্ট অব কোশ্চেন, সাক্ষীর ওপিনিয়ন কি তা নিয়ে মাই লার্নেড ফ্রেণ্ড··

জজ। ইয়েস্ ইয়েস্ গণেশবাবু আপনার আর সাক্ষীর মতামত নিয়ে কি দরকার, আপনি ফ্যাক্টস্ যা প্রয়োজন মনে করেন তাই জিজ্ঞেস করুন···

গণেশ। আই অ্যাম্ সরি ইওর অনার, আচ্ছা নায়েবমশায়, আপনি সংবাদ পেয়ে চরণের বাড়ী গিয়েছিলেন ?···

নায়েব। আজ্ঞে হ্যাঁ গিয়েছিলাম বৈ কি···

গণেশ। আপনি কখন গেলেন এবং গিয়ে কি দেখলেন ?···

জজ। গণেশবাবু, এসব ডিটেলস্ তো অনেক সাক্ষীর কাজ থেকেই পাওয়া গিয়েছে, আর এসবের···

গণেশ। আচ্ছা সার, কিন্তু একটা পয়েণ্ট, দেখুন নায়েবমশায়, এই চরণদাস একবার তার স্ত্রী হরিমতীকে মারপিট করার জন্যে আপনাদের জমিদার তাকে ডাকিয়েছিলেন ?···

নায়েব। আজ্ঞে হ্যাঁ ডাকিয়েছিলেন··

গণেশ। জমিদারবাবু তার পর কি করেছিলেন···

নায়েব। চরণের পাঁচ টাকা জরিমানা করেছিলেন···জরিমানা ঠিক নয় গ্রামের পূজো ফাণ্ডে পাঁচটাকা জমা দিতে হুকুম করেছিলেন···

গণেশ। চরণ সে টাকা দিয়েছিল ?···

নায়েব। দিয়েছিল তিন টাকা ; বলেছিল পাঁচটাকা দেওয়ার আমার ক্ষমতা নাই···

গণেশ। তখন কি দেশে আকাল আরম্ভ হয়েছিল ?···

নায়েব। আজ্ঞে না, সে আজ কয়েক বছর আগের কথা···

গনেশ। ইত্তর অনার দ্যাট উইল ডু···(উপবেশন)

ইন্দু বাঁড়ুজ্যে (উঠিয়া দাঁড়াইয়া, পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া দেখিতে দেখিতে)—আচ্ছা দেখুন নায়েববাবু, আপনি যে বললেন চরণ যখন তার স্ত্রীকে মেরেছিল তখন আকাল-টাকাল কিছু ছিল না···

নায়েব। আজ্ঞে হ্যাঁ···

ইন্দু। অর্থাৎ তখন গ্রামের অবস্থা স্বাভাবিকই ছিল, কেমন ?···

নায়েব। আজ্ঞে হ্যাঁ, স্বাভাবিকই ছিল···

ইন্দু। আচ্ছা সেইরকম স্বাভাবিক সময়ে স্বামীতে স্ত্রীকে মারপিট করেছে এরকম ঘটনা আপনাদের জমিদারিতে আর কখনো ঘটে নি ?···

নায়েব। আজ্ঞে ঘটেছে বই কি···সে রকম ঘটনা প্রতি বৎসরই দুটো একটা ঘটে' থাকে···

ইন্দু। আর পূজা-ফাণ্ডে টাকাও জমা দেয় এই চরণের মত ?···

নায়েব। আজ্ঞে হ্যাঁ, আমাদের জমিদারবাবু জমিদারির মধ্যে বেশী ফৌজদারি মোকদ্দমা পছন্দ করেন না···

ইন্দু। যাক, ইত্তর অনার (বসিতে বসিতে) আমার আর কিছু জিজ্ঞাস্য নাই···(উপবেশন)

পেশকার (নায়েবকে লক্ষ্য করিয়া)—আচ্ছা আপনি ঐ বেঞ্চিতে গিয়ে বসুন (নায়েবের কাঠগড়া হইতে নামিয়া উকিলদের পিছনে একখানি বেঞ্চিতে উপবেশন) ডাক্তারকে ডাকো, ডাক্তার ভজহরি সেন···

আর্দালি (দরজার বাহিরে)—ডাক্তার ভজহরি সেন হাজির হ্যায় ডাক্তার ভজহরি সেন···

(কোটপ্যাণ্ট পরিহিত ডাক্তার কাঠগড়ায় উঠিয়া নমস্কার পূর্বক দাঁড়াইলে—)

আর্দালি। লেন ওথ্ লেন

(ডাক্তার কর্তৃক রেলিং হইতে ঝোলান একখানি পিচবোর্ড কাগজে লিখিত শপথ বিড় বিড় করিয়া পাঠ)

গণেশ (দাঁড়াইয়া)—দেখুন ডাক্তারবাবু, গত শ্রাবণমাসে হরিহরপুর গ্রামের চরণদাসের (আসামীর কাঠগড়ার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ পূর্বক) ছেলে, আট বছরের ছেলে, নিমাই, তার মৃতদেহ আপনি পরীক্ষা করেছিলেন ?···

ডাক্তার। আজ্ঞে হ্যাঁ করেছিলাম···

গণেশ। আপনি আপনার রিপোর্টে বলেছেন যে মৃত্যু আঘাতের সঙ্গে সঙ্গেই ঘটেছিল···

ডাক্তার। আজ্ঞে হ্যাঁ···

গণেশ। আচ্ছা আঘাতটা কী রকমের হয়েছিল বুঝিয়ে বলুন তো··· আপনার রিপোর্টটা দেখুন···

ডাক্তার (রিপোর্ট পড়িতে পড়িতে)—আঘাতটা মাথার উপরেই হয়েছিল এবং এত জোরে হয়েছিল যে ইণ্টারন্যাল্ হেমরহেজ্ হয় ও নাক দিয়ে রক্ত পড়ে ও শকের দরুণ হৃদ্‌যন্ত্রের কাজ বন্ধ হয়ে যায়···

গণেশ। ইওর অনার, এই একটি কথাই আমার জিজ্ঞাসা করার ছিল (উপবেশন)

ইন্দু (দাঁড়াইয়া)—দেখুন ডাক্তারবাবু, আঘাতটা কিসের দ্বারা করা হয়েছিল সে সম্বন্ধে আপনি পরিষ্কার করে' কিছু লেখেন নি রিপোর্টে···মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ে' সে রকম আঘাত হওয়া সম্ভব কিনা বলুন দেখি···

ডাক্তার। সম্ভাবনা কম, কারণ মাটির মেঝে নরম, মেঝের উপর শক্ত কোন জিনিষ ছিল এরকম কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, মাথার চামড়া থেঁতলে যাওয়ারও কোন চিহ্ন ছিল না, কিন্তু আঘাত যে মাথাতেই হয়েছিল তার কোন সন্দেহ নাই, কারণ নাক দিয়ে রক্ত পড়েছিল···

ইন্দু (ডাক্তারের মুখের দিকে তাকাইয়া একটু চুপ করিয়া থাকিলে—)

জজ। আর কি কোন কথা আছে ইন্দুবাবু ?···

ইন্দু। এই সার জাস্ট ওয়ান্ ওয়ার্ড্, দেখুন ডাক্তারবাবু, মৃত ছেলেটির হার্টের কণ্ডিসন্ কেমন ছিল দেখেছিলেন ?··

ডাক্তার। খুব দুর্বল, ডিউ টু ম্যাল্‌নিউট্রিসন্···

ইন্দু। দ্যাট্‌স্ অল্ ইওর অনার···

(উপবেশন; ডাক্তারের পুনরায় নমস্কারপূর্বক কাঠগড়া হইতে অবতরণ ও পেশকারের নিকট মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া খুব আস্তে আস্তে দুচারটি কথা বলিয়া বহির্গমন)

পেশকার। এই, দারোগাকে ডাকো, দারোগা কালীকিঙ্কর ঘোষ··

আর্দালি (দরজার বাহিরে)—কালীকিঙ্কর ঘোষ হাজির হ্যায় কালীকিঙ্কর ঘোষ···

(সরকারী খাঁকি পোষাকে দারোগার প্রবেশ ও টুপিবগলে জজকে স্যালুটপূর্বক দাঁড়াইয়া বিড় বিড় করিয়া শপথ পাঠ)

গণেশ (দাঁড়াইয়া)—দেখুন দারোগাবাবু, আপনার কত বৎসর সার্ভিস হ'ল ?···

দারেগা। আজ্ঞে সতের আঠার বৎসর হবে···

গণেশ। এই আঠার বৎসরের মধ্যে বাপে ছেলে মেরে ফেলেছে চড় দিয়ে এরকম কেস্ আপনি ক'টা দেখেছেন ?···

দারোগা। এই একটাই সার্, এর আগে আমি এরকম কেস্ আর দেখিনি···

ইন্দু। ইওর অনার, আই স্ট্রংলি অবজেকট টু মাই লার্নেড ফ্রেণ্ডস্ কোশ্চেন, হি ইজ্ টেকিং ফর গ্র্যাণ্টেড্ দ্যাট্ দি অ্যাকিউজ্ড্ ইজ্ গিল্টি···

গণেশ। নো ইওর অনার, আই হ্যাভ্ মেড্ এ জেনার‍্যাল স্টেট্‌মেণ্ট ওনলি, ইট্ ইজ্ ওনলি এ জেনার‍্যাল কোশ্চেন সার্···

জজ। ইন্ এনি কেস্ দি কোশ্চেন ইজ্ নট্ ইরেলেভ্যাণ্ট্ ইন্দুবাবু, গো অন্···একটু তাড়াতাড়ি করুন আপনারা, আজকে আমি এ কেস শেষ করতে চাই···

গণেশ। আপনি চরণদাসকে অ্যারেস্ট করেন কোথায় ও কখন ?··

দারোগা। চরণদাসের বাড়ীতেই অ্যারেস্ট করি তখন বেলা প্রায় তিনটে···

গণেশ। অ্যারেস্ট করার সময় সে কি রকম ব্যবহার করেছিল, আপনাকে কোনরকম বাধা দিয়েছিল ?···

দারোগা। বাধা কিছু দ্যায় নি, একবার হাসছিল একবার কাঁদছিল, হাসছিল না কাঁদছিল তাও বলা কঠিন, ঠিক যেন পাগলের মত···

গণেশ। পাগলের মত ? কতক্ষণ সেরকম করেছিল ?···

দারোগা। যতক্ষণ বাড়ীর ভিতর ছিল···

গণেশ। তারপর ? রাস্তায় বেরিয়ে ?···

দারোগা। রাস্তায় বেরানর পর একবারে চুপ করে' গিয়েছিল, বোবার মত·

গণেশ। ও···আচ্ছা, হ্যাট্ উইল ডু ইওর অনার···

(উপবেশন)

ইন্দু (দাঁড়াইয়া)—দেখুন, আপনার সার্ভিস আঠার বৎসর হ'ল বললেন না?···

দারোগা। আজ্ঞে হ্যাঁ···

ইন্দু। আপনার বয়স কত হ'ল?···

দারোগা। প্রায় চল্লিশ···

ইন্দু। এই বয়সের মধ্যে আপনি আর কখনো এইবারকার মত দুর্ভিক্ষ দেখেছেন, যখন মানুষ দিনের পর দিন গাছের পাতা সিদ্ধ করে' খেয়েছে?···

দারোগা। আজ্ঞে না; তা দেখিনি···

ইন্দু। হ্যাট্স্ অল ইওর অনার···(উপবেশন)

(দারোগার নমস্কারান্তে কাঠগড়া হইতে নামিয়া পেশকারকে খুব আস্তে আস্তে কয়েকটি কথা বলিয়া বহির্গমন)

জজ (সামনের কাগজপত্রের উপর পাথর চাপা দিয়া)—গণেশবাবু আপনি তা হ'লে আরম্ভ করুন···

গণেশ। সার্ রিসেস্-এর পর আরম্ভ করলে ভাল হ'ত না? রিসেস্-এর আগে তো সব শেষ করতে পারবেন না···

জজ। আপনার অ্যাড্ড্রেসটা শেষ করে' নিন না, এই তো সবে একটা, রিসেস্-এর পর ইন্দুবাবু আরম্ভ করবেন···

গণেশ। আচ্ছা সার্ (কাগজপত্র সামনের ফাইলে গুছাইয়া রাখিয়া দেওয়ালঘড়ির দিকে কয়েক সেকেণ্ড তাকাইয়া থাকিবার পর)—ইওর অনার, জুরিপতি ও জুরার মহোদয়গণ, এই যে কেসটায় এ ক'দিন ধরে' আপনারা সাক্ষীদের জবানবন্দি শুনে' এলেন, এ কেসটা বড়ই শোকাবহ তাতে সন্দেহ নাই; একটি ক্ষুধার্ত দুর্বল আটবৎসরের শিশু মারা গিয়েছে এবং মারা গিয়েছে তার পিতার হাতের আঘাতে, তা অস্বীকার করার উপায় নাই। জুরিপতি ও জুরারমহোদয়গণ, আপনারা সকলে অভিজ্ঞ ব্যক্তি, আপনারা স্থিরভাবে চিন্তা করে' দেখবেন, যে অবস্থার মধ্যে এই শোকাবহ ঘটনা ঘটেছে, সে অবস্থাতেও

এরকম ঘটনা ঘটা উচিত হয়েছে কিনা। আজ কিছু দিন থেকে দেশে করাল দুর্ভিক্ষের ছায়া পড়েছে, অনেক লোকেরই পেটে একবেলাও অন্ন জুটছে না; অনেকে দিনের পর দিন শাকপাতা খেয়ে জীবনধারণ করছে তাও সত্য; কিন্তু দেশের এই সর্বগ্রাসী অভাবের দিনে আমাদের কী ভাবে চলা উচিত? সাধারণ সময়ে যে ভাবে চলে' থাকি তার চেয়ে অধিকতর সাবধানতার সঙ্গে, অধিকতর, বহুগুণ অধিকতর ধীরতা ও স্থিরতার সঙ্গে চিন্তা করে' চলতে হবে; যাঁরা পরিবারের মাথা, অভিভাবক, যাঁদের উপর সমস্ত পরিবারের মঙ্গলামঙ্গল সব সময়েই নির্ভর করে' থাকে, এই দেশব্যাপী মহাদুর্ভিক্ষের সময়ে তাঁদের দায়িত্ব শতগুণ বর্ধিত হয়েছে; নিজে না খেয়ে ছেলেমেয়েদের খাওয়াতে হবে, তা অবশ্য সকলেই খাওয়াচ্ছেন; কিন্তু তাতেই আমাদের কর্তব্যের শেষ হ'ল না; খেতে দিতে যদি না-ও পারি দুদিন, তবু শান্তভাবে, এ অবস্থাতেও স্নেহ ও সহানুভূতি দিয়ে, ছেলেমেয়েদেরকে, বিশেষতঃ শিশুদেরকে, এই দুর্ভিক্ষের কবল থেকে বাঁচিয়ে বর্তমান সঙ্কট পার হয়ে যেতে হবে; চিন্তার সাম্য, মেণ্টাল ব্যালান্স, হারা'লে চলবে না; ক্রোধের নিকট আত্মসমর্পণ করলে চলবে না; চিন্তাহীন শিশু:যারা, যারা প্রাচুর্যের সময়ে, সুখের সময়েও, আব্দারে অত্যাচারে মাতাপিতাকে অতিষ্ঠ, উত্যক্ত করে' তুলে, তারা তো এই অভাব ও কষ্টের দিনে, দিবারাত্রব্যাপী ক্ষুধার জ্বালায়, অভিভাবকের জীবন অতিষ্ঠ করে' তুলবেই; তাতে অভিভাবকের ক্রুদ্ধ হ'লে চলবে কেন? আমরা, অভিভাবকরাও, যদি পদে পদে ধৈর্য হারাই, তবে শিশুদের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য থাকলো কোথায়? ভগবান্ আমাদেরকে অভিভাবকের দায়িত্ব দিয়েছেন কেন? পশুপাখীদের মধ্যেও দেখতে পাই পিতামাতা ঝড়বৃষ্টির সময় নিজের প্রাণ বিপন্ন করে' শাবকগুলিকে ক্রোড়ের মধ্যে, পক্ষপুটের মধ্যে, টেনে নেয়। বিপদের সময় অধৈর্য ও ক্রোধকে কঠোরভাবে দমন করে' অসহায় চিন্তাহীন শিশুদেরকে বুকের মধ্যে টেনে নেওয়া,—এই তো পিতামাতার কর্তব্য, ভগবানের দেওয়া দায়িত্ব; বিপদের সময় যাদেরকে রক্ষা করা উচিত, আত্মসংযম হারিয়ে যদি তাদেরকে আঘাত করি তবে তার ফল হবে কী? জুরিপতি ও জুরারমহোদয়গণ, আপনাদেরকে জীবনের কর্তব্য সম্বন্ধে বক্তৃতা শোনানোর ধৃষ্টতা আমার নাই, আমি শুধু এইটুকু বলবো যে আত্মসংযমের অভাব এবং ক্রোধই সমাজে যত অনর্থের মূল; দীর্ঘ-অভিজ্ঞতার ফলে আমার এই শিক্ষা হয়েছে যে ক্ষণিক প্রমাদ বশতঃ আত্মশাসন,

আত্মকর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলার ফলেই খুনজখম নরহত্যার অধিকাংশ ঘটে' থাকে। পিতামাতা যদি ক্রোধে আত্মহারা হয়ে বুদ্ধিহীন শিশুকে আঘাত করে তবে শিশুরা দাঁড়াবে কোথায়? আর শুধু শিশুই বা কেন—ক্রুদ্ধ পিতা শিশুকে হত্যা করবে, ক্রুদ্ধ স্বামী স্ত্রীকে হত্যা করবে এবং শেষে নিজেকে হত্যা করবে, সমাজ জঙ্গলে পরিণত হবে; কাজেই সমাজকে রক্ষা করতে হ'লে ক্রোধের শাস্তি অনিবার্য; পিতা পুত্রের পবিত্র সম্বন্ধ ক্রোধের বশে ছিন্ন হয়েছে, পিতা পুত্রকে হত্যা করেছে; আজ যদি আপনারা এই অপরাধের উপযুক্ত শাস্তি না দেন, তবে দেখবেন অদূরভবিষ্যতে আরো কত স্থানে এইভাবে পিতার হাতে পুত্রের প্রাণ যায়, কত গৃহে অপমৃত্যুর তাণ্ডবলীলা সংঘটিত হয়; অন্নাভাবে দেশের ঘরে ঘরে আর্তনাদ উঠেছে, এই অভাবের আর্তনাদের সঙ্গে যেন অপমৃত্যুর আর্তনাদ না উঠে আপনাদেরকে তা দেখতে হবে; জুরির আসনে বসে' আপনাদের দায়িত্ব গুরতর; আপনাদের মনে রাখতে হবে আইন ব্যক্তিগত সম্পর্কের কোন মূল্য দেয় না, দিতে পারে না; যেহেতু এখানে অপরাধী পিতা, অতএব পুত্রের প্রতি নৃশংস ব্যবহারে তাকে ক্ষমা করতে হবে, তা হতেই পারে না, পিতাপুত্রের সম্বন্ধ আপনারা ভুলে' যান, ভুলে' ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্যে, সমাজের সর্বসাধারণের মঙ্গলের জন্যে, অপরাধের উপযুক্ত শাস্তি দিবেন, ইহাই আপনাদের নিকট আশা করি।

(কপাল মুছিতে মুছিতে উপবেশন)

জজ। ইন্দুবাবু ··

ইন্দু। সার্ রিসেসের পর···

জজ। আচ্ছা বেশ (জুরারদের দিকে চাহিয়া) আপনারা তবে আধঘণ্টা পরে আবার আসবেন, আর দেখবেন বাইরে এ সম্বন্ধে কোন আলোচনা করবেন না···

(বেলা দেড়টা; একমিনিটের জন্য যবনিকাপাত; যবনিকা উঠিলে ঘড়িতে টং টং করিয়া দুটা বাজিল; জজ, জুরি, উকিল, পেশকার সকলে নিজ নিজ স্থানে উপবিষ্ট)

জজ। ইন্দুবাবু আরম্ভ করুন···

ইন্দু। ইয়েস্ সার্ (নিজস্থানে দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ দেওয়াল ঘড়ির দিকে তাকাইয়া থাকিয়া) ইওর অনার, জুরিপতি ও জুরার মহোদয়গণ, পিতামাতার

সঙ্গে সন্তানের সম্পর্ক জগতের সর্বজাতির সমাজে একটি পবিত্রতম, মধুরতম, সম্পর্ক ; এই সম্পর্কের ভিত্তি একদিকে শাসন, অপরদিকে স্নেহ ও ভালবাসা। স্নেহ, ভালবাসা ও শাসনের এই চিরন্তন সংমিশ্রণ মানবজীবনের এক অপূর্ব মহিমময় জিনিষ ; সন্তানের মঙ্গলার্থে পিতামাতা তাকে শাসন করেন, প্রয়োজন হ'লে রূঢ়হস্তে শাসন করেন, কিন্তু এই শাসনের পিছনে সন্তানের মঙ্গলকামনা, স্নেহসিক্ত, ভালবাসায় সঞ্জীবিত মঙ্গলকামনা, সর্বদাই লুক্কায়িত থাকে, শুষ্ক বালুরাশির নীচে ফল্গুর শীতল ধারার মতো। প্রকৃত পক্ষে যে শাসনকে রূঢ়, নিষ্ঠুর বলে' মনে হয়, সেই শাসনেরও মূল উৎস নিঃস্বার্থ স্নেহ; প্রশ্ন হচ্ছে এই, সন্তানের সঙ্গে বিরোধে পিতামাতার বিচার করার সময় আমরা তাঁদের শাসনমূলক রূঢ়তাকে প্রধান স্থান দিব, না তাঁদের অন্তরের মধ্যে অবিরত, অন্তহীন ধারায় প্রবাহিত সেই স্নেহভালবাসাকে প্রধান স্থান দিব ? দৈনন্দিন জীবনের সমস্যাসঙ্কুল ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে, বিশেষতঃ বর্তমানের সর্বগ্রাসী দুর্ভিক্ষ ও দেশব্যাপী অন্নাভাবের মধ্যে, পিতামাতার সেই চিরন্তন বাৎসল্যধারা যদি ক্ষণকালের জন্য ব্যাঘাতপ্রাপ্ত হয়, সন্তানের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষাতেই সে আঘাত, পিতামাতার নিজ স্বার্থের জন্য নয়,—যদি এই দিবারাত্রি দুশ্চিন্তায়, কী করে' সন্তানের মুখে একমুষ্টি আহার যোগাব এই চিন্তায়, অনশনক্লিষ্ট অসহায় পিতা ক্ষণকালের জন্য মানসিক সাম্য হারিয়ে সন্তানকে একটা আঘাত করে, তবে সেই আঘাতটাকেই কি আমরা বড় করে' দেখবো ? আমার বন্ধু দি লার্নেড্ পাবলিক প্রোসে-কিউটার আপনাদেরকে আত্মসংযম, আত্মশাসন, ক্রোধদমন ইত্যাদি সম্পর্কে অনেক বড় বড় কথা শুনিয়েছেন ; ক্রোধ যে সমাজের এক প্রধানতম শত্রু তাতে কোনই সন্দেহ নাই, কিন্তু অবস্থাবিশেষে এই শত্রু যে আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই দেখা দেয়, তা-ও তো অস্বীকার করার উপায় নাই ; দৈনন্দিন জীবনের পবিত্রধারা যে এই ক্রোধের সংস্পর্শে এসে মধ্যে মধ্যে দূষিত, বিষাক্ত হয় তা আমরা কে না জানি ; সেই বিষাক্ত সংস্পর্শের মুহূর্তে স্নেহময় পিতা যদি ক্ষণেকের জন্য আত্মবিস্মৃত হয়ে সন্তানকে একটা আঘাত করেন তবে সেই আঘাতটাই কি পিতাপুত্রের পবিত্র সম্পর্কের মধ্যে সবচেয়ে বড় জিনিষ, বড় সত্য হবে ? ক্রোধ দেখা দেয় ক্ষণেকের জন্য, আবার দূরীভূত হয়ে যায়, জীবনের স্নেহময় ধারা যেমনকার তেমনি চলতে থাকে; নদীর নিত্যপ্রবাহিত ধারায় কত বিষাক্ত আবর্জনা পতিত হয়, কিন্তু সেজন্য নদীর জল সমস্তই

বিষাক্ত হয়ে যায় না, তার উৎস বরাবরই নির্মল, পবিত্র থেকে যায়। একটা আঘাতের জন্য পিতা সন্তানের শত্রু হয়ে দাঁড়াবে, তাকে শত্রুর শাস্তি দিতে হবে, এ কি সম্ভব? শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিন থেকে মাতা পিতা তার মঙ্গলের জন্য দিন দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, কত কষ্ট সহ্য করেন, নিজেরা অনাহারে, অর্ধাহারে থেকে শিশুকে মানুষ করে' তোলেন, তা কি আমরা ভুলেই যাব? এইযে চরণদাস, বৎসরের পর বৎসর নিজ বাহুবলে চাষবাস করে' সচ্ছলভাবে পরিবার পালন করে' এসেছে, জমিতে তার প্রয়োজনের বেশী ধান হ'ত, গোয়ালে তার পাঁচছটি গরু, পর্যাপ্ত পরিমাণ দুধ হত, এই চরণদাস অভাবের তাড়নায়, সন্তানের একমুষ্টি অন্নের জন্য, ভিক্ষায় বেরিয়েছিল, ইয়েস ইওর অনার, ভিক্ষায় বেরিয়েছিল, দুয়ারে দুয়ারে ফিরেছে একমুষ্টি চালের জন্য ঐ শিশুটিকে খাওয়াবে বলে', এই কি শিশু-হত্যার অপরাধী? ইওর অনার, জুরিপতি ও জুরার মহোদয়গণ, মানুষমাত্রেরই ভুল হয়ে থাকে, টু এর্ ইজ হিউম্যান, কিন্তু ভুল করা হ'ল জীবনের ব্যতিক্রম, এক্সেপসন, রুল নয়, আমরা বিচার করবো কি এক্সেপসেন দিয়ে, না রুল দিয়ে? আপনাদেরকে আমি এই কনেকসনে রবীন্দ্রনাথের 'দেবতার গ্রাস' কবিতাটি স্মরণ করতে অনুরোধ করছি—গ্রাম্য রমণী মোক্ষদা গ্রামের প্রাচীন ব্রাহ্মণ মৈত্র মহাশয়ের সঙ্গে সাগরস্নানে যাবে, কিন্তু নৌকায় স্থানাভাব, কোথায় তার স্থান হবে? পুণ্যলোভাতুরা বিধবা ব্রাহ্মণের পায়ে ধরে' কোনরকমে নিজের জন্য একটু স্থান করে' নিল বটে, কিন্তু তার একমাত্র সন্তান রাখালের স্থান হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই, তাকে সাগরসঙ্গমে যাতায়াতের দুটি মাস মাকে ছেড়ে গ্রামেই থাকতে হবে তার মাসী অন্নদার কাছে; এই মাসীর স্তন্যপান করেই রাখাল শৈশবে মানুষ হয়েছিল, কারণ মোক্ষদা তখন রোগশয্যায়; কাজেই অন্নদার কাছে রাখালকে রেখে যেতে মোক্ষদার কোন চিন্তা নাই; কিন্তু দুরন্ত, আবদেরে বালক রাখাল সাগরস্নানে যাবেই; তাকে নৌকা থেকে নামানো দুরূহ ব্যাপার, সে নৌকা আঁকড়ে ধরে' নৌকার উপর পড়ে' থাকলো; মৈত্র মহাশয় অবশেষে সম্মত হ'লেন রাখালকেও একটু স্থান দিতে; কিন্তু সন্তানের জন্য এইভাবে অপদস্থ হয়ে মোক্ষদা রেগে বললো, 'চল্ তোরে দিয়ে আসি সাগরের জলে'। এই অলক্ষুণে কথা নিজ কানে যাওয়ামাত্রই মোক্ষদার বুক কেঁপে উঠলো; নারায়ণ স্মরণ করে' সে সন্তানকে কোলে তুলে' নিল, মৈত্র মহাশয় তাকে একপাশে ডেকে চুপি চুপি বললেন,

'ছি ছি ছি এমন কথাও বলে'। যাক, নৌকা ছাড়লো, নির্বিঘ্নে সাগরসঙ্গমে পৌঁছালো, নির্বিঘ্নে স্নানও হয়ে গেল; ফিরবার পথে নৌকা রূপনারায়ণ নদীর মুখের অনতিদূরে জোয়ারের অপেক্ষায় বাঁধা; সূর্যাস্তের কিছু পূর্বে জোয়ার আসার সঙ্গে সঙ্গে নৌকা ছাড়লো; দীর্ঘদিন চতুর্দিকে জল আর জল দেখে দেখে রাখাল গ্রামে ফিরবার জন্য ব্যস্ত, চঞ্চল; মৈত্রমহাশয়কে আকুল চিত্তে জিজ্ঞাসা করে, দেশে পৌঁছিতে আর কতদিন বাকী। নৌকা ছাড়লো, কিন্তু কিছুদূর যেতে না যেতেই উত্তুরে ঝড় প্রচণ্ডবেগে এসে নদীবুকে প্রলয়তাণ্ডব আরম্ভ করলো; নৌকা বুঝি বাঁচানো যায় না; মাঝিরা বলে' উঠলো, "বাবার কাছে মানত করে' মানতের জিনিষ ফিরিয়ে নিয়ে যায় কে—মানত রক্ষা করো, দেবতার সঙ্গে খেলা করো' না"; কেহ টাকা, কেহ বস্ত্র, যার যা ছিল জলে ফেলে দিল; কিন্তু তবু ঝড় থামে না, নদীর ক্ষিপ্ত তরঙ্গভঙ্গের বিরাম নাই; তখন মৈত্র মহাশয় মোক্ষদাকে লক্ষ্য করে' বলে' উঠলেন, 'এই রমণী আপন ছেলে দেবতাকে অর্পণ করে' পুনরায় নিয়ে যায়, চোরের মতন'। যাত্রীরা সকলে চীৎকার করলো, 'দাও ওর ছেলেকে জলে ফেলে'; মোক্ষদা ভীত সন্ত্রস্তভাবে রাখালকে বুকে টেনে নিল; কিন্তু ক্রুদ্ধ যাত্রীদল ও ক্রুদ্ধ মৈত্রমহাশয়ের বিক্ষোভের সম্মুখে মোক্ষদার মাতৃস্নেহ পরাভূত হ'ল। মোক্ষদা অসহায়ভাবে 'দাদাঠাকুর রক্ষা করো' বলে' সন্তানের প্রাণভিক্ষা করলে মৈত্র-মশায় তারস্বরে উত্তর দিলেন, 'পুত্রকে দেবতার কাছে বলি দিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিস্, আমি তোকে রক্ষা করবো কী করে'?'···জুরিপতি ও জুরার-মহাশয়গণ, মোক্ষদা যাত্রারম্ভে ক্রোধের বশে বলেছিল বটে, 'দস্যু ছেলে, চল তোকে সাগরের জলে দিয়ে আসি', কিন্তু সেই কথা কি তার অন্তরের কথা? আমরা কি সেই কথা দিয়েই মোক্ষদার মাতৃস্নেহের বিচার করবো? সে যে আশৈশব রাখালকে হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ দিয়ে মানুষ করেছিল তা কি একেবারেই ভুলে' যাব? এই কথা তার জিহ্বা যখন উচ্চারণ করে, তখন তার অন্তর ছিল কোথায়? কোন্‌টা সত্য, তার ক্ষণের আত্মবিস্মৃত ক্রোধ, না তার চিরন্তন মাতৃস্নেহ? মোক্ষদার সেই সঙ্কটসময়ের অন্তরের কথাকটি আমি আপনাদেরকে কবির ভাষাতেই শুনাবো (পকেট হইতে একটুকরা কাগজ বাহির করিয়া)—

"অতি মূর্খ নারী আমি,
কী বলেছি রোষবশে—ওগো অন্তর্যামী,

সেই সত্য হল ? সে যে মিথ্যা কতদূর
তখনি শুনে কি তুমি বোঝনি ঠাকুর।
শুধু কি মুখের বাক্য শুনেছ দেবতা।
শোন নি কি জননীর অন্তরের কথা।"

গণেশ (দাঁড়াইয়া)—উইথ্ ইওর পারমিশান সার্, আদালতের বিচারের মধ্যে কবির কল্পনা, কবির রোমান্টিক্ ভাবোচ্ছ্বাস নিয়ে এসে জুরিকে ইনফ্লুয়েন্স করার চেস্টায় আমি সিরিয়াস্ অবজেক্শন করছি (উপবেশন)।

ইন্দু। ইওর অনার, জুরারদেরকে অন্যায়ভাবে ইনফ্লুয়েন্স করার কোন চেষ্টা আমি করিনি; আমি আমার লার্নেড্ ফ্রেণ্ডকে শুধু এই কথাটা বলতে চাই যে কবির মুখ দিয়ে যে সত্য বেরিয়েছে তা শাশ্বত চিরন্তন সত্য, আমাদের এই সওয়াল জবাব কথা-কাটাকাটি দিয়ে যে সত্য পাওয়া যায় তার অনেক উর্ধ্বে সে সত্যের স্থান···যাক আমি আর একটি কথা বলে' আমার বক্তব্য শেষ করবো···রাখালকে তো দাঁড়িমাঝি যাত্রী সকলে মিলে' জোর করে' ধরে' নদীগর্ভে ফেলে দিল, তার ক্ষুদ্র অসহায় জীবনের শেষ হয়ে গেল; কিন্তু তার এই অকালমৃত্যুর কারণ কি মোক্ষদার ঐ মুহূর্তের ক্রোধ-বাক্য, 'চল তোকে দিয়ে আসি সাগরের জলে'? মোক্ষদা কি সন্তানহত্যার অপরাধে অপরাধী? তেমনি আপনাদেরকে আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, ক্ষণেকের আত্মবিস্মৃতির দরুণ চরণদাস যে তার সন্তানের গালে একটা চড় দিয়েছিল, সেইজন্য কি সে সন্তানহত্যার অপরাধে অপরাধী? এই চড়ের দায়িত্ব চরণের মাংসপেশী ও শিরাসমূহের, এর সঙ্গে তার মস্তিষ্ক বা হৃদয়ের কোনই সম্পর্ক ছিল না; মোক্ষদার আত্মবিস্মৃতি ও চরণের আত্মবিস্মৃতি সম্পূর্ণ একবস্তু, এ আত্মবিস্মৃতি একান্তই বাহিরের জিনিষ, তাদের জীবনকে মুহূর্তের জন্যও স্পর্শ বা কলুষিত করে নি; তারা ভগবানের বিচারাসনের সম্মুখে সম্পূর্ণ নিরপরাধ; আমার আশা, আপনাদের নিকট আমার সনির্বন্ধ প্রার্থনা, আপনাদের বিচারাসনের সম্মুখেও যেন চরণদাস নিরপরাধ বলে' গণ্য হয়; অভূতপূর্ব অবস্থাবিপর্যয় বিবেচনা করে', প্রকৃত সত্যের খাতিরে, মাতা-পিতার সঙ্গে সন্তানের চিরন্তন পবিত্র সম্বন্ধের খাতিরে, আপনারা এই ভাগ্যহীন পিতাকে নির্দোষ বলে' ক্ষমা করবেন এই আমার শেষ কথা···

(রুমাল দিয়া কপাল মুছিতে মুছিতে উপবেশন)

জজ (আসামীর প্রতি)—তোমার কিছু বলার আছে? কিছু বলতে চাও?...

চরণ। না হুজুর আমার কিছু বলার নাই, আমি নির্দোষ, তবে আমি আমার নিমাইকে (চোখ মুছিতে মুছিতে) মেরেছি, আমি আর বাঁচতে চাই না, আমাকে ফাঁসি দেন (ক্রন্দন)...

জজ। আচ্ছা আচ্ছা, থামো থামো, (একটু চুপ করিয়া থাকিয়া) ফোরম্যান্ অ্যাণ্ড মেম্বার্স্ অব্ দি জুরি, আপনারা সরকার পক্ষের উকিল এবং আসামী পক্ষের উকিল, দুজনেরই বক্তৃতা শুনেছেন; দুজনেই বেশ পরিষ্কারভাবে নিজ নিজ বক্তব্য বলেছেন, কাজেই আমার আর খুব বেশী কথা বলবার নাই; আমি মাত্র দুতিনটি বিষয়ের দিকে আপনাদের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করবো। প্রথমতঃ মানবসমাজে একজনার সঙ্গে আর একজনার সম্পর্ক শুধু বা মুখ্যতঃ ব্যক্তিগত সম্পর্কই নয়, মুখ্যতঃ সে সম্পর্কটি সামাজিক; প্রতিবেশীর সঙ্গে প্রতিবেশীর, বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুর, স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর, পিতামাতার সঙ্গে সন্তানের সম্পর্ক মুখ্যতঃ সামাজিক সম্পর্ক; স্বামী স্ত্রীকে ভালবাসেন বা পিতামাতা সন্তানকে স্নেহ করেন, সেজন্য স্বামী বা পিতামাতা বিশেষ কোন প্রশংসা বা সুবিধার দাবী করতে পারেন না; স্বামী স্ত্রীকে ভালবাসবেন বা পিতামাতা সন্তানকে স্নেহ করবেন এটা বিধাতৃনির্দিষ্ট নিয়ম, যেমন সূর্য চন্দ্র আলো দিবে, মেঘ বৃষ্টি দিবে, আকাশ বা মহাশূন্য বায়ু দিবে, এসবই বিধাতৃ-নির্দিষ্ট নিয়ম; বিধাতার আশীর্বাদ সাধু ও অসাধুর উপর, ধনী ও দরিদ্রের উপর, ক্ষুদ্র ও বৃহতের উপর, সমান বর্ষিত হয়, অসাধু বা দরিদ্র বা ক্ষুদ্র যারা তারা নিজ নিজ কর্তব্য পালন করুক বা না করুক তাতে কিছুই যায় আসে না; তেমনি সন্তান, বিশেষতঃ চিন্তাহীন, দায়িত্বজ্ঞানহীন, অপোগণ্ড শিশু, যতই অন্যায় ব্যবহার করুক না কেন, তাতে সন্তানের প্রতি পিতামাতার দায়িত্ব বিন্দুমাত্র কমে না; দারিদ্র্য, অভাব, দুর্ভিক্ষ, যতই পিতামাতাকে নিষ্পেষিত করুক না কেন, ক্ষুধার্ত সন্তান তাঁদের কাছে আহার চাইবেই এবং সে আহার যোগা'তে তাঁরা বাধ্য; শুধু সন্তান কেন, সামাজিক প্রথা ও দেশের আইন অনুসারে যারা পোষ্য, তাদের অন্নবস্ত্র যোগানো অবশ্যপালনীয় কর্তব্য তাতে সন্দেহ নাই; মহামুনি বাল্মিকীর কাহিনী আপনাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া আমার প্রয়োজন হবে না; শুধু এইটুকুই আমাদের ভুললে চলবে না যে নিজ নিজ পরিবার পালনের জন্য লোককে চুরি ডাকাতিও করতে হয়, যদিও চুরি

এবং ডাকাতি দুই-ই আইনে দণ্ডনীয় অপরাধ ; কাজেই চরণদাস, বর্ধিষ্ণু গৃহস্থ চরণদাস, দুর্ভিক্ষের দিনে ক্ষুধার্ত অপোগণ্ড শিশুর আহারের জন্য ভিক্ষায় বেরিয়েছিল—যে কথাটা আসামীপক্ষের উকিল খুব জোরের সঙ্গে আপনাদের দৃষ্টিগোচর করেছেন—এটা খুব আশ্চর্য হওয়ার ব্যাপার নয়; সে ভিক্ষায় বেরিয়ে তার কর্তব্যই করেছিল ; কিন্তু একটা কর্তব্য করছি বলে' আমি একটা অন্যায় করার অধিকার পাবো তা নয় ; সন্তানের জন্য ভিক্ষায় বেরিয়েছি বলে' সন্তানকে মারাত্মকভাবে আঘাত করার অধিকার আমার নাই ; সঙ্কট-কালে, বিশেষতঃ দেশব্যাপী সঙ্কটের সময়, মস্তিষ্ক স্থির রেখে, ধীর সংযতভাবে কাজ করা, সেই তো হ'ল প্রকৃত মানুষের লক্ষণ ; ক্রোধোন্মত্ত হয়ে বিপদকে ঘোরতর করে' তোলা, এতো মানুষের কাজ নয় ; ব্যক্তিগত সম্পর্কের দোহাই দিয়ে অন্যায়কারী পিতা আইনের কাছ থেকে অব্যাহতি পাবে তা হ'তে পারে না ; আইনের কাছে সকলেই সমান, এখানে মানুষে মানুষে কোন পার্থক্য নাই। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এই, পিতামাতার সঙ্গে সন্তানের পবিত্র সম্পর্কের দোহাই দিয়ে, সন্তানের জন্য পিতামাতা কত কষ্ট সহ্য করেন তারই দোহাই দিয়ে, আজ যদি আপনারা একটি শিশুর মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করেন, তবে কাল যদি আর একটি শিশুর এইরূপ অপমৃত্যু হয় তখন কী করবেন ? সন্তানের জীবন শেষ করার জন্য, সে ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক, তা হ'লে কি পিতামাতার কখনই শাস্তি হবে না ? অসম্ভব কথা—আমি সে রকম অবস্থা কল্পনাও করতে পারি না ; শিশুদের, ধনী দরিদ্র শিক্ষিত মূর্খ নির্বিশেষে সমস্ত পরিবারের সকল শিশুর রক্ষার ও মঙ্গলের জন্য অপরাধী অভিভাবকের শাস্তি একান্ত আবশ্যক তা নিঃসন্দেহ। তৃতীয়তঃ শুধু শিশুদের কথা নয়, সর্বসাধারণের মঙ্গলের জন্য, সমাজকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য, আইনের প্রভাব, বিচারের গতি, অব্যাহত থাকা প্রয়োজন ; ব্যক্তিগত সম্পর্কের খাতিরে যদি বিচারের গতি বাধাপ্রাপ্ত হয়, অপরাধের শাস্তি না হয়, তা হ'লে তার বিষময় ফল যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা একবার ভেবে দেখবেন ; যে কোন কারণেই হোক, অপরাধের শাস্তি হয় না দেখলে পরে সমাজের মধ্যে চতুর্দিকে অপরাধের সংখ্যা বেড়েই চলবে, সরকারী উকিল যে বলেছেন সমাজ জঙ্গলে পরিণত হবে, সত্যই তাই হবে ; একজন সম্পর্কহীন লোক কোন শিশুকে মারাত্মকভাবে আঘাত করলে তার যে শাস্তি অনিবার্য সে বিষয়ে আপনাদের মনে কোন সন্দেহই জাগে না ; এক্ষেত্রেও কোন সন্দেহ জাগার অবসর নাই ; আসামী গুরুতর আঘাত

করার অপরাধে অপরাধী কিনা আপনারা শুধু সেটাই স্থির করে' আমাকে বলবেন; আপনাদের বিবেচনায় আসামী দোষী সাব্যস্ত হ'লে শাস্তি কিরূপ হবে না হবে তা নির্ধারণ করা সম্পূর্ণ আমার হাতে; আর যদি আসামীর দোষ সম্বন্ধে আপনাদের সন্দেহ হয়, তাও আমাকে বলবেন, সন্দেহের সুযোগ, বেনিফিট্ অব দি ডাউট্, আসামী পাবে, আসামী খালাস হয়ে যাবে, কারণ আইনের উদ্দেশ্য দশজন দোষী লোক খালাস হয়ে যায় সেও ভাল, যেন একজন নির্দোষ লোকের শাস্তি না হয়; অবশ্য সেরূপ সন্দেহের সম্ভাবনা বর্তমান ক্ষেত্রে নাই বললেই হয়; সে সম্বন্ধে আপনাদের উপর আমার মতামত চাপাবার অধিকার আমার নাই; আপনারা নিজ নিজ বিবেক বিবেচনা মত সে বিষয়েও বিচার করবেন; আপনাদেরকে আমার আর বলবার কিছু নাই; আপনারা পাশের ঘরে গিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে' আপনাদের মতামত স্থির করুন; আপনারা ইউন্যানিমাস্ হওয়ার চেস্টা করবেন।

পেশকার। আর্দালি, জুরিবাবুদের ঘর খুলে' দাও···আপনারা যান।

(জুরারদের পাশের ঘরে গমন; জজসাহেব কর্তৃক নিজ ফাইলের কাগজপত্র ভালরূপে উল্টাইয়া পাল্টাইয়া পাঠ ও একখানি শাদা কাগজে দুচারটি কথা লিপিবদ্ধকরণ; গনেশবাবু ও ইন্দুবাবুর গৃহত্যাগ; কয়েক মিনিট পরে জুরারদের প্রত্যাবর্তন ও নিজ নিজ স্থানে উপবেশন)

জজ। আপনারা ইউন্যানিমাস্?···

ফোরম্যান্। ইয়েস্ ইওর অনার···

জজ। আপনাদের ভার্ডিকট?··

ফোরম্যান্ (দাঁড়াইয়া)—গিল্টি ইওর অনার, বাট্ ইন্ ভিউ অব্ দি স্পেশ্যাল সারকামস্ট্যানসেস অব্ দি কেস্ উই রিকমেণ্ড এ লিনিয়েণ্ট পানিশমেণ্ট···

(উপবেশন)

জজ। থ্যাংক ইউ···শোন চরণদাস, তোমার বিরুদ্ধে ছেলেকে মারাত্মকভাবে আঘাত করার যে অভিযোগ তা এই কোর্টে উত্তমরূপে সপ্রমাণ হয়েছে; সাক্ষীদের কথা, উকিলবাবুদের সওয়ালজবাব, সবই তুমি শুনেছ; তোমার বিচার আইন অনুসারে নিখুঁতভাবে সম্পন্ন হয়েছে; জুরারবাবুরা তোমাকে একবাক্যে দোষী সাব্যস্ত করেছেন; আমিও তাঁদের মত গ্রহণ করে'

তোমাকে দোষী সাব্যস্ত করলাম; তোমার অপরাধ অতি গুরুতর ও তোমার শাস্তি গুরুতর হওয়া উচিত, কিন্তু দেশের ও সমাজের অসাধারণ অবস্থা বিবেচনা করে' আমি তোমাকে খুব লঘু শাস্তি দিলাম, তোমার শাস্তি হ'ল তিন বৎসর সশ্রম কারাবাস; ওরে কনষ্টেবলদের ডাক দে, আসামীকে নিয়ে যাক

(চরণ কর্তৃক দুই হাতে মুখ আবরণ ; দুজন কনস্টেবলের আগমন ও কাঠগড়া হইতে চরণকে বহিষ্করণ)

হরিমতী (উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে ও কপালে করাঘাত করিতে করিতে)—হায় ভগবান্ আমার কী করলে··

জজ। জলদি করকে লে যাও, পেশকারবাবু নেক্সট্ কেস্ ডাকুন···

(আদালত কক্ষে চাঞ্চল্য ও উপস্থিত লোকদের বহির্গমন)

পেশকার। আর্দালি, ডাকো কলিমুদ্দিন সেখ ফরিয়াদী···

আর্দালি (দরজার বাহিরে)—কলিমুদ্দিন সেখ ফইর‍্যাদী, কলিমুদ্দিন সেখ ফইর‍্যাদী হাজির হ্যায়···

যবনিকা

ঝকমারি

পত্নী আভাময়ীকে

চরিত্রাবলী

রঞ্জন			
অনিল	...	...	রঞ্জনের জ্যেষ্ঠপুত্র
কালু	...	...	„ কনিষ্ঠপুত্র
সলিল	...	...	লীলার বাগ্‌দত্ত প্রেমিক
চঞ্চলকুমার	...	...	গায়ক
মঞ্জরী	...	...	রঞ্জনের স্ত্রী
লীলা	...	...	„ কন্যা
নীলিমা	...		অনিলের বাগ্‌দত্তা প্রেমিকা
সন্ধ্যা দেবী	...	...	গায়িকা
রেবা মিত্তির	...	...	নৃত্যশিল্পী

নিমন্ত্রিত প্রৌঢ়দম্পতি, একাধিক যুবক যুবতী, কিশোর কিশোরী এবং অনির্দিষ্ট সংখ্যক বালক বালিকা।

বাদ্যযন্ত্রিগণ

চাকর: ভোলানাথ

প্রথম দৃশ্য

রবীন্দ্রনাথের "তুমি সন্ধ্যার মেঘ শান্ত সুদূর" গানটির কয়েক ছত্র মিনিট দুই তিন বাঁশীর সুরে গাওয়া হইবার পর যবনিকা উঠিলে দেখা যাইবে—

ফাল্গুনী পূর্ণিমার সন্ধ্যা। অস্তগত সূর্যের শেষ আভা পশ্চিম আকাশের কোলে মিলাইয়া যাইতেছে; পূর্বদিকে গাছপালার মাথার উপর দিয়া স্বর্ণথালির মত পূর্ণ চন্দ্র নীল আকাশের গা বাহিয়া ধীরে ধীরে উর্দ্ধপানে উঠিতেছে; দক্ষিণ পশ্চিম কোণ হইতে উত্তরমুখী হইয়া পূর্বদিকে প্রবাহিত একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীর বুকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালা চন্দ্রালোকে চূর্ণ হীরকের মত ঝিকমিক্ করিতেছে; স্রোতস্বিনীর পশ্চিম পারে সুবৃহৎ গোলাপোদ্যান প্রস্ফুটিত ও অর্ধপ্রস্ফুটিত ফুলে ভরিয়া গিয়াছে; গোলাপের গন্ধে চতুর্দিকের বাতাস আমোদিত; পাপিয়ার অশ্রান্ত 'চোখ গেল' শব্দে দিগন্ত মুখরিত; স্রোতস্বিনীর ধারে একটি বকুল বৃক্ষতলে পঞ্চবিংশবর্ষীয় যুবক রঞ্জন বাঁশী বাজাইতেছে ও তাহার নবোঢ়া পত্নী বিংশবর্ষীয়া যুবতী মঞ্জরী হাতে একখানি কবিতার বই লইয়া মন্ত্রমুগ্ধের মত বাঁশী বাজানো শুনিতেছে যবনিকা উঠিবার পরেও প্রায় এক মিনিট এইভাবে বাঁশীর গানের পর কণ্ঠসংগীত।

রঞ্জন। তুমি সন্ধ্যার মেঘ শান্ত সুদূর আমার সাধের সাধনা

মঞ্জরী। মম শূন্য-গগন-বিহারী

রঞ্জন। আমি আপন মনের মাধুরী মিশায়ে তোমারে করেছি রচনা;

মঞ্জরী ও রঞ্জন একসঙ্গে। তুমি আমারি যে তুমি আমারি,

মম অসীম-গগন-বিহারী।

মঞ্জরী। রঞ্জন…

রঞ্জন। মঞ্জরী…

মঞ্জরী। কী সুন্দর সন্ধ্যা আজকের রঞ্জন, এমন সন্ধ্যা তো আর কখনো দেখিনি…

রঞ্জন! না মঞ্জরী, এমন সন্ধ্যা আর কখনো দেখিনি, এর আগে, ছাত্রাবস্থায়, তুমি যখন আমার হওনি, কতদিন এই জলের ধারে বসে' ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়েছি, কিন্তু আজ মনের মধ্যে যেমন জোয়ার এসেছে তেমন তো একটি দিনের জন্যও কখনো আসেনি…

মঞ্জরী। কী সুন্দর জ্যোৎস্না, কী সুন্দর পাপিয়ার গান, তটিনীর কী প্রাণমাতানো কুলুকুলু ধ্বনি, তার মধ্যে গোলাপের গন্ধ ভেসে এসে যেন স্বর্গ সুষমা সৃষ্টি করেছে···

রঞ্জন। মঞ্জরী, এ সুষমা তোমারই সৃষ্টি, আমি চাঁদের আলোতে তোমারি দেহমাধুরী ছড়ানো দেখছি, পাপিয়ার গানে, তটিনীর তানে তোমারি কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি, গোলাপের গন্ধ আমার কাছে তোমারি অঙ্গসুরভির বার্তা নিয়ে আসছে ; মঞ্জরী তোমাকে কী বলবো, আমার মনের ভাব আজ ভাষা খুঁজে' পাচ্ছে না···তুমি, তুমি, তুমি

আমার পাপিয়ার তান
তটিনীর গান
জোছনার মধুহাসি
তুমি মলয় পবন
মদির স্বপন
অ্যাঁ অ্যাঁ অ্যাঁ
মদির স্বপন অ্যাঁ
তুমি গোলাপের রাশি···

আমি যদি কবিতা লিখতে পারতাম মঞ্জরী, বুকের মধ্যে সে যে কী বান ডেকেছে কিন্তু তা বাইরে বেরোবার পথ খুঁজে' পাচ্ছে না···

মঞ্জরী। প্রিয়তম, ভাষা না-ই বা পেলাম খুঁজে' আমাদের ভাবপ্রকাশের জন্যে, তাতে কী যায় আসে···আমার সারা অঙ্গ মন প্রাণ দিয়ে আমি তোমাকে অনুভব করছি, তুমি সারা অঙ্গ মন প্রাণ দিয়ে আমাকে অনুভব করছো, এই মিলনের যে আনন্দ তার চেয়ে বেশী আনন্দ কি ভাষার উচ্ছ্বাসে সম্ভব ?···

রঞ্জন। না, সম্ভব নয়, তুমি আমি যতক্ষণ পাশাপাশি থাকি, যখন আমার দৃষ্টি তোমার সৌন্দর্যসুধায় নিজেকে হারিয়ে ফেলে আর তোমার ঐ হরিণের মত চোখ দুটি আমার মুখের দিকে অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষায় চেয়ে থাকে, তখন তোমার জীবন আর আমার জীবন মিলে' যেন একটি সত্তায় পরিণত হয়, মনে হয় তুমি আমি ছাড়া সারা বিশ্বে আর কেহ নাই, আর কিছু নাই, সারা জগৎ যেন মুছে' গিয়েছে···

মঞ্জরী। রঞ্জন, প্রিয়তম···

রঞ্জন। মঞ্জরী, প্রিয়তমে···

মঞ্জরী। তুমি আমি ছাড়া সত্যিই বুঝি জগতে আর কেহ নাই, যুগ যুগ ধরে' কবিরা বোধহয় তোমার আমার প্রেমেরই গান গেয়েছেন; এই যে (হাতের বই দেখাইয়া) 'প্রেম-গীতিকা'র পাতায় পাতায় প্রেমের জয়গান, এ যেন মনে হয় কবিরা তোমার আমার প্রেমকে লক্ষ্য করেই গেয়েছেন; শ্রীরাধিকা যে শ্যামকে সম্বোধন করে' বলছেন, 'বঁধু কি আর বলিব আমি, জনমে জনমে জীবনে মরণে প্রাণপতি হইও তুমি', সে তো আমারি মনের কথা, আমিই শ্রীরাধিকা আর তুমি শ্যাম···

রঞ্জন (মঞ্জরীকে বাহুপাশে বদ্ধ করিয়া)—মঞ্জরী, ছাখো চাঁদ যেন আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসছে, আমাদের দুজনকে আশীর্বাদ করবার জন্যেই যেন এগিয়ে আসছে এদিকে···মঞ্জরী, সারাটা জীবন যদি আজকের এই মধু-যামিনীর মতই আনন্দে কেটে যায়, আজকের মতই হাসি, গান, পাপিয়ার তান আর গোলাপের প্রাণমাতানো সৌরভের মধ্যে দিয়ে তুমি আমি যদি সংসারের পথে চলতে পারি কাহিনীর রাজপুত্র ও রাজকন্যার মত···

মঞ্জরী। রঞ্জন, শোন শোন, তোমার কথা কি পাপিয়ার কানে গেল নাকি, আকাশ যেন ভেসে যাচ্ছে তার গানে, বাতাস যেন পাগল হয়ে উঠেছে আমাদের আনন্দোচ্ছ্বাসে, এই আনন্দ-উচ্ছ্বাস, এই সৌন্দর্যের খেলা যেন আমাদের সারাজীবনের পথকে মধুময় করে' রাখে···

রঞ্জন। আমার অন্তরের কথা বলেছ তুমি মঞ্জরী, আমাদের পথ মধুময় হোক, আমাদের আকাশ বাতাস মধুময় হোক, আমাদের আশাভরসা, হাসি কান্না সব মধুময় হোক, এসো প্রিয়তমে, রাত্রি বেড়ে চলছে, পাপিয়ার গানকে ছাপিয়ে শেয়াল ডেকে উঠলো গোলাপ বাগানের পিছন থেকে, এসো আমরা আর একটা প্রেমের গান গেয়ে ফাল্গুনী পূর্ণিমার কাছে বিদায় নিই (মঞ্জরীর সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া গীত)—

ফাগুন রজনী, ওগো ফাগুন রজনী,
তোমার জোছনা ধারায়
দাও ভাসিয়ে
আকাশ ধরণী;
সকল ব্যথা দূরে ফেলে
সকল বাধা পায়ে ঠেলে
আমরা প্রেম সায়রে
ভাসাব আজ
জীবন তরণী
ওগো ফাগুন রজনী।

দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রথম দৃশ্যের ঘটনার পঁচিশ ছাব্বিশ বৎসর পরে।

নাতিবৃহৎ একটি বাড়ীর বাহির প্রকোষ্ঠ বা বৈঠকখানায় একখানি সেকেলে চেয়ারে রঞ্জন উপবিষ্ট; সামনে একখানি সেকেলে টেবিলের উপর কিছু কাগজ-পত্র ও দুএকখানি বই; রঞ্জনের মাথার চুল ও গোঁপ অর্ধেকের বেশী পাকিয়া গিয়াছে; ঘরের দরজার চৌকাটে পা দিয়া দাঁড়াইয়া মঞ্জরী, তাহারও চুলে পাক ধরিয়াছে, গালে টোল খাইয়াছে। আশ্বিন মাসের শেষার্ধ, সকাল সাতটা।

মঞ্জরী। বয়েস তো পঞ্চাশ বছর হ'তে চললো, শরীর শক্ত সমর্থ থাকতে থাকতে যদি একবার কাশী-বিশ্বনাথকেও দেখে আসতে না পারি তবে আর কবে দেখবো বলো···মা বাবার নামে যে গয়ায় একটা পিণ্ডি দেওয়া, তা-ও বোধ হয় কপালে হয়ে উঠবে না; হ'লামই বা মেয়ে, মেয়েতেও তো পিণ্ডি দিতে পারে···চুপ করে' থাকলে যে···

রঞ্জন। বেশ বেশ দিয়ো পিণ্ডি, একসঙ্গেই দিয়ো, তোমার মা বাবার পিণ্ডি আর আমার পিণ্ডি একসঙ্গেই দিয়ো···

(একখানি বই লইয়া পাঠের চেষ্টা)

মঞ্জরী। একটা কথা বললেই যদি ওরকম রেগে ওঠো তবে তো আর তোমার সঙ্গে কথা বলা চলে না···

রঞ্জন। আরে রাগ কোথায় দেখলে তুমি, আমি যে এখন কথা বললেই তোমরা মনে কর আমার রাগ হয়েছে এ তো বড় মুস্কিলে পড়লাম দেখছি···

মঞ্জরী। কেন, কথায় কথায় ধমক দাও না তুমি···সংসার খরচের কথা বললেই ধমক, বাজারের টাকা চাইলেই ধমক, ছেলেমেয়েদের স্কুলের মাইনা, চাকরের বেতন, দুধওলার বাকী, যে কোন রকম খরচের কথা বললেই তুমি খেঁকিয়ে ওঠো···

রঞ্জন। আরে থামো থামো…ওকে আর খেঁকানো বলে না, এখন পঞ্চাশ বছর বয়সে কি গলা দিয়ে সেই পঁচিশ বছরের যুবার মত কোকিলের স্বর বেরোবে…তোমার নিজের গলার স্বরটা বুঝি তোমার কানে যায় না, না?…

মঞ্জরী। না, তা যাবে কেন…আমার গলার স্বর কখনই তেমন মিষ্টি ছিল না; কিন্তু তুমি, তুমি তো এই কিছুদিন আগেও পদে পদে গান করেছ, উঠতে বসতে গান করেছ…

রঞ্জন। কিছুদিন আগে মানে অন্ততঃ দশবছর আগে, কিন্তু তখন পর্যন্ত যে মাথা খারাপ ছিল, মাথা শরীর সবই গরম ছিল, এখন সে সবই ঠাণ্ডা হয়ে আসছে, এখন যে তোমাদের অনুগ্রহে মাসের পনর দিন পার হ'তে না হ'তেই পকেট একবারে খালি…

মঞ্জরী। প্রত্যেক দিন তুমি পকেট খালির কথা শোনাচ্ছ, যদি সংসার খরচ চালা'তে না পারবে তবে বিয়ে করেছিলে কেন? ছেলে-মেয়েদের পড়ার খরচ কি শুধু তুমিই দাও নাকি, চাকরবাকরের মাইনে, দুধওলার পাওনা, এসব ন্যায্য খরচ তুমিই কেবল দাও, সংসারের আর কোন অভিভাবক দেয় না?…

রঞ্জন। থ্যাখো কালুর মা, সকাল বেলায় আর কথা বাড়িয়ো না, তোমার গলা বড্ড ঝাঁজালো হয়ে উঠেছে, দুটো পিণ্ডি মুখে দিয়ে আজ একটু সকাল সকাল অফিস যেতে দিয়ো, আজকে প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড থেকে একটা শ'-আড়াই টাকার লোনের বন্দোবস্ত না করলে "ওরিয়েণ্টাল"-এর পলিসিটা যাবে নষ্ট হয়ে, একমাসের উপর হ'ল ডেজ্ অব গ্রেস্ পার হয়ে গিয়েছে…যাও রান্না চড়াওগে যাও…

মঞ্জরী। রান্না তো চড়াবোই, তা ছাড়া আর কাজ আছে কী, সকালে রান্না, বিকেলে রান্না, রাত্রে রান্না, রান্না রান্না রান্না, সারা দিনরাত্রের মধ্যে এক ঘণ্টাও সময় করতে পারিনে যে একবার একখান বইয়ের পাতা উল্টোই…

রঞ্জন। বইয়ের পাতা উল্টোবে! ও বাবা, কী বই গো, বিদ্যাপতি না চণ্ডীদাস, না রবীন্দ্রনাথ, না শরৎচন্দ্র…

মঞ্জরী। কেন বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস ছাড়া কি আর পড়ার জিনিষ নাই, প্রেমের কবিতা ছাড়া কি আর পড়ার জিনিষ নাই… আর পড়িই বা যদি প্রেমের কাব্য নাটক নভেল তাতে দোষটা কী হ'ল শুনি…

রঞ্জন। দোষ আর কী···আমি তো ওসব পড়ার জন্যে পাঁচ মিনিটও সময় করতে পারিনে, রাত্রি বারোটা পর্যন্ত আফিসের বাকী ফাইল ঘাঁটি, সকালে বাজার করি আর তোমার দাঁতখিঁচুনি দেখি, ছেলেমেয়েদের পড়তে বলে' গালাগালি খাই, তারপর নাকে মুখে দুগ্রাস ডাল অন্ন গুঁজে' আফিস দৌড়াই···চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রবীন্দ্রনাথ, কপাল আমার···এ জন্মে আর··· যাক যাও এখন, বাজারের দেরী হয়ে যাচ্ছে···(দাঁড়াইয়া টেবিলের ড্রয়ার টানিয়া বাহির করিয়া একটি মণিব্যাগ গ্রহণপূর্বক) আজ তেল আসবে নাকি!··

মঞ্জরী। আসবে না! কালকেই তো ফুরিয়ে গিয়েছে যেটুকু ছিল···

রঞ্জন। তা তো বুঝলাম, কিন্তু তেলের দাম যে প্রতি সপ্তাহে সেরে চার আনা করে' বাড়ছে সে সংবাদ রাখো?···

মঞ্জরী। বেশ এনো না তেল, আগুনে পুড়িয়ে সব রেঁধে দিব খেয়ো···

(দশ বারো বৎসরের পুত্র কালুর প্রবেশ)

কালু। বাবা, স্কুল থেকে আমাদের ক্লাসের সব ছেলেকে সিনেমায় 'প্রতাপসিংহ' ফিলিম্ দেখা'তে নিয়ে যাবে, একটা টাকা দাও···

রঞ্জন। সিনেমায়? প্রতাপসিংহ?···

কালু। হ্যাঁ, থার্ডমাস্টার সঙ্গে যাবেন, ওরকম ফিলিম্ নাকি আর হয় না, দেখলে পরে আর হিস্ট্রি পড়তে হবে না···

রঞ্জন। হ্যাঁ, সিনেমা না দেখলেই যেন হিস্ট্রি পড়ে' তোমরা উল্টে দিবে···এই নাও (একটি টাকা কালুর হস্তে দিয়া), এমাসে কিন্তু আর সিনেমা দেখা, পিক্‌নিকে যাওয়া বা আর কোন কারণে কিচ্ছু দিতে পারবো না···

কালু। আসছে রবিবারে নদীর ওপারে একটা পিক্‌নিকের কথা তো আছে বাবা, আমাদের ক্লাস-টিচার বলছিলেন···

রঞ্জন। তা বলুন তিনি, তাঁর আর বলতে কি, তাঁরা মনে করেন গার্জেনদের বাড়ীতে বাড়ীতে টাকার গাছ আছে···যাও এখন একটু পড়গে দিকিন্ কালুর গমনোদ্যম)···এই কালু, অনিল পড়তে বসেছে রে?···

কালু। না, দাদা তো বাঁশী হাতে নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ···

রঞ্জন। আর লীলা?···

কালু। লীলাদিও তো একখান বই হাতে নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে, দাদার একটু পরেই, আমাকে বললো বাবাকে বলিসনে যে আমি বাইরে যাচ্ছি···

রঞ্জন। আচ্ছা তুই যা (কালুর প্রস্থান)…শুনলে তো ?…

মঞ্জরী। …

রঞ্জন। বড় যে চুপ করে' থাকলে ?…

মঞ্জরী। চুপ না থেকে কী করবো বল…তবে একটা কথা, অনিলের এই বয়েসে তুমিও তো বাঁশের বাঁশী নিয়েই সারা বিকেল সন্ধ্যা ঘুরতে তুমি নিজে বলেছ…

রঞ্জন। তা তো ঘুরতাম বলেছি, তবে আমরা পড়াশুনাটা করে' কলেজে ক্লাস করার পর, তবে বাঁশী নিয়ে বেরোতাম, আর এঁরা ? এঁরা তো মা সরস্বতীকে একবারে সিকেয় তুলে' রেখেছেন…আর তোমার লীলা ? তুমিও কি তার বয়সে সকাল বেলায় বই হাতে করে' বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে নাকি ?…

(ক্লান্ত বিরক্তভাবে পুনরায় চেয়ারে উপবেশন)

মঞ্জরী। আমি তো ওদের মত কলেজে পড়িনি, ক্লাস টেন পর্যন্ত পড়েই শেষ, তবে সকালে বিকেলে এরকম একা একা বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতাম না তাও ঠিক…দিন কাল তো বদলে' গেছে, আর কি সে যুগ আছে ?…

(লীলার একখানি বই হস্তে প্রত্যাবর্তন)

রঞ্জন। এই যে লীলা, অত সকালে কোথায় বেরিয়েছিলে পড়াশুনা ফেলে ?…

লীলা। পড়াশুনা করতেই তো গিয়েছিলাম বাবা, একটু ঐ সলিলদার কাছে, সলিলদা লজিকটা বোঝান ভালো কি না…

রঞ্জন। লজিক পড়া কি তোমার রোজই থাকে নাকি…দেখি তোমার ও বইখানা, ওখানা কি ডিডাক্‌টিভ্ লজিক না ইনডাক্‌টিভ্ ?…

লীলা (একটু দ্বিধাগ্রস্তভাবে)—এ একখানা কবিতার বই বাবা, গীতি-মালিকা, অতি চমৎকার আপ-টু-ডেট সিলেকসন্ এই ইয়ের…

রঞ্জন। দেখি কিসের সিলেকসন্ (লীলার হাত হইতে বইখানি লইয়া সূচীপত্রে চোখ বুলাইতে বুলাইতে পাঠ) শ্রীরাধার পূর্বরাগ, শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ,

মঞ্জরী। যাক ও পড়ে' তোমার এখন কী হবে, আটটা বেজে গেল বাজার যাও, তা না হ'লে…

রঞ্জন (বই হইতে চোখ না তুলিয়া)—থামো থামো একটু,

প্রথম মিলন, যমুনা তীরে, শ্রীরাধা ও সখী সংবাদ, বিরহের পূর্বাভাস, তার পর (একটু থামিয়া), Why so pale and wan, fond lover? The fountains mingle with the river. How do I love thee? let me count the ways. Here with a loaf of bread beneath the bough, তুমি সন্ধ্যার মেঘ শান্ত সুন্দর (হঠাৎ বইখানি বন্ধ করিয়া লীলার হাতে প্রত্যর্পণ-পূর্বক) যাও একটু কলেজের পড়ার বই নিয়ে বসগে, মাসে মাসে মাইনা শুনছি, যেন একবারে ভস্মে ঘী ঢালা না হয়···

(লীলার ত্বরিতপদে গৃহমধ্যে প্রবেশ)

মঞ্জরী। বড় থেমে গেলে যে হঠাৎ, সন্ধ্যার মেঘ শান্ত সুদূর লাইনটা পড়েই?···

রঞ্জন। চুপ করো···

মঞ্জরী। কেন চুপ করবো কেন—আজো আমি ভুলি নি, সেই গোলাপ-বাগানের পাশে, নদীর ধারে বসে', পূর্ণিমার রাতে ঐ গানটাই তো তোমাতে আমাতে এক সঙ্গে গলা মিলিয়ে গেয়েছিলাম···

রঞ্জন। সেইদিন যদি নদীর ধারে সাপের কামড়ে মরতাম তো ভাল হ'ত, তা হ'লে আজ আর এই নরকভোগ করতে হ'ত না···

(চাকর ভোলানাথের প্রবেশ)

বাসন ধোয়া শেষ হয়েছে ভোলা, চল্ বাজারে চল্, বড্ড দেরী হয়ে গেল ··

ভোলা। বাবু আজ আমার মাইনের টাকা সব মিটিয়ে না দিলে চলবে না, তিন মাসের মাইনে বাকী, বাড়ী থেকে তার এসেছে আমার পরিবার মর্নাপন্ন ব্যারাম, আমাকে আজই যেতে হবে···

রঞ্জন। টাকা নিয়ে চলবে না, আবার দেশে যেতে হবে সশরীরে?···

ভোলা। তা বাবু পরিবারের থেকে তো চাকরিই বড় না···

রঞ্জন। কই তোর কী তার এসেছে আন্ তো দেখি···

ভোলা (পকেট হইতে একখানি কাগজ বাহির করিয়া)—এই যে দেখুন···

রঞ্জন। হা রে এ যে তিন মাস আগের টেলিগ্রাম, তা-ও তো আবার তোর নামে নয়···

ভোলা। না বাবু ও আমারই তার, কি নাম পড়ুন তো···

রঞ্জন। নাম, নাম তো বৈদ্যনাথ…

ভোলা। ও আমারি নাম বাবু, বদ্দিনাথ ভোলানাথ দুই নামই আমার, বাবা বদ্দিনাথের মানত করে' আমার জন্ম হয়েছিল কিনা, তাই মা আমাকে আদর করে' বদ্দিনাথই ডাকতো…

রঞ্জন। আর বাবা ডাকতো বুঝি ভোলানাথ?…

ভোলা। আজ্ঞে হ্যাঁ ঠিক তাই…

রঞ্জন। আচ্ছা চল্ এখন বাজার চল্‌তো, ও বেলায় তোর টাকাপয়সার হিসেব করবো…যা, দাঁড়িয়ে থাকিস নে…

ভোলা। আজ টাকা মিটিয়ে না দিলে চলবে না বাবু, তা আমি বলে' দিলাম…

(বলিতে বলিতে বহির্গমন)

রঞ্জন। সুখ আর কাকে বলে…

মঞ্জরী। দুধওলাও কাল বলে' গেছে যে মাসের সাতই তারিখের মধ্যে সব পাওনা মিটিয়ে না দিলে ওর পক্ষে আর দুধ দেওয়া সম্ভব হবে না…

রঞ্জন। আর এই দুর্গাপূজোর ছুটিতে কাশী-বিশ্বনাথ দর্শন করতে না পারলে তোমারও পরকালের গতি হবে না, কেমন তো?…

মঞ্জরী। বিশ্বনাথদর্শন আমার কপালে হোক আর না হোক তোমার চাকরের মাইনে দুধওলার হিসেব এসব কি কখনো, কোন কালে, শোধ হয়ে মিটে' যাবে নাকি? আমি মরে' পুড়ে' ছাই হয়ে পঞ্চভূতে মিশে' যাব- তবুও তোমার দেনা শেষ হবে না তা তো ভাল করেই জানো, কাজেই তোমার টাকাপয়সার সুবিধে হওয়া পর্যন্ত যদি আমাকে বিশ্বনাথ দর্শনের অপেক্ষা করতে হয়…

রঞ্জন। আরে তা অপেক্ষা করবে কেন…আমার সুবিধে অসুবিধের তোমার কী যায় আসে…তোমাদের সঙ্গে সম্বন্ধ তো শুধু দেওয়ার সম্বন্ধ…

মঞ্জরী। বটে?…

রঞ্জন। বটে না তো কি…এই যদি পূজোর ছুটিতে তোমাকে কাশী দর্শন করা'তে না পারি, তবে আমার কপালে কী আছে তা আমি জানি নে?…

(জ্যেষ্ঠপুত্র অনিলের প্রবেশ)

কোথায় যাওয়া হয়েছিল সকাল বেলায় উঠে'? এবার কি বি এ একজামিনটা দিতে হবে, না কি?…

অনিল। সেই জন্যেই তো বেরিয়েছিলাম একখানা বইয়ের খোঁজে, ফিলজফি থার্ড পেপারের একখানা বই এ পর্যন্ত আমার কেনা হয় নি, বইখানা আমাদের পাড়ায় শুধু নীলিমা চৌধুরীর আছে আর কারো নাই…

রঞ্জন। ও, তাই বুঝি হাতে বাঁশী নিয়ে বেরিয়ে গেছিলে?…

অনিল। বাঁশী!…

রঞ্জন। হ্যাঁ বাঁশী, বাঁশী নিয়ে বেরাও নি সকাল বেলায়?…

অনিল।…

রঞ্জন। কি, চুপ করে' থাকলে যে?…

মঞ্জরী। যাও অনিল এখন যাও, সকাল বেলায় পড়াশুনোর সময়টা আর নষ্ট করো' না…

(অনিলের গৃহমধ্যে প্রবেশ)

ছাখো এই বয়েসের ছেলেমেয়েদের উপর, বিশেষ করে' আজকাল, অত কড়া হ'লে চলে না…বাঁশীর উপর তোমার চিরকালের প্রাণের টান ছেলের রক্তে মিশেছে এতো বুঝতেই পারছো…

রঞ্জন। হ্যাঁ, আর গানের বইয়ের উপর তোমার প্রাণের টান মেয়ের রক্তে মিশেছে কেমন তো?…

মঞ্জরী। আর আমি তোমার সঙ্গে তর্ক করবো না, তর্ক করতে করতে ঝগড়া বাধলো বলে', কিন্তু শোন, আজ বাজার থেকে দুপয়সার থানকুনি পাতা এনো, ক'দিন থেকেই তো তোমার পেটটা খারাপ চলছে, ভাত যা খেতে তার অর্ধেক খাচ্ছ, শরীরের অবস্থা যদি বেশীদিন এরকম থাকে…

রঞ্জন। তা হ'লে তো বেঁচেই যাই…(বিরক্তভাবে টেবিলের কাগজপত্র-গুলি গুছাইতে গুছাইতে) খাওয়া এখন যত কম হয় ততই ভাল, যে বাতে ধরেছে, অফিসে গিয়ে দোতলায় উঠতে প্রাণ যেন বেরিয়ে যায়, বিশেষ করে' হাঁটু দুটো, এ শালা হাঁটুর কনকনানি আর চুলির আগুন ছাড়া দূর হবে না…

মঞ্জরী। তোমার দিনরাত্তির পদে পদে ঐ এক কথা, চুলি আর পিণ্ডি আর শ্রাদ্ধ…ওরকম অলক্ষুণে কথা সংসারের পক্ষে ভাল না…

রঞ্জন। ও, তোমাদের সংসারের অমঙ্গল হবে, না?…(উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাঁটুতে হাত বুলাইতে বুলাইতে) আমি তো এখন তোমাদের সংসারের সব ব্যাপারেই অমঙ্গল ডেকে আনছি, কিন্তু শোন, তোমার ঐ পুত্রকন্যাদের একটু সাবধান করে' দিয়ো ভাল করে', পুত্র সকালে উঠেই দৌড়াচ্ছেন নীলিমাদির

কাছে আর কন্যা দৌড়াচ্ছেন সলিলদার কাছে, এটা বড় ভালো কাজ হচ্ছে না,—পেটের ভাত জোগাড় হওয়ার আগে প্রেমে পড়তে আরম্ভ করা সংসারের পক্ষে খুব মঙ্গলের হবে না…

মঞ্জরী। কী তুমি ঐ ছেলেমানুষি ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ, ছেলে একটা মেয়ের কাছে গেলেই বা মেয়ে একটা ছেলের কাছে গেলেই তারা প্রেমে পড়বে তা তুমি ধরে' নিচ্ছ কেন…

রঞ্জন। ধরে' নিচ্ছি কেন, বটে, ধরে' নিচ্ছি কেন, আচ্ছা বেশ, আচ্ছা যাও তুমি এখন, (মঞ্জরীর বহির্গমনোদ্যম)—দ্যাখো ভোলার হ'ল কি না, ওকে তাড়াতাড়ি আসতে বলো…

মঞ্জরী। আচ্ছা, থানকুনি পাতা কিন্তু এনো আজ, আর দুটো কাঁচকলা…

(বলিতে বলিতে প্রস্থান)

রঞ্জন। কাঁচকলা, আর থানকুনি পাতা, ওঃ কী আমার পতিপ্রেম রে! এ প্রেমের মানে বুঝতে বেশী বুদ্ধির দরকার হয় না গো সুন্দরী—কাশী যাওয়ার খরচ যোগাবে কে এ হতভাগা মরলে পরে—ওরে ভোলা, ভোলা, ওরে আয়রে শিগগির, আজ কি আমাকে আফিস টাপিস যেতে হবে না, না কি…উঃ কি ঝকমারিই করেছিলাম ঐ অপ্সরীকে ঘরে এনে…ঝকমারি বলে' ঝকমারি, সন্ধ্যার মেঘ! শান্ত সুদূর! সন্ধ্যার মেঘ! কাঁচকলা—কাঁচকলার ঝোল!…ভোলা, ওরে ভোলা…

(বাড়ির ভিতর দিকে গমন)

তৃতীয় দৃশ্য

দ্বিতীয় দৃশ্যের পর সময়ের ব্যবধান
প্রায় ছ' মাস।

দ্বিতীয় দৃশ্যে উল্লিখিত রঞ্জনের বসিবার ঘর ও তাহার সংলগ্ন একটি প্রশস্ত বারান্দা উত্তরে দক্ষিণে বিস্তৃত। বারান্দার দুই প্রান্তেই বাহির উঠানে নামিবার সিঁড়ি। উঠানের উত্তরদিকের দরজা দিয়া প্রবেশ করিবার পর কয়েক পা অগ্রসর হইলেই ডাহিনে বাড়ীর ভিতর-উঠানে যাইবার পথ; দক্ষিণ দিকের দরজা দিয়া প্রবেশ করিবার পর সম্মুখেই বারান্দায় উঠিবার সিঁড়ি। বসিবার ঘরটির পিছন দেওয়ালের একটি দরজা অন্তঃপুরের দিকে উন্মুক্ত; দরজাটিতে একখানা পুরাতন পর্দা ঝুলিতেছে। বৈশাখ মাসের পয়লা, সকাল সাতটা।

রঞ্জন সেকেলে চেয়ারখানিতে বসিয়া ঝিমাইতেছে। পিছন দেওয়ালের দরজা দিয়া মঞ্জরীর প্রবেশ, হাতে একগাছি ঝাঁটা। রঞ্জনের তৎক্ষণাৎ চেয়ার হইতে গাত্রোত্থান ও বিদ্যুৎবেগে ঘরের কোণ হইতে একগাছা লাঠি লইয়া মঞ্জরীর মুখোমুখি অবস্থিতি।

মঞ্জরী (একটু পিছাইয়া)—কি, মারবে নাকি, হাতে লাঠি নিয়ে দাঁড়া'লে যে বড় ওরকম করে'?···

রঞ্জন। তুমি মারবে নাকি, হাতে ওরকম ঝাঁটা উঁচিয়ে ঘরে ঢুকলে যে বড় বচ্ছরের এই প্রথম দিনে, সকাল বেলায়?···

মঞ্জরী। ঝাঁটা মারাই তোমাকে উচিত, তুমি আজকাল আমার সঙ্গে যে রকম ব্যবহার আরম্ভ করেছ···

রঞ্জন। আর তুমি যে রকম ব্যবহার করছো আমার সঙ্গে তাতে তোমাকেও লাঠিপেটা করা উচিত (কিঞ্চিৎ লাঠি সঞ্চালন)···

মঞ্জরী (ঝাঁটা উত্তোলন করিয়া)—বটে বটে বটে, এত ছোটলোকি, মেয়েমানুষের গায়ে হাত, আমার গায়ে হাত, রায় বাহাদুর রামতারণ মুখুজ্যে

জমিদারের মেয়ে আমি, আমার গায়ে হাত···ছোটলোক, বর্বর (একটু পশ্চাদপসরণ)···

রঞ্জন। ছোটলোক, তুমিই ছোটলোক, অশিক্ষিত সেকেলে পাড়াগেঁয়ে ভূতের মেয়ে, জমিদার···রায় বাহাদুর··

মঞ্জরী। কে পাড়াগেঁয়ে? আমি পাড়াগেঁয়ে? তুমি কোন্ পাড়াগাঁয়ে মঞ্জরী দেবীর সঙ্গে প্রেম করতে গেছিলে শুনি? আমার জন্ম এই টাউনে, শিক্ষাদীক্ষা সব এই টাউনে, একটি দিনের জন্যেও আমি এই টাউন ছেড়ে পাড়াগাঁয়ে যাইনি...

রঞ্জন। শিক্ষাদীক্ষা—শিক্ষাদীক্ষা—ওরে আমার শিক্ষাদীক্ষা, ক্লাস নাইন পর্যন্ত পড়ে' শিক্ষার বান ডাকিয়েছেন উনি···

মঞ্জরী। ক্লাস নাইন? ক্লাশ টেন পর্যন্ত পড়ে' শেষ পরীক্ষার ঠিক আগে অসুখে পড়লাম তা তুমি জানো না?···

রঞ্জন। হ্যাঁ অসুখে পড়েছিলে জানি, ওরকম অসুখে অনেকেই পড়ে···

মঞ্জরী। অকারণে আমাকে মিথ্যাবাদী বলছো, সকাল বেলা তুমি গায়ে পড়ে' ঝগড়া বাধা'তে চাও···

রঞ্জন। হ্যাঁ ঝগড়া তো আমিই বাধা'তে চাই বটে, ঝাঁটা হাতে আমিই তো প্রথম ঘরে ঢুকেছি কিনা···রাম রাম রাম, এত মিথ্যে কথাও বলে মেয়েমানুষে, এর ওষুধ হচ্ছে ডাইভোর্স, ডাইভোর্স, জানো ডাইভোস-আইন পাশ হয়ে গিয়েছে, তোমাকে আমি ডাইভোস´ করবো···

মঞ্জরী। আমিই তোমাকে ডাইভোর্স করবো, কাপুরুষ, মেয়েমানুষের জাত তুলে' কথা, মেয়েমানুষরা সব মিথ্যেবাদী, আর পুরুষরা সব ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির, যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা, আমি তোমাকে ডাইভোর্স করবো···

রঞ্জন। বেশ চল্ তবে কোর্টে, চল্ এক্ষুণি···

মঞ্জরী। অ্যাঁ, ছোটলোকের মত তুই তোকারি, আমি রায় বাহাদুর রামতারণ মুখুজ্যের মেয়ে, আমাকে তুই তোকারি, ও লীলা তুই কোথায়, শিগগির আয়, গ্যাখ্ আমাকে কীভাবে অপমান করছে···

রঞ্জন। অনিল তুই কোথায় রে, শিগগির আয়, গ্যাখ্ আমাকে কী ভাবে অপমান করছে···

মঞ্জরী। অ্যাঁ, আমাকে ভ্যাঙ্‌চাচ্ছো তুমি…(কপালে ঝাঁটার প্রান্ত দিয়া আঘাত করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মেঝেতে পতন ও গড়াগড়ি)

(বই হাতে লীলা ও বাঁশীহাতে লীলার বাগদত্ত প্রেমিক সলিলের ত্বরিতপদে প্রবেশ)

লীলা (ডান হাতের বই বাঁ হাতে রাখিয়া ডান হাতের দ্বারা ভূপতিত মঞ্জরীর গায়ে ধাক্কা দিতে দিতে)—মা তোমার কী হয়েছে মা ওঠ মা, মা তুমি কাঁদছো কেন, মা তোমাকে কি কাঁকড়া বিছেয় কামড়েছে মা? বাবা শিগগির বল মার কি হয়েছে…

রঞ্জন (চীৎকার পূর্বক)—ওরে অনিল তুই কোথায়রে, আমাকে মেরে ফেল্লেরে এই বোশেখ মাসের পয়লা ঝাঁটাপেটা করে'…

লীলা। অ্যাঁ বাবা, তোমাকে ঝাঁটা, কে মারলে বাবা…

(বাঁশী হাতে অনিল ও বই হাতে অনিলের বাগদত্তা প্রেমিকা নীলিমার ত্বরিতপদে প্রবেশ)

অনিল (ডান হাতের বাঁশী বা হাতে লইয়া রঞ্জনের ঘাড়ের উপর ডান হাত রাখিয়া)—বাবা তোমার কী হয়েছে, তুমি হাঁপাচ্ছ কেন, তোমার কি ব্লাড-প্রেসারটা বেড়েছে নাকি বাবা? মা শিগগির বল বাবার কি হয়েছে ··

রঞ্জন। তোর মা আমাকে ঝাঁটা মেরেছে রে অনিল, আজ পয়লা বোশেখ ঝাঁটা মেরেছে…

মঞ্জরী (উঠিয়া বসিয়া)—লীলা, তোর বাবা আমাকে লাঠি মেরেছে রে, এই পয়লা বোশেখ লাঠি মেরেছে…

রঞ্জন। মিথ্যে কথা, ঐ আমাকে ঝাঁটা মেরেছে…

মঞ্জরী (উঠিয়া দাঁড়াইয়া)—মিথ্যে কথা, ঐ আমাকে লাঠি মেরেছে, এই ছাখো কপালে আমার এখনো দাগ ছাখো…আর ওর গায়ে কোন দাগ আছে খুঁজে' বের কর দিকিন…

লীলা (মঞ্জরীর কপালে হাত বুলাইয়া ভাল করিয়া দেখিয়া)—মা এতো লাঠির দাগ নয় মা, এতো ঝাঁটার দাগ বলে' মনে হচ্ছে…

মঞ্জরী। ও আমাকে ডাইভোর্স করবো বলেছে, তুই তোকারি করে' বলেছে চল্ এক্ষুনি কোর্টে…

লীলা ও অনিল একসঙ্গে। বাবা…

রঞ্জন। কেন এখন কাজের কথাটা এড়িয়ে যাচ্ছ কেন, বল কপালে ঝাঁটার দাগ হ'ল কি করে', লীলা, জিজ্ঞাসা কর তোমার মাকে, কী করে' কপালে ঝাঁটার দাগ হ'ল…

লীলা। মা…

মঞ্জরী। অনিল, যেমন করে' পার আমাকে কাশী পাঠিয়ে দাও, আমি আর এ সংসারে থাকতে চাই না, বাবা বিশ্বনাথ আমাকে টানছেন অনেক দিন থেকে…

রঞ্জন। হ্যাঁ বিশ্বনাথ তো তোমাকে গত দুর্গাপুজোর সময় থেকেই টানছেন, রঞ্জন চাটুয্যের পকেট খালি বলে' সে টানে কোন ফল হয় নি, এখন ছেলের রোজগারে ছাখো কিছু হয় নাকি…তাতে এখনো দেরী আছে…

মঞ্জরী (কপালে করাঘাত করিতে করিতে পুনরায় মেঝেতে পতন ও কাঁদনের স্বরে চীৎকার)—ও বাবা ও মা, তোমরা কী পাষণ্ডর হাতে আমাকে দিয়ে গেছিলে ছাখো এসে, ঝগড়া করে' অপমান করে' আমাকে মেরে ফেল্লে, লীলা, অনিল, আমি আর পারছিনে ঝগড়া করতে তোমাদের বাবার সঙ্গে…

লীলা। বাবা, মা কি তোমাকে সত্যি সত্যি ঝাঁটার বাড়ি মেরেছে? দেখি কোথায় মেরেছে…

রঞ্জন। মারতে এসেছিল, লীলা, গায়ে ঝাঁটা ঠিক পড়েনি…

লীলা। আচ্ছা বাবা তবে এই সকাল বেলায় আর গোলমাল বাড়িয়ে কাজ নাই, এসো তোমার দুজনে দুজনকে মাপ করে' হাতে হাত দাও…

অনিল। হ্যাঁ মা, বাবার হাতে হাত দাও, আমাদের মনটা শান্ত হোক…মা, বাবা…

লীলা। বাবা, মা…

রঞ্জন। হাতে হাত দিতে হবে, আচ্ছা দিচ্ছি, কিন্তু হাতে হাত দিলেই কি সব ব্যারাম সেরে যাবে, বিষ নাই বললেই কি বিষ দূর হয়ে যায় রে বাছা, শরীর যে ঝন্ ঝন্ করছে, মাথা ঘুরছে, গা বমি বমি করছে, কই এসো গো, হাতখানা দাও তো…

রঞ্জন ও মঞ্জরী (পরস্পরের হাতে হাত দিয়া এক সঙ্গে গান; রঞ্জন ও মঞ্জরী হাতে হাত দিয়া দাঁড়াইলে অনিল ও সলিল রঞ্জনের দক্ষিণে একটু সম্মুখে আর নীলিমা ও লীলা মঞ্জরীর বাঁয়ে একটু সম্মুখে এমন ভাবে দাঁড়াইবে যাহাতে অনিল ও নীলিমা এবং সলিল ও লীলা পরস্পরের মুখোমুখি হয়)—

ঝকমারি—
ও কী ঝকমারি, কী ঝকমারি—
বিয়ের ফাঁসি গলায় পড়ে' সারাজীবন দিকদারি।
পঁচিশ বছর স্বামী স্ত্রীতে আছি বটে একবাড়ী,
বছর দুয়েক প্রেমের কূজন
এ ওর গায়ে হেলে পড়ন

(দুজনে পরস্পরের গায়ে হেলে পড়িয়া)

প্রিয় প্রিয়ে প্রিয়তরে প্রিয়তমে হাঁক পাড়ি';
তার পরে ও তার পরে—
চুলোচুলি কিলাকিলি লাঠিঝাঁটা আকছার-ই

(যথাসময়ে লাঠি ও ঝাঁটা উঁচাইয়া)

মাসের পাঁচই পকেটখালি,
পাওনাদারের গালাগালি,
ছেলেমেয়ে প্রেমে বেহুঁস, তা-ও নাকি দোষ বাপ-মা'র-ই;
ও ঝকমারি
খুব হয়েছে প্রেমের খেলা,
খেলা তো নয় বিষম ঠেলা,
এ ঠেলা শেষ হলেই এখন হাঁক ছাড়ি—
ঝকমারি ও ঝকমারি।

নীলিমা ও লীলা একসঙ্গে (হাতের বই উঁচাইয়া যথাক্রমে অনিল ও সলিলকে লক্ষ্য করিয়া)—শুনলে প্রিয় বিয়ের ঝকমারি?

অনিল ও সলিল একসঙ্গে (হাতের বাঁশী উঁচাইয়া গান—)

খুব শুনেছি, ভয় কি প্রিয়ে বুড়োবুড়ীর কোল্লোলে,
ষাট বছরের ফসিল এরা যাক না কেন জঙ্গলে;

আমরা ভয় করি নে পকেটখালি
পাওনাদারের গালাগালি মাস প'লে,

(লীলা ও নীলিমার গানে যোগদান)

ছুটিয়ে দিয়ে প্রেমের ঘোড়া
যেন পক্ষীরাজের জোড়া
আমরা উড়বো হাওয়ায় বাঁধনহারা যু—গলে
ভয় কি মোদের বুড়োবুড়ীর কোন্দোলে।

রঞ্জন। বাবা অনিল···

অনিল। বাবা···

রঞ্জন। আমাকে ফসিল বললে···

অনিল। তোমাকে একা বলিনি বাবা, মাকেও বলেছি···

রঞ্জন। বেশ বেশ···আমার বয়স কিন্তু ষাট হয়নি এখনো, এইমাত্র বাহান্ন বছর···

অনিল। যাঁহা বাহান্ন তাঁহা ষাট বাবা, মাত্র আটটা বছরের তফাৎ তো···

মঞ্জরী। মা লীলা···

লীলা। মা···

মঞ্জরী। তুমি আমাকে বুড়ী বললে···

লীলা। শুধু তোমাকে বুড়ী বলিনি মা, বাবাকেও বুড়ো বল্লেছি···

মঞ্জরী। আমার বয়স কিন্তু এখনো পঞ্চাশ হয় নি···

লীলা। তাতে কি মা, চল্লিশ পার হয়েছে তো, তা হলেই হ'ল···

অনিল। দ্যাখো মা, বাবা, তোমাদের দুজনকেই বলছি, তোমাদের এই-ভাবে বুড়িয়ে যাওয়ার কারণ বয়েস নয়; কারণ হচ্ছে আমাদের পরিবারে ভাল খাওয়া আর অ্যামিউজমেণ্টের অভাব; খাওয়াদাওয়ার যদি একটু ইমপ্রুভমেণ্ট কর আর মধ্যে মধ্যে বাড়ীতে কিছু অ্যামিউজমেণ্টের ব্যবস্থা কর তা হ'লে এই বুড়িয়ে যাওয়া বন্ধ হয়···

রঞ্জন। অ্যামিউজমেণ্টের অভাব আমি ততটা ফীল করিনে যতটা করি ভাল খাওয়াদাওয়ার, কিন্তু খাওয়াদাওয়ার উন্নতি করা তো খরচের ব্যাপার, খরচ জুটবে কোত্থেকে···

মঞ্জরী। আমি ভাল খাওয়াদাওয়ার অভাব ততটা ফীল করিনে যতটা

করি অ্যামিউজমেণ্টের, কিন্তু তার খরচ জোটাবে কে…পাঁচ বছরের মধ্যে এই পচা টাউন ছেড়ে একবার একটু চেঞ্জে যেতে পারিনি…

অনিল। আচ্ছা খরচের জন্যে তোমরা ভেবো না, আজকেই সন্ধ্যে বেলায় আমরা একটা পার্টির বন্দোবস্ত করছি তাতে খাওয়া অ্যামিউজমেণ্ট দুইয়েরই বন্দোবস্ত থাকবে…

রঞ্জন। খরচের জন্যে ভাবতে তো বারণ করছো, কিন্তু শেষকালে আমাকে ধার শোধ করতে হবে না তো?…

অনিল। না না না, ধার করতে হবে না এজন্যে, কি বল সলিল?…

লীলা। হ্যাঁ সলিলদা তো একদিন আমাদের ফীস্ট্ দিব বলেছিলেন তাঁর বি সি এস পাশ করার জন্যে…

সলিল। আচ্ছা বেশ, একদিনের ফীস্টের খরচ আমি দিতে রাজী আছি…

নীলিমা। ভালো কথা, অ্যামিউজমেণ্টের খরচাটা না হয় আমি দিব, গোটা পঁচিশ টাকার মধ্যে যদি হয়…

অনিল। যথেষ্ট যথেষ্ট, পঁচিশ টাকাতেই যথেষ্ট হবে, বেশ তবে এই ঠিক হ'ল, আজ সন্ধ্যা আটটায় একঘণ্টা অ্যামিউজমেণ্ট, তার পর ফীস্ট…

সলিল। অ্যামিউজমেণ্টটা কি হবে অনিল এখনই ঠিক করে' রাখো…

অনিল। এই গান, ড্যান্সিং, আর কি বল…

লীলা। রেবা মিত্তিরকে ডাকতে হবে দাদা, ও-ই আজকাল এ পাড়ার মধ্যে নাচে ভাল…

অনিল। আচ্ছা তাই ডাকবো, মা বাবা, লীলা, চল সন্ধ্যার ফাঙ্শানের কাজে এখন থেকেই লেগে পড়া যাক…

চতুর্থ দৃশ্য

পূর্ব দৃশ্যের দিনেই, রাত্রি আটটা।

রঞ্জনের বাড়ীর প্রশস্ত বারান্দাটির মধ্যস্থলে নৃত্যগীতের বন্দোবস্ত হইয়াছে; বারান্দা, বারান্দাসংলগ্ন দুখানি ঘর ও উঠান উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত; উঠানে চারপাঁচখানি টেবিল ও প্রত্যেক টেবিলের চারিপাশে চারখানি করিয়া চেয়ার; টেবিলগুলি কাপড় দিয়া ঢাকা ও পুষ্পস্তবক দ্বারা সুসজ্জিত; এক-খানি টেবিলের পার্শ্বস্থ চেয়ার চারখানির দুখানিতে রঞ্জন ও মঞ্জরী এবং বাকী দুখানিতে মধ্যবয়স্ক নিমন্ত্রিত একটি দম্পতি উপবিষ্ট; অনিল, নীলিমা ও অপর দুটি তরুণ তরুণী একত্র এবং লীলা, সলিল ও আরো দুজন তরুণ তরুণী অন্যত্র এক একখানি টেবিল ঘিরিয়া হাসিগল্পে নিযুক্ত; অন্যান্য চেয়ারগুলিতে নিমন্ত্রিত কিশোর কিশোরী ও কালুপ্রমুখ বালকবালিকার দল নাতি-উচ্চকণ্ঠে গোলমাল করিতেছে; বারান্দার উপরে নৃত্যশিল্পী রেবা মিত্র আসীনা; গীতশিল্পী একজন তরুণ ও একজন তরুণী ও তাহাদের সহকারিগণ বাদ্যযন্ত্রসহযোগে সঙ্গীতের জন্য প্রস্তুত।

রঞ্জন (দাঁড়াইয়া)—রাত্রি আটটা হয়েছে, এখন আমাদের উৎসব আরম্ভ হবে। প্রথমেই হবে দুখানি গান, তারপর একখানি নাচ; তার পর খাওয়াদাওয়া; খাওয়াদাওয়ায় বেশী রাত্রি করা চলবে না, কারণ আমাদের নিমন্ত্রিতদের মধ্যে ছোট ছেলেমেয়েও রয়েছে। আমি আর বেশী কথা বলে' আপনাদের ধৈর্য নষ্ট করতে চাই না। আমি গীতশিল্পীদেরকে সাদরে আহ্বান করছি, তাঁদের গীতনৈপুণ্য দেখিয়ে আমাদেরকে পরিতৃপ্ত করুন। প্রথমে গাইবেন শ্রীমতী সন্ধ্যা গুপ্ত, তারপর শ্রীমান্ চঞ্চলকুমার মুখার্জি (উপবেশন)।

(বাদ্যশিল্পীদের বাজনার সঙ্গে সন্ধ্যা গুপ্তর গান)

অণুতে অণুতে
মিলন ঘটায়ে
সৃষ্টি খুলেছে দ্বার,

বিশ্বের বুকে

চলে যুগে যুগে

মিলনের অভিসার ;-

মিলনের সুর

অসীম আকাশে,

মিলনের নেশা

উতলা বাতাসে,

মিলনের খেলা

আলোকে আঁধারে

চন্দ্রতারকা তপনে,

হৃদয় মাতানো

মিলন মাধুরী

ছড়ায়ে সারাটি ভুবনে ;-

আকাশ হেলেছে

সাগরের গায়

সাগর চুমিছে

ধরণী পায়

বুক পেতে দিয়ে

মাগিছে ধরণী

বিশ্বের গুরুভার,

সংসার-জোড়া

মিলনের মাঝে

আমাদের অভিসার।

(সঙ্গীতশেষে মুহুর্মুহুঃ করতালি ও এঙ্কোর এঙ্কোর ধ্বনি। সন্ধ্যা গুপ্ত আর একবার গানটি গাহিলে)

অনিল (দাঁড়াইয়া)—সন্ধ্যাদেবীর অপূর্ব গীতনৈপুণ্যে আমরা সকলে মুগ্ধ হয়েছি। আমি আন্তরিক আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি আমাদের প্রিয় বন্ধু আশিস চ্যাটার্জি সন্ধ্যাদেবীর এই গানের জন্য একটি স্বর্ণপদক উপহার দিবেন বলে' জানিয়েছেন (চতুর্দিকে পুনরায় করতালি) ; এবার শ্রীচঞ্চল-কুমারের গান।

(চঞ্চলকুমারের গান, বাদ্য সহযোগে)

বৈশাখ আজি দুয়ারে দুয়ারে
হাঁক দিয়ে যায় গুরু ঝঙ্কারে
নব বরষের উৎসবে আজ জগতের মহা নিমন্ত্রণ ;
অতীতের ক্লেশ ব্যাথা বেদনায়
মাথা হেঁট করে' ঘরের কোনায়
ফেলো' না অশ্রু, এসো বা'র হয়ে
কর নূতনের আবাহন ;
নূতন আশায় লও বুক ভরে'
নব উৎসাহে নিজ পথ ধরে'
যতটুকু পারো চলনা এগিয়ে সার্থক হোক্ এজীবন ;
নব বরষের উৎসবে আজ জগতের মহা নিনন্ত্রণ।

(উপস্থিত সকলের ঘন ঘন করতালি)

অনিল। আজকের উৎসবের উদ্‌যোক্তাদের পক্ষ থেকে আমি চঞ্চল্‌-কুমারকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। তাঁর সবল সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর ও গানটির সময়োপযোগী ভাব ও ভাষা যে আমাদের সকলকেই বিমল আনন্দ দান করেছে আশা করি সকলেই তা স্বীকার করবেন। আমি উৎসব সমিতির পক্ষ থেকে তাঁকে একটি পদক দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি (সবল করতালি)। এবার শ্রীমতী রেবা মিত্তিরের নৃত্য। নৃত্যের বিষয় "কমলের জাগরণ"।

(রেবা মিত্তিরের নৃত্য ; ঐকতান সহযোগে প্রায় দশ মিনিট ধরিয়া নৃত্য ও মধ্যে মধ্যে সহর্ষ করতালি। নৃত্য শেষে—)

লীলা (নিজস্থানে দাঁড়াইয়া)—আমাদের প্রিয় বন্ধু রেবা মিত্রের প্রাণমাতানো নৃত্যকলা আমাদের সকলকে মুগ্ধ করেছে ; এরকম নৃত্য আমরা পূর্বে আর কখনো দেখিনি। উপস্থিত মহিলাদের মধ্যে একজনা শ্রীমতী মিত্রকে একটি স্বর্ণপদক পুরস্কার দিবেন বলে' আমাদেরকে জানিয়েছেন, কিন্তু তিনি তাঁর নিজের নাম জানা'তে ইচ্ছুক নন ; তবে নাম না জানতে দিলেও তিনি যে গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়েছেন তাতে আমরা সকলেই আনন্দিত।

(উপবেশন; চতুর্দিকে উচ্চ করতালি)

রঞ্জন (দাঁড়াইয়া)—বন্ধুগণ, আজকের এই সান্ধ্য উৎসবে আমরা যে

উচ্চাঙ্গের নৃত্যগীত উপভোগ করলাম তা সত্যসত্যই দুর্লভ। আমাদের কর্ম-ক্লান্ত জীবনে মধ্যে মধ্যে যদি এইরূপ নির্মল আনন্দ উপভোগ করতে পাওয়া যায় তবে দৈনন্দিন অভাব অভিযোগের গ্লানি ও দুশ্চিন্তার ভার অনেকখানি দূর হয়ে যায় তাতে কোন সন্দেহ নাই। আজ যদি আরো দুচারখানি নৃত্যগীতের সময় করতে পারা যেত তা হ'লে বড়ই সুখের বিষয় হ'ত; কিন্তু রাত্রি বেশী হয়ে যাচ্ছে; ছেলেমেয়েরা ঘুমিয়ে পড়বে; অনেকে বোধ হয় ক্ষুধার্তও হয়েছেন (দর্শকদের মধ্যে হইতে একাধিক কণ্ঠে 'হাঁ হাঁ নিশ্চয় নিশ্চয়' ধ্বনি), কাজেই আমার ভাঙ্গা গলায় আমার স্বরচিত একটা গান গেয়েই আজকের মত উৎসবের শেষ করবো। গানটিতে মাত্র মিনিট পাঁচেক সময় লাগবে, তার পরেই আপনাদের খাওয়া দাওয়া আরম্ভ হবে (চতুর্দিক্ হইতে 'বেশ বেশ' শব্দ)। এ গানটিতো আপনাদের কারো জানা নাই, সুতরাং আমি প্রথমে এক এক লাইন গাইলে তার পর আপনারা সকলে আমার সঙ্গে গাইবেন।

(বাদ্য সহযোগে গান)

রঞ্জন। এই নিয়ে জীবন
ওরে এই নিয়ে জীবন

অপর সকলে। এই নিয়ে জীবন
ওরে এই নিয়ে জীবন

রঞ্জন। ঝাঁটা-লাঠি কান্না-কাটি বিচ্ছেদ-মিলন

অপর সকলে। ঝাঁটা-লাঠি কান্না-কাটি বিচ্ছেদ-মিলন

রঞ্জন। এই নিয়ে জীবন
ওরে এই নিয়ে জীবন

অপর সকলে। এই নিয়ে জীবন
ওরে এই নিয়ে জীবন

রঞ্জন। রাত্রি প্রভাত হ'তেই সুরু নানান্ হট্টগোল

অপর সকলে। রাত্রি প্রভাত হ'তেই সুরু নানান্ হট্টগোল

রঞ্জন। চাল ডাল তেল ঘী নুনের ধকল

অপর সকলে। চাল ডাল তেল ঘী নুনের ধকল

রঞ্জন। প্রিয়ার গালাগালির সাথে 'ওগো প্রিয়' সম্ভাষণ

অপর সকলে। প্রিয়ার গালাগালির সাথে 'ওগো প্রিয়' সম্ভাষণ

রঞ্জন। (যেন) আঁধার আলোর লুকোচুরি, রৌদ্রমাঝে বরিষণ

অপর সকলে। (যেন) আঁধার আলোর লুকোচুরি, রৌদ্রমাঝে বরিষণ

রঞ্জন। এই নিয়ে জীবন
ওরে এই নিয়ে জীবন

সকলে (রঞ্জন সমেত)—এই নিয়ে জীবন।
ওরে এই নিয়ে জীবন।

যবনিকা

সেকাল ও একাল

বাল্যের শিক্ষাগুরু

পরলোকগত কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

স্মরণে

চরিত্রাবলী

ঠাকুর্দা	...	হীরালাল মুখোপাধ্যায়	... ৮২ বৎসর
প্রাইভেট টিউটর	...	প্রফেসার শরৎকুমার	... ২৫ বৎসর
মা	...	মোহিনী দেবী	... ৫২ বৎসর
মেয়ে	...	শেফালি	... ২২ বৎসর

স্থান—কলিকাতা

সময়—বাংলা সন ১৩৬০

প্রথম দৃশ্য

ট্রাম-বাস-লাইন হইতে দূরে কলিকাতার একটি অপেক্ষাকৃত নিভৃত ও নিস্তব্ধ পল্লীতে নাতিবৃহৎ একটি বাড়ী। বারান্দাযুক্ত তিনখানি ঘর পাশাপাশি পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত; বারান্দার দক্ষিণে সাত আট হাত চওড়া একটি উঠান ছোট দেওয়াল দিয়া ঘেরা এবং দেওয়ালের বাহিরেই রাজপথ। উঠানের ভিতর দেওয়ালের কোলে কোলে যুঁই, বেলফুল, হাসনুহানা ইত্যাদির ছোট ছোট ঝোপ দেওয়ালের মাথা ছাড়াইয়া উঠিয়াছে; এক কোণে একটি পাম্ গাছ; মধ্যেকার ঘরের সম্মুখ হইতে উঠানে সিঁড়ি নামিয়াছে ও সিঁড়ির সামনাসামনি রাজপথে বাহির হইবার গেট; গেটের মাথায় মাধবীলতা বসন্ত-সমাগমে ফুলে ফুলে ছাইয়া গিয়াছে। প্রত্যেকখানি ঘরের দক্ষিণ দেওয়ালে একটি করিয়া বড় দরজা ও দরজার উভয় পার্শ্বে দুইটি বড় জানালা। ঘরের ভিতর দিয়া এক ঘর হইতে পাশের ঘরে যাইবার জন্য সমান সাইজের দরজা; প্রত্যেক ঘরের উত্তর দিকের দরজা দিয়া বাড়ীর উত্তরাংশে ভিতর উঠানে যাইবার পথ; ভিতর উঠানের অপর পার্শ্বে রান্নাঘর, চাকরের ঘর ইত্যাদি। দর্শকের দৃষ্টির বাহিরে।

ফাল্গুনমাসের মাঝামাঝি, ঝিরঝির করিয়া দক্ষিণা বাতাস বহিতেছে; সন্ধ্যা প্রায় সাড়ে সাতটা; দূর কোন্ মন্দিরে দেবারতি হইতেছে, তাহার কাঁসর ঘণ্টার শব্দ মন্দীভূত হইয়া কানে আসিতেছে; মুখুজ্যে বাড়ীর তিনটি ঘরই বিদ্যুতালোকে আলোকিত, কিন্তু পশ্চিম প্রান্তের ঘরটির আলো অত্যন্ত ম্লান ও নীলাভ; মধ্যেকার ঘরে দরজার দীর্ঘ পর্দার ভিতর দিয়া দুইখানি পালঙ্কের উপর দুইটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শয্যা দেখা যাইতেছে; পূর্ব প্রান্তের ঘরে একখানি টেবিল, টেবিলের চারিধারে চারিখানি চেয়ার ও অনতিদূরে পুস্তকদ্বারা আংশিকভাবে পূর্ণ একটি বুক শেল্ফ্; এক কোণে দেওয়াল হইতে একটি সেতার ঝোলান।

পশ্চিমের ঘরে একখানি সেকেলে খুব মজবুদ কিন্তু নূতন পালিশ করা খাটে শাদা ধবধবে বিছানায় চাদর-আবৃত অবস্থায় বৃদ্ধ হীরালাল মুখোপাধ্যায় নিদ্রিত; খাটের নিকটে একখানি চেয়ার ও টেবিল; ঘরের দরজা ও জানালা সমস্তই এখনো উন্মুক্ত; বারান্দায় দরজার পাশে দেওয়াল ঘেঁষিয়া পাতা একখানি আসনে বসিয়া মোহিনী দেবী মালা জপিতেছেন।

হীরালাল (হঠাৎ ঘুম হইতে জাগিয়া বিছানার উপর বসিয়া অস্বাভাবিক স্বরে)—বৌমা, বৌমা…

মোহিনী (মালাজপা বন্ধ করিয়া)—এই যে বাবা আমি এখানে, এই আসি…(গাত্রোত্থান)

হীরা (পূর্বের ন্যায় অস্বাভাবিক স্বরে)—ও বৌমা, শীগ্রি এসো…

মোহিনী (জপমালা গলায় জড়াইয়া হীরালালের শয্যাপার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইয়া)—কি হয়েছে বাবা, স্বপন দেখেছেন নাকি ? (হীরালালের কপালে হাত বুলাইয়া) ইঃ কি ঘেমেছেন বাবা, খারাপ স্বপন দেখেছেন বুঝি ?…

হীরা। স্বপন, না স্বপন না, তোমার মা এসেছিল এই মাত্র—দ্যাখো তো, দ্যাখো তো বাইরে, পামগাছটার কাছে একবার দ্যাখো তো ভাল করে'…

মোহিনী। পামগাছের কাছে কী দেখবো বাবা—আপনি স্বপন দেখেছেন, ভগবানের নাম নিন…

হীরা। না, না, বৌমা, আমি স্পষ্ট দেখলুম যে, আমি ঘুমিয়ে ছিলুম না, জেগেই ছিলুম, স্পষ্ট দেখলুম তোমার মা—সেই যে চওড়া লাল পেড়ে শাড়ী পরিয়ে দিয়েছিলে বিদায়ের সময়··

মোহিনী। বাবা, ভগবানের নাম নিন, আপনি শোন্ আবার (হীরালালের বুকের উপর হাত রাখিয়া) ওঃ বুকটা এখনো ধক্ ধক্ করছে…

হীরা। সেই কস্তাপেড়ে শাড়ী পরনে আর কপালে ডগ্‌ডগ্ করছে সিঁদুরের ফোঁটা, মুখে যেন সেই হাসি লেগে আছে…

মোহিনী। বাবা আপনি শোন্ বাবা, একটু স্থির হোন্…

হীরা। না বৌমা, সে এসেছিল, ঐ পামগাছের পাশে দাঁড়িয়ে আমার দিকে চেয়ে হাসিমুখে বললে, এসো তুমি, আর দেরী কেন, আমার একা একা

মোহিনী। দুর্গা দুর্গা, বাবা আমার কথা শুনুন··

হীরা। বললে, আমার একা ভাল লাগছে না, তুমি শীগ্রি এসো… বৌমা (মোহিনীর মুখের দিকে অসহায়ভাবে তাকাইয়া)…

মোহিনী (হীরালালের ঘাড়ের উপর হাত দিয়া)—বাবা…

হীরা। বৌমা, আমি আর বাঁচবো না, আমার ডাক এসেছে…

মোহিনী। ও কথা বলতে হয় না বাবা, আপনার শরীর তো দিব্যি আছে, কোন অসুখ বিসুখ নেই, আপনি অত ভয় পাচ্ছেন কেন…

হীরা। ভয় না বৌমা, আর আমি বাঁচবো না, বাঁচতে চাইও না আমি আর, কী লাভ বেঁচে বল…

মোহিনী। ওকথা বলবেন না বাবা, আপনি অবর্ত্তমানে আমি দাঁড়াবো কার কাছে···

হীরা। যার কাছে সবাই দাঁড়ায় বৌমা, তার কাছেই দাঁড়াবে, ভগবানের কাছে দাঁড়াবে···শুধু একটা কথা, শুধু একটা কথা···

মোহিনী। কী কথা বাবা ?···

হীরা। শেফালি কোথায় বৌমা ?···(উচ্চৈঃস্বরে) শেফালি···

মোহিনী। শেফালি বাড়ীতে নেই বাবা, শেফালি কলেজ গিয়েছে···

হীরা। অ্যাঁ···

মোহিনী। শেফালি কলেজ গিয়েছে···

হীরা। কলেজ ? কেন ? এখন রাত্রে কলেজ কেন ?··

মোহিনী। কলেজে তাদের আজ কিসের উৎসব আছে, গানবাজনা হবে, নাটক হবে···

হীরা। নাটক হবে ? মেয়েদের নাটক ?··

মোহিনী। হ্যাঁ ছাত্রীদের নাটক হবে··

হীরা। ও···বৌমা···

মোহিনী। বাবা···

হীরা। তুমি একবার ছাখো তো পামগাছতলাটা···

মোহিনী (বারান্দায় গিয়া পুনরায় ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া)—কিছু নেই বাবা···কী থাকবে বাবা, আপনি আবার শুয়ে পড়ুন, আপনার ঘুমোবার সময় হয়েছে···

হীরা (উচ্চৈঃস্বরে)—শেফালি, শেফালি···

মোহিনী। শেফালি বাড়ীতে নেই বাবা···আমি আপনাকে একটু মহাভারত পড়ে' শোনাব ?···

হীরা। বৌমা···

মোহিনী। বাবা···

হীরা। এই বোশেখ মাসে হবে শেফালির বিয়ে ?···

মোহিনী। আমি তো খুব চেষ্টা করছি বাবা, কিন্তু ও সেই গোঁ ধরে' আছে বি এ পরীক্ষা না দিয়ে কিছুতেই বিয়ে করবে না···

হীরা। আমাদের কুলীন বামুনের সঙ্গেই বিয়ে হবে তো ?···

মোহিনী। আমি তো তাই ঠিক করে' রেখেছি···

হীরা। আর ওসব বিলেত-ফেরৎ টেরৎ নয় বুঝলে বৌমা···

মোহিনী। আপনার আমার কথা যদি শোনে বাবা···

হীরা। কথা শুনবে না? (উচ্চৈঃস্বরে) শেফালি, শেফালি···

মোহিনী। শেফালি বাড়ীতে নেই বাবা, কলেজ গিয়েছে, এই এল বলে'···

হীরা। ও···

(বাহিরে গেট খোলার শব্দ)

মোহিনী। ঐ যে শেফালি এল বুঝি···শেফালি···

শেফালি (সিঁড়ি দিয়া উঠিতে উঠিতে)—এই যে মা আমি, কি বলছো?···

মোহিনী। একবার এই ঘরে এসো, দাদু তোমাকে ডাকছেন···

শেফালি। এই যে আসি মা জুতো খুলে'···

(পূর্ব্বদিকের ঘরের বাহির জুতা খুলিয়া রাখিয়া হীরালালের ঘর প্রবেশ)...

হীরা। শেফালি···

শেফালি। এই যে দাদু আমি (হীরালালের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া) দাদু জানো আজ আমাদের কলেজে···

হীরা। তোমাদের রাত্তিরে কলেজ হয় কেন শেফা? এ আবার কি রকম, রাত্রিবেলায়···

শেফালি। রাত্রিতে আমাদের কলেজ হয় না দাদু, আজ একটা উৎসব ছিল কিনা...আজ আমাদের এই কলেজপ্রতিষ্ঠা দশ বৎসর পূর্ণ হ'ল কিনা···

হীরা। ও আচ্ছা বেশ তবে ··(শুইয়া পড়িয়া) তবে···

মোহিনী। শেফা তুমি একটু দাদুর কাছে বসো, আমাকে একবার রান্নাঘরে যেতে হবে···

(মধ্যের ঘরের ভিতর দিয়া রান্নাঘরের দিকে গমন)

শেফালি। দাদু জানো আমাদের এই উৎসবে আজ আমাকে একটা গান গাইতে হয়েছিল···

হীরা। গান? সক্কলের সামনে?··

শেফালি। হ্যাঁ নিশ্চয়ই···

হীরা। কত লোক ছিল? পুরুষ মানুষ ছিল তো সেখানে?···

শে। ছিল বৈ কি, প্রফেসাররা প্রায় সবাই ছিলেন…

হী। কি গান গেয়েছিলি বল তো…লজ্জা করলো না অত লোকের সামনে ?…

শে। লজ্জা কিসের, রবীন্দ্রনাথের একটা গান—শ্রাবণের ধারার মতো পড়ুক ঝরে পড়ুক ঝরে…

হী। রবীন্দ্রনাথের গান ? তুই তো রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কারো গান গা'স নে…রবীন্দ্রনাথের গান সভাসমিতিতে বেশ ভালই লাগে শুনতে, না ?…

শে। হ্যাঁ…

হী। আচ্ছা গানটা একবার আমাকে গেয়ে শোনা না…

শে। বেশ শোনাচ্ছি, আমি হারমোনিয়ামটা নিয়ে আসি ওঘর থেকে…

(মধ্যেকার ঘর হইতে হারমোনিয়াম আনিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া বাজাইবার উপক্রম)…

হী। শেফা দিদি, গান তো গাইবি, কিন্তু গান গাওয়ার আগের তোকে একটা কথা বলবো…

শে (পুনরায় শয্যাপার্শ্বে বসিয়া)—কী কথা দাদু ?…

হী। আজ এই একটু আগে তোর ঠাকুমা এসেছিল…

শে। অ্যাঁ ?…

হী। তোর ঠাকুমা এসেছিল আমাকে ডাকতে…

শে। স্বপনে বুঝি ?…

হী। না স্বপনে না, সত্যি সত্যি এসেছিল, ঐ পামগাছের কাছে দাঁড়িয়ে পরিষ্কার আমাকে বললো, তুমি এসো, আর কতদিন আমি একা একা থাকবো…

শে। কী বলছো তুমি দাদু, তা-ই কি আবার হয় নাকি ? ও স্বপন…

হী। তোরা সবাই স্বপন বলবি তা জানি, কিন্তু দিদি আমি এবার তোদের ছেড়ে চললাম জানিস…

শে (হীরালালের গলা জড়াইয়া ধরিয়া)—লক্ষ্মীটি দাদু ও রকম কথা বলো' না, আমার কান্না পাচ্ছে…

হী। আচ্ছা আমার একটা কথা রাখবি বল্…

শে। নিশ্চয়ই রাখবো দাদু, বল না কী কথা ··

হী। আমি যাওয়ার আগে বিয়েটা কর্ ভাই···

শে। ও সেই কথা···

হী। হ্যাঁ সেই কথাই ভাই, তোর বিয়েটা হ'লে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারি, তা নইলে ও জগতে গিয়েও আরাম পাব না···

শে। তুমি নিশ্চয়ই বেঁচে থাকবে দাদু আমি বি এ পাশ করা পর্যন্ত, এই তো আর ক'টা মাস ··তার পরই···

হী। ক'টা মাস কোথায় দিদি, এখনো তো এক বছর···

শে। এই তো কেটে গেল বলে' এ বছরটা ; এর মধ্যে তোমাকে যেতে দিচ্ছি না কিছুতেই (পুনরায় হীরালালের গলা জড়াইয়া আদর)···

হী। আচ্ছা আচ্ছা বেশ, এখন তবে গানটা গা···

শে (হীরালালের ঘাড়ে হাত রাখিয়াই)—দাদু তুমি রাগ করলে না তো?···

হী। না ভাই তোর উপরে কি আমি রাগ করতে পারি, নে এখন গানটা গা, কলেজে যেমন করে' গেয়েছিস ঠিক তেমনি করে'···

শে। আচ্ছা দাদু তুমি আমার দিকে তাকিয়ে শোও, আমি গাই

(চেয়ারে বসিয়া গান)

শ্রাবণের ধারার মতো পড়ুক ঝরে পড়ুক ঝরে,
তোমারি সুরটি আমার মুখের 'পরে বুকের 'পরে।
পুরবের আলোর সাথে পড়ুক প্রাতে দুই নয়ানে—
নিশীথের অন্ধকারে গভীর ধারে পড়ুক প্রাণে,
নিশিদিন এই জীবনের সুখের 'পরে দুখের 'পরে
শ্রাবণের ধারার মতো পড়ুক ঝরে পড়ুক ঝরে ;

(গীতিমাল্য)

(গানের শেষ দিকে হীরালালের ক্রমে ক্রমে নিদ্রার আবির্ভাব ও নাসিকাগর্জন ; সঙ্গীত বন্ধ করিয়া শেফালির ধীরে ধীরে হীরালালের ঘর হইতে বাহির হইয়া পূর্বদিকের ঘরে প্রবেশ ও শেলফের বইগুলিকে ভালো করিয়া গুছাইয়া রাখা ইত্যাদি কাজে মনোনিবেশ ; মধ্যেকার ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া মোহিনীর হীরালালের ঘরে প্রবেশ এবং হীরালালের মশারি খাটাইয়া, দক্ষিণের দরজা বন্ধ করিয়া ও আলো নিবাইয়া পূর্বদিকের ঘরে শেফালির নিকট গমন)

মোহিনী (একখানি চেয়ারে বসিয়া)—শেফালি এ'টুখানি বসো', দুটো বিশেষ কাজের কথা আছে···

শে (মোহিনীর পাশে আরেকখানি চেয়ারে বসিয়া একটু গম্ভীর ভাবে)—কাজের কথা মানে তো তোমার সেই পুরনো কথা···

শো। হ্যাঁ পুরনো কথাই বটে, কিন্তু জানো আজ এই সন্ধ্যা-বেলায় তোমার দাদু এক অদ্ভুত স্বপন দেখেছেন···

শে। হ্যাঁ দাদু বলেছেন আমাকে···

মো। বড় ভয় পেয়েছেন স্বপনটা দেখে, বার বার বলছেন আর তিনি বাঁচবেন না, তাঁর ডাক পড়েছে···

শে। বুড়ো মানুষের স্বপনের তুমি কোন মূল্য দাও নাকি ?···

মো। কিছু বলা যায় না শেফা, এরকম স্বপন অনেক সময়···

শে। তুমিও যেমন, যাও ঐ স্বপ্ন নিয়ে আর অত মাথা ঘামাতে হবে না···

মো। না শেফালি, আমি স্বপনটাকে অত তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করতে পারছি নে, তোমার বাবাও মারা যাওয়ার কয়েক দিন আগে একটা ঐ ধরণের অলক্ষুনে স্বপন দেখেছিলেন···

শে। তা হ'লে তুমি কি বলতে চাও মা, এই সামনে অ্যানুয়াল পরীক্ষা, তারপর গরমের ছুটির পরেই তো ফাইন্যাল পরীক্ষার ধাক্কা এসে লাগবে···

মো। গরমের ছুটি তো পুরোপুরি দুমাস, এর মধ্যে তুমি বুড়ো দাদুর অনুরোধটা রাখো, আমার কথা শোন···

শে। কথা কি তোমাদের শুনি না মা, তোমাদেরও তো একটু বিবেচনা করা উচিত···

মো। বিবেচনা করতে করতে বুড়ো মানুষ হঠাৎ একটা কিছু হয়ে গেলে তখন দেখো অনুতাপের শেষ থাকবে না···

শে।···

মো। চুপ করে' থাকলে যে? আমি তো তোমার মা, তোমাকে অপাত্রে দিব এরকম আশঙ্কা কি তোমার মুহূর্তের জন্যও মনে স্থান দেওয়া উচিত ?···

শে। সে রকম আশঙ্কা কি কোনদিন আমার কথায় বা কাজে প্রকাশ পেয়েছে ?···

মো। পায়নি-ই বা বলি কি করে', তুমি নিজের জিদ তো একটি দিনও ছাড়বার কোন লক্ষণ দেখাও নি···

শে। মা, আমার বয়স কত হ'ল তোমার মনে আছে?···

মো। খুব মনে আছে শেফালি, কিন্তু আমাদের বিয়েও কি খুব কচি বয়সে হয়েছিল মনে কর? আমরা তো মা বাবা যা ঠিক করেছিলেন তার উপরে একটি কথাও কোনদিন বলি নি···

শে। মা আজ ১৩৬০ সন মনে রেখো, আর তোমার বিয়ে হয়েছিল···

মা। ১৩২৫ সনে

শে। পঁয়ত্রিশ বৎসর!···

মো। পঁয়ত্রিশ বৎসর কেন শেফা, একশ' বৎসরেও কি সন্তানের উপর মায়ের স্নেহের কোন পরিবর্তন হয়?···

শে। স্নেহের পরিবর্তন না হ'লেও মা ও সন্তানের পরস্পর যে সম্পর্ক তাতে পরিবর্তন হ'তে পারে, হ'তে পারে কেন হবেই, কারণ সমাজ, প্রথা, আইন কিছুই এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই···হিন্দুদের মধ্যে সগোত্র বিয়ে, এক জাতের সঙ্গে আরেক জাতের বিয়ে, এ সবই যে এখন আইনসঙ্গত হয়ে গিয়েছে তা তো জানো?···

মো। তা জানি শেফা, কিন্তু ও আইন তোমার আইনই থাকবে, বিধবাবিবাহের আইনের মতো, ও আইন অনুসারে সমাজ কোনদিন চলবে না দেখো'···

শে। কী বলছো মা তুমি, কতগুলো সগোত্র বিয়ে ও ভিন্ন জাতের মধ্যে বিয়ে হয়ে গেল তার খোঁজ রাখ? এই সেদিন যে লিলি চ্যাটার্জির বিয়ে হ'ল ব্যারিস্টার সুধী ঘোষের সঙ্গে সেটা তো অবশ্যি তুমি জানো···

মো।···

শে (হাসিয়া)—এবার যে বড় তুমি চুপ করে' থাকলে?···

মো। দ্যাখো শেফা, তোমার দাদুকে তো বিলাত-ফেরতের সঙ্গে বিয়েতেই রাজী করতে পারছি নে, ভিন্নজাতের সঙ্গে বিয়ের তো কথাই নেই; তিনি তোমার বাবাকে ব্যারিস্টারি পড়ার জন্যে কিছুতেই বিলাত যেতে দেন নি, বিলেত যাওয়ার কথা উঠলেই বলেন, যারা কালাপানি পার হয়ে অস্পৃশ্য অখাদ্য খেয়ে এল তাদেরকে আমি হিন্দু বলতে পারিনে, অপরে যা ইচ্ছে

করুক বৌমা আমি বেঁচে থাকতে আমার পৌত্রীর বিয়ে বিলাতফেরতের সঙ্গে দেওয়া চলবে না···

শে। আর তোমারও সেই মতে সায় আছে, না?···

মো। না শেফা, বিলাতফেরতের সঙ্গে বিয়েতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু কুলীন ব্রাহ্মণের মেয়ের বিয়ে কায়স্থের সঙ্গে, অতটা আমি সহ্য করতে পারবো না···

শে। তবে?···

মো। তবে আর কি, কতবার বলবো তোমাকে—আমি যে পাত্র তোমার জন্যে ঠিক করেছি সেও তো জমিদারের ছেলে, বি এ পাশ, না হয় না-ই বা হ'ল তোমার প্রফেসার বোসের মত অক্সফোর্ডের গ্র্যাজুয়েট···

শে। এই তোমার কথা?...

মো। হ্যাঁ, কায়স্থের সঙ্গে বিয়েতে আমার সম্মতি কক্ষনো পাবে না শেফা···

শে। মা, জমিদারি আর বি এ পাশটাই কি এত বড় হ'ল? আমার মতামতের কোনই মূল্য নেই?···

মো। মতামতের কথা রাখো শেফা, কায়স্থ বিয়ে করলে আমার সঙ্গে তোমার কোন সম্পর্ক থাকবে না বলে' দিলাম···

শে। তবে?···

মো। তবে কি তোমার মতের জন্যে মাকেই ত্যাগ করবে?...আমার বড় ছেলে যদি আজ বেঁচে থাকতো, তা হ'লে আমি তোমার উপর এত জোর করতাম না; কিন্তু এখন তুমিই আমার একমাত্র সম্বল; তোমার দাদু কবে আছেন কবে নেই কেউ বলতে পারে না; তুমিও যদি আমার সঙ্গে সকল সম্বন্ধ কাটিয়ে যাও (আঁচল দিয়া চক্ষুমোচন)···

শে (মোহিনীর ঘাড়ে হাত দিয়া)—তোমার সঙ্গে সকল সম্বন্ধ কাটানোর কথা বলছো কেন মা ··আমি তো কলকাতাতেই থাকবো, তোমার কাছেই থাকবো···

মো। কলকাতায় তো চল্লিশ লক্ষ লোক আছে শেফা, তাতে আমার কী?···

শে। কিন্তু মা সমাজকে, দেশকে, তুমি অত ছোট করে' দেখছো কেন? ব্রাহ্মণ হ'লেই যদি কায়স্থর সঙ্গে সম্বন্ধ না থাকে, কায়স্থ হ'লেই

বৈশ্যর সঙ্গে সম্বন্ধ না থাকে, তা হ'লে সমাজ যে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে···

মো। সমাজের প্রত্যেক অংশ যদি ঠিক থাকে, খাঁটি থাকে, তবে সমাজ আপনাআপনি ঠিক থাকবে ; আর প্রতি অংশের পবিত্রতা যদি নষ্ট হয় তবে তোমরা হাজার চেষ্টা করেও সমাজকে টিকিয়ে রাখতে পারবে না···

শে। মা, যে সব জাতকে দাদুরা কি তোমরাও অস্পৃশ্য বলে' ছায়া মারাও নি, তাদেরকে যে এখন ভাই বলে' বুকে টেনে নিতে হচ্ছে, নমোশূদ্রকে যে এখন নমোসিংহ বলতে হচ্ছে, তা না হলে যে দেশ থাকে না···

মো। শেফালি তুমি কলেজপড়া মেয়ে, তোমার সঙ্গে আমি তর্কে পারবো না, কিন্তু তোমাকে আমি আজ আমার অন্তরের কথা বলছি, তুমি যদি স্বজাতি ছেড়ে চলে যাও, তবে আমি আর বেশীদিন বাঁচবো না, তোমার দাদুর সঙ্গে আমাকেও যেতে হবে···

শে। কিন্তু মা আজ বাবা বেঁচে থাকলে···

মো। তিনি বেঁচে থাকলে তোমার জাত-ত্যাগ সমর্থন করতেন ভেবেছ ?···

শে। কেন তিনি তো ওকালতিতে হাজার হাজার টাকা রোজগার করলেও শেষদিকে সমাজ থেকে অস্পৃশ্যতা, জাতিভেদ এই সব দূর করার কাজেই ঝুঁকে' পড়েছিলেন···

(বাহিরে সিঁড়িতে কাহার পদশব্দ)

মো। প্রফেসর আসছেন বোধ হয়, আজ রাত্রি হয়েছে, আজ আর বেশীক্ষণ পড়াশোনা করো' না···

(বাহির হইয়া মধ্যেকার ঘরে গমন ; বারান্দায় মোহিনীকে হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া প্রফেসার শরৎকুমারের শেফালির ঘরে প্রবেশ ও একখানি চেয়ারে উপবেশন)

শরৎ। কি মিস্ মুখার্জি, আজ তো ফাংশানের মধ্যে আপনারই জয় জয়কার—সকলের মুখেই আপনার গানের কথা···(শেফালির নির্বাক্ ও গম্ভীর ভাবে অবস্থিতি) কি, এত গম্ভীর যে, ব্যাপারখানা কি ?···

শে।···

শরৎ। কি, কথাটথা বলবেন না নাকি? তা হ'লে না হয় আজকের মত আসি···

শে। না বসুন, একটু কাজের কথা আছে···

শরৎ। কাজের কথা! ভয় করছে শুনে', কী কাজের কথা বলুন তো···

শে। দাদু আজ খুব জোরের সঙ্গেই বলেছেন যে শীগ্রি আমার বিয়ে দিতে হবে···

শরৎ। সে তো বেশ ভাল কথা···

শে। আর মায়েরও আদেশ যে এই গরমের ছুটিতেই আমাকে পাত্রস্থা হ'তে হবে···

শরৎ। ভাল কথাই তো বলেছেন···

শে। এবং তিনি যে পাত্র আমার জন্যে স্থির করে' রেখেছেন তাঁকেই আমার বিবাহ্ করতে হবে···

শরৎ। তাতেই বা আপত্তি করার কি আছে? পাত্রটি তো শুনেছি জমিদারবংশের ছেলে, বি এ পাশ···

শে। আপনিও ঐ কথা বলছেন···

শরৎ। এ কথা না বলে' তো উপায় নেই মিস্ মুখার্জি, আমি খুব বিশ্বস্তসূত্রে জেনেছি আপনার মা ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য কোন জাতে আপনার বিয়ে দিবেন না···

শে। সেই জন্যেই বলছি আপনার সঙ্গে একটু কাজের কথা আছে···

শরৎ। বেশ বলুন···

শে। দেখুন, এতদিন ধরে' যে শিক্ষা পেয়ে আসছি, সাম্য, মৈত্রী ইত্যাদি সম্বন্ধে বড় বড় বক্তৃতা শুনে' আসছি, কথায় কথায় বলে' আসছি, সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই, এসব কি চিরকাল মুখের কথাই থেকে যাবে, জীবনের কাজে তাদের রূপান্তর হবে না?···

শরৎ। হওয়া উচিত তাতে কোনই সন্দেহ নাই, কিন্তু যা উচিত তা কার্যক্ষেত্রে ক'টা জায়গায় হয়?···

শে। হয় না কেন? সকলেই যদি পিছিয়ে পড়ি আমরা, এ কাজটা আমার নয়, আরেক জন করবে, এই রকম ভীরু মনোভাব নিয়ে, তবে সমাজ ও দেশ তো কখনোই এগিয়ে যাবে না, যে আঁধারে আছি সেই আঁধারেই পড়ে' থাকবে···

শরৎ। আমাকে কি করতে বলেন মিস্ মুখার্জি ?...

শে। আমাকেই বলতে হবে ?

শরৎ। আমার যে বলতে ভয় হয়...

শে। কেন এত ভয় ? আমরা কি কোন অন্যায় বা পাপ কাজ করতে যাচ্ছি ?...

শরৎ। মায়ের আপত্তি, পিতামহের আপত্তি...এখন ঝোঁকের বশে একটা কাজ করে' ফেলে শেষে অনুতাপ করতে না হয়...

শে (উত্তেজিতভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া)—এতদিন তা হ'লে আমরা পরস্পরকে ভুলই বুঝেছি, (রুমালদ্বারা দুই চক্ষু মুছিয়া) আমার আর বলার কিছু নেই...

শরৎ (উঠিয়া দাঁড়াইয়া দুই হাতদ্বারা শেফালির ডান হাত চাপিয়া ধরিয়া)—মিস্ মুখার্জি, মিস্ শেফালি...

শে (শরৎকুমারের ঘাড়ে বাঁ হাত রাখিয়া ও পুনরায় সঙ্গে সঙ্গে হাত নামাইয়া লইয়া)—বলুন...

শরৎ (শেফালির হাত ছাড়িয়া দিয়া)—ভুল বোঝার কথা বলছেন আপনি, ভুল আমি একেবারেই বুঝি নি—আপনার জীবনের লক্ষ্য ও আমার জীবনের লক্ষ্য এক—সমাজকে ও দেশকে যতদূর ক্ষমতায় কুলোয় সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, কিন্তু সে কাজের জন্যে কি এটা একান্তই দরকার যে আমাদের দুজনকে...

শে। হ্যাঁ আমাদের দুজনকে নিকটতম সম্পর্কে আবদ্ধ হ'তে হবে, (পুনরায় চেয়ারে বসিয়া) একটুখানি বসুন...

শরৎ (চেয়ারে বসিয়া)—কত স্ত্রী পুরুষই তো আজকাল জীবিকার জন্যে বা আরও কত কারণে এককর্মক্ষেত্রে একসঙ্গে কাজ করছে, সে জন্যে তো তাদের কোন ব্যক্তিগত বাঁধনে আবদ্ধ হওয়া দরকার হয় না...

শে। তা না হোক্, আমি যাকে অন্তর দিয়ে ভালবাসতে না পেরেছি, শ্রদ্ধা করতে না পেরেছি, তার সঙ্গে জীবনের সব চেয়ে মঙ্গলময় কাজ করতে পারবো ব'লে মনে করিনে—দেশের কাজে নেমে আমার আপনার ঘনিষ্ঠতায় মধ্যে কোনরকম পঙ্কিলতা দেখা দেয় তা আমি চাইনে—তার চেয়ে সে কাজ না হয় সেও বরং ভাল...মনে রাখবেন...

শরৎ। থামলেন কেন, বলুন...

শে। মনে রাখবেন আপনি পুরুষ, আমি স্ত্রীলোক…

শরৎ (চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া শেফালির ঘাড়ে বাঁ হাত রাখিয়া ও ডান হাতে শেফালির বাঁ হাত ধরিয়া)—আর কিছু বলতে হবে না শেফালি, আজ থেকে আমরা এক পথ ধরলাম, একই কাজে নিজেদেরকে উৎসর্গ করলাম—আজ থেকে—আজ থেকে, তুমি আমার, আমি তোমার, কিন্তু তোমার মার সঙ্গে দাদুর সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হবে তোমাকেই…

মোহিনীর কণ্ঠস্বর (ভিতর ঘর হইতে)—শেফালি…

শে। এই যে আসি মা…

(শেফালির মধ্যেকার ঘরে প্রবেশ ও শরৎকুমারের সিঁড়ি দিয়া নামিয়া বাড়ীর বাহিরে প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

দ্বিতীয় দৃশ্য সর্বাংশেই প্রথম দৃশ্যের মত, পার্থক্যের মধ্যে এই যে পূর্ব-দিকের ঘরে পাশাপাশি দুখানি চেয়ারে বসিয়া মোহিনী ও শেফালি কথা-বার্তায় নিযুক্ত; পশ্চিমের ঘরে হীরালাল নিদ্রিত। সময় প্রথম দৃশ্যের পরদিন, সন্ধ্যা প্রায় সাতটা।

মো। শেষ পর্যন্ত তোমার জিদই বজায় থাকবে এই তো···দাদুর কথারও কোন মূল্য নেই, আমার কথারও কোন মূল্য নেই···

শে। দাদু ঠিক আমার বি এ পাশ করা পর্যন্ত বেঁচে থাকবে দেখো, আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই···তুমি দাদুকে বলো' যে আমি তোমার কথামত সেই জমিদারের ছেলেকেই বিয়ে করতে সম্মত হয়েছি, বাস্ তা হ'লেই সব গোলমাল মিটে' গেল···

মো। পরকালে যাত্রার জন্যে এক পা এগিয়ে আছে এরকম বুড়ো মানুষের কাছে আমি মিছে কথা বলতে পারবো না শেফালি ··

শে। আচ্ছা তুমি না পার আমি বলবো, এরকম মিথ্যা বলায় কোন পাপ হয় না···

মো। লেখাপড়া শিখে' বুঝি তোমাদের এই রকম বুদ্ধিই হচ্ছে···

শে। তা ছাড়া তো এ সমস্যার আমি আর কোন সমাধান দেখছি নে···

মো। বেশ তাই কর সমাধান···মা বাবার সঙ্গে ছেলেমেয়ের সম্পর্ক তো নাকি এখন বদলেই গিয়েছে তুমি বলেছ, কাজেই তোমাকে আর আমি কী বলবো, আমরা কখনো কলেজেও যাইনি, ইংরেজীও পড়িনি···

শে। মা, ইংরিজি না পড়লেও তোমার বুদ্ধির কখনো কমতি দেখিনি, কিন্তু এ কথাটা কেন তুমি বুঝতে চাও না যে দাদুর তো কথাই নেই, তুমিও যখন আমাকে পিছনে ফেলে যাবে তখন আমাকে কতদিন বেঁচে থাকতে হবে তা কিছুই বলা যায় না; তখন সংসারের পথে আমার নিজের মনোমত একজন সঙ্গী না থাকলে কী করে' পথ চলবো?···

মো। পথ তো শুধু তোমরা এই আজকালকার মেয়েরাই চলছো, আগের দিনের মেয়েরা মা বাবা মারা যাওয়ার পর স্বামীর সঙ্গে পথ চলতো না, ঘাড়ের বোঝা হয়েই থাকতো, তাই হিন্দুসমাজে স্ত্রীর নাম হয়েছে সহধর্মিণী···

শে। মা এবার তোমার রাগ হয়েছে, আর তোমার সঙ্গে তর্ক করবো না, তোমাকে একটা কথা বলে' রাখি মা, আজ প্রফেসার বোসকে আমার একটা গান শোনা'তে হবে, তোমার অনুমতি চেয়ে রাখছি···

মো। কিচ্ছু অনুমতির দরকার নেই, ভিন্নজাতে বিয়ে করার জন্যে তোমাদের অনুমতির দরকার হয় না, গান গাওয়ার জন্যে অনুমতির দরকার হবে, এযে ঠাট্টার মতো শোনাচ্ছে শেফালি; আমি এখন চল্লাম রান্নাঘরের দিকে···

(মধ্যেকার ঘর দিয়া ভিতরে গমন; শেফালির একখানি বই লইয়া পাঠ ও অল্পক্ষণের মধ্যেই শরৎকুমারের প্রবেশ)

শরৎ (একখানি চেয়ারে বসিতে বসিতে)—কি পড়ছেন, পলিটিক্স? ··

শে। পড়িনি কিছুই এখনো, শুধু বইখান নিয়ে বসে' আছি···

শরৎ। দেখুন মিস্ মুখার্জি···

শে। আবার মিস্ মুখার্জি, আবার দেখুন···

শরৎ। আচ্ছা বেশ, শেফালি, ছাখো, কাল রাত্রে এখান থেকে যাওয়ার পর মনে হ'ল মাকে একটু ঘরের কোনা থেকে জনসাধারণের কাজে নামাবার চেষ্টা করলে হয় না?···

শে। মাকে? আমার মাকে?···

শরৎ। হ্যাঁ, তোমার মা তো এখন আমারও মা···

শে। অসম্ভব, মাকে আপনি জানেন না—মাকে আমাদের পাড়ার মেয়ে-স্কুলের প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশনে কিছুতেই একবার সভানেত্রীর কাজ করা'তে পারলাম না, অথচ স্কুলের কর্তৃপক্ষ প্রতি বৎসর ঐ জন্যে তাঁর কত খোশামোদই না করে···

শরৎ। কিন্তু তাঁর মনটাকে তো খানিকটা লিবার‍্যালাইজ করা দরকার, আমাদের দুজনের স্বার্থের জন্যেই দরকার···

শে। কি রকম?…

শরৎ। মনে রেখো তোমাদের বাড়ীঘর ব্যাঙ্কে মজুদ টাকা ইত্যাদি সবই এখন মায়ের হাতে…

শে। হ্যাঁ তা তো নিশ্চয়ই…

শরৎ। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাকে সে সব থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করতে পারেন…

শে। তা করেন করবেন, নিজের আদর্শের জন্য দারিদ্র্য বরণ করতে তৈরী আছি…

শরৎ। শেফালি, তোমার চেয়ে আমার বয়স খুব বেশী না হ'লেও বিদেশ ঘুরে' ও নানা লোকের সঙ্গে মিশে' আমার অনেকটা অভিজ্ঞতা হয়েছে যা তোমার হয় নি…

শে। বেশ…

শরৎ। আমি আমার এই বয়সের মধ্যেই ভাল করে' বুঝেছি শুধু আদর্শবাদ নিয়ে, শুধু থিয়োরি নিয়ে, সংসারে চলা যায় না; অর্থের দরকার…

শে। কেন আমাদের দুজনের জীবিকা দুজনে মিলে' উপার্জন করতে পারবো না?…

শরৎ। তা বলা যায় না, এমন অবস্থার উদ্ভব হ'তে পারে যাতে দুজনেরই উপার্জন বন্ধ হয়ে গেল…

শে। এত অর্থের চিন্তায় আপনি…

শরৎ। আর বার বার আপনি আপনি বলছো কেন শেফালি, আমি তো কাল থেকেই আপনি ছেড়ে তুমি ধরেছি…

শে। আচ্ছা বেশ, অর্থের চিন্তায় তুমি এত ব্যতিব্যস্ত হ'চ্ছ কেন?… মহাত্মা গান্ধি তো একটুকরো ন্যাকড়া পরেই ঘোর শীতে বিলাত ঘুরে' এসেছিলেন…

শরৎ। মহাত্মা গান্ধির কথা ছেড়ে দাও শেফালি, তিনি ট্রেনে থার্ড ক্লাশে যাতায়াত করলেও তাঁর থার্ডক্লাশ কার্যতঃ ফার্স্ট ক্লাশই হয়ে দাঁড়া'তো…

শে। তবে কি তুমি বলতে চাও দেশের কাজে নামার আগেই জীবিকার সংস্থান ঠিক করে' রাখতে হবে?…

শরৎ। সমস্ত বড় বড় নেতাদের জীবনকাহিনী আলোচনা করে' তুমি ছাখো, তাঁদের উদরান্নের চিন্তা ছিল না···পেটে ক্ষুধা, গৃহ শূন্য, অথচ জনসভায় গিয়ে বড় বড় বক্তৃতা দিচ্ছি, এর চেয়ে জঘন্য কেলেঙ্কারি আর নেই···

শে। যাদের কাজ করবো তারা কোন সাহায্য করবে না?···

শরৎ। আমাদের কাজ তো গরীবের মধ্যেই হবে শেফালি, যাদের নিজের দিন চলা কঠিন তারা আমাদের সাহায্য করবে কোথেকে?··· সাহায্য করার ক্ষমতা যদি থাকেও, তা হ'লেও ওয়েলিংটন স্কোয়ারে বা মনুমেণ্টের তলায় তোমার গরম গরম বক্তৃতা শুনে' উল্লসিত জনতা সভার শেষে তোমাকে মুঠো মুঠো টাকা প্রণামী দিবে তা ভেবো না···

শে। ···

শরৎ। তা ছাড়া জনসাধারণের মঙ্গলের জন্যে কাজে নেমে তাদের কাছ থেকে নিজেদের জীবিকা সংগ্রহ করা, সে তো একরকম ব্যাবসাই দাঁড়ালো, অতি ঘৃণ্যস্তরের ব্যাবসা...

শে। তা তো সত্যি কথা, তবে কি করা যায় বল দেখি···

শরৎ। মাকে সন্তুষ্ট রাখতেই হবে···

সে। কিন্তু তা কী করে' সম্ভব···মা তো আমার উপর চটে' আগুন হ'য়ে আছেন···তবে আমি একটা প্ল্যান্ ঠিক করেছি, সেটায় হয় তো কাজ হ'তে পারে···

শরৎ। কি প্ল্যান্ শুনি···

সে। তোমাতে আমাতে এক সঙ্গে গিয়ে মাকে প্রণাম করে' বলবো আমাদের মিলন আর ভাঙ্গা অসম্ভব···

শরৎ। তার পর?···

শে। তার পর হয় তো মা কয়েকদিন কথাই বলবেন না আমার সঙ্গে···

শরৎ। তার পর?···

শে। তার পর কি তুমি বিশ্বাস কর মা আমাকে বাড়ী থেকে দূর করে' দিতে পারবেন? দাদুর বিদায়ের পর মাকে আবার আমার মুখের দিকে চাইতেই হবে···

শরৎ। তুমি কি দাদু বেঁচে থাকতেই একাজ করতে চাও···

শে। হ্যাঁ, আজই, এখনি করতে চাই···

শরৎ। বড় দুঃসাহসের কাজ করা হচ্ছে না? মা তো দাদুর কাছে এ কথা লুকিয়ে রাখবেন না···দাদু হয় তো এমন একটা শক্ পাবেন যা ফেট্যাল হ'তে পারে···

শে। আচ্ছা দাদুকে একথা আমিই বলবো, মাকে বলতে হবে না; আজ রাত্রে তো দাদু আর জাগবে না, কাল সকালে যা দরকার হয় আমিই করবো···

শরৎ। কিন্তু আবার বলি, বড্ড দুঃসাহসের কাজ করতে যাচ্ছ তুমি শেফালি···

শে (উঠিয়া দাঁড়াইয়া)—উপায় নেই, দেখি তোমার হাতখানা (শরৎ কুমারের একটি আঙুলে অঙ্গুরী পারইতে পরাইতে)—এই আমার জীবনের পরম মুহূর্ত, জীবনের পথনির্দেশের মুহূর্ত, যে পথ স্বেচ্ছায় বেছে নিলাম তা যেন ভগবানের আশীর্বাদে মঙ্গলময় হয়···

শরৎ (উঠিয়া দাঁড়াইয়া শেফালির আঙুলে নিজ অঙ্গুরী পরাইতে পরাইতে)—এই মুহূর্ত আমার জীবনেরও পরম মুহূর্ত, শেফালি, এই মুহূর্তে তোমার আমার নিয়তির ধারা মিলিত হয়ে এক ধারায় পরিণত হ'ল (শেফালির হাত খানিকটা উঁচুতে তুলিয়া ধরিয়া চুম্বন)···

শে। একটু বসো', এই আনন্দের মুহূর্তে জানি না কেন বুকটায় এত ভার বোধ হচ্ছে, চোখ ভরে' জল আসছে, (রুমালে চোখ মুছিয়া) একটু বসো',

(শরৎকুমারের উপবেশন; শেফালির সেতার লইয়া বাজাইবার উদ্‌যোগ)

আমি একটা গান গাইবো···

(সেতার বাজাইয়া গান)

এই লভিনু সঙ্গ তব,
সুন্দর, হে সুন্দর॥
পুণ্য হ'ল অঙ্গ মম,
ধন্য হ'ল অন্তর,
সুন্দর, হে সুন্দর॥
আলোকে মোর চক্ষু দুটি
মুগ্ধ হয়ে উঠল ফুটি

হৃদ্‌গগনে পবন হ'ল

সৌরভেতে মন্থর,

সুন্দর, হে সুন্দর॥

(গীতিমাল্য)

(শেষ লাইন গাওয়া হইবার সময়
পশ্চিমের ঘর হইতে হীরালালের কণ্ঠস্বর)

হীরালাল (বিছানায় উঠিয়া বসিয়া গায়ের চাদর খুলিয়া ফেলিয়া)—এই যে আমি আসি, একটু দাঁড়াও, একটু দাঁড়াও, এই যে আমি

(বলিতে বলিতে খাট হইতে নামিয়া টলিতে টলিতে উন্মুক্ত দরজা দিয়া বারান্দায় যাইবার চেষ্টা ও চৌকাঠে হোঁচট খাইয়া সশব্দে বারান্দায় পতন; শব্দ শুনিয়া মধ্যেকার ঘর হইতে ছুটিয়া মোহিনী দেবীর এবং পূর্ব ঘর হইতে শেফালি ও শরৎকুমারের আগমন)

মোহিনী (হীরালালের ঘাড়ের নীচে বাঁ হাত ও বুকের উপর ডান হাত রাখিয়া) বাবা, বাবা, ও বাবা, (হীরালালের নাক ও মুখের নিকট কান লইয়া ভীত ও চকিতভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া) শেফালি, ধর, ধর, কী দেখছো আর, সব বুঝি শেষ হয়ে গেল...

(মোহিনী, শেফালি ও শরৎকুমার তিনজনে ধরাধরি করিয়া হীরালালের অনড় দেহ পালঙ্কের উপর রাখিলে—)

শেফালি (হীরালালের মুখের কাছে মুখ রাখিয়া)—দাদু, ও দাদু, দাদু, উত্তর দাও, আমি শেফালি...

মোহিনী। বাবা, ও বাবা, শেফালি ডাকছে, আমি তোমার বৌমা ডাকছি, উত্তর দাও বাবা...নাঃ শেফালি, আর কোন আশা নেই, সব শেষ হয়ে গিয়েছে, (আঁচলে চোখ মুছিতে মুছিতে) শরৎকুমার তুমি একবার বাবার বুক আর নাড়ীটা দ্যাখো তো...

শরৎ (হীরালালের বুকের উপর কান রাখিয়া ও একখানি হাত নিজ হাতে লইয়া একটু অপেক্ষা পূর্বক) আছাড় খেয়ে মেঝের উপর পড়ার সঙ্গে

সঙ্গেই হার্ট ফেল করেছে বলে' মনে হয়, কিন্তু তবু একবার ডাক্তার ডেকে দেখানো দরকার, আমি যাই একজন ডাক্তার ডেকে নিয়ে আসি···

(বহির্গমন)

মো। শেফালি··

শে। মা···

মো। দাদু তো বিদায় নিয়ে গেল, তবু তোমার মন টললো না···

শে। মা···

(বলিতে বলিতে মোহিনীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া বুকের মধ্যে মুখ স্থাপন)

যবনিকা

বেকারের স্বপ্ন

বেকার তরুণদের উদ্দেশে

চরিত্রাবলী

অর্ধেন্দু (বেকার যুবক)

পুলিশ চীফ

ডেপুটি পুলিশ চীফ

গ্রাম্য থানার অফিসার ইনচার্জ

কনস্টেবল লছমন সিং, রাম সিং এবং

আরো দুইজন কনস্টেবল

কয়েকজন কেরানী

ভিখারী

বিধাতাপুরুষ

প্রথম দৃশ্য

স্থান ঃ পুলিশ হেডকোয়ার্টার, পুলিশ চীফের অফিস ;
সময় ঃ দ্বিপ্রহর, বেলা একটা।

নগরীর সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত রাজপথের উপর প্রাসাদতুল্য বিল্ডিং-এর মধ্যে একখানি প্রকাণ্ড ঘর, চেয়ার টেবিল আলমারি ইত্যাদি আসবাবপত্রে সজ্জিত ; ঘরের বাহিরে সিঁড়ির উপর দুজন কনস্টেবল সঙ্গীনযুক্ত বন্দুকহাতে দাঁড়াইয়া ; ভিতরে টেলিফোন ও নানাবিধ কাগজ পত্রের ফাইলে পূর্ণ টেবিলের সম্মুখে পাশাপাশি দুখানি উঁচু চেয়ারে পুলিশ চীফ ও তাঁহার ডেপুটি উপবিষ্ট ; ঘরের ভিতর দিকের দেওয়ালের দুটি বড় বড় দরজা দিয়া দৃশ্যমান আর একখানি ঘরে কেরানী ও অন্যান্য কর্মচারীরা টাইপকরা ইত্যাদি কাজে ব্যস্ত ; পুলিশ চীফের ঠিক সামনাসামনি, টেবিলের বিপরীত দিকে, একখানি সাধারণ চেয়ারে একজন চব্বিশ পঁচিশ বৎসরের যুবক বসিয়া, পরনে অর্ধমলিন একখানি ধুতি ও গায়ে গলার বোতামহীন একটা শার্ট ; দীর্ঘ অনাহার বা অর্ধাহারে শীর্ণ মুখ খোঁচা খোঁচা দাড়ি ও গোঁফে ঢাকা ; যুবকের চেয়ারের পাশেই অসাধারণরূপে পুষ্টদেহ ও আকর্ণবিস্তৃতশ্মশ্রু একজন কনস্টেবল দাঁড়াইয়া।

পুলিশ চীফ (যুবকের প্রতি)—দেখুন অর্ধেন্দুবাবু, আপনার বয়েস মাত্র পঁচিশ কি ছাব্বিশ বৎসর, ভদ্রঘরের ছেলে আপনি, উচ্চশিক্ষিত, বলছেন এম-এ পাশ, আপনার কি এরই মধ্যে এতটা হতোৎসাহ হওয়া ঠিক হয়েছে ? অ্যাটেম্পট্ অ্যাট্ সুইসাইড্ যে একটা সিরিয়াস অফেন্স তা তো আপনার জানা উচিত…

অর্ধেন্দু। তা আমি জানি সার্, কিন্তু আপনি বিশ্বাস করুন, অ্যাটেম্পট্ অ্যাট্ সুইসাইড্ আমি করিনি…কাল পরশু দুদিন একবারে কিছুই খেতে পাইনি, তার আগেও তিন চার দিন একবেলা একমুঠ করে' অন্ন জুটেছে, এ অবস্থায়, জ্যৈষ্ঠ মাসের এই পাথরফাটা রোদে, যদি রাস্তার ধারে অজ্ঞান হয়ে পড়ে' গিয়েথাকি তাতে কি সার্ আশ্চর্য হওয়ার কিছু আছে…

পুলিশ চীফ। আপনার বাড়ীতে কি দিন চলার কোনই সংস্থান নাই ?…

অর্ধেন্দু। বাড়ী তো সার্ আমার এ সহরে নয়, এখান থেকে ত্রিশ পঁয়ত্রিশ মাইল দূরে শিমূলতলা গ্রামে…

পুলিশ চীফ। এখানে থাকেন কোথায় ?…

অর্ধেন্দু। মাথা গোঁজার একটু জায়গা আছে, একজন পরিচিত লোকের বাড়ী, এম্ এ পাশ করার সময় থেকে তাঁর সঙ্গে পরিচয়···

পুলিশ চীফ। বাড়ীতে আপনার কে কে আছেন? বাবা আছেন?···

অর্ধেন্দু। না সার, বাবা আমি বি এ পাশ করার বছরই মারা যান, এখন আছেন মা, দুটি অবিবাহিত বোন আর দুটি ছোট ভাই, একজনা দশ বছরের, একজনা বছর সাতের···

পুলিশ চীফ। তাঁদের চলছে কি করে'?···

অর্ধেন্দু। না চলারই মধ্যে। বি, এ, পাশ করার পর এম্, এ, পড়ার সময় মায়ের একটু সোনারূপো যা ছিল সব শেষ হয়, ঘটিবাটি বিক্রী করে' বন্ধক দিয়ে এতদিন কোন রকমে চলেছে, আর চলে না, সংসার একেবারে অচল হয়েছে, গত দুমাস আর বাড়ীর কোন সংবাদ পাইনি, তারা বেঁচে আছে না মরেছে···

পুলিশ চীফ। আচ্ছা শুনছি আপনার কাহিনী, একটু বসুন···(অর্ধেন্দুর চেয়ারের পাশে দণ্ডায়মান কনস্টেবলের দিকে চাহিয়া) লছমন সিং···

কনস্টেবল। হুজুর ··

পুলিশ চীফ। তুমনে যব ইন্ বাবুকো রাস্তেপর গিরা দেখা তব কা উনকী হুঁস থী? ··

কনস্টেবল। নেহি হুজুর, একদম মুর্দাকে মাফিক মাট্টিমে ডেরেনকে বগলমে গিরে থেঁ, দো আঁখে বন্ধ্ থে ঔর মুহ্‌সে ফেন নিকলতীথি···

পুলিশ চীফ। বাতেঁ কুছ বোলে থেঁ বাবুনে?···

কনস্টেবল। শির মে ঔর মুহ্‌মে দো বালতি পানি ডারনেকে বাদ আঁখে খোলেঁ ঔর বোলেঁ কি, মুঝকো শিরমে পানি উনি মত ডারো, মৈঁ মরনে মাঙ্গতা হুঁ, মুঝে মরনে দো···

পুলিশ চীফ (ডেপুটি চীফের দিকে তাকাইয়া)—এ ক্লীয়ার কেস অব অ্যাটেম্পট্ অ্যাট্ সুইসাইড্···

ডেপুটি চীফ। তা তো বলাই বাহুল্য, তবে ভদ্রলোকের ছেলে, শিক্ষিত, বড়ই বিপন্ন, এবারকার মত একটা ওয়ার্নিং দিয়ে ছেড়ে দিলেই হবে···

পুলিশ চীফ। হ্যাঁ তাই আমি স্থির করেছি···দেখুন অর্ধেন্দুবাবু, আপনি যে অ্যাটেম্পট্ অ্যাট্ সুইসাইডের চার্জে, আই পি সি-র তিনশো ন' ধারা অনুযায়ী দোষী, তাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু আপনার অবস্থাবিশেষ

বিবেচনা করে' আমি এবারকার মত ছেড়ে দিচ্ছি, কোর্টে নিয়ে গিয়ে আর হাঙ্গামা বাড়া'তে চাইনে, কিন্তু এরপর আপনাকে আইন মেনে ভদ্রভাবে চলতে হবে...

অর্দ্ধেন্দু। আমি কপর্দকহীন পথের ভিখেরী, আমার কি ভদ্রভাবে চলার ক্ষমতা আছে, আমাকে হয়তো চুরি করতে হবে, কিংবা পকেট কাটতে হবে, তা যদি না পারি অনাহারে রাস্তায় পড়ে' মরতে হবে...

পুলিশ চীফ। না, তা যাতে মরতে না হয় তার চেষ্টা আমরা করবো, (একটু থামিয়া, ডেপুটি চীফের দিকে তাকাইয়া) দেখুন মিস্টার ঘোষ, আমার বড় ছেলে সত্যেন্দ্রের মুখের সঙ্গে এই অর্দ্ধেন্দুর মুখের অনেকটা মিল আছে না?...আপনি তো সত্যেনকে অনেকদিন দেখেছিলেন ? ·

ডেপুটি চীফ। রিমার্কেবল সিমিলারিটি, আমি গোড়াতেই সেটা লক্ষ্য করেছি...

পুলিশ চীফ। বেঁচে থাকলে সত্যেন্দ্রও আজ বোধহয় এই রকমই হ'ত দেখতে, (কয়েক সেকেণ্ড কথা না বলিয়া) আচ্ছা ভালো, অর্দ্ধেন্দুবাবু

অর্দ্ধেন্দু। আমাকে আর আপনি বাবু বলবেন না, আমি তো আপনার ছেলের বয়সী, আপনার ছেলের স্থানীয়ই ··আপনি আমাকে শুধু নাম ধরেই ডাকবেন আর তুমি বলবেন...

পুলিশ চীফ। আচ্ছা বেশ বেশ, অর্দ্ধেন্দু, আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, তুমি এম্ এ পাশ করেছ আজ বছর দুতিন হ'ল, তুমি এর মধ্যে রোজগারের জন্যে কী চেষ্টা করেছ সিরিয়াসলি, বল তো ?...

অর্দ্ধেন্দু। পনর ষোল বৎসর বয়সে আমি যখন বঙ্কিমচন্দ্রের নভেল পড়তে আরম্ভ করি তখন থেকেই আমার ইচ্ছে হয় আমি লেখক হব

পুলিশ চীফ। এ যে দেখছি আমারই ব্যারাম ধরেছিল তোমাকে, আমারও আই এ পাশ করার সময় থেকে অ্যাম্বিশান হয় প্রভাত মুখুজ্যের মত ছোট গল্প লিখবো, তাতেই অর্থোপার্জনও হবে, দেশজোড়া খ্যাতিও হবে ··দুটো গল্প আমার একখানা সাপ্তাহিকে বেরিয়েওছিল, কিন্তু (ডেপুটি চীফের দিকে হাসিমুখে তাকাইয়া) বুঝলেন মিস্টার ঘোষ, একটা টাকাও তার জন্যে দিলে না, পত্রিকার সম্পাদক, একটি ঝুনো ব্যাবসাদার, বললে কিনা, আপনি নতুন লেখক, আপনার লেখা আমার কাগজে ছেপেছি এই ঢের, আবার টাকা চান ? টাকা ফাকা চান তো মশায় অন্যত্র পথ

খুন, আমার এখানে কিছু হবে না···বাস্, ঐ যে শিক্ষা হ'ল বুঝেছেন, শুনছো অর্ধেন্দু, তার পর মেপে তিনহাত জায়গা নাক খত দিয়ে, বি এ পাশ করার পরই পুলিশ লাইনে ঢুকে' পড়লাম···শ্বশুরের অনুগ্রহে আর দরজায় দরজায় চাকরির জন্যে ফ্যা ফ্যা করে' বেড়া'তে হয় নি ··

ডেপুটি চীফ। তার আগেই বে করেছিলেন তা হ'লে ?···

পুলিশ চীফ। সে কর্মটি আই এ পাশ করার সঙ্গে সঙ্গেই সমাধা হয়েছিল (হাসি), মামা কাকা শ্বশুরের জোর না থাকলে কি শুধু মেরিটের উপর চাকরি হওয়ার উপায় আছে? ইংরেজ আমলেও যা ছিল এখনও তাই, বরং বেশী তো কম নয়···তার পর অর্ধেন্দু, তুমি, তুমিও কি গল্প উপন্যাসের দিকেই কলম চালিয়েছিলে ?···

অর্ধেন্দু। না, আমার বরাবরই কবিতার দিকে ঝোঁক ··

পুলিশ চীফ। সর্বনাশ, তা হ'লে তো আর কথাই নাই, গল্প উপন্যাসের বই যেমন তেমন করে' কিছু বিক্রী হয়ই, পাবলিক লাইব্রেরিগুলোতে ঘুরলেও একটা এডিসন কেটে যায়, কিন্তু কবিতা! কবিতা কে পড়বে আজকের এই নভেলি যুগে? কবিতা লিখে' পেটের ভাত রোজগারের আশা, সে যে পাগলামি···আচ্ছা তোমার একটা কবিতা আমাদেরকে শুনা'তে পারো ?···

অর্ধেন্দু। পারি বইকি, আমার মুখস্থই আছে অনেক কবিতা, একটা বলি শুনুন···

(একটু থামিয়া, সামনের দিকে তাকাইয়া)

কেমন বিধাতা তুমি, সৃজনের পর
বারেক দ্যাখো না চেয়ে সুখে দুখে হাসি অশ্রুজলে
কিভাবে কাটায় দিন তোমার এ ধরণীর শ্রেষ্ঠ জীব নর
যখন পাঠা'লে তাকে যাত্রী করে' মরণের পথে
শান্তিময় মহাশূন্য হ'তে,
একবার শুধা'লে না তারে ?
আসিতে সে চায় কিনা জনমের এই পরপারে ;
এখানে তো দেখি শুধু রাত আর দিন
শীতে গ্রীষ্মে বিরামবিহীন
মানুষ খাটিয়া মরে এক মুঠি অন্নের লাগিয়া,
চলিতে চলিতে পথ পিপাসায় ফেটে যায় হিয়া

পুলিশ চীফ। আচ্ছা ওতেই হবে অর্ধেন্দু, কিন্তু বাবাজী, এরকম কবিতা তো চলবে না আজকাল, এর তো মানে বোঝা যায়, তার উপরে আবার ছন্দ আছে, মিল আছে ?···

অর্ধেন্দু। তবে কি কবিতামাত্রই অর্থহীন হবে ?···

পুলিশ চীফ। একটু আধটু অর্থের ঝিলিক যদি থাকেও, তা ঐ কবি ছাড়া আর কেউ ধরতে পারবে না·· তার পর তোমার ঐ ছন্দ, মিল, ওসব তো সেকেলে জিনিষ, ছন্দ আর মিলের কবিতা লিখে' রবীন্দ্রনাথেরই কল্কে কতদিন থাকে ছাখোনা···

অর্ধেন্দু। কবিতায় যে পেটের ভাত হবে না তা তো ভালো করেই বুঝেছি, তাই সে আশা ছেড়ে দিয়ে চাকরির চেষ্টাও করেছি, একটা কলেজে প্রফেসারি জুটেও ছিল···

পুলিশ চীফ। বটে বটে, প্রফেসারি জুটেছিল ?···

অর্ধেন্দু। আজ্ঞে হ্যাঁ···

পুলিশ চীফ। তবে ছাড়লে কেন ? ··

অর্ধেন্দু। আজকাল প্রাইভেট কলেজে প্রফেসারি করা ভদ্রলোকের পক্ষে কঠিন, কঠিন কি অসম্ভব···

পুলিশ চীফ। কী রকম ··এযে আশ্চর্য কথা বলছো তুমি অর্ধেন্দু···

অর্ধেন্দু। আপাততঃ তাই মনে হবে, কিন্তু কথাটা খুবই সত্যি, কেন বলি শুনুন, ছাত্ররা আজকাল এই সব কলেজে পড়াশুনা করতে কমই আসে ; হট্টগোল হৈ চৈ, খেলা, নাটক, সিনেমা-আলোচনা, এই সবই তাদের প্রধান কাজ ও লক্ষ্য ; বাজারে' নোটের উপরই তাদের পরম নির্ভর, প্রফেসারেরা কি বলছে না বলছে সেদিকে কান দেওয়ার তাদের বিশেষ সময়ও নাই ইচ্ছেও নাই···

পুলিশ চীফ। হ্যাঁ সে সম্বন্ধে অবশ্য অনেক কথা আমাদের পুলিশের দপ্তরেও আসছে, এই সেদিন স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় কী কাণ্ডটাই না হয়ে গেল···

অর্ধেন্দু! সে তো স্কুলের বাইরে, পাবলিক রাস্তার উপরে, কিন্তু এখন কলেজের মধ্যে, ক্লাসের ভিতর, কী নরক গুলজার হচ্ছে জানেন ?···

পুলিশ চীফ। একটু বলই না শুনি···

অর্ধেন্দু। প্রফেসার ক্লাসে ঢুকতেই ছাত্ররা দল বেঁধে 'মর্কট' 'মর্কট' বলে' চেঁচিয়ে উঠে শুনেছেন ?···

পুলিশ চীফ (টেবিলে জোরে চড় মারিয়া)—কী বললে, প্রফেসারকে বলে 'মর্কট' ?···

অর্ধেন্দু। আজ্ঞে হ্যাঁ, প্রফেসার বেচারীর অপরাধ তাঁর শরীরে মাংস নাই, গালদুটো বসা, আর চোখ দুটো ছোট ছোট···

ডেপুটি চীফ। প্রফেসার হ'তে হ'লে এখন তবে এম্ এ পাশ করার সঙ্গে চেহারাতেও কার্তিক হ'তে হবে···

পুলিশ চীফ। সর্বনাশ, ভাগ্যিস পুলিশ লাইনে এসেছি··

অর্ধেন্দু। তার পরে আরো শুনুন, শরীরে মাংস না থাকলে তো মর্কট বলবে, মাংস বেশী থাকলেও কি রক্ষে আছে নাকি ?· একজন খুব মোটা-সোটা প্রফেসারকে 'আলু' 'আলু' বলে' সে কী কাণ্ডই না ঘটালে ছেলেরা আমার সামনেই, আমি যে তিন মাস প্রফেসারি করেছিলাম তারই মধ্যে···

পুলিশ চীফ। 'আলু' !—দুর্গা দুর্গা, সে আবার কী রসিকতা বাবা !···

অর্ধেন্দু। তাদের রসিকতা আজকাল ঐ রকমই, ভদ্রলোক চাকরি ছেড়ে চলেই গেলেন ঐ রসিকতার উৎপাতে, আমিও সেই সঙ্গে আমার কাজে ইস্তফা দিলাম, ভাবলাম, উপোস করে' মরি সেও ভাল, কাজ নাই এ প্রফেসারিতে আমার···

পুলিশ চীফ। তা বোধ হয় ভালই করেছ ওকাজ ছেড়ে, কিন্তু এখন যে এই অনাহারে রাস্তায় পড়ে' মরতে হচ্ছে, তার উপায় কী···চুপ করে' থাকলে যে ?···

অর্ধেন্দু। কী বলি বলুন···

পুলিশ চীফ। আচ্ছা তুমি যখন নিজেকে আমার ছেলেস্থানীয়ই বলেছ, তখন শোন, তোমাকে আমাদের পুলিশ লাইনেই একটা চাকরি দিতে পারি আমি, করবে ?···

অর্ধেন্দু। নিশ্চয় করবো, এতো আপনার অনুগ্রহ, কি চাকরি বলুন···

পুলিশ চীফ। এই সাব ইনস্পেক্টার অব পুলিশের পোস্ট, আর কি ? তুমি এম্ এ পাশ, অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব ইনস্পেক্টারের পোস্ট তো তোমার ঠিক মানাবে না···

অর্ধেন্দু। আপনার অনুগ্রহ অসীম, কিন্তু এই নতুন লাইনে আপনাকে কিছুদিন বিশেষরকম সাহায্য করতে হবে আমার, তা না হ'লে···

পুলিশচীফ। নিশ্চয়, নিশ্চয়, তোমার কোন ডিফিকাল্টি হ'লেই আমি রইছি, মিস্টার ঘোষ আছেন, আমাদের কাছে এসো, বুঝলে··

অর্ধেন্দু (পুলিশ চীফের পদস্পর্শ করিয়া নমস্কারান্তে)—আপনি নিতাই আজ থেকে আমার পিতৃস্থানীয় হ'লেন, আপনার এ উপকার আমি জীবনে ভুলতে পারবো না···

পুলিশ চীফ। আচ্ছা তুমি কালই পারতো জয়েন কর, আমাদের এই হেড অফিস থেকে মাত্র সাত মাইল দূরে নতুনপুর থানার সেকেণ্ড অফিসারের পোস্ট খালি হয়েছে, ওখানেই তোমাকে আপাততঃ যেতে হচ্ছে, (ডেপুটি চীফের দিকে তাকাইয়া) নতুনপুরেই একে দেওয়া যাক্, কি বলেন মিস্টার ঘোষ?··

ডেপুটি চীফ। হ্যাঁ সেই ভাল হবে, ওখান থেকে দরকার হ'লেই আমাদের এখানে এসে পরামর্শ করে' যেতে পারবে···

পুলিশ চীফ। তা ছাড়া বুঝেছ অর্ধেন্দু, ও জায়গাটায় খাওয়াদাওয়ার জিনিসপত্রও বেশ শস্তা আছে এখনও··

ডেপুটি চীফ। নতুনপুরের রসগোল্লা তো নামকরা জিনিষ এ তল্লাটে, এক আনার রসগোল্লার সাইজ এখানকার চার আনার রাজভোগের সমান···

পুলিশ চীফ। কাজেই ইচ্ছে করলে মা ভাই বোনদের আর গ্রামে ফেলে না রেখে তোমার কাছেই নিয়ে আসতে পারবে···

অর্ধেন্দু। এখনো অতটা সাহস করিনে, গ্রামে যে তারা কি অবস্থায় আছে, দেনায় বাড়ীখানা পর্যন্ত বাঁধা পড়েছে কিনা কে জানে, আগে দেনাটেনা শোধ না করে' বাসা করা ঠিক হবে না, আমি এখন একাই থাকবো···

পুলিশ চীফ! আচ্ছা বেশ তাই থাকো, আর প্রোবেশনারি পিরিয়ডটা খুব সাবধানে চলবে, তোমাকে আমার নিজ দায়িত্বে চাকরি দিচ্ছি, শত্রুর অভাব হবে না, অনেকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করবে, আজকাল নোটের মধ্যে চিহ্ন করে' রেখে সেই নোট ঘুষ দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে উপরওয়ালাদের জানিয়ে চাকরি নেওয়া জেলখাটানো পর্যন্ত তো একটা ফ্যাশান হয়ে দাঁড়িয়েছে···

অর্ধেন্দু। আপনি সেজন্যে নিশ্চিন্ত থাকুন, চাকরি ছেড়ে আবার পথের ভিখিরী হ'তে হয় সেও ভাল, ঘুষ স্পর্শ করার দুর্নাম আমায় কেউ দিতে পারবে না···

পুলিশ চীফ। তা আমি জানি, তবে বাবাজী পুলিশের চাকরি, অফিসে বসে' সর্বদা বেশী সাধুগিরিও ফলিয়ো না, কনস্টেবল থেকে আরম্ভ করে সকলে শত্রু হয়ে পিছনে লাগবে তাড়াবার জন্যে, বুঝলে···

অর্ধেন্দু। আজ্ঞে হ্যাঁ···

পুলিশ চীফ। আচ্ছা তবে তুমি কালই, কাল না হয় পরশু, নতুনপুর গিয়ে কাজে যোগ দাও ··কি বলেন মিস্টার ঘোষ, দেরী করে' লাভ কি ?···

ডেপুটি চীফ। হ্যাঁ শুভকার্য যত শীঘ্র হয় ততই ভাল···

অর্ধেন্দু। কাল নয়, পরশু কাজে যোগ দিব, আনাকে একটু তৈরি হয়ে নিতে হবে তো···

পুলিশ চীফ। কিন্তু তোমার হাতে তো বোধ হয় একটি টাকাও নাই? ··

অর্ধেন্দু। আজ্ঞে না···

পুলিশ চীফ (পকেটস্থ মনিব্যাগ হইতে একখানি দশটাকার নোট বাহির করিয়া অর্ধেন্দুর হাতে দিয়া)—এই নাও বাবাজী দশটা টাকা ধার মাইনে পেলে শোধ দিও, ছোটখাটো দুচারটে জিনিষ যা না হ'লে চলবে না কিনে নিয়ো···

অর্ধেন্দু (নোটখানি গ্রহণপূর্বক পুনরায় পুলিশ চীফের পদস্পর্শ করিয়া) —আপনার ঋণ আমি এজীবনে শোধ করতে পারবো না···

পুলিশ চীফ। আচ্ছা তবে তুমি এখন যাও, যাওয়ার আগে একবার দেখা করো', কিছু জরুরি কাগজপত্র তোমার হাতে দিতে হবে···

(অর্ধেন্দুর পুনরায় হাত তুলিয়া পুলিশ চীফ
ও ডেপুটি দুজনকে নমস্কারান্তে বহির্গমন

পুলিশ চীফ। এই রকম কোয়ালিফায়েড ইয়াংম্যান, বুঝলেন মিস্টার ঘোষ, কত যে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে' বেড়াচ্ছে অসহায়ভাবে তার সীমা সংখ্যা নাই···আপিসে আপিসে দরজায় নোটিশ টাঙানো 'নো ভেক্যান্সি', বেচারারা যায় আর দরওয়ানের ধমক খেয়ে ফিরে' আসে···

ডেপুটি চীফ। দেশ স্বাধীন হয়েও তো ইয়াংম্যানদের, অন্ততঃ পক্ষে আমাদের এই অঞ্চলটার ইয়াংম্যানদের, অবস্থার তো কোনই উন্নতি হ'ল না এ পর্যন্ত···

পুলিশ চীফ। উন্নতি তো দূরের কথা, হয়েছে বরং উল্টো, একটা ...নের চাকরির জন্যে দরখাস্ত পড়ে হাজার দুই, তার মধ্যে গ্র্যাজুয়েটও ...কে দুচার শ', দেশের এ দুঃখের কথা আর কাকে বলবো ভাই বলুন ...বান্‌কে ধন্যবাদ দিই ঐ দলের মধ্যে পড়তে হয় নি...

ডেপুটি চীফ। দেখা যাক, দশ বছর তো হ'ল দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ...বো গোটা কয় বছর দেখা যাক, নেতারা কি করেন...

পুলিশ চীফ। দশটা বছর নিতান্ত কম নয় মিস্টার ঘোষ, তবে একথা ঠিক ...কোন গৃহস্থ যদি বিশ বছর জেল খেটে বাড়ি ফিরে' তখন জমিজমা বাড়ি ...রের অবস্থা এমনই হয়ে থাকে যে সংসার গুছিয়ে নিতে আরো পাঁচ বছর ...েটে যায় ...

ডেপুটি চীফ। কিন্তু সংসার গুছিয়ে নিতে নিতে যে ছেলেমেয়েদের, ...র শেষ, দেশের লোকের দুটো পেট ভরে' ভাত পেতেই যদি পঞ্চাশ বছর ...েটে যায়, তবে বলুন দেখি...

পুলিশ চীফ। তা তো বুঝলেম ভাই, কিন্তু দুশো আড়াইশো বছর ...েজের শোষণ, তার ধাক্কা...

(টেলিফোনে ক্রীং ক্রীং শব্দ ; ফোন ধরিয়া)

হ্যালো...

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান : নতুনপুর থানা; অফিসার ইন চার্জের ঘর।
সময় : বৈকাল প্রায় পাঁচটা।

অফিস ঘরের মধ্যে আসবাবের কোন বাহুল্য নাই। খান তিনচার মোটা মোটা পায়াওলা চেয়ার, দুখানা লম্বা টেবিল, টেবিলের উপর কিছু কাগজ পত্রের ফাইল ও দোয়াত কলম সমেত একটি কলমদানি; ঘরের এক দিকের দেওয়াল ঘেঁষিয়া দুটি আলমারি ও আলমারির পাশে দুটি তিনটি ধুলি আচ্ছাদিত টিনের ট্রাঙ্ক; বাহিরে পাশের বারান্দায় দড়িছাওয়া একখানি নীচু খাট, সামনের বারান্দায় খানদুই টুল। ঘরের নীচে ছোটদেওয়ালঘেরা ঘাসেঢাকা উঠান; উঠানের বাহিরে গ্রামের বড় রাস্তা।

ঘরের মধ্যে একখানি চেয়ারে বসিয়া অর্ধেন্দু রাস্তার দিকে অন্যমনস্ক ভাবে চাহিয়া আছে; সামনের বারান্দায় এককোণে খুঁটি হেলান দিয়া টুলে বসিয়া কনস্টেবল রামসিং টিপিয়া, থাবা মারিয়া, খৈনি তৈয়ারী করিতেছে ও গান গাহিতেছে—

যমুনা পুলিনে বৈঠে কাঁধে রাধা বিনোদিন্ হী
কাঁধে রাধা বিনোদিন্ হী
আরে হা আরে হা আরে হা
যমুনাপুলিনে বৈঠে কাঁধে রাধা বিনোদিন্ হী…

অর্ধেন্দু। রাম সিং…

রামসিং। হুজুর…

অর্ধেন্দু। শোন…

রাম সিং। আঁতে হেঁ হুজুর…

(মুখের মধ্যে খৈনি ফেলিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ ও অর্ধেন্দুর চেয়ারের পাশে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা)

অর্ধেন্দু। রাম সিং ··

রাম সিং। হুজুর···:

অর্ধেন্দু। তুমি এখানে কত দিন হ'ল আছ ?...

রাম সিং। ইস্ নতুনপুর থানেমে ?...

অর্ধেন্দু। হ্যাঁ...

রাম সিং। সাত বরষ তো পুরী হো গয়ী হুজুর, আবি আট বরষ চলতী হ্যায়...

অর্ধেন্দু। পুলিশ লাইনে তোমার চাকরি হ'ল মোট কতদিন ?...

রামসিং। পুলিশকা নৌকরি তো বহুৎ বরষ হুয়া, মালুম হোতা কি বয়বিশ ব হুয়া ..

অর্ধেন্দু। বাপ্, বিশ বরষ! কী করে' এতদিন এই কাজ করছো, আমার তো এই এক মাসেই প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠেছে ..

রামসিং। কাহে হুজুর, পুলিশ কা কাম তো বহুৎ আচ্ছা কাম হ্যায়, ইয়ে তো হাকিম কা মাফিক খাতিরকি কাম হ্যায়; খাতির ভি হ্যায়, রূপেয়া ভি মিলতে হৈঁ ..

অর্ধেন্দু। রূপেয়া বহুৎ মিলতা হ্যায়, না ?..

রামসিং। জি হুজুর, তলব পঁচিশ রূপেয়া হোতে হৈঁ তো উপরি মুনাফা হোতেহৈঁ পঁচাশ রূপেয়া...

অর্ধেন্দু। বটে !...

রামসিং। নেহি তো কৈসে সন্সার চলেগা, ম্যয় তো এহি নৌকরি করকে মেরে বড়া লেড়কেকা ঔর এক লেড়কীকা সাদি কিয়া, দশ বিঘা গেহুকা জমিন ভি খরিদা...

অর্ধেন্দু (কিছুক্ষণ চুপ থাকিয়া)—ওসব মুনাফা টুনাফা আদায় করো' না, বুঝলে ?...

রামসিং। তব্ হুজুর সন্সার চলেগা কৈসে ? তলব যো মিলতী হৈ উসে মেরে মাহিনেকো দশ পন্দরে দিন গুজরতা হৈ, ঔর বিশ রোজ কি ম্যয় হাবা পীকর রহুঙ্গা...

অর্ধেন্দু। হ্যাঁ হাওয়া খেয়েই থাকবে, তাতে যদি চাকরি করা অসম্ভব হয় চাকরি ছেড়ে দিবে, সরকার বাহাদুর যা ব্যবস্থা দরকার মনে করেন করবেন...না না, ওসব উপরি, ঘুষ ফুষ নেওয়া আমি হ'তে দিব না...

রাম সিং। লেকিন বড়া বাবুনে তো মুঝে কুছ নহি বোলেঁ, বড়া বাবু তো...

অর্ধেন্দু। আচ্ছা বড় বাবুর সঙ্গে আমি কথা বলবো, সেজন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না, ঐ তো বড়বাবু আসিছেন, তুমি এখন যাও··

(একহাত তুলিয়া সেলাম করিয়া রাম সিংএর বহির্গমন, বড় দারোগা নতুনপুর থানার অফিসার ইনচার্জ রমাপতি বাবুর প্রবেশ ও একখানি চেয়ারে উপবেশন; অর্ধেন্দুরও একটু গাত্রোত্থান ও পুনরায় উপবেশন)

রমাপতি। কী অর্ধেন্দু বাবু, রাম সিং দেখি আপনার সঙ্গে খুব আলাপ জমিয়েছিল···

অর্ধেন্দু। আজ্ঞে হ্যাঁ, ও খুব জরুরি বিষয়েই আলাপ জমিয়েছিল···

রমাপতি। কী রকম ?···

অর্ধেন্দু। এই আমাদের, থানা অফিসারদের, উপার পাওনা সম্বন্ধে···

রমাপতি (মুখ গম্ভীর করিয়া)—ওর সঙ্গে ওসব কথা বলতে গেলেন কি করতে···

অর্ধেন্দু। ও নিজে থেকেই এই চাকরিতে কি করে' ছেলেমেয়ের বিয়ে দিয়েছে, জমি কিনেছে, তাই আমাকে শোনাচ্ছিল···

রমাপতি। গাধা একটা, যা মুখে এসেছে আপনাকে শুনিয়েছে, তবে বিষয়টা যখন আজ উঠেছেই, আপনাকে আমি কিছু পরামর্শের কথা বলবো···

অর্ধেন্দু। আমিও কিছু দিন থেকে ভাবছিলেম আপনার সঙ্গে ঐ সম্বন্ধে দুটো কথা বলবো···

রমাপতি। এই রাম সিং···(রাম সিংএর বারান্দা হইতে উত্তর, 'হুজুর'), তুম একবার মেরে কোঠিমে যা কর একঠো কাগজকী ফাইল লেতে আও, মাইজি দেঙ্গে, আবি যাও, জল্‌দ্···

(রামসিংএর 'যো হুকুম' বলিয়া থানা কম্পাউণ্ডের বাহিরে প্রস্থান)

রমাপতি। দেখুন অর্ধেন্দুবাবু, আমি আপনার মত এম্ এ পাশ না হ'লেও গ্র্যাজুয়েট, ডিস্টিংশন পেয়েছিলাম আমি, ইংরিজিতে সিক্সটি পারসেন্ট মার্ক ছিল, আপনি যা সন্দেহ করছেন, আমি রাম সিংকে মধ্যস্থ করে' খুব ঘুষ খাই তা একেবারেই মিথ্যা, আমরা শিক্ষিত ইয়াংমেন যদি অনেস্টভাবে দেশের, জনসাধারণের, সেবা না করি তো দেশের দশা হবে কী ? দেশ যে আমাদেরও, পুলিশের লোকেরও, মাতৃভূমি, আর দেশের লোক যে আমাদের ভাইবোন তা কি কাউকে বলে' দিতে হবে, না গবর্নমেণ্টের সার্কুলার জারি করে' গায়ের জোরে আমাদেরকে বুঝিয়ে দিতে হবে···

অর্ধেন্দু। আমি তো আপনার অনেস্টি সম্বন্ধে একটি কথাও কোনদিন বলিনি···

রমাপতি। কিন্তু আপনার ভাবগতিক দেখে মনে হয় আপনি যেন আমাদের চালচলন পছন্দ করেন না, আপনার যেন এ চাকরিতে ঠিক মন বসছে না···

অর্ধেন্দু। চাকরিতে মন যে আমার ঠিক বসছে না তা সত্যি, তবে

রমাপতি। তবে কি দেখুন, প্রথম প্রথম চাকরিতে মন কারুরই বসে না, দুচার মাস গেলে আপনিই সব ঠিক হয়ে যাবে, দেশের কাজ করছেন বলে' আনন্দ পাবেন, জনসাধারণকে চোর জোচ্চোর বদমাশ মনে না হয়ে নিজ ভাইবোন বলেই মনে হবে, তখন ভাইবোনেরা আপনার কাজে সন্তুষ্ট হয়ে যদি নিজ ইচ্ছেয় কিছু উপহার ছায়, তা গ্রহণ না করলে ভাল দেখায় কি ?···

অর্ধেন্দু। নিজ ইচ্ছেয় দিচ্ছে বলে' মনে হয়, কিন্তু সত্যি সত্যি কি নিজ ইচ্ছেতেই ছায়, না ভয়ে ভয়ে ছায় ?···

রমাপতি। না না না, ভয় একবারেই না, কৃতজ্ঞতার চিহ্নহিসেবেই ছায়, ভক্তি করেই ছায়, সে রকম দেওয়া কোন্ লাইনে নাই বলুন, এমন কি আপনার এডুকেশন লাইনেও ?···স্বেচ্ছায় দেওয়া উপহার না নিলে যে পাবলিক চটবে, বলবে দেমাক বড় বেশী, পাবলিককে চটানো তো ঠিক নয়···

অর্ধেন্দু। সে তো ভাল কথা, আমার জন্যে আপনি চিন্তিত হবেন না, আমি প্রাণ দিয়ে পাবলিকের সেবা করবো বলেই এসেছি, তবে আমার জীবনের মটো বুঝলেন, সবার উপরে অনেস্টি, না খেয়ে মরি সেও ভাল, অসৎ পথে যেতে না হয়···

রমাপতি। নিশ্চয় নিশ্চয়, তা আর বলতে, আমিও অসৎ পথে যাওয়ার আগে চাকরি ছাড়বো এটা জেনে রাখবেন···আচ্ছা আপনি বসুন, আমাকে একটু বেরোতে হবে, বাজারের দিকে একটা বড় রকমের গোলমাল হয়েছে আজ···শিবচরণ, ওরে শিবচরণ, ঘোঁড়াটা সাজিয়ে আন্··

(বলিতে বলিতে ঘরের বাহির হইয়া উঠানের এক পাশ দিয়া অফিসের পিছন দিকে গমন)

অর্ধেন্দু। যতদূর বুঝতে পারছি, এ চাকরিতে টিকে' থাকা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না···দেখি আরও মাস খানেক, কী হয়···

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান : প্রথম দৃশ্যের পুলিশ হেডকোয়ার্টার, পুলিশ চীফের অফিস ;
সময় : বৈকাল।

পুলিশ চীফ ও ডেপুটি পুলিশ চীফ মিস্টার ঘোষ যথাস্থানে উপবিষ্ট, অর্ধেন্দু টেবিলের অপর পার্শ্বে একখানি চেয়ারে বসিয়া ; টেবিলের উপর টেলিফোনের পাশে একটি নতুন মাটির হাঁড়ি, মুখ ঢাকা, গলায় দড়ির ফাঁস বাঁধা।

অর্ধেন্দু। প্রায় প্রত্যেক দিনই ঐ রকম, কিছু না কিছু আসছেই··· রসগোল্লা সন্দেশ, মুরগী, নয়তো অন্ততঃপক্ষে বাড়ীতে জন্মানো কুমড়ো বেগুন কাঁঠাল বা অন্য কোন তরিতরকারী···প্রথম কিছুদিন আমি নতুন মানুষ বলে' লক্ষ্য করিনি, তার পর রামসিং কনস্টেবলের মুখে সমস্ত ব্যাপার শুনে' এখন চোখ খুলে' গেছে···

পুলিশ চীফ। রামসিংটা এখনো নতুনপুরেই আছে ? ··

অর্ধেন্দু। আজ্ঞে হ্যাঁ, ও নাকি ওখানে সাতবছরের উপর আছে···

পুলিশ চীফ। ও ব্যাটা একটা ঘুঘু···

অর্ধেন্দু। অবশ্য লোকে ইচ্ছে করে' দিলে তাতে দোষের হয়তো বেশী কিছু নাই, কিন্তু এইভাবে দিন দিন পরের দান গ্রহণ করলে লোভ অত্যন্ত বেড়েই চলবে, তখন কোনদিন যদি এরকম স্বেচ্ছার দান না পাওয়া যায় মনে মনে রাগ হবে, তার ফলে হয়তো নির্দোষ লোকের উপর অত্যাচার করে' বসবো···নৈতিক অধঃপতন একবার আরম্ভ হ'লে কোথায় তার শেষ হয় বলা কঠিন···

পুলিশ চীফ। আরে না না অর্ধেন্দু, মনে জোর থাকলে সেরকম অধঃপতন হবে কেন ; তা ছাড়া করাপশন দূর করার জন্যে আমরা যথেষ্ট চেষ্টা করছি, সাহেবী আমলে বড়দিনে ইস্টারে ঝুড়ি ঝুড়ি ভেট আসছেই দেখতাম, এখন তো সে সব একবারে বন্ধ···আচ্ছা ওসব সিরিয়াস্ টক পরে

হবে। এখন তুমি হাঁড়ির মুখ খোল তো, দেখি নতুনপুরের রসগোল্লা আজকাল কি রকম হয়েছে···ওরে কে আছিস, খানতিনেক প্লেট আর তিন গেলাস জল দে তো এখানে···

(অর্ধেন্দু কর্তৃক হাঁড়ির মুখের বন্ধন উন্মোচন ও একটি রসোগোল্লা হাতে লইয়া প্রদর্শন)

অর্ধেন্দু। এই দেখুন, জিনিষ বেশ ভালই···

পুলিশ চীফ (রসগোল্লাটা হাতে লইয়া)—বাঃ চমৎকার রং ফুটিয়েছে তো, এযে একবারে দার্জিলিং এর কমলার রং··(নাসিকার কাছে ধরিয়া) গন্ধও তো একবারে ঠিক কমলারই মত···যা-ই বল অর্ধেন্দু, এরকম জিনিষ উপহার গ্রহণ করায় পাপ নাই···(হাঁড়ির ভিতর তাকাইয়া) ওঃ, এযে একবারে চাঁদের হাট বসে' গিয়েছে, স্বর্গীয় শোভা, কলসী ভরতি ··কৈরে প্লেট কখান আন্ শিগ্রি করে'···

(একজন কনস্টেবল কর্তৃক তিন খানা প্লেট ও তিন গ্লাস জল আনিয়া হাসিমুখে টেবিলের উপর স্থাপন ও অর্ধেন্দুর পাশে দন্তবিকাশপূর্বক অবস্থিতি)

পুলিশ চীফ। তুই আবার দাঁড়িয়ে থাকলি কেন হাঁ করে', এখন যা··· (কনস্টেবলের হাসিতে হাসিতে প্রস্থান) আচ্ছা অর্ধেন্দু, এই প্লেটগুলোতে কয়েকটা করে' রাখো তো দেখি···

(অর্ধেন্দু প্রত্যেক প্লেটে গুটিচারেক করিয়া রসগোল্লা রাখিলে, পুলিশ চীফ কর্তৃক একটি গ্রহণ ও সেবন—চতুর্দিকে ও পুলিশ চীফের কোটপ্যান্টে রস ছিটাইয়া পতন)

ওঃ কী রস দেখেছেন, যেন একবারে রসের ফোয়ারা, কৈ মিস্টার ঘোষ বসে' থাকলেন যে, আরম্ভ করুন ··

(ডেপুটি চীফের রসগোল্লা সেবন আরম্ভ)

অর্ধেন্দু, আমি বলছি খাও, তাতে পাপ হয় সে দায়িত্ব আমার, পরলোকে আমি জবাবদিহি করবো, তোমার কোন দোষ নাই···(খাইতে খাইতে) কি সুন্দর গন্ধ দেখেছেন, অর্ধেন্দু খাও, আমার কথা শোন ··

(অর্ধেন্দুর একটি রসগোল্লা গ্রহণ)

কী রকম মিস্টার ঘোষ, সাইজ দেখেছেন কি রকম, এরকম রসগোল্লা স্বয়ং ভগবানের সামনে ধরলে তাঁরও জিভ দিয়ে জল গড়াবে···

ডেপুটি চীফ। উপাদেয় জিনিষ, দেবভোগ্য তাতে সন্দেহ নাই, এখন আর বেশী খেয়ে দরকার নাই, হাঁড়ির মুখটা বেঁধে রাখুন তো অর্ধেন্দুবাবু···

(আহারশেষে ডেপুটি চীফ কর্তৃক হাঁড়িটিকে টেবিলের নীচে সংরক্ষণ)

পুলিশ চীফ (রুমালে হাত মুছিতে মুছিতে)—যাক তার পর কাজের কথা, অর্ধেন্দু তুমি কি তা হ'লে চাকরি ছেড়ে দিবেই ঠিক করেছ ?···

অর্ধেন্দু। আজ্ঞে হ্যাঁ···

ডেপুটি চীফ। ভেবে চিন্তে কাজ করবেন অর্ধেন্দুবাবু, গোঁয়ারতমি করবেন না, বেকার অবস্থায় যে কী কষ্ট তা তো আপনাকে বলে' দিতে হবে না···

অর্ধেন্দু। সে কষ্ট তো ভাল করেই জানি আমি, কিন্তু···

পুলিশ চীফ। কিন্তু টিন্তু না অর্ধেন্দু, এ চাকরি তোমার ছাড়া হবে না, এ চাকরি ছাড়লে তোমার জন্যে আর আমি কিছু করতে পারবো না···চুপ করে' থাকলে যে ?···

অর্ধেন্দু। আজ্ঞে ও কাজ আমার টেম্পারের সঙ্গে খাপ খাচ্ছে না···

পুলিশ চীফ। খাপ খাবে হে, কিছুদিন একটু চোখমুখ বুঁজে' লেগে থাকো, দেখবে আর কোন গোলমাল নাই, গোড়াতে আমাদেরকেও কি চেষ্টা করতে হয় নি এই খাপ খাওয়ানোর জন্যে, কি বলেন মিস্টার ঘোষ ?···

ডেপুটি চীফ। সব কাজেই তাই, প্রথম প্রথম কাঁধে জোয়াল কি কারো ভাল লাগে, সে যে কাজই হোক না কেন···

অর্ধেন্দু। আমি ঠিক করেছি এবার চালডালের দোকান দিব···

পুলিশ চীফ। বটে, দোকান দিবে, দোকান দেওয়া বড় সোজা কথা, না ? আর দোকানদাররা বুঝি সব ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির ? চালে ডালে তেলে ঘিয়ে ভেজাল না দিলে ব্যাবসা টিকা'তে পারবে ? কালোবাজারি না করলে আজকাল ব্যাবসায় উন্নতি করা অসম্ভব, তাতে কোনরকম ট্রেনিং আছে ?···

অর্ধেন্দু। আজ্ঞে তা নাই···

পুলিশ চীফ। তবে, তবে, ব্যাবসা কি ছেলেখেলা নাকি ? তুমি ঘরে

ব'সে' ভক্তের দেওয়া দুটো রসগোল্লা খেয়ে হজম করতে পারো না, আর তুমি করবে কালোবাজারি ?…

অর্ধেন্দু। আপনি আমাকে শ'পাঁচেক টাকার একটা ব্যবস্থা করে' দেন, আমি এক বছরের মধ্যে শোধ করবো··

পুলিশ চীফ। পাঁচশো টাকা দিয়ে ব্যাবসা খুলবে ? ··

অর্ধেন্দু। তাই তো আমার ইচ্ছে…

পুলিশ চীফ। আচ্ছা বেশ, পাঁচশো টাকা আমি তোমাকে জোগাড় করে' দিচ্ছি, বাজারের বড় বড় আড়তদারদের সঙ্গে তোমার পরিচয়টাও করে' দিব, তার পরে তোমার বুদ্ধির জোর আর তোমার কপাল ··

(অর্ধেন্দু কর্তৃক একখানি কাগজ
পুলিশ চীফের হাতে প্রদান)

পুলিশ চীফ (কাগজখানি দেখিয়াই)—ওঃ একেবারে রেজিগনেশন লেটার পকেটে নিয়েই এসেছ··(চিঠি পড়িয়া টেবিলের উপর কাগজপত্রের ফাইলের মধ্যে রাখিয়া) বুকের পাটা আছে বটে তোমার, এত অভাব এত কষ্ট আর দারিদ্র্যের মধ্যেও সাহস যথেষ্টই আছে দেখছি…আচ্ছা ভগবান্ যেন তোমার মঙ্গল করেন, তুমি কাল সকালে একবার এসো, তোমার ভাবী প্ল্যান সম্বন্ধে আর একটু আলোচনা করবো ·

অর্ধেন্দু। আপনি বোধ হয় আমার উপর খুব চটলেন ··

পুলিশ চীফ। না, চটবো কেন, তুমি তো নাবালগ নও, বুদ্ধিশুদ্ধি আছে, উচ্চশিক্ষিত, তোমার উপর আমি বেশী মাতব্বরী করতে যাবো কেন… নিজের নিজের কপাল নিজের হাতে, অপরে কে কি করবে…আচ্ছা এখন তবে তুমি এসো…কাল সকাল আটটা নাগাদ আসার চেষ্টা করো'…বড় হাঙ্গামার সৃষ্টি করে' তুলেছ বাবাজী…

অর্ধেন্দু। আজ্ঞে আচ্ছা, আটটার সময়েই আসবো…

(পুলিশ চীফ ও ডেপুটি চীফ দুজনকে নমস্কার করিয়া প্রস্থান)

পুলিশ চীফ (দরজার দিকে খানিকক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া)—ছেলেটির কপালে কষ্ট আছে, বুঝেছেন মিস্টার ঘোষ…

ডেপুটি চীফ। তা তো দেখাই যাচ্ছে··

পুলিশ চীফ। আজকালকার দিনে একটা যে সে চাকরির জন্যে লোক লালায়িত, আর এই ছোকরা হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলছে, পাওয়া চাকরি ছেড়ে দিচ্ছে নিজের হুজুগের ঝোঁকে···প্রফেসারি ছেড়েছে ছেলেরা একজন কোলিগকে মর্কট বলেছে বলে', দারোগাগিরি ছাড়লো বিনাদামে রসগোল্লা খেতে হয় বলে', বাপ্, এ যে একবারে রামরাজ্যের লোক, মাথা খারাপ, বুঝলেন মিস্টার ঘোষ, মাথা খারাপ···যাক হাঁড়িটে এখনো (হাঁড়ির ভিতব তাকাইয়া) অর্ধেকের উপর ভরতি আছে কেমন? আপনার বাসায় আমি ছেলেদের জন্যে পাঠিয়ে দিব···লছমন সিং, এই হাঁড়িটো হামারা কোয়ার্টারমে লে যাও···

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান : একটি গৃহস্থবাড়ী ;
সময় : সন্ধ্যার পর।

পূর্ব পশ্চিমে বিস্তৃত রাস্তার উপর একটি মাঝারি সাইজের পাকা বাড়ী। রাস্তার সমান্তরাল একখানি বড়ঘরের বাহিরে একটি চওড়া বারান্দা; বারান্দার পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে বড় ঘরের সঙ্গে সমকোণ করিয়া দুখানি অপেক্ষাকৃত ছোট ঘর; বড় ঘরের দুটি দরজা ও দুটি জানালা বারান্দার উপর উন্মুক্ত, পর্দা দিয়া ঢাকা; পূর্ব পশ্চিম প্রান্তের ঘর দুখানির একটি করিয়া পর্দাঢাকা দরজা বারান্দার উপর ও একটি করিয়া জানালা রাস্তার দিকে উন্মুক্ত। বারান্দার মধ্যস্থল হইতে কয়েক ধাপ সিঁড়ি রাস্তায় নামিয়া গিয়াছে; বড় ঘরের দেওয়ালের মাঝখানে লাগানো একটী আলোতে সমস্ত বারান্দা ও সিঁড়ির ধাপকটী নাতি-উজ্জ্বল ভাবে আলোকিত।

পূর্ব প্রান্তের ঘরের দিকে মুখ করিয়া বারান্দায় পাতা একখানা ইজিচেয়ারে অর্ধেন্দু বসিয়া, তাহার মাথাটি সম্মুখদিকে ঈষৎ ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, কপাল দুই হাতের উপর ন্যস্ত; রাস্তা নির্জন।

অর্ধেন্দু (খানিকক্ষণ স্তব্ধভাবে বসিয়া থাকার পর, সামনের দিকে চাহিয়া)—না—এ হতভাগা দেশে আত্মসম্মান বজায় রেখে জীবিকাসমস্যার সমাধান একটা অমানুষিক ব্যাপার···চাকুরিতে খোশামোদ, পদলেহন, ঘুষ,—ব্যাবসায় ক্ষেত্রে ভাগ্যপরীক্ষা, তাতেও মাথা নোয়াতে হবে ঐ কালোবাজারী দেবতাদের কাছে···অসম্ভব, তার চেয়ে মৃত্যু ভাল···আশ্রয়হীন, সহায়হীন, আমার মত হতভাগ্যের মৃত্যুই সবচেয়ে বড় বন্ধু···ভগবান্, ভগবান্, তুমি আছ নাকি ?···

(চেয়ারে চিত হইয়া হেলিয়া পড়িয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া নিস্তব্ধভাবে অবস্থিতি ; অল্পক্ষণের মধ্যে আলো নিবিয়া ঘর বারান্দা ও সিঁড়ি সম্পূর্ণ অন্ধকার হইয়া যাওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গে একটা হরিদ্রাভ ম্লান আলোর ক্রমবিকাশ এবং পূর্বদিকের ঘরের দরজা দিয়া একটি উজ্জ্বল মূর্তির প্রবেশ, তার মুখে দীর্ঘ শ্বেত শ্মশ্রু, পরনে শ্বেত

আলথালা, মস্তকে জ্যোতির্গোলক (halo), গলায় শ্বেতপদ্মের মালা এবং হাতে শ্বেত পুষ্পে আচ্ছাদিত একখানি যষ্টি; মূর্তিটি প্রবেশ করিয়াই আর অগ্রসর না হইয়া স্থির, প্রশান্ত ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিবে; কয়েক সেকেণ্ড দাঁড়ানোর পর—)

মূর্তি। অর্ধেন্দু…

অর্ধেন্দু (চেয়ারে সোজা হইয়া বসিয়া, মূর্তির দিকে মুহূর্তকাল দৃষ্টি রাখার পর জোড়হস্তে দণ্ডায়মান অবস্থায়)—আপনি…

মূর্তি। তুমি আমাকে ডেকেছ…

অর্ধেন্দু। আপনি ··বিধাতা·· (নতজানু হইয়া ভূমিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণামান্তে) ··এ হতভাগ্যের আহ্বানে…

মূর্তি। অর্ধেন্দু, নিজেকে বারবার হতভাগ্য বলে' আত্মাকে নিয়তির কাছে অবনত করো' না…নিজ নিজ ভাগ্য নিজ নিজ হাতে…

অর্ধেন্দু। নিজ ভাগ্য নিজ হাতে? সে হাতের শক্তি কতটুকু?…

মূর্তি। যেমন সাধনা তেমন শক্তি…

অর্ধেন্দু। সাধনার সাধন কোথায় আমার? আমি যে নিঃস্ব, সাধন ছাড়া সাধনা কি সম্ভব?…

মূর্তি। সাধন নিজেকেই সংগ্রহ করতে হবে, সারা জগতে সাধন ছড়িয়ে আছে, কুড়িয়ে নিতে পারলেই হয় ··ঘুমিয়ে থেকো' না, ওঠো, জাগো, অভীষ্ট বস্তু লাভ করে' জীবন সার্থক কর…জলস্থলে গড়া ফুলফলে সাজানো এই ধরণীতে কোন জীব অনাশ্রয়ে অনাহারে মৃত্যুপথের পথিক হবে, বিধাতার বিধান তা নয়…

অর্ধেন্দু। সাধন সংগ্রহ করতে পারবো, সাধনায় সিদ্ধিলাভ হবে!…

মূর্তি। হবে, নিজপায়ে দাঁড়াও, বাধা ঠেলে এগিয়ে চল, পথ সোজা হয়ে দেখা দিবে…

অর্ধেন্দু (পুনরায় প্রণামান্তে)—আশীর্বাদ কর বিধাতা, যেন সব বাধা ঠেলে এগিয়ে যেতে পারি…

মূর্তি (বরাভয়মুদ্রায় দক্ষিণ হস্ত কিঞ্চিৎ উর্ধ্বে তুলিয়া)—আশীর্বাদ করি সাধনায় সিদ্ধিলাভ কর…ঐ ত্যাখে, তোমার দুয়ারে

বসে' সারাদিনের উপবাসী ভিখারী, দিনান্তে আহার মিলবে তার আশা, আঁধারের পর আলো, দুর্দিনের পর সুদিন, এই সত্য, আর সব মিথ্যা, সত্যের হবে জয়.

(হরিতাভ আলো ক্রমশঃ মিলাইয়া গেলে অল্প ক্ষণের জন্য সমস্ত বাড়ী অন্ধকার, অন্ধকারের মধ্যে মূর্তির প্রস্থান ও তারপর পুনরায় পূর্বের সাধারণ আলোর প্রকাশ। সাধারণ আলো ফুটিলে দেখা যাইবে অর্ধেন্দু দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ইজি চেয়ারে চিত হইয়া নিদ্রিত বা অর্ধনিদ্রিত এবং সিঁড়ির উপর বসিয়া একজন গেরুয়া রংএর আলখাল্লাপরা ভিখারী একতারা বাজাইয়া গাহিতেছে—)

সত্যের হবে জয়
হবে জয়
হবে জয়
সত্যের হবে জয় ;
নাই ভয়
নাই ভয়,
সত্যের হবে জয় ;
দুঃখের পর
আসবে সুদিন
নাই তাতে সংশয় ;
হবে জয়
হবে জয়
সত্যের হবে জয়।

অর্ধেন্দু (গানের মধ্যে জাগিয়া সোজা হইয়া বসিয়া ও পরে দাঁড়াইয়া ভিখারীর দিকে উৎসুক দৃষ্টিপাত ; গান শেষে—) ভিখিরী, এ গান তুমি কোথায় পেয়েছ ?…

ভিখারী। বাবা, এ গান কোথায় পেয়েছি, কার কাছে পেয়েছি, তা তো বলতে পারবো না, তবে এই গান সম্বল করেই বেঁচে আছি, আশায় বুক বেঁধে আছি আমারও সুদিন আসবে…

অর্ধেন্দু (চেয়ারে বসিয়া পকেট হইতে এক টুকরা কাগজ ও একটি পেন্সিল বাহির করিয়া)—গানটা আর একবার গাও তো ভিখিরী—

ভিখারী। আচ্ছা বাবা—

সত্যের হবে জয় ইত্যাদি গান

(অর্ধেন্দু কর্তৃক কাগজের
টুকরায় গানটি অনুলিখন)

অর্ধেন্দু (ভিখারীকে কিছু অর্থ ভিক্ষা দিয়া)—আচ্ছা বাবাজী তুমি এখন যাও, রাত্রি হচ্ছে···

(ভিখারীর নমস্কারান্তে প্রস্থান)

অর্ধেন্দু (গানের কাগজখানি হাতে ধরিয়া বাড়ীর বাহিরের রাস্তার দিকে তাকাইয়া আবেগজড়িত কিন্তু দৃঢ় কণ্ঠে)—আমার মত আশ্রয়হীন অন্নহীন হতভাগ্য যারা আছ, পথে পথে অন্নের সন্ধানে ঘুরে' বেড়াচ্ছ, সকলে কান পেতে শোন—

সত্যের হবে জয়
হবে জয়
হবে জয়
সত্যের হবে জয় ;
নাই ভয়
নাই ভয়
সত্যের হবে জয় ;
দুঃখের পর
আসবে সুদিন
নাই তাতে সংশয় ;
হবে জয়
হবে জয়
সত্যের হবে জয়।

যবনিকা

উত্তরাধিকারী

স্নেহের আঁখি-রাজু ও বোঁচকা-বুঁচকীকে

চরিত্রাবলী

ক্ষেত্রনাথ

আশিস ...	ক্ষেত্রনাথের ছেলে ও তরুণ সমিতির ট্রেজারার
অরবিন্দ ...	তরুণ সমিতির চেয়ারম্যান
প্রতুল ...	,, ,, সেক্রেটারী
শেখর ...	,, ,, সভ্য
নীহার ...	,, ,, ,,
বিকাশ ...	,, ,, ,,
বিভাস ...	,, ,, ,,
শ্যামল ...	,, ,, সভ্যপদপ্রার্থী

নীহার ও বিকাশ দুজনের পরনে ধুতি ও পাঞ্জাবি বা শার্ট, শ্যামলের পরনে হাফপ্যান্ট ও হাফ শার্ট ; অপর সকলের পরনে পায়জামা ও হাফশার্ট বা হাতকাটা কোট ; অরবিন্দের গোঁফদাড়ি কামানো।

হিরন্ময়ী	...	ক্ষেত্রনাথের স্ত্রী
প্রতিভা ...	...	ক্ষেত্রনাথের মেয়ে
চৈতালি	...	তরুণ সমিতির সভ্যা
ইরানী ...	...	,, ,, ,,
রেখা ...	...	,, ,, ,,
ছন্দা ...	...	সভ্যাপদপ্রার্থিনী, পরনে ফ্রক ;

চৈতালী, ইরানী ও রেখার একটি করিয়া দীর্ঘ বেণী ; ছন্দার দুইটি বেণী, অপেক্ষাকৃত কম দীর্ঘ।

স্থান : কলিকাতার উপকণ্ঠ

প্রথম দৃশ্য

ক্ষেত্রনাথের বাড়ী; ক্ষেত্রনাথের শুইবার ও বসিবার ঘর।

ক্ষেত্রনাথ একখানি চেয়ারে বসিয়া; সামনে একখানা টেবিল, টেবিলের উপর কিছু কাগজপত্র ও দোয়াতকলম সমেত একটি কলমদানি; পাশে সাধারণ চাদরে আবৃত একখানা চৌকির উপর হিরণ্ময়ী উপবিষ্টা; আশ্বিন মাসের মাঝামাঝি; দুর্গাপূজা আসন্ন; সময় সকাল সাতটা; বাহিরে শরতের সোনালি রৌদ্র ঝলমল করিতেছে; নিকটেই কোথায় শেফালিগাছে ফুল ফুটিয়াছে, তাহার গন্ধে ক্ষেত্রনাথের ঘর ভরপুর।

ক্ষেত্র। ছাখো, ওসব বড়লোকেদের কথা আমাকে শুনিয়ে তো লাভ নেই···হরেন বোস নিজে চার পাঁচশো টাকা পেন্সন পায়, ছেলেরা সবাই রোজগার করছে, কেউ সাতশো টাকা, কেউ পাঁচশো টাকা, ছোটছেলেটা অকালকুষ্মাণ্ড, সেও শ'তিনেক টাকা কামায় শুনেছি, আর আমি?···বাষট্টি বছর বয়েস হ'ল, কবে চোখ বুঁজি তার ঠিক নেই,

হিরণ। পদে পদে তুমি আমার সামনে চোখ বোঁজার কথা-বলো' না তো···

ক্ষেত্র। চোখ বোঁজার কথা না বললেই যমে ছাড়বে নাকি··এই বাষট্টি বছর বয়েসের মধ্যে চল্লিশ বছরই কাটালেম ঐ পাটের সাহেবের আফিসে, এর মধ্যে ক'টা সাহেব এল গেল, লাখপতি হ'ল, দেউলে হ'ল, মরলোও, আর আমি···আমি সেই পঞ্চাশ মুদ্রায় ঢুকেছিলাম, আর এই মরণের আগে পাচ্ছি দুশো চল্লিশটি টাকা, কিন্তু এখনকার দুশোচল্লিশ যে সে যুগের ত্রিশটি টাকারও সমান নয়, আমি সংসার চালাই কী করে'···আমার শরীরের রক্ত জল হয়ে গেল, বেঁচে থেকে আমার লাভ কী?···চুপ করে' আছ যে বড়?···

হিরণ। কী বলবো বল···দুর্দিন যে পড়েছে তা তো ঠিকই···

ক্ষেত্র। তুমি তো দুর্দিন পড়েছে বলেই খালাস, কিন্তু আমার যে দিন-রাত্তির মাথা ঘুরছে···তিন দিন পরে মহালয়া, তুমি শুনিয়ে দিলে হরেন বোসদের

পূজোর কাপড়চোপড় কেনা সব শেষ হয়ে গিয়েছে ; শেষ হয়েছে তা তো জানি, পাড়ার অনেকেরই হয়েছে, কিন্তু আমার, আমার যে সেই দুশো চল্লিশ, দুশো চল্লিশই বা কোথায়, লোনের কিস্তি পঁচিশটাকা কেটে নেওয়ার পর দুশো পনর টাকা, তাও পাবো সেই পঞ্চমীর দিন···আমার যে গলা শুকিয়ে আসছে···আশ্বিন মাসের এই শিউলি ফুলের গন্ধ, ছোটবেলায় যেন নাচিয়ে দিত দেহটাকে, কিন্তু আজ, আজ এগন্ধে যেন বুকের ভিতরটায় কান্নার সুর জেগে উঠছে···

হিরণ। তুমি অত হা হুতোশ কেন করছো বুঝিনে, আশিসের তো আর বি এ পাশ করতে দেরী নেই···আর তোমার কোম্পানির কাছে লোনও তো বোধ হয় শেষ হয়ে এল ?···

ক্ষেত্র। এখনো সাতশো টাকা বাকী···

হিরণ। এখনো সা—ত শো— ?

ক্ষেত্র। হঁ্যা, তা-ও তো ডোনাল্ড সাহেব অনুগ্রহ করে' সুদটা মাফ করে' গেছিল তাই, তা না হ'লে আমার চাকরিতে কলকাতার উপর এই আড়াই খানা ঘরের বাড়ীও তুলতে হ'ত না···

হিরণ। যাক ঐ সাতশো টাকার জন্যে ভেবো না, আশিস তো এবারই বি এ পাশ করবে, তা হ'লেই তোমার এসব দুশ্চিন্তা দূর হবে···

ক্ষেত্র। তাই নাকি ? বি এ পাশ করবে এবার ?···

হিরণ। নিশ্চয় করবে দেখো', আমি কালীঘাটে মানত করেছি...

ক্ষেত্র। মানত তো করেছ, কিন্তু পাড়ার তরুণ-সমিতিতে শ্রীমান্ কি পার্ট প্লে করছেন তার খোঁজ রাখ ? তিনি যে সমিতির গিটার-এক্সপার্ট তা জানো ?···

হিরণ। আজকালকার ছেলেপুলেরা ওরকম গান বাজনা থিয়েটার ফিয়েটার একটু করেই থাকে, তাতে ওদের পাশ করা আটকায় না···

ক্ষেত্র। বেশ ভাল কথা, খুব ভাল কথা, না আটকালেই ভালো, তবে সত্যি কথা বলতে কি জানো, আশিস যে রোজগার করে' আমার বাড়ীর দেনা শোধ করবে সে আশা আমি করিনে, ও দেনা আমার প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা থেকেই শোধ হয়ে যাবে আমি যদি আর বেশী দিন চাকরি করতে না-ও পারি, কিন্তু···

হিরণ। কিন্তু কি, বল না খুলে'···

ক্ষেত্র। কিন্তু বলছি কি জানো, এই আড়াইখানা ঘরের বাড়ী যখন তুলি দুকাঠা জায়গার উপর, তখন যেদিন তুলসীবেদীটা তৈরি হ'ল ভেবেছিলাম এই বেদীর তলায় আমি চোখ বুঁজলেও আমার পরে আশিসের বৌ সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বালবে, তাদের পরে আশিসের পুত্রবধূ সেই প্রদীপজ্বালার কাজ নিজ হাতে নেবে, এইভাবে যুগ যুগ ধরে' এই মাটিটুকুর সঙ্গে, এই ঘর দুখানার সঙ্গে আমাদের স্মৃতি জড়িয়ে থাকবে···

হিরণ। ভগবানের আশীর্বাদে তা থাকবে বৈ কি, তাতে কি কোন সন্দেহ আছে ?···

ক্ষেত্র। সন্দেহ নেই ? ছেলের স্বভাবচরিত্র যেমন গড়ে' উঠছে দেখছি তাতে সন্দেহ নেই এই যে ছেলে যদি মাসে হাজার টাকা রোজগার করে তা হ'লেও এ বাড়ী বিক্রী করবে, আর যদি পেটের ভাতের জন্যে দুয়োরে দুয়োরে হাহাকার করে' বেড়ায়, তা হ'লেও বাড়ী বিক্রী করবে, মাটির মায়া, মাটির টান, সুখেদুঃখে গড়া এই বাসভূমিটুকুর ঠিক মায়ের বুকের মতই স্নেহের টান, তা কি আজকের এই আত্মসর্বস্ব তরুণদের অন্তরে কোন স্থান পাবে ?···

হিরণ। তা ছাখো, এই ছোট্ট বাড়ী, ছেলে যদি বড় রোজগেরে হয়, কোন দিন যদি বড় বাড়ী করতেই পারে, তবে এ বাড়ী বেচে ফেলায় আপত্তি কি আছে ?···

ক্ষেত্র। তুমিও তাই বলছো, আপত্তি নেই, তা বেশ নেই, আমার অন্তরের কথা তোমাদেরকে বোঝাব কী করে', সে চেষ্টা করাই ভুল··

হিরণ। তোমার অন্তরের কথা বুঝি আর না-ই বুঝি, তুমি দুটো বছর অপেক্ষা করেই ছাখো না, আশিস বি এ-টা পাশ করুক, তা পরে তুমি ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অত ভাবনা করো', ঐ যে আশিস আসছে, ওর সামনে যেন তুমি বাড়ী বিক্রী টিক্রী সম্বন্ধে কোন কথা বলো' না···

(গিটার হাতে আশিসের প্রবেশ)

ক্ষেত্র। আশিস, আজ ক'দিন ধরেই তোমার সঙ্গে দুটো কথা বলবো বলবো ভাবছি, কিন্তু বাড়ীতে যে তোমাকে একদিনও পাচ্ছি নে, আমি যখন থাকি তখন তুমি থাকো না, আর তুমি যখন বাড়ী ফের রাত্তির এগারোটার পর তখন আমি ঘুমিয়ে পড়ি···

আশিস। কয়েকদিন বড় ব্যস্ত আছি বাবা আমাদের পাড়ার ক্লাবের একটা ফাংশান নিয়ে…

ক্ষেত্র। তরুণসমিতির ফাংশান ?…

আশিস। হ্যাঁ, এই পূজো উপলক্ষে…

ক্ষেত্র। আচ্ছা ফাংশানের কাজ তুমি করো' তাতে আমি আপত্তি করছিনে, কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করছিলেম তুমি কি এবার বি এ এগজামিনটা দেবে নাকি ?…

আশিস। হ্যাঁ নিশ্চয়ই, সে তো এখনো অনেক দেরী…

ক্ষেত্র। হ্যাঁ দেরী তো অনেক জানি, প্রি-টেস্‌ট্ এগজামিনটা তো দিলে না ?…

আশিস। প্রি-টেস্‌ট্ এগজামিন অনেকেই ছায় নি, ও একটা টাকা জরিমানা দিলেই সব হাঙ্গাম মিটে' যাবে

ক্ষেত্র। তা বেশ, কিন্তু তোমাকে একটা কথা বলে' রাখি, আমার এই গত এক বৎসরের মধ্যে দুটো থ্রম্বোসিসের অ্যাটাক হয়ে গিয়েছে বোধ হয় জানো, থার্ড অ্যাটাক হওয়ার আগে তুমি বি এ পাশটা করতে পারলে ভাল হয়…

আশিস। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, বি এ পাশ এই বারই আমি করবো, কিন্তু এখনি আমাকে আবার বাইরে যেতে হবে, মা, একবার একটু এসো না…

(আশিস ও হিরণ্ময়ীর ভিতর ঘরে প্রবেশ)

ক্ষেত্র। কী সৌভাগ্য আমার, ছেলে সর্বদাই ব্যস্ত, কিন্তু বই হাতে কখনো দেখলাম না, থার্ড অ্যাটাকটা শীগগির শীগগির হ'লেই বাঁচি, তা না হ'লে কপালে আমার অনেক কষ্ট আছে…

(দরজার ভিতর দিয়া বাড়ীর বাহিরে তাকাইয়া অন্যমনস্কভাবে অবস্থিতি ; একটু পরেই হিরণ্ময়ীর পুনঃপ্রবেশ ও আশিসের বাড়ীর বাহিরে গমন)

হিরণ। বুদ্ধিটে এখনো বড়ই কাঁচা, একেবারে ছেলেমানুষ…

ক্ষেত্র। কি ব্যাপার কি, এত জরুরী পরামর্শ হ'ল কিসের ?…

হিরণ। পরামর্শ কিছু না, কয়েকটা টাকা চায়…

ক্ষেত্র। টাকা ? কেন ? ক'টাকা ?…

হিরণ। দশটা, আজ রাত্রে ওদের একটা রিহার্সাল আছে কিনা, তারই খরচ, সঙ্গীরা ধরেছে ওকে দেওয়ার জন্যে···

ক্ষেত্র। তাতো ধরবেই, বড়লোকের ছেলে, দিলে নাকি?···

হিরণ। দিলেম পাঁচটা টাকা, তা না হ'লে ওর নাকি মুখ থাকে না···

ক্ষেত্র। তা তো বটেই, এত বড়লোকের ছেলে···তার পরে এ ক'দিন সংসার খরচ চলবে কি করে', মাইনে পেতে সেই পঞ্চমী···

হিরণ। কোন রকমে চলবেই, না দিলে তো আবার আমার মুখ থাকে না···

ক্ষেত্র। ও, মুখ তোমারও থাকা দরকার, ছেলেরও থাকা দরকার, দরকার নেই শুধু এই হতভাগার মুখ থাকার···

হিরণ। দ্যাখো এই সব ছোটখাটো ব্যাপারে ছেলেমানুষের সঙ্গে অত কড়াকড়ি করলে চলে না···

ক্ষেত্র। বাজার খরচের টাকা থেকে মাসের শেষে পাঁচটা টাকা দিয়ে দেওয়া তোমার পক্ষে ছোট ব্যাপার হ'তে পারে, কিন্তু দুশো চল্লিশ টাকার কেরানী আমি, আমার পক্ষে···

হিরণ। বেলা হয়ে যাচ্ছে, আমি যাই রান্নার যোগাড় দেখি গে··

ক্ষেত্র। যাও, প্রতিভাকে একবার আসতে বলো' তো··

হিরণ। আচ্ছা··

(ভিতরে গমন ; একটু পরেই প্রতিভার প্রবেশ)

প্রতিভা। বাবা আমাকে ডেকেছ···

ক্ষেত্র। হ্যাঁ প্রতিভা, একটু বসো' তো আমার কাছে, দুটো কথা আছে···(প্রতিভার উপবেশন)—তোমারও তো প্রি-টেস্ট্ হয়ে গেল, কেমন দিলে?···

প্রতিভা। ভালই দিয়েছি, লজিকটা ঠিক মনের মত হয় নি, তবু ফিপ্‌টি পার সেণ্ট থাকবে আশা করি···

ক্ষেত্র। খুব মন দিয়ে পড়াশোনা করো মা, তুমিই আমার ভরসা, দাদাকে তো দেখছো, গেলবার ফী-এর টাকা জমা দিয়েও পরীক্ষা দিলে না, এবারও আরম্ভ করেছে ভালো, প্রি-টেষ্ট দিলে না, শেষ পর্যন্ত কি করে দ্যাখো, ক্লাব আর গিটার নিয়ে যা মেতেছে···

প্রতিভা। পাশ করে' যাবে খুব সম্ভব, ইণ্টেলিজেণ্ট তো খুব···

ক্ষেত্র। শুধু ইন্টেলিজেন্টে কুলোয় না প্রতিভা, বিদ্যা কি বাতাসে ভেসে এসে মাথার মধ্যে ঢুকবে…যারা পড়াশোনা করে না, তারাই সাধারণতঃ নিজেদেরকে ইন্টেলিজেণ্ট বলে' ঢাক পিটিয়ে বেড়ায়…

প্রতিভা। আচ্ছা ছাখোই না বাবা কি করে ও…এখনো তো মাস ছয়েক সময় আছে…

ক্ষেত্র। মাস ছয়েক তো আছে, কিন্তু আমার থ্রম্বোসিসের দুটো অ্যাটাক হয়ে গিয়েছে, থার্ড অ্যাটাক কেউ সামলাতে পারে না…

প্রতিভা। তুমি অত ভয় করছো কেন বাবা, তোমার কাছে মধ্যে মধ্যে আসেন যে রমেনবাবু তাঁরো তো দুটো অ্যাটাক হয়ে গিয়েছে আজ বছর তিনেক হ'ল, তিনি তো এখন বেশ আছেন, আগের চেয়ে ভাল বলেই তো মনে হয়…

ক্ষেত্র। রমেনবাবুর কথা ছেড়ে দাও, বিস্তর টাকা ওর ব্যাঙ্কে জমা, আমার যে দুশ্চিন্তাতেই ব্লাডপ্রেসার কমতে চায় না…

প্রতিভা। দুশ্চিন্তা করে' লাভ কি বাবা, দুশ্চিন্তায় কোন সমস্যার সমাধান হয় দেখেছ ?…

ক্ষেত্র। তা তো বটে, কিন্তু মনটা তো মানে না, এক জায়গায় একটু চুপ করে' বসলেই পঞ্চাশ রকমের ভাবনা এসে জমে…এই ছাখো না, আজকের মত শরৎকালের সকাল, আকাশে বাতাসে যেন সোনা ঢেলে দিয়েছে কে, এমন দিন ছিল যখন এই পূজোর আগের সোনালি রোদ দেখে প্রাণটা যেন আমার পাগল হয়ে যেত, কিন্তু আজ…

প্রতিভা। তুমি কিচ্ছু ভেবো না বাবা, দাদা যদি রোজগারপত্র না-ও করে তেমন, আমি তো আছি, এবার আই এ-টা ভালোয় ভালোয় পাশ করে' গেলে আমিও তো আর দুবছরের মধ্যে গ্র্যাজুয়েট হবো, তোমার রিটায়ারমেণ্টের পর আমিই সংসার চালাবো…

ক্ষেত্র। তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক মা, তোমার কথায় বুকে অনেকটা বল পাচ্ছি, তবু ছেলে, একমাত্র ছেলে আশিস, তার উপর যে অনেক আশা করে' আসছি, ভিটেয় সন্ধ্যাপ্রদীপ দেওয়ার ভার যে তারই…

দ্বিতীয় দৃশ্য

তরুণ সমিতির ক্লাব-ঘর।

করুগেটেড টিনের ছাদওয়ালা একখানি বেশ লম্বা চওড়া ঘর বিদ্যুৎ-আলোকে আলোকিত। ঘরের ভিতর অনেকগুলি চেয়ার ও বেঞ্চি ও খান দুইতিন টেবিল; একটা অংশে শতরঞ্চ পাতা ও শতরঞ্চের উপর হারমোনিয়াম, বাঁয়াতবলা, একাধিক ফ্লুট, সেতার, বেহালা ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র; বাদ্যযন্ত্রগুলি দুএকটি বেওয়ারিসভাবে পড়িয়া বা দেওয়ালে ঝোলানো রহিয়াছে; বাকিগুলি সভ্য ও সভ্যাদের কেহ না কেহ অধিকার করিয়া হয় বাজাইতেছে কিংবা বাজাইবার চেষ্টা করিতেছে; গিটারটি আশিসের কোলের উপর ন্যস্ত, কিছু যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য ভালরূপ বাজিতেছে না, সে মুখ বেজার করিয়া ঠোঁট কামড়াইয়া গিটারটি ঠিক করিতে ব্যস্ত।

সময়—প্রথম দৃশ্যের দু একদিন পরে, সন্ধ্যা আটটা।

(সভ্যসভ্যাদের মধ্যে মিনিট দুই হট্টগোল-জাতীয় কথাবার্তা ও বিবিধ বাদ্য-প্রচেষ্টার পর—)

চেয়ারম্যান অরবিন্দ (হাতে একখানি খাতা ও একটা ফাউন্টেন পেন; দাঁড়াইয়া ও সামনের টেবিলে জোরে চপেটাঘাত করিয়া)—আপনারা সব একটু চুপ করুন...কথাবার্তাও বন্ধ করুন, বাজনাও বন্ধ করুন...(কথাবার্তা ও বাজনা বন্ধ হইলে) আপনারা সকলে হয় তো জানেন না আমাদের এই ক্লাবের বিশিষ্টা সভ্যা কুমারী ইরানী সমাদ্দার আমাদের ক্লাবের নাম-করণেই একটা বড় রকম আপত্তি তুলেছেন...

দুতিনজন সভ্য একসঙ্গে। কী রকম, কী রকম, নামেই আপত্তি, সে আবার কিরে বাবা...

অরবিন্দ। কুমারী সমাদ্দার বলেন ক্লাবের মেম্বারদের মধ্যে তরুণ তরুণী দুইই আছেন, অতএব ক্লাবের নাম তরুণ-সমিতি হবে কেন, তরুণ-তরুণী সমিতি হওয়া উচিত...

অন্য দুএকজন সভ্য। ঠিক কথাই তো বলেছেন, শুধু তরুণদের নামে নাম হবে কেন, তরুণীদেরও নামে অংশ থাকা খুবই উচিত...

অরবিন্দ। মিস্ সমাদ্দার, আপনি কাইণ্ডলি আপনার বক্তব্যটা একটু খুলে' বলুন···

(উপবেশন)

ইরানী (দাঁড়াইয়া, বেণীটিকে দেহের সম্মুখ ভাগ হইতে পিঠের দিকে ফেলিয়া)—আমাকে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে আজকের নব জাগ্রত সাম্যের যুগে, আমাদের ক্লাবের মত প্রগতিশীল ক্লাবের চিন্তাধারায় ও কর্মপন্থায়, এখনও অতীতের জরাগ্রস্ত, ফসিলপন্থী মনোবৃত্তি ওতপ্রোত হয়ে জড়িয়ে আছে ; তরুণীরা আজ এরোপ্লেন চালাচ্ছে, রাইফেল চালাচ্ছে, প্যারাশুট্ লাফাচ্ছে, ইংলিশ চ্যানেল সাঁতরিয়ে পার হচ্ছে (সভ্যদের মধ্য হইতে হিয়ার হিয়ার, ও জোরে করতালি), পৃথিবীতে এমন কোন কাজ নেই যাতে তরুণীরা তরুণদের পিছনে পড়ে' আছে, অতএব শুধু তরুণদের নামে ক্লাবের নাম হবে কেন ? আমি আমার সহ-সভ্যাদের পক্ষ থেকে দাবী করছি যে এই ক্লাবের নাম বদলিয়ে তরুণ-তরুণী সমিতি করা হোক···

(রুমালে মুখ মুছিতে মুছিতে উপবেশন)

অরবিন্দ (মুখ আমতা আমতা করিয়া)—হঁ্যা মিস্ সমাদ্দার, আপনি যা বলেছেন, তবে কিনা তরুণ-তরুণী সমিতি নামটা বড্ড লম্বা হয়ে যায়, আপনার সভ্যরা সব কী বলেন, আপনাদের মতামত কি...

দুএকজন সভ্য। নাম বদলানই উচিত...

বিকাশ। নাম বদলাতে হয় বদলান, কিন্তু এই আজই সকালে আমাদের সংস্কৃত কোর্স রঘুবংশে পড়ছিলাম, একবারে গোড়ার শ্লোকেই, পিতরৌ বললে মা বাবা দুইই অর্থ হয়, দুটো বাবা হয় না (সকলের হাসি), লাইনটা হচ্ছে এই, জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতীপরমেশ্বরৌ, পার্বতী-পরমেশ্বর হ'লেন জগতের পিতরৌ, মাতাপিতরৌ না···

বিভাস। বাঃ বাঃ বিকাশ বেশ, এত ভক্তি করে' সংস্কৃত পড়িস তুই, আমি তো বই-ই কিনিনি···

বিকাশ। তেমনি তরুণ-তরুণী না বলে' শুধু তরুণ বললে তরুণ-তরুণী দুই-ই বোঝায়, শুধু তরুণ বোঝায় না···

অরবিন্দ। হঁ্যা হঁ্যা, আমারও তো তাই মত, তুই ঠিক বলেছিস বিকাশ, রঘুবংশ বললি, না ? রঘুবংশ কার লেখা রে ?···

বিকাশ। বাঃ তাও জানেন না আপনি, কালিদাসের……

অরবিন্দ। কালিদাস? টালিগঞ্জে থাকেন, না?

বিকাশ (হাসিতে হাসিতে)—আরে না না, তিনি থাকতেন উজ্জয়িনীতে, বিক্রমাদিত্যের সভায়, হাজার বছর আগে…

অরবিন্দ। ও, আমি সায়েন্সের ছেলে কিনা, কি করে' জানবো বল্, আচ্ছা তা হ'লে মিস্ সমাদ্দার, মিস্ চৈতালি, মিস্ রেখা, এখন আপনাদের মত কি বলুন, কালিদাসের মতটাও তো ফেলবার নয়…

মিস্ চৈতালি। কালিদাস টালিদাস আমরা অত বুঝিনে, তবে উত্তর-পল্লীর তরুণ সংঘে স্ত্রী পুরুষ দুরকম সভ্যই আছে এটা ঠিক…

মিস্ রেখা। তা ছাড়া আমার মতে মেয়েদেরকে তরুণী না বলে' তরুণ বললে তাদের প্রেষ্টিজ্ বাড়ে বই কমে না…

চার পাঁচজন সভ্য একসঙ্গে। ঠিক ঠিক, আমাদেরও মত তাই, প্রতি পদে আমরা স্ত্রীলিঙ্গ পুংলিঙ্গের তফাৎ দেখিয়ে নিজেদের মধ্যে একটা সুপিরিয়রিটি ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স সৃষ্টি করতে যাই কেন…ও একটা মধ্যযুগীয় ব্যাকরণকারদের অসভ্যতার ফল মাত্র……

আশিস। আমার মতে ব্যাকরণ থেকে লিঙ্গের অধ্যায় তুলে' দেওয়া উচিত।

(অনেকের হাসি)

অরবিন্দ। আচ্ছা বেশ তা হ'লে আপনারা কি বলেন মিস্ সমাদ্দার?

ইরানী (দাঁড়াইয়া বেণী সঞ্চালন করিতে করিতে) আপনাদের সকলের যখন মত দেখছি তরুণ কথাটা রাখার পক্ষে তখন আমিও আমার অবজেক্‌শন উইথড্র করছি।

(উপবেশন)

অরবিন্দ। বেশ বেশ, এই সাম্যের যুগে আমরা জোর করে' একটা নাম পর্যন্ত চালিয়ে দিতে চাইনে। আপনাদের সম্মতিক্রমে যে এই নামের সমস্যার সমাধান হ'ল, এ বড় আনন্দের কথা…ভাই বিকাশ, তুই যে পাণ্ডিত্য দেখিয়েছিস আজ, তুই যে এত পড়াশোনা করিস, বিশেষতঃ সংস্কৃত এত মন দিয়ে পড়িস, তা আমায় জানা ছিল না, সমিতির পক্ষ থেকে তোকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি, কি বলেন আপনারা……

দুতিনজন সভ্য একসঙ্গে। নিশ্চয় নিশ্চয়, আমাদের ক্লাবের একজন সভ্য যে এরকম স্কলার তা আমাদের আনন্দের কথা, গৌরবের কথা, অহংকারের কথা, থ্রী চিয়ারস্ ফর্ বিকাশ রায়……

সকলে একসঙ্গে। থ্রী চিয়ার্স্ ফর্ বিকাশ রায়, হিপ্ হিপ্ হুরে…

অরবিন্দ। আচ্ছা প্রথম গোলমালটা যখন এমন সাকসেসফুলি মিটে' গিয়েছে, তখন আমরা ক্লাবের অন্য কাজ খুব কনফিডেন্সের সঙ্গে আরম্ভ করতে পারি ; প্রথম কাজ হচ্ছে আমাদের ক্লাবে দুজন নতুন মেম্বার ভর্তি করা— মিস্ (ছন্দার দিকে তাকাইয়া) আপনার নামটা কি যেন ?…বেশ, ছন্দা দত্ত, দেখুন আপনারা, আমাদের এই ক্লাবে পনের বৎসরের নীচে তো মেম্বার ভর্তি করার নিয়ম নেই, কিন্তু মিস্ ছন্দার বয়স

ছন্দা (দাঁড়াইয়া, ফ্রক টানিয়া সোজা করিতে করিতে)—তের বৎসর…

(উপবেশন ।

অরবিন্দ। মিস্ ছন্দার বয়স তের বৎসর, কিন্তু তিনি এই বয়সেই ভবিষ্যতের যে একটা প্রমিজ দেখিয়েছেন

জনাদুই সভ্য। তাঁর কেরিয়ার সম্বন্ধে আমরা একটু জানতে চাই…

অরবিন্দ। হ্যাঁ তাই বলছি, মিস্ ছন্দা, আপনি নিজে বললেই ভাল হ'ত…

ছন্দা (দাঁড়াইয়া, ফ্রকের সম্মুখ দিক্‌টা বেশ টাইট করিয়া টানিয়া ধরিয়া)—আমার বয়েস গত মাসে ঠিক তের পূর্ণ হয়েছে, প্রায় এক বৎসর পূর্বে থেকে আমি এই নীহারদা'র (সভ্য নীহারের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া) সঙ্গে প্রেমে পড়ি (নীহারের মস্তক খানিকটা অবনত ও অন্যান্য সভ্য সভ্যাদের চোখ বিস্ময়চকিত ও মুখ হাস্য-উদ্ভাসিত), কিন্তু আমার মা বাবা, বিশেষ করে' বাবা, একথা জানতে পেরেই আমার বাড়ীর বাইরে যাওয়া বন্ধ করতে চান…

রেখা। অত্যাচার……

ছন্দা। অত্যাচার বলে' অত্যাচার, বলা বাহুল্য আমি বাবার এ বারণ মেনে নিতে পারি নি, ফলে মধ্যে মধ্যে আমাকে বাবার হাতে মারও খেতে হয়েছে…

রেখা। তিনি কি ভদ্রলোক, না কি…

ছন্দা। ভদ্রলোক তিনি না…

অরবিন্দ। মিস্ দত্ত, আপনি একটু সাবধানে, কি বল নীহার ?···

নীহার। হ্যাঁ, আমি অতটা···এ যেন একটু বেশী···

ছন্দা। ভদ্রলোক তিনি নন একথা আমি একশোবার বলবো, তা না হ'লে পরশু রাত্রে তিনি আমাকে যে ভাবে অপমান করেছেন, আমার বাঁ কানটা প্রায় ছিঁড়ে' দিয়েছিলেন আর কি···

রেখা। দেখুন সভ্য সভ্যাগণ, আমাদের উচিত সকলে মিলে', অন্ততঃ কয়েকজন মিলে', মিস্ ছন্দার বাবার কাছে গিয়ে তাঁকে সাবধান করে' দেওয়া···

ছন্দা। তার আর দরকার হবে না, কেন বলছি শুনুন···পরশুই রাত্রে, তখন এগারোটা বেজে গিয়েছে, আমি থানায় গিয়ে বাবার নামে ডায়েরী করে' এসেছি···

দুতিনজন সভ্য। বটে, ওঃ, ইউনিক্, স্ট্রেন্‌জ্···

অরবিন্দ। একথা তো আমাকে বলেন নি মিস্ দত্ত, কি ডায়েরী করলেন ?···

ছন্দা। থানার অফিসার-ইন-চার্জ কি ডায়েরী করতে চায় নাকি, আমার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে কত খোশামোদ করে' বাড়ী ফিরিয়ে দিতে চায়, আমি বললাম, না, সে হবে না, ডায়েরি আপনাকে করতেই হবে, আমার বাবার মত শত্রু আমার আর কেউ নেই, তিনি আমাকে অকারণে মেরেছেন, আমার আত্মসম্মানে আঘাত করেছেন···আমার অপরাধটা কী ? আমি প্রেমে পড়েছি, প্রেমে পড়ে না কে বলুন···

অরবিন্দ। ছাখো নীহার, তুমি মিস্ দত্তর কথা সব সাপোর্ট করবে তো ?···

নীহার। তা না হ'লে ওকে এ ক্লাবের মেম্বার হওয়ার জন্যে আনলাম কেন ?···

আশিস। মিস্টার চেয়ারম্যান, তের বৎসর বয়েস হ'লেও মিস্ দত্তকে আমাদের মেম্বার করতেই হবে, এরকম ব্রিলিয়্যাণ্ট মেম্বার আমরা সহজে পাবো না···

অরবিন্দ। আপনাদের সকলেরই মত তাই ?···

সকলে (হাত তুলিয়া)—ইউন্যানিমাস্, আমরা ইউন্যানিমাস্···

(ছন্দার উপবেশন)

অরবিন্দ। আচ্ছা এবার আইটেম নাম্বার দুই—এটিও ঐ আণ্ডার-এজ মেম্বার নেওয়ারই ব্যাপার, ভাই শ্যামল, তুমি বলতো তোমার যা বলবার আছে···

শ্যামল (নিজস্থানে দাঁড়াইয়া)—মিস্ দত্তের মত আমিও বাবার অত্যাচারের ভুক্তভোগী···আমার মত হচ্ছে এই যে বাবা যখন আমার জন্মের জন্যে দায়ী, আমার আহার বাসস্থান, সাজপোষাক, আনন্দউৎসব সব কিছুর জন্যেও তিনি দায়ী, আমি পড়াশুনা করি বা না করি, স্কুলে যাই বা না যাই, ত আমার ইচ্ছে···

আশিস। হিয়ার হিয়ার···

শ্যামল। আমার জীবনের সব কিছুর জন্যে বাবা ষোল আনা দায়ী, আমার নিজের দায়িত্ব কিছুই নেই ; স্কুলে যাব কি যাব না, পরীক্ষা দেব কি দেব না, রাত্রে কটায় বেড়িয়ে বাড়ী ফিরবো, সব দিন ফিরবোই কিনা, কার সঙ্গে বন্ধুত্ব করবো, দিনে রাত্রে কটা সিগারেট খাবো, এ সমস্তই স্থির করবো আমি নিজে, কিন্তু তার ফলাফলের দায়িত্ব আমার জন্মদাতার, এটা আমি শুধু আমার নয়, সমস্ত তরুণ সম্প্রদায়ের ফাণ্ডামেণ্টাল রাইট বলে মনে করি···

শেখর (বিভাসের প্রতি)—এই বয়েসে ছোকরা কি রকম লজিক্যাল আর্গুমেণ্ট করতে শিখেছে দেখেছিস, এসব ছেলে কালে জিনিয়াস হবে···

বিভাস। হবে কি, হয়েছে, জিনিয়াস কি আবার গাছে ধরে···

অরবিন্দ। আচ্ছা ভাই শ্যামল, তারপর তোমার এই শেষদিনের ঘটনাটা বল এখন···

শ্যামল। বলি···আমার বন্ধু চুণী, রমেশবাবু ডিব্‌টির ছেলে, সে তো প্রায় প্রতিদিনই, প্রতিদিন না হোক একদিন অন্তর, সিনেমায় যায়, একটাও নতুন ফিলম বাদ ছায় না, অথচ আমি সিনেমায় যাওয়ার জন্যে একটা টাকা চাইলেই বাবা বলে আজ হাতে টাকা নেই, মাসের প্রথম সপ্তাহে নিও···

আশিস। শেম্ শেম্···

রেখা (ইরানীর প্রতি)—শেম্ বলে' শেম্, এরকম মা বাবা থাকার চেয়ে না থাকাই ভাল···

ইরানী। তা আর বলতে···

অরবিন্দ। তার পর শ্যামল···

শ্যামল। এরকম অবস্থায় আমি যদি বাবার ক্যাশবাক্সটা ভেঙে থাকি আমার কিছু অন্যায় হয়েছে ?…

দুতিনজন একসঙ্গে। কোন অন্যায় হয় নি ভাই কোন অন্যায় হয় নি…

শ্যামল। আমি পরশুদিন সেই বাক্সভাঙ্গা টাকা কটা নিয়ে

অরবিন্দ। কত টাকা ছিল বাক্সে ?…

শ্যামল। সাতাশ টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা…টাকা কটা একটা ছোট টিনের কৌটোয় নিয়ে রেল লাইন দিয়ে স্টেশনের দিকে যাচ্ছিলেম, স্টেশনের বাইরেই একটা কনেস্টবল আমাকে ধরলে, আমার কৌটো খুলে' দেখে অত টাকা আমি কোথায় পেলেম জিজ্ঞাসা করলে, আমি সত্যি কথাই বললেম, কেন বলবো না, আমি কি কিছু অন্যায় করেছি…

দুই তিনজন সভ্য একসঙ্গে। হিয়ার হিয়ার, এই তো চাই, আমাদের বিদ্রোহী তরুণ সমিতির এই রকম সভ্যই তো চাই, অরবিন্ দা,

অরবিন্দ। তুমি বলে' যাও ভাই শ্যামল তোমার কথা…

শ্যামল। কনেস্টবলটা আমাকে থানায় নিয়ে গেল, সেখানে দারোগা আমার একটা ষ্টেটমেণ্ট লিখে' নিয়ে বসিয়ে রাখলে, কনেস্টবলকে দিয়ে বাবার কাছে খবর পাঠালে, বাবা থানায় গিয়ে দারোগার সঙ্গে কি পরামর্শ করে' আমাকে বাড়ী নিয়ে গেল, বাড়ী পৌছবার আগেই, রাস্তার মধ্যে, আমাকে সে কী মার, এই দেখুন এখনো আমার পিঠে (জামা সরাইয়া পিঠ প্রদর্শন) কালশিটে পড়ে' আছে…

সভ্যসভ্যা অনেকেই একসঙ্গে। ব্রুট্, ব্রুট্ ও রকম বাবাকে

অরবিন্দ। আচ্ছা তবে শ্যামলকে মেম্বার করায় আপনাদের কোন আপত্তি নেই ? বয়েস চৌদ্দ বছর পূর্ণ হয়েছে, না শ্যামল ?…

শ্যামল। হ্যাঁ…

অনেকে। আপত্তি তো নেই-ই, আনন্দের সঙ্গে আমরা সাপোর্ট করছি এরকম ব্রিলিয়্যাণ্ট ছেলের মেম্বারশিপ, দেশের ভবিষ্যৎ তো এদেরই হাতে…

শ্যামল। আমাকে কিন্তু বাবা বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, আমিও চলেই এসেছি, ক্লাব থেকে আমার খাওয়াদাওয়ার বন্দোবস্ত করতে হবে…

আশিস। আচ্ছা সে হবে, কি বলেন অরবিন্ দা…

অরবিন্দ। হ্যাঁ সে তো, আচ্ছা এখন আর আমাদের বাকী কাজের মধ্যে—কাজ তো অনেক, অ্যাজেণ্ডায় প্রায় এক ডজন আইটেম, রাত্রিও হয়ে

যাচ্ছে, আজ বোধ হয় গোটা দুই, আচ্ছা শুনুন আপনারা—কুমারী চৈতালি সেনের ট্র্যাজিক কেস সম্বন্ধে নিশ্চয়ই আপনারা কাগজে পড়েছেন···

দুতিনজন সভ্য একসঙ্গে। পড়েছি বৈ কি, মিস্ সেনকে হোল্‌হার্টেড কংগ্র্যাচুলেশন জানাচ্ছি আমরা···

অরবিন্দ। মিস্ সেন, আপনি বলবেন না আমিই বলবো আপনার কেসের কথা ?···

চৈতালি। আপনিই বলুন, সেই ভাল হবে···

অরবিন্দ। কাগজে যখন আপনারা পড়েছেন এ কেসের ডিটেলস্, তখন আমি খুব সংক্ষেপেই বলি···আপনারা জানেন মিস্ সেন এখন ফোর্থ ইয়ার ক্লাসের ছাত্রী, তাঁর অপরাধ

আশিস। অপরাধ ? অপরাধ কিসের ?···

অরবিন্দ। না অপরাধ কিসের, ও এমনি কথার কথা বললাম, তিনি ক্লাসের মধ্যে মেয়েদের জন্যে আলাদা করে' দেওয়া বেঞ্চিতে না বসে' ছেলেদের বেঞ্চিতেই বসেন, এটা তিনি বলেন, আমরাও সাপোর্ট করি তাঁর কথা, তিনি বলেন এটা তাঁর ফাণ্ডামেণ্টাল রাইট, এ রাইট থেকে কেউ তাঁকে হটা'তে পারবে না···

দুতিনজন। নিশ্চয়ই না, স্বয়ং ভগবানও না··

অরবিন্দ। কিন্তু তাঁর ক্লাস-প্রফেসার, একটা সাতান্ন বছরের বুড়ো ফুল, সে বেটা হুকুম জারি করলে মিস্ সেন ছেলেদের সঙ্গে এক বেঞ্চে বসতে পাবেন না, তাঁকে মেয়েদের বেঞ্চে বসতে হবে··

(মেম্বারদের মধ্যে হাসি)

নীহার। এ ইডিয়টটির বয়েস সাতান্ন বললেন, কিন্তু তাঁর জন্ম কোন্ সেঞ্চুরিতে, ফ্রেঞ্চ রিভোলিউশনের আগে বলে' মনে হয়···

(সকলের হো হো করিয়া হাসি)

অরবিন্দ। যাক মিস্ সেন সে বেআইনি হুকুম অবশ্যই মানেন নি, ফলে কলেজ থেকে তাঁকে ট্র্যানসফার সার্টিফিকেট নিতে বলা হয়, মিস সেন কোর্টে কেস স্টার্ট করেছেন···

অনেকে। ব্রেভো, ব্রেভো, এই তো চাই, এই তো আমাদের মডার্ন জোয়ান অব আর্ক—এরকম বীরাঙ্গনা যে দেশে জন্মেছে তার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, কোন ভয় নেই তার জন্যে···

অরবিন্দ। কিন্তু একটা আশঙ্কার কথা—কেস যেদিন স্টার্ট করেন মিস সেন, সেদিন তাঁর দরখাস্ত পড়েই বিচারপতি মশায় যে সব রিমার্ক করেন তাতে মনে হয় তাঁর কোর্টে সুবিচার পাওয়া কঠিন কি অসম্ভব হবে, তিনি যে প্রেজুডিস্‌ড্‌ তাতে কোন সন্দেহ নেই···

নীহার। যেমন ঐ প্রফেসারব্যাটারা তেমনি ঐ জজ ম্যাজিস্ট্রেটরা, সব ব্যাটা এক একটা গাধা হাঁদা রাসকেল··

আশিস। ঐ জন্যেই তো বলি এখন আমাদের দরকার হচ্ছে একটা বিদ্রোহ, একটা রিভোলিউশন···

অরবিন্দ। মিস্ সেন বলছেন যে এই কেস চালানোর ব্যাপারে তাঁর গার্জেন তাঁকে কোনই সাহায্য করবেন না, কাজেই আমাদের সমিতির কাছ থেকে তিনি অনেক কিছু আশা করেন···

প্রতুল। সে তো ন্যায্য আশা, আমরা তাঁকে সাহায্য করবো এ কথা দিচ্ছি এখনই, কিন্তু কতটা সাহায্য করা সম্ভব হবে, তা আমরা পরে ঠিক করবো, অপেনারা সব কি বলেন ?···

দুতিনজন এক সঙ্গে। সেই ভাল, পরেই ঠিক করা যাবে···

অরবিন্দ। আচ্ছা বেশ, এবার নেক্‌সট্‌ আইটেম রাধেশ বোসের পিটিশন, তিনি অবশ্য নিজে আজ এখানে উপস্থিত নেই, কিন্তু তিনি আমার সঙ্গে দেখা করে' তাঁর বৃত্তান্ত সব খুলে' বলেছেন ও এই পিটিশনে সব পয়েণ্ট পরিষ্কার করে' লিখে' দিয়েছেন। আপনারা আশা করি জানেন রাধেশবাবু অল্‌ ইণ্ডিয়া রেডিওর একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী, মাত্র সাতাশ বছর বয়সে হাজারখানেক টাকা মাইনে পান, তাঁর উপর রেডিও মহিলা আর্টিস্টদের অনেকেরই সলোভ দৃষ্টি ছিল, খুবই স্বাভাবিক, একটি মহিলা গায়িকার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়ে গিয়েছে, মহিলার বয়েসটা রাধেশবাবুর চেয়ে ঢের বেশী, প্রায় চোদ্দপনের বছর, চেহারাও সুবিধের নয়, তার উপরে মহিলার স্বামী ও দুটি সন্তান বর্ত্তমান, রাধেশবাবুর বাবার তো প্রায় মাথা খারাপ হবার উপক্রম, কিন্তু আর তিনি কী করবেন, কিউপিড ইজ ব্লাইণ্ড, বাবা নাকি রাধেশবাবুকে ত্যজ্য পুত্তুর করেছেন, তাঁর সমস্ত সম্পত্তি, লাখ দুই তিন জমানো টাকা, সব রামকৃষ্ণমিশনকে লিখে' দিয়ে উইল করেছেন, রাধেশবাবু আমাদের ক্লাবের সাহায্যপ্রার্থী, বাবাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যে···

আশিস। এ সাহায্য আমাদের করতেই হবে···

নীহার। নিশ্চয়, শতবার, হাজার বার…

অরবিন্দ। বেশ ভাল কথা, আমি রাধেশবাবুকে অ্যাসিওর‍্যান্স দিয়েছি, আমাদের সমিতি তাঁকে যতদূর সম্ভব সাহায্য করবে, বুড়ো বাবাকে শিক্ষা দেওয়া আর এমন কি কঠিন কাজ…দেখতেই তো পাচ্ছেন, চারদিক্ থেকেই এই ওল্ড ফুলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ…যাক, রাত্রি প্রায় দশটা হতে চললো, আর একটা আইটেম হ'লেই আজকের মত সমিতির কাজ শেষ করবো, আইটেমটা আবার সেই পুরনো কলেজ সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়েই…

নীহার। মিস্ সেনের কলেজ নাকি ?…

অরবিন্দ। না, কোন একটা কলেজ না, দেশের সমস্ত কলেজের ব্যাপার এ। ব্যাপারটা হল এই—আমরা সকলেই জানি আজ কয়েক বৎসর ধরেই ম্যাট্রিক, ইণ্টারমিডিয়েট, বি এ, প্রত্যেকটা পরীক্ষাতে ফেলের সংখ্যা কি রকম বেড়ে চলেছে, বেশীর ভাগ ক্যাণ্ডিডেটই ফেল, পাশ আর কটা করছে, একেবারে ম্যাসাকার, তা না হ'লে এই বাইশ বছর বয়েস পর্য্যন্ত আমি আই এস সি-তে আটকে' আছি (সকলের হাসি), হাসি নয়রে আশিস, এই পাশ ফেলের হাঙ্গামায় আমাদের জাতীয় জীবনে এমন একটা সাংঘাতিক সমস্যা দেখা দিয়েছে যে এই নিয়ে কী হয় দেখতে পাবি ··এই ব্যাপার নিয়েই গত শনিবার ইউনিভার্সিটি লনে সমস্ত কলেজের ছাত্র প্রতিনিধিদের একটা বিরাট্ জরুরী মিটিং হয়ে গিয়েছে, তার রিপোর্ট সমস্ত কাগজেই বেরিয়েছিল ; মিটিংএ স্থির হয়েছে এখন থেকে অ্যান্নুয়্যাল, প্রি-টেস্ট, টেস্ট ওসব পরীক্ষার ফার্স করা চলবে না, সকলকে প্রোমোশন দিতে হবে, সকলকেই ফাইন্যালে সেণ্টআপ করতে হবে··

আশিস ও আরো কয়েকজনা। হিয়ার হিয়ার, এই তো চাই, আমরা তো বরাবরই প্রি-টেস্ট, টেস্ট, অ্যান্নুয়্যাল পরীক্ষার বিরুদ্ধে…

অরবিন্দ। শুধু তাই নয়, মিটিংএ আরো ঠিক হয়েছে, বোর্ড বা ইউনিভার্সিটির ফাইনাল পরীক্ষাতেও কত পার্সেণ্ট পাশ করবে, ফার্স্ট ডিভিসন সেকেণ্ড ডিভিসন থার্ড ডিভিসনে ছাত্রছাত্রীদের কি রকম প্রোপোর্শনে পাশ করাতে হবে, অনার্সে ফার্স্ট ক্লাস সেকেণ্ড ক্লাসের সংখ্যা, সব ঠিক করে' দিবে ছাত্ররা পাবলিক মিটিং করে'…

নীহার। রিজোলিউশন ইউনিভার্সিটিতে বোর্ডে পাঠানো হয়েছে ?…

অরবিন্দ। সেই দিনই…রিজোলিউশনের সঙ্গে এই আলটিমেটামও

দেওয়া হয়েছে যে, রিজোলিউশন অনুযায়ী কাজ না হ'লে সমস্ত কলেজে জেনারাল ষ্ট্রাইক হবে এবং মাইনে দেওয়া বন্ধ হবে…কিন্তু আমাদের সমিতির ঘাড়ে একটা গুরুভার দায়িত্ব পড়েছে, আমাদেরকে ইউনিভার্সিটি ও বোর্ডের কর্তৃপক্ষের কাছে যতশীঘ্র সম্ভব অন্ততঃ এক হাজার তরুণতরুণীর সিগনেচার পাঠা'তে হবে, আমরা ছাত্রপ্রতিনিধিদের প্রত্যেকটা দাবীর সমর্থন করি বলে'…

আশিস। তা আর এমন কঠিন কাজ কি, তিনচার দিনের মধ্যেই হাজার সিগনেচার যোগাড় করে' ফেলা যাবে…

নীহার। অরবিন্‌ দা আপনি সেজন্যে ভাববেন না, আমরা ঠিক যোগাড় করে' দিব যত সিগনেচার চান…

চৈতালি। কলেজ কর্তৃপক্ষের এবার চোখ খুলুক, তাঁদের অত্যাচারেরও যে একটা সীমা থাকা দরকার তা বুঝবার সময় এসেছে, আশা করি এই রিজোলিউশনে আমার কেসটারও সুবিধে হবে…

অরবিন্দ। নিশ্চয়ই, দি জাজ উইল থিংক থ্রাইস বিফোর বিফোর

আশিস। যাক আজ আমাদের ক্লাবের মিটিংএর কাজ সব দিক্‌ দিয়েই বেশ ভাল হ'ল বলতে হবে; ছন্দা ও শ্যামল দুটি রত্নকে পেলাম আমরা নতুন সভ্যরূপে, তাছাড়া মিস্‌ চৈতালির কেস, রাধেশবাবুর কেস, টেস্ট পরীক্ষা উঠিয়ে দেওয়া, ছাত্রদের হাতে পাশফেলের পার্সেণ্টেজ স্থির হওয়া সমস্তই আমাদের সমিতির লক্ষ্য ফাণ্ডামেণ্টাল রাইটস্‌গুলোকে প্রতিষ্ঠার দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে…

অরবিন্দ। অদূর ভবিষ্যতে আমাদের সমস্ত লক্ষ্যই যে একবারে সেণ্টপারসেণ্ট রিয়েলাইজ্‌ড্‌ হয়ে যাবে তাতে আমার বিন্দু মাত্র সন্দেহ নেই, ছাত্রেরা যে পথ ধরেছে, যেভাবে নিজেদের ভবিষ্যৎকে নিজেদের হাতের মুঠোর মধ্যে এনে ফেলেছে, তার চেয়ে আশার কথা আর কী হ'তে পারে…আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হবে, আমরা আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লব, তা নিশ্চিত…সভ্যসভ্যাগণ, আপনারা সমস্বরে, উচ্চৈঃস্বরে, বলুন, ইনক্লাব জিন্দাবাদ…

সকলে একসঙ্গে। ইনক্লাব জিন্দাবাদ

অরবিন্দ। দক্ষিণপল্লী তরুণসমিতি জিন্দাবাদ

সকলে একসঙ্গে। দক্ষিণপল্লী তরুণসমিতি জিন্দাবাদ

অরবিন্দ। হিপ্‌ হিপ্‌ হুরে

সকলে একসঙ্গে। হিপ্‌ হিপ্‌ হুরে

অরবিন্দ। আজকের মতন তবে মিটিং শেষ হ'ল...

সেক্রেটারী প্রতুল। একটা কথা চেয়ারম্যানদা, মিস্‌ ইরানী একটা গান গাইব বলেছেন, তাঁর গলা বড় মিষ্টি...

অরবিন্দ। আচ্ছা বেশ, মিস্‌ ইরানী, তবে আপনি একটা গান...

ইরানী। আপনারা যখন অনুরোধ করছেন...

হারমোনিয়াম সহযোগে গান।

জগৎ জুড়ে' জেগেছে আজ
তরুণ অভিযান,
জগৎ জুড়ে' ঢেউ তুলেছে
তরুণ বুকের বান ;—
এ বানে যাক্‌রে ভেসে
এ বানে যাক্‌রে ভেসে
দেশে দেশে
জ্যান্তে-মরা জান্‌ ;
অতীতের ঘুণে ধরা
শুকনো ঝরা
যত সব বেঁচে-মরা প্রাণ
নিক্‌ ভাসিয়ে, দিক্‌ ভাসিয়ে
আমাদের তরুণ বুকের বান ;
তরুণ বুকের ফসলে আজ
ভরুক জগৎখান।

[বিপুল করতালিধ্বনির মধ্যে মিটিং শেষ]

তৃতীয় দৃশ্য

ক্ষেত্রনাথের বাড়ী : শুইবার ঘর

সময় : দ্বিতীয় দৃশ্যের অনধিক একবৎসর পরে ; বর্ষাকাল ; রাত্রি দশটা।

ম্লান বিদ্যুৎ-আলোকে আলোকিত ঘর ; আসবাবপত্র, কোণে একটি আলনায় রক্ষিত কাপড়চোপড়, সমস্তই দারিদ্র্যের সাক্ষ্য দিতেছে ; স্থানে স্থানে ছিন্ন একখানি চাদর দ্বারা আবৃত খাটের উপর হিরণ্ময়ী ও প্রতিভা বসিয়া।

খানিকক্ষণ নির্বাক্ থাকিবার পর—

হিরণ। দুখানা ঘরের বাড়ী, এতে ভাড়া দেওয়ার উপায় নেই, তোমার এই ষাট টাকা মাইনে, কর্পোরেশন ট্যাক্স, বিজলিবাতির ট্যাক্স, সব দিয়ে বায়ান্ন তেপ্পান্নটি টাকা থাকে, এদিয়ে তিনটি প্রাণীর পেটচলা কী করে' যে সম্ভব হবে তা তো আমি খুঁজে' পাচ্ছিনে···

প্রতিভা। বাবার প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা আর কিছুই নেই, না মা ?···

হিরণ। আগে যা লোন নিয়েছিল তা শোধ দিয়ে, বাড়ীর দেনা শোধ দিয়ে, যা বেঁচেছিল তাতেই তো এ আটদশ মাস চললো, তোমার চাকরিটে যদি আর কয়েক মাস আগে হ'ত তা হ'লে হয়তো কিছু বাঁচতো...

প্রতিভা। পরীক্ষার ফল বেরানোর একমাসের মধ্যেই তো তাও চাকরিটে পেয়েছি··

হিরণ। কপালজোর বলতে হবে, আশিস যদি বি এ পরীক্ষাটা দিতো আর পাশ করতো, তবে কি ভাবনা ছিল···

প্রতিভা। আমি যদি এই বছরেই বি এ-টা দিতে পারতেম···অনার্স নিয়ে বি এ পাশ করলে অন্ততঃ সওয়াশো টাকা মাইনে পাব আশা করি···

হিরণ। সে তো এখন অনেক পরের কথা, আপাততঃ এই দুটো বছর কাটবে কি করে' তাই ভাবছি···

প্রতিভা। ভেবে কি হবে মা, একটু দাঁড়াবার জায়গা যখন আছে

তখন নুন ভাত খেয়েও কোন রকমে বেঁচে থাকবো, কলেজের মাইনে তো লাগবে না, বইগুলোও কোন রকমে জোগাড় করবো···

হিরণ। তা তো বুজলেম, কিন্তু আশিস যে আমার জীবনকে অতিষ্ঠ করে' তুলেছে, আজ একটা টাকা, কাল অন্ততঃ আট আনা পয়সা, ক্লাবের চাঁদা, এটা সেটা লেগেই আছে···কোত্থেকে জোটাব আমি, আমাদেরকে উপোস পাড়িয়ে ছাড়বে···(বাহিরে বৃষ্টির শব্দ) বৃষ্টি এল আবার···(উঠিয়া জানলা বন্ধ করিয়া পুনরায় নিজস্থানে উপবেশন ; মাথার জল মুছিতে মুছিতে সিক্তদেহ আশিসের প্রবেশ) এঃ, এ যে একবারে বেড়াল-ভেজা হয়ে এলি··

আশিস (আলনা হইতে গামছা লইয়া গা মুছিতে মুছিতে)—তা ভিজতে হবে না ? বৃষ্টি তো আমার চাকর নয় যে আমার সুবিধেমত আসবে, থামবে··· আজ কদ্দিন থেকে বলছি একটা ওয়াটারপ্রুফের কথা, তা তো তোমার কানে যায় না···

প্রতিভা। দাদা তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে নাকি···আমাদের সংসার কি করে' চলছে তা কি চোখে দেখতে পাসনে···পেটের ভাত নিয়ে টানাটানি আর তোর চায় ওয়াটারপ্রুফ·

আশিস। তুই চুপ কর, পঞ্চাশটা টাকা রোজগার করে' ভারি যে মোটা মোটা কথা শুনাচ্ছিস···

হিরণ। আন্ না তুই-ও পঞ্চাশটা টাকা, এনে ওয়াটারপ্রুফ হাতী ঘোড়া যা ইচ্ছে হয় কেন্···

আশিস। আমার বাড়ীতে আসা বন্ধ করতে চাও তোমরা দুজনে মিলে' না ? মনে রেখো বাড়ীতে আমারো অংশ আছে···

প্রতিভা (হাসিতে হাসিতে)—আমারো আছে···

হিরণ (বিরক্তভাবে)—আমি বেঁচে থাকতে বাড়ী আমারই, তোমারও নয়, তোমারও নয়···

আশিস। সেই জোরেই তো অত লাফাও দিনরাত্তির, কিন্তু আমিও বলে' রাখছি, এ বাড়ী তোমার বিক্রী করতেই হবে, বেশী দিন নয়, আর বছর খানেকের মধ্যেই বিক্রী করতে হবে···

হিরণ। হ্যাঁ তা না হ'লে পথে দাঁড়ানো সম্পূর্ণ হবে না, তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হবে না···

আশিস। আমি যদি তোমাদের সেই রকম শত্রুই হই, বেশ তবে বলো আমি এ বাড়ীতে আসা ছেড়ে দিই…

হিরণ। আচ্ছা নে এখন ঝগড়া রাখ্, রাত্রি হয়েছে, ভাত কটা খেয়ে নে… (গাত্রোত্থান)

আশিস। না আমি আর রাত্রে কিছু খাবো না, আমাকে আজ নীহার পেট ভরে' খাইয়েছে…একটা টাকা দাও…

হিরণ। আমার হাতে এখন দেওয়ার মত একটা পয়সাও নেই, আমাকে গলা টিপে' মেরে ফেললেও…

আশিস। ত্যাখো মা, এরকম করে' সংসার চলবে না, আমি বলছি শোন, আমার বন্ধুবান্ধব সকলেই বলছে, বাড়ীটা বিক্রী করে' ফেলতে, হাজার বিশেক টাকা এখনই পাওয়া যায় তুমি যদি রাজী হও…

প্রতিভা। শুধু মা রাজী হ'লেই হবে না দাদা, আমাকেও রাজী করতে হবে, জানিস তো এখনকার আইনে বিয়ে যদ্দিন না হয়, এবাড়ীতে তোর যতটা অধিকার, আমারও ঠিক ততটা…

আশিস। ইঃ ভারি যে আইনজ্ঞান দেখাচ্ছিস, মা রাজী হ'লে তুই ঠেকা'স দিকিন বিক্রী…

প্রতিভা। মাকে রাজী হ'তে দিলেই তো!…আমি থাকতে…

আশিস। আচ্ছা বেশ দিস নে মাকে রাজী হ'তে, নুনভাত খেয়ে কদ্দিন পারিস থাক্…মা দিবে না একটা টাকা?…

প্রতিভা। টাকা মার কাছে নেই, আমার কাছে…তিনটি টাকা আছে, কাল চাল না কিনলে উপোস দিতে হবে…

আশিস। বটে বটে, আমার সঙ্গে একটা টাকার জন্যে এই ব্যবহার… শোন, তোমাদের দুজনকেই বলছি আমার পরামর্শ শোন, তা না হ'লে তোমাদের কপালে কষ্টের শেষ নেই…

হিরণ। বল্ তোর কি পরামর্শ শুনি, আচ্ছা প্রতিভা, শোন্ তো মা একটু চুপ করে' ওর পরামর্শ, বল্, শুনি তোর পরামর্শ কী…

আশিস। বাড়ী বেচে হাজার বিশেক টাকা পেলে তার মধ্যে হাজার আষ্টেক দিয়ে কলকাতার কাছাকাছি কোন একটা গ্রামে, যেখান থেকে ইলেট্রিক ট্রেনে বড়জোর আধ ঘণ্টার মধ্যে কলকাতা আসা যায়, সেই রকম গ্রামে একখানা বাড়ী কেনা যাক, পাড়াগাঁয়ে ঐ টাকাতে বেশ ভাল বাড়ী পাওয়া

যাবে · সেখানে থেকে আমি আর প্রতিভা ডেলিপ্যাসেঞ্জারি করে' কলকাতায় থাকার সব সুবিধেই পাবো, লেখাপড়া, চাকরিবাকরি সব, বেশীর ভাগ পাড়াগাঁয়ে থাকার খাইখরচ এখান থেকে ঢের কম পড়বে…

প্রতিভা। খুব স্বপন দেখছো বন্ধুদের খপ্পরে পড়ে'…আমি মরে' গেলেও ডেলি প্যাসেঞ্জারি করতে পারবো না…তাছাড়া…

আশিস। তাছাড়া আবার কী ?…

প্রতিভা। তাছাড়া বাড়ীটার সম্পর্কে আর কোন চিন্তা নেই… ?

আশিস। নাঃ…

প্রতিভা। চমৎকার…এরকম না হ'লে পিতার একমাত্র পুত্র হয়…

আশিস। একমাত্র পুত্র অন্যায় কথাটা কী বকেছে ? স্ত্রীপুত্রকন্যার মঙ্গলের জন্যেই তো লোকে বাড়ী করে' যায়…

হিরণ। আশিস…

প্রতিভা। মা তুমি একটু থামো…পুত্রকন্যার মঙ্গল ! পুত্রকন্যার মঙ্গলের জন্যে লোকে রক্ত জল করে' খেয়ে না খেয়ে বাড়ী তো করে' গেল, কিন্তু রক্তজল করে' খেয়ে না খেয়ে মারা গেল যে লোকটা তার প্রতি ছেলেমেয়েদের কোন কর্তব্য নেই ?…

আশিস। কেন সে কর্তব্যের কোন ত্রুটি হয়েছে নাকি ? আদিগঙ্গাতীরে দাহ করেছি, কালীঘাটে পিণ্ডি দিয়েছি…

প্রতিভা। খুব করেছিস, গয়ায় পিণ্ডি দিলেও না হয় একটা বলবার মত কথা হ'ত…আর পিণ্ডি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝি মা বাবার সঙ্গে সব সম্বন্ধ শেষ হয়ে গেল…

হিরণ। প্রতিভা তুই চুপ কর্, কী লাভ হবে এসব কথা বলে' তার কপালে যা ছিল হয়েছে…

প্রতিভা। বাড়ীখানা বাবা রেখে গিয়েছেন আমাদের দাঁড়াবার জন্যে, কতদিন যে বাবা বলেছেন এই বাড়ীতে আশিসের বউ এসে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালবে, পরলোক থেকে দেখে আমার আত্মা শান্তি পাবে, আর তুই আমাদের এই আশ্রয়টুকু বিক্রী করবার জন্যে উঠে' পড়ে' লেগেছিস, বাড়ীখানা যায় যাক, ওয়াটারপ্রুফের চিন্তায় তোর ঘুম হচ্ছে না…

আশিস। আমি চল্লাম তবে, আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই গালাগালি শোনার ধৈর্য্য আমার নেই…

(দ্রুত বহির্গমন)

হিরণ। ওরে কাপড়খানা ছেড়ে গেলি নে, ভিজে কাপড়ে রাত কাটাবি ···একটা টাকা দিলেই হ'ত প্রতিভা···

প্রতিভা। কেন· এরকম অন্ধ আবদার করবে কেন . কী করে' আমাদের দিন চলে একদিন সে সম্বন্ধে একটা কথা বলে না, কেবল নিজের চা'ল নিয়ে ব্যস্ত ··

হিরণ। আমি মরলে তুমি এ ভাইয়ের সঙ্গে মিলে' মিশে' থাকতে পারবে না···আমি বেঁচে থাকতে থাকতে যদি তোমার একটা বে থা দিয়ে যেতে পারতেম···

প্রতিভা। আমার জন্যে তুমি ভেবো না মা, আমাকে বাড়ী থেকে তাড়া'তে পারবে ও ? দ্যাখে যেন আমাকে তাড়াবার চেষ্টা করে'···তবে দিন রাত্তির ওর সঙ্গে ঝগড়া করে', ওর দাঁতখিঁচুনি সহ্য করে' থাকা, তাও আমার পক্ষে সম্ভব হবে না···

হিরণ। যাক যা কপালে আছে হবে, এখন আর সেজন্যে ভেবে কী হবে···

প্রতিভা। আমি তো তোমাকে ভাবতে বারণই করছি, চল এখন শুই, রাত্তির হয়েছে···

হিরণ। উঠোনের দরজা খুলে' রেখে গিয়েছে, দরজাটা দিয়ে আয়··· (প্রতিভার বাহিরে গমন) ভগবান্, কী সুখেই দিন কাটছে·· একটা করে' দিন যাচ্ছে না একটা করে' যুগ যাচ্ছে···

চতুর্থ দৃশ্য

ক্ষেত্রনাথের বসিবার ঘর।
সময়ঃ তৃতীয় দৃশ্যের প্রায় দুইবৎসর পরে;
রাত্রি দশটা।

ঘরের ভিতর বেশ উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত; ক্ষেত্রনাথের ব্যবহৃত চেয়ার টেবিল কিছুই নাই; শুধু চৌকিখানি আছে, একখানা চাদরে ঢাকা; ঘরের মেঝেতে শতরঞ্চ পাতা; চৌকি ও শতরঞ্চ জুড়িয়া আশিসের বন্ধু ও বান্ধবীর দল কেহ বসিয়া, কেহ দাঁড়াইয়া; দ্বিতীয় দৃশ্যের তরুণসমিতির সভ্যসভ্যা ব্যতীত আরও দুচারজন নবাগত তরুণ তরুণী উপস্থিত। চৌকির উপর দুজনের হাতে ফ্লুট, মেঝেতে বাঁয়াতবলা, হারমোনিয়াম ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র; এক কোণে একটি গিটার। চৌকির উপরে ও মেঝেতে চায়ের কাপ ও প্লেট ইতস্ততঃ ছড়ান, কেহ কেহ এখনো চা বিস্কুট নিমকি ইত্যাদি খাওয়ায় নিযুক্ত; আশিস ভিতর ঘর ও বাহির ঘরে যাতায়াত করিয়া চা বিতরণে ব্যস্ত।

অরবিন্দ। আশিস তুই ব'স রে, খুব নিমকি শিঙ্গারা খাওয়া গেছে, আর না, এখন একটু গান বাজনা করা যাক' কি বলিস রে নীহার···

নীহার। নিশ্চয়ই, এবাড়ীতে তো গান বাজনা এই শেষ, আশিস তো দুশো টাকা বায়না অ্যাকসেপ্ট করেছে কাল···

অরবিন্দ। ক'হাজার হ'ল দাম ?···

নীহার। বোধহয় হাজার পনর ষোল·· বাড়ী পুরনো হয়ে গেছে, অনেক দিন কোন রিপেয়ার টিপেয়ার হয় নি, সেইজন্যে দাম তেমন সুবিধে হ'ল না···

চৈতালি। শ্রীমতী প্রতিভা রাজী হয়েছেন ? তিনি কোথায় ?···

আশিস। প্রতিভা ওদের স্কুলের ক্লাস টেনের মেয়েদের নিয়ে কোথায় যেন টুরে গিয়েছে, আসতে দিন তিনচার দেরী হবে···

চৈতালি। বাব্বা, যে রায়বাঘিনী মেয়ে, বাড়ী বিক্রীতে রাজী হয়েছে ?···

আশিস। রাজী! সে এক কাণ্ড!…রাজী কি করতে পারি, শেষ কালে আত্মহত্যার ভয় দেখিয়ে তবে…আর তাকে কি রাজী হওয়া বলে… আমি আত্মহত্যা করবোই ভয় দেখানোর পর বললে, আচ্ছা বেশ, আত্মহত্যা তোমাকে করতে হবে না, আমিই বাড়ী ছেড়ে যাচ্ছি, আর আমি এ বাড়ীতে পা দিচ্ছি নে, মা বাবার আত্মা যদি পরলোক থেকে ছাখে তাঁদের বাড়ীর শেষ অবস্থা, দেখে তাঁদের যদি দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে, তার ফলভোগী হবে তুমি, আমাকে তাঁরা ক্ষমা করবেন…

প্রতুল। দূর্ দূর্ আত্মা ফাত্মা আছে কিনা তারই ঠিক নেই, তার আবার দীর্ঘ নিঃশ্বাস!

নীহার। যাক দাম তো সেই ষোল হাজারই হ'ল?…

আশিস। না, পনর, এ বাড়ী মেরামত করতে নাকি দুতিন হাজার টাকা খরচ হবে…

শেখর। হ'ল না হয় পনর হাজারই হ'ল, অত টাকা নিয়ে কী করবে আশিস দা?…আমাদেরকে একদিন খুব করে' একটা ফীষ্ট দাও, হাজার খানেক টাকা খরচ করে'…

আশিস। হাজার টাকা, বলিস কিরে…একদিনে পঁচিশত্রিশটে লোকের খাওয়ার খরচ হাজার টাকা!…

শেখর। না হয় পাঁচশোই ধর, আর শ' পাঁচেক আমাদের সমিতির ফাণ্ডে দিও, তোমার মা বাবার পরলোকে সদ্গতি হবে…

দুতিনজন (একসঙ্গে হো হো করিয়া হাসিয়া)—বলেছিস ভাল শেখর, আজকাল তো তরুণসেবার চেয়ে বড় পুণ্যিকর্ম আর নেই…

প্রতুল। পুণ্যিফুণ্যি ছেড়ে দে বাবা, কিন্তু সোজা কথা, তরুণদেরকে চটানো আজকাল কারো পক্ষেই নিরাপদ নয়…দেখলে তো সেদিন, তরুণদেরকে পাঁচটা টাকা চাঁদা না দেওয়ায় কঞ্জুস মুখুজ্যেকে পাঁচসপ্তাহ হাসপাতাল বাস করে' আসতে হ'ল…

আশিস (চায়ের কাপ প্লেট সমস্ত ভিতর ঘরে সরাইয়া)—আচ্ছা ওসব টাকাপয়সার কথা এখন রাখ্ তোরা, একটু গানবাজনা করতে ফুর্তি করতে এসেছে সবাই গানবাজনা কর্; বাঁয়াতবলা ধরছে কে? নীহার? আচ্ছা, আর ফ্লুট? (চৌকির উপর লক্ষ্য করিয়া) আপনারা? বেশ, হারমোনিয়ম? মিস্ ইরানী? আচ্ছা তবে (নিজে গিটার কোলে লইয়া) এবার আরম্ভ করা যাক…

প্রতুল। প্রথমে তো একটা গৎ বাজাব? না গান? গৎ? আচ্ছা, কিন্তু, অরবিন্ দা, গতের পর মিস্ রেখা আজ একটা গান শোনাবেন আর মিস্ ইরানী নাচবেন (ইরানীকে লক্ষ্য করিয়া) মিস্ ইরানী, কেমন, রাজী তো?...

ইরানী। হ্যাঁ...

অরবিন্দ। আচ্ছা বেশ, আরম্ভ করা যাক...

(মিনিট কয়েক একটা কনসার্ট বাদ্য, কোন একটা আধুনিক সিনেমা সঙ্গীতের গৎ; কনসার্ট শেষে—)

আশিস। চমৎকা—র...

প্রতুল। মিস্ রেখা, এবার আপনার গান...

অরবিন্দ। না রে প্রতুল, আগে নাচ, পরে গান, মিস্ রেখার কণ্ঠের মধুরেণ সমাপয়েৎ...

প্রতুল। আচ্ছা বেশ...

অরবিন্দ। মিস্ ইরানী, তবে আপনিই আরম্ভ করুন...সঙ্গে কিছু মিউজিক্যাল অ্যাকম্পানিমেণ্ট চাই তো?..

ইরাণী। হ্যাঁ, ফ্লুট হ'লে ভাল হয়...

প্রতুল। বেশ, আমি ফ্লুট বাজাচ্ছি...

(প্রতুলের ফ্লুট বাদন ও ইরানীর নৃত্য; সভ্যগণের করতালি)

আশিস। এবার তো মিস্ রেখার গান, গানের আগে আমি দুটো কথা বলে' নিই...দুটো কাজের কথা হঠাৎ মনে হ'ল...বায়নার টাকা যা পেয়েছিলাম তা এই দুদিনেই সব খরচ হয়ে গিয়েছে; রেজিষ্ট্রি ও অন্যান্য খরচ বাদে হাজার চৌদ্দ সাড়ে চৌদ্দ আমার হাতে আসবে, শ পাঁচেক টাকা আমি স্থির করলাম শেখর ভাইয়ের কথামত আমাদের সমিতির ফাণ্ডেই দেব...

সভ্যসভ্যারা একসঙ্গে। হিয়ার হিয়ার...

(করতালি)

আশিস। হাজার চৌদ্দ যা হাতে থাকবে তার মধ্যে হাজার চার দিয়ে একটা ছোট বিজনেস খুলবো, কারণ ও বি-এ টি-এ পড়ে' আর

লাভ নেই, শুধু বেকারের দল বাড়ানো

অরবিন্দ। তা আর বলতে···আমিও তো আর ওসব পরীক্ষার হাঙ্গামায় যাব না প্রতিজ্ঞা করেছি···ছাত্রদের ডিম্যাণ্ড-অনুযায়ী পাশ যে কবে হবে তা তো ঠিক নেই···

আশিস। দশ হাজার টাকা হাতে থাকবে, বিজনেসে যদি কোন লাভ না-ও হয়, তবু ঐ দশ হাজারে চার পাঁচটা বছর চলে' যাবে···

শেখর। মাত্র চার বছর?···

আশিস। কোন রেসপেকটেব্‌ল্ হোটেলে মাসে আড়াইশো টাকার কম একটা সিঙ্গ্‌ল্‌সীটেড রুম আর চারবার খাওয়া—ছুটো মীল আর ছুবার চা জল খাবার দিতে চায় না; শেষ পর্যন্ত সেণ্ট্রাল হোটেল মাসিক ছুশো টাকায় রাজী হয়েছে, কিন্তু হাজার টাকা অ্যাডভান্স দিতে হবে···আমার কথা হচ্ছে, এ সমিতির মেম্বাররা সব আমার ভাই বোনের মত···

অনেকে। নিশ্চয় নিশ্চয়, তা আর বলতে···

আশিস। আর এই ভাইবোনদের মধ্যে অনেকে বেশ বড়লোকের সন্তান, কেউ কেউ মোটরও হাঁকায়···আমি বিপদে পড়লে কি তারা আমাকে সাহায্য করবে না?···

ছুতিনজন একসঙ্গে। নিশ্চয় করবে, কেন করবে না, তা না হ'লে বন্ধু কিসের, এক সমিতির সভ্য কিসের?···

নীহার। তবে সে দূর ভবিষ্যতের কথা, এখন সে চিন্তা নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই ··

অরবিন্দ। হ্যাঁ হ্যাঁ, সে তো বটেই, আচ্ছা ভাই আশিস, তোমার কোন চিন্তা নেই, তুমি অভাবে পড়লে আমরা তো আছি·· তুমি এবার গিটারটা ধরো, মিস্ রেখার গানের সঙ্গে ··মিস্ রেখা, কাইণ্ড্‌লি··

(আশিস কর্তৃক গিটারবাদন ও মিস্ রেখার গান)

রেখার গান

আজ অতীতের শুকনো পাতা
পড়ুক ঝরে'
পড়ুক ঝরে',
নিঃশেষে পড়ুক ঝরে'
ধূলির 'পরে;

তরুণের নবীন শাখা
নবীন পাতায়
উঠুক ভরে'
উঠুক ভরে' ;
নবীন শাখায় নবীন পাতায়
নবীন ফুলে নবীন ফলে
তরুণের জীবন-তরু
উঠুক জেগে
নবীন শোভায়
নবীন বলে,
প্রভাতের আলোর মত
আকাশ তলে ;
প্রভাতের আলোর মত
তরুণ জীবন
উঠুক গড়ে'
অতীতের শুকনো পাতা
পড়ুক ঝরে'।

(বিপুল করজালি)

পঞ্চম দৃশ্য

ক্ষেত্রনাথের বাড়ীর উঠান।

সময় : চতুর্থ দৃশ্যের অব্যবহিত পরে।

উঠানস্থ তুলসীতলার পাশে দাঁড়াইয়া ক্ষেত্রনাথ ও হিরণ্ময়ীর শ্বেতবস্ত্রাচ্ছাদিত ছায়া মূর্তি।

ক্ষেত্রনাথ। শুনলে তো এদের গান, অতীতকে এরা মুছে' ফেলতে চায়, আমাদেরকে শুকনো পাতার মত ধূলোয় ঝরিয়ে দিতে চায় ··

হিরণ। বাড়ী তবে বিক্রী হয়েই গেল ··

ক্ষেত্র। হ্যাঁ···

হিরণ। কী ছেলেই গর্ভে ধরেছিলাম···

ক্ষেত্র। কেন, এখন সে কথা বলছো কেন? ছেলে যখন দিন দিন জাহান্নামে যাচ্ছিল, তখন একদিন তাকে একটা শাসনের কথা বলো নি, বরং আমি কিছু বললে তুমি ছেলের পক্ষ নিয়ে আমার সঙ্গে ঝগড়া করেছ···

হিরণ। ঝগড়া আমি করিনি, তবে পেটের ছেলে, তার পক্ষ হয়ে দুটো কথা বলে' থাকলে কি অন্যায় করেছিলাম?···

ক্ষেত্র। ফলেন পরিচীয়তে ··অন্যায় করেছিলে কিনা দ্যাখো···

হিরণ। ন্যায় অন্যায় নিয়ে আর তর্ক করে' লাভ কী, এই আমাদের শেষ ভিটেয় পা দেওয়া, এসো শেষ বারের মতো তুলসীতলায় প্রণাম করে' বিদায় নিই···

ক্ষেত্র। এসো···

(দুজনে একসঙ্গে তুলসীবেদীর নীচে প্রণাম

হিরণ। আজ আর তুলসী তলায় প্রদীপ জ্বলে নি···

ক্ষেত্র। ক'দিন থেকেই জ্বলেনি, কে জ্বালাবে প্রদীপ, প্রতিভাকে তো বাড়ী থেকে তাড়িয়েছে···

হিরণ। এই আশিস আমার পেটের ছেলে···

ক্ষেত্র। হ্যাঁ, আমার বংশধর, উত্তরাধিকারী···

যবনিকা।

জয়হিন্দ্‌ বা সোনার স্বপন

ভারতমাতার উদ্দেশে

চরিত্রাবলী

মাটি—মৃত্তিকাবর্ণা পূর্ণবয়স্কা যুবতী, পরনে সবুজ শাড়ী ভারতীয় পদ্ধতিতে পরা, মাথায় শাদা ও লাল ফুলের মুকুট ;

বায়ু—পূর্ণবয়স্ক গৌরবর্ণ যুবক, পরনে ফিকে নীল রংএর ধুতি, শাদা রংএর উত্তরীয়, মাথায় শাদা পালকের উষ্ণীষ ;

সাগর বা জল—পূর্ণবয়স্ক যুবক, পরনে ঘন নীল ধুতি, ধুতির গায়ে ঢেউএর রেখা, মাথায় শ্বেতবর্ণের মুকুট ;

আগুন—পূর্ণবয়স্ক গৌরবর্ণ যুবক, ঘোর লাল বর্ণের ধুতি পরনে, মাথায় ধূম্রবর্ণের মুকুট ;

পর্বত—অন্যান্য চরিত্র অপেক্ষা দীর্ঘ অবয়ব বিশিষ্ট বৃদ্ধ, গেরুয়া রংএর আলখাল্লা পরনে, মুখ শ্বেতশ্মশ্রুমণ্ডিত, মাথায় তুষারবর্ণ যুগ্ম-শিখর সমন্বিত (কাঞ্চনজঙ্ঘার ন্যায়) মুকুট, হাতে বাঁকা দীর্ঘ লাঠি ;

ফুল—১০-১২ বৎসর বয়সের সুদর্শন বালক, সবুজ রংএর কাপড়, মাথায় নানা ফুলের মুকুট, হাতে গলায় নানা ফুলের মালা ;

শস্য—পূর্ণবয়স্ক গৌরবর্ণ যুবক, পরনে সবুজ ধুতি, মাথায় পাকা ধানের শীষ ;

ধাতু—পূর্ণবয়স্ক লৌহবর্ণ যুবক, গৈরিকবর্ণ কাপড় মল্লের মত করিয়া পরা, মাথায় লাল রংএর মুকুট ;

পরমাণু—পূর্ণবয়স্ক শ্যামবর্ণ যুবক, পরনে বিদ্যুদ্বর্ণের ধুতি ও উত্তরীয়, মাথায় বিদ্যুদ্বর্ণ মুকুট ;

গ্রীষ্ম—পূর্ণবয়স্ক গৌরাঙ্গ যুবক, উজ্জ্বল স্বর্ণবর্ণের ধুতি পরনে, মাথায় মল্লিকা বা স্বর্ণচাঁপা ফুলের মুকুট ;

বর্ষা—পূর্ণবয়স্কা শ্যামবর্ণা যুবতী, মেঘবর্ণ শাড়ী পরনে, মাথায় নানাবিধ পাতাফুলের মুকুট ;

শরৎ—পূর্ণবয়স্ক গৌরাঙ্গ যুবক, ঘন সবুজ বর্ণের ধুতি পরনে, মাথায় শিউলি ফুলের মুকুট, গলায় শিউলি ফুলের মালা, একহাতে পদ্মফুলের কোরক ;

হেমন্ত—পূর্ণবয়স্ক গৌরাঙ্গ যুবক, ফিকে সবুজবর্ণের ধুতি পরনে, মাথায় কাঁচা-পাকা ধানের শীষ;

শীত—শ্বেতবর্ণ বৃদ্ধ, শাদা রংএর আলখাল্লা পরনে, মাথায় তুষারশুভ্র বস্ত্রের পাগড়ি;

বসন্ত—১৬-২০ বৎসর বয়স্ক গোলাপবর্ণ কিশোর, পরনে কচিপাতার রংএর ধুতি, মাথায় আমের মঞ্জরী ও শিমুল পলাশের মুকুট;

দিন—শ্বেতবর্ণ, পূর্ণবয়স্ক যুবক, পরনে পীতবর্ণের কাপড় ভারতীয় পদ্ধতিতে পরা, পীতবর্ণের উত্তরীয়, মাথায় স্বর্ণবর্ণের জ্যোতির্মণ্ডল (halo);

রাত্রি—পূর্ণবয়স্কা শ্যামবর্ণা যুবতী, পরনে কৃষ্ণবর্ণের শাড়ী শাদা চুমকিতে শোভিত ও ভারতীয় পদ্ধতিতে পরা, মাথায় চন্দ্রবর্ণের জ্যোতির্মণ্ডল;

চাষীর দল—ভারতীয় চাষীর চেহারা ও বেশ, জানু পর্যন্ত কাপড়, নগ্নদেহ, হাতে কাস্তে (বয়স ২৫-৬০);

শ্রমিক দল—ভারতীয় খনির মজুরদের চেহারা ও পোষাক (হাফপ্যান্ট নহে, ছোট কাপড়), হাতে শাবল, কোদাল ইত্যাদি (বয়স ২৫-৩৫);

নাবিক দল—ভারতীয় নাবিকের চেহারা ও পোষাক, সবুজ পায়জামা ও হাতকাটা ছোট জামা (বয়স ২৫-৩০);

শৃঙ্খলিত ভারতীয়—পরনে জানু পর্যন্ত কৌপিন বস্ত্র, শাদা উত্তরীয়, পলিতকেশ বৃদ্ধ;

দার্শনিক—৫০-৬০ বৎসর বয়স্ক ভারতীয়, শাদা কাপড় ও উত্তরীয়, চুল ছোট করিয়া কাটা, শ্বেতশ্মশ্রু, হাতে একখানা বড় বই;

কবি—৫০-৬০ বৎসর বয়স্ক ভারতীয়, শাদা আলখাল্লা, লম্বা চুল, শ্মশ্রুমণ্ডিত মুখ, হাতে বীণা;

বৈজ্ঞানিক—৪০-৫০ বৎসর বয়স্ক ভারতীয়, শাদা ধুতি, হাতকাটা জামা, চুল পিছন দিকে উল্টানো, হাতে বই;

শিশুর দল—সাত আট হইতে দশ এগার বৎসরের ভারতীয় শিশু ছোটদের পরনে ইজের শার্ট, বড়দের পরনে ধুতি ও শার্ট;

শ্বেতাঙ্গ মন্ত্রিদল—ইংরেজী পোষাক ও হ্যাট্, প্রধান মন্ত্রীর সমস্ত মাথায় টাক্, মুখে সিগার; বয়স—প্রধানমন্ত্রী ৬৫, অপর তিনজন ৫৫-৬০।

সময়ঃ ভারতের স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পূর্ব।

প্রস্তাবনা

হিমালয়ের পাদদেশ

সময়—প্রাতঃ

(তুষারমণ্ডিত কাঞ্চনজঙ্ঘা ও হিমালয়ের অন্যান্য চূড়া
সূর্যের প্রথম রশ্মিতে উদ্ভাসিত)

মধ্যস্থলে, একটু পশ্চাদ্দিকে, পর্বত দণ্ডায়মান; পর্বতের একটু সম্মুখে দক্ষিণে মাটি, বায়ু, সাগর, আগুন, ফুল, শস্য, ধাতু ও পরমাণু, এবং বামে গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত, দিন ও রাত্রি শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান।

পর্বত। মাটি জল অগ্নি বায়ু ঋতু দিন রাত,
ফুল শস্য ধাতু অণু কঠিন প্রস্তর,
বিশ্বের যতেক শক্তি মোদের ধরাকে
করেছি বৈচিত্র্যভরা সুখের আগার,
সকল সৃষ্টির শিরে মুকুটমণি,
আজিকে এ শুভ প্রাতে মিলেছি আমরা
আলোচিতে যাকে বলি চরম সঙ্কট
পৃথিবীর ইতিহাসে……
সহস্র শতাব্দী পূর্বে বিধাতা যখন
মানুষ সৃজন করে' আমাদের মাঝে
প্রিয়তম পুত্ররূপে বসালেন তারে
ধরণীর সিংহাসনে, এই পুত্র কালে
স্থাপিবে আত্মার রাজ্য জগৎ ব্যাপিয়া
শান্তি আর প্রেম দিয়ে, ঈর্ষ্যা হিংসা দ্বেষ
স্বার্থান্ধ শোণিতপাত পশুর মতন
দূর করে' বজ্রহস্তে, এই উচ্চ আশা
ছিল বিধাতার মনে, আপনারা সবে

জানেন এ কথা ; কেমন, আছে তো মনে,
বলুন সকলে এ'টুখানি চিন্তা করে'......

(সকলে ঈষৎ মস্তক হেলাইয়া
সমর্থনসূচক উত্তর দিলে)

মাটি। চিন্তার কি প্রয়োজন—সেদিনের কথা
এ তো হিমাচল ; এখনো নয়নে যেন
জল্ জল্ করে' ভাসিয়া উঠিছে সেই
শারদ প্রাতের অপূর্ব মোহন ছবি,
সোনালি আলোতে ভরা ; তরুণ তরুণী,
হাতধরাধরি যেন খেলিবার সাথী,
বিস্ময়ে উজল আঁখি দাঁড়াইল এসে
শ্যামল অঙ্গনে মোর, নির্ঝরের ধারে
কলস্বনে মুখরিত ; পরশে তাদের
কিসের পুলক যেন এ দেহে আমার
খেলে গেল রন্ধ্রে রন্ধ্রে, মাতৃদেহে যথা
জাগে সুখ-শিহরন সন্তান-পরশে ;
হৃদয়ে আমার উথলিল স্নেহ-ধারা,
জাগিল মনের মাঝে এই চিন্তা শুধু,
নিজের জীবন দিয়ে পালিব এদের
সুখে দুখে চিরদিন.....

জল। নির্ঝরের ধারে,
তৃণঢাকা স্নিগ্ধ শ্যাম অঙ্গনে তোমার
আমিও সে দম্পতিরে প্রাণের আশিস্
দিয়েছিনু দুই হাতে ; কুল কুল স্বরে
বলেছিনু, শোন বাছা, শোন মন দিয়ে,
আমার শীতল ধারা জগতের বুকে
বয়ে যায় দিনরাত অশ্রান্ত উচ্ছল
সকল জীবের লাগি, বিশ্ববিধাতার
শাশ্বত করুণা-উৎস, পশু পাখী কীট
তৃণগুল্ম বৃক্ষলতা যত সবাকার

পিপাসা করিতে দূর জীবনসংগ্রামে
সংসারের পথে পথে ; তোমরা দুজন
বিধাতার শেষ সৃষ্টি, সবার উপরে
স্নেহাসনে প্রতিষ্ঠিত ; তোমাদের লাগি
যা কিছু করিতে হয় নগরে কান্তারে
কিম্বা দগ্ধমরুমাঝে, সারা শক্তি দিয়ে
আনন্দে করিব আমি ; আশিস্ আমার
তোমাদের ঘিরে' রবে সহস্র ধারায়,
মায়ের আশিস্ যেন কবচের মত
ঘিরে' রাখে নিশিদিন অবোধ সন্তানে

আগুন। মাটি জল একসাথে তোমরা যখন
মানব-মানবী-শিরে আশিসের ধারা
ঢেলেছিলে স্নেহভরে, পূবাকাশ থেকে
তপনকিরণে বসে' আমিও তখন
মঙ্গলকামনা মোর জানিয়ে তাদের
কানে কানে, স্নেহতপ্ত হাতের পরশ
সাদরে বুলিয়েছিনু সারা অঙ্গ 'পরে
আদিম সে সম্পতির ;

পর্বত। বেশ ভাল কথা ;
আজিকার মত সেদিনও প্রভাত-সূর্য
সোনার কিরণে শত-ইন্দ্রধনু-শোভা
মস্তকে আমার অনন্ত-তুষার-মাঝে
রচেছিল সুখে ; আনন্দে উতল আমি
চেয়ে নীচুপানে দেখেছিনু এই দৃশ্য,
দেবোপমমূর্ত্তি এই মানবমানবী
দাঁড়িয়ে ধরার কোলে ; জানিনাকো কেন
অমনি মনের মাঝে জেগেছিল আশা,
সৃষ্টির নবীনতম এই জীব হ'তে
অপূর্ব মহিমময় এক নবযুগ
আরম্ভিবে পৃথিবীর দীর্ঘ ইতিহাসে ;

হৃদয়ের আশীর্বাদ এদের উদ্দেশে
অমনি দিলেম ঢেলে ; চারিদিকে চেয়ে
দেখলেম সেইক্ষণে মহাব্যোম হ'তে
বায়ুর তরঙ্গমালা, দিগন্ত ব্যাপিয়া
দিনরাত আলোছায়া, ঋতুর মণ্ডলী
গ্রীষ্ম বর্ষা আদি করে', বৃক্ষ লতা ফুল
ফল শস্য ধাতু, আর দৃষ্টির বাহিরে
অণু পরমাণু, সবে মিলে' একসাথে
সেই নব দম্পতির অক্ষয় মহিমা,
যুগে যুগে দেহ-মন-প্রাণ-ভরা সুখ
আশ্বসিছে অর্দ্ধস্ফুট বিচিত্র মর্মরে...

গ্রীষ্মবর্ষাদি ঋতু, দিন, রাত্রি, বায়ু, ফুল, শস্য, ধাতু, পরমাণু, সকলে মাথা হেলাইয়া—

সব কথা জাগে আজো স্মৃতির ভিতরে।

পর্বত। জাগে কিনা? আরো মনে আছে আশা করি
সকলের আশীর্বাদ শেষ হ'লে পর
মানবমানবী যবে নত করে' শির
দাঁড়িয়ে প্রশান্তভাবে, পুলকিতদেহে,
হঠাৎ দিনের আলো হয়ে গেল ম্লান,
আকাশে পিঙ্গল মেঘ গুরুগুরু রবে
বাজিয়ে মৃদঙ্গ যেন বিধাতার বাণী
ঘোষিল জগৎময়, শোন চরাচর,
অমৃতের পুত্র এই, বিশ্বে এর পর
বড় আর কেহ নাই ; তোমরা সকলে
সকল ক্ষমতা দিয়ে শূন্যে জলে স্থলে
করিবে মঙ্গল এর ; দূর ভবিষ্যতে
পশুত্ব ঘুচিয়ে দিয়ে অখিল জগতে
স্থাপিবে আত্মার রাজ্য এই পুত্র মোর
শান্তি সাধনার পথে, কেটে যাবে ঘোর

অজ্ঞানের অন্ধ লীলা জীবের জীবনে ;
কী মহা আনন্দ আজ এই শুভক্ষণে
তোমাদের অন্তরের মঙ্গলকামনা
জানিয়েছ স্ব-ইচ্ছায় তাকে প্রতিজনা
তোমরা, আমার অংশ ; তোমাদেরি মাঝে
আমার অনন্ত সত্তা ব্যক্ত নানা সাজে
আলোছায়ে ; তোমাদের আশিস্-বচন
আমারি প্রাণের কথা, রাখিবে স্মরণ ;
সে কথা হউক সত্য, পূর্ণ হোক্ মোর মনোরথ,
শুভ হোক্ যুগে যুগে মানুষের দীর্ঘ যাত্রা পথ।

(ক্ষণিক বিরতির পর)

বলুন, এখনো সব রয়েছে তো মনে .....?

অপর সকলে—

নিশ্চয়, নিবেদি মোরা প্রতি জনে জনে।

পর্বত। অত্যুত্তম, অত্যুত্তম, কিন্তু তার পর
কি ঘটেছে এই কয় সহস্র বৎসরে
আপনারা সম্ভবতঃ জ্ঞাত নন সবে,
নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত থেকে অবিরাম ;
আমি হেথা বসে' স্থির অচল অটল
তুষাররাশির মধ্যে আকাশের কোলে,
দেখেছি নিজের চোখে সমস্ত ঘটনা
ভাল করে' ; সেই দিব্য মহাদিন থেকে
এ যাবৎ ধরণীর বুকের উপর
সরল সুন্দর সেই মানবদম্পতি
প্রকৃতিপ্রভাববশে ভিন্ন ভিন্ন রূপে
ছড়িয়ে পড়েছে দিকে দিকে ; কেহ শ্বেত,
কেহ পীত, তাম্রবর্ণ, ঘোর কৃষ্ণ কেহ,
দীর্ঘদেহ দীপ্তনেত্র, কেহ খর্বাকৃতি
ক্ষুদ্রচক্ষু লুপ্তনাসা, ইত্যাদি প্রকার
সংখ্যাহীন ;

জল ও বায়ু। তা জানি,

আগুন। তা জানি, তারপর ?

পর্বত। এখনো রয়েছে কেহ আমমাংসভুক্
গভীরঅরণ্যবাসী, ধনুঃশরহাতে
অর্দ্ধোলঙ্গতনু, চিত্র পাখীর পালকে
আবৃত জটাল কেশ ; কেহ বা আবার
জ্ঞানবিজ্ঞানের পথে শেষপ্রান্তগত,
জগতের মর্মকথা ছিনিয়া দুহাতে
অনন্তের সম্মুখীন, দেবতার প্রায়
নররূপে ;

ফুল। বেলা বাড়ে, দাদা আমি যাই ?

পর্বত। এটুখানি থাম ভাই, বলছি এবার
শেষের কাজের কথা ; এই যে মানুষ,
বিজ্ঞানের বলে আজ নররূপ ছেড়ে
ধরেছে দৈত্যের মূর্ত্তি ; ধরণীর লোভে

শস্য। ধরণীর লোভে, অর্থ ?

পর্বত। অর্থ, বলি শোন,
রাজত্ব-লালসা তার অগ্নিশিখাপ্রায়
লোলহান সর্বগ্রাসী পড়েছে ছড়িয়ে
সারাপৃথ্বীময় ; উষর ধূসর মরু
তরুলতাহীন, কিম্বা দূর মেরুপ্রান্ত
আবৃত তুহিনে, মৃত্যুসম চিরমৌনে
স্তব্ধ, ভয়ঙ্কর ; কিম্বা ঘোর অরণ্যানী
অন্ধকারে ঘেরা, সরীসৃপ চতুষ্পদে
অধ্যুষিত পৃথিবীর আদিকাল থেকে ;
কোন স্থান মুক্ত নয় মানুষের এই
সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা হ'তে ; অনলে যেমন
যতই আহুতি দাও ততই তাহার
রক্তশিখা ধেয়ে উঠে আকাশের পানে,
তেমনি মাটির ক্ষুধা মানুষের আজ

বেড়েই চলেছে ক্রমে, অশান্ত, ভীষণ
মাটির লাগিয়া আজ শোণিতের স্রোত
প্রবাহিত দিকে দিকে, নগর নগরী
বিধ্বস্ত, বিদগ্ধ, চূর্ণ, ভস্মে পরিণত ;
প্রবলের অত্যাচার দুর্বলের 'পর
ছাড়িয়ে গিয়েছে সীমা ; আর্ত্তের ক্রন্দন
শ্রবণে কাহারো আর পশেনাকো আজ ;

আগুন ও পরমাণু—
সত্য কথা, অতি সত্য, মোরা সবি জানি ;

পর্বত। আরো শোন তবে ; অতীতে মহাত্মা যাঁরা
জগতের কানে দিয়ে গেল প্রেমমন্ত্র,
বলে' গেল সবে জলদগম্ভীর স্বরে,
অহিংসা পরম ধর্ম, প্রেমই ভগবান্,
শত্রুকে বাসিবে ভালো আপনার মত,
তাঁদেরই শিষ্যের দল পূরবে পশ্চিমে
নিরস্ত্রের হত্যাকাণ্ড নির্মম নিষ্ঠুর
সাধিয়া রজনীদিন উদ্দাম উল্লাসে
পিশাচি তাণ্ডবে মত্ত, কুক্কুর যেমন
শবের মাংসের লোভে শ্মশানের মাঝে
ক্ষিপ্তভাবে এ উহারে দেখায় দশন,—
সব সেই মাটির লাগিয়া…

অপর সকলে। ধিক্ ধিক্…

পর্বত। এই সেদিনের কথা, এখনো আমার
পাষাণ শরীর যেন উঠিছে শিহরি
ক্রোধে ক্ষোভে ঘৃণাভরে, সে দৃশ্য ভীষণ
স্মরিতে মনের মাঝে ; পরমাণু, তুমি,
তুমি জানো ভালো করে,' তোমারি শক্তিতে
কী যে সে প্রলয়কাণ্ড চক্ষের নিমিষে
ঘটে' গেল দূর পূবে ;

পরমাণু। জানি তো নিশ্চয় ;

কিন্তু বিজ্ঞানীর হাতে আমি অসহায় ;
তা ছাড়া আমার এই ক্ষুদ্র দেহটিতে
অত যে অদ্ভুত শক্তি রয়েছে লুকান,
সে কথা সেদিনাবধি স্বপনেও আমি
ভাবিনি কখনো ; কাজেই আমাকে কেন
বৃথা দোষ দেওয়া এ ব্যাপার নিয়ে ?

পর্বত। তোমাকে দুষিনে আমি এতে পরমাণু ;
কিন্তু তুমি ভেবে ছাখো, মানুষ বিজ্ঞানী
কী জঘন্য কাজে আজ শক্তি আমাদের
করেছে প্রয়োগ ! সহস্র অশনি যেন
মুহূর্তের মাঝে, ঝলসিয়া চারিদিক্,
কাঁপায়ে ধরণী, পড়িল নগরীবক্ষে
অকস্মাৎ, বিধাতার অভিশাপ প্রায় ;
সে কী জ্বালা ! সে কী ধুম ! মহাপ্রলয়ের
অতিকায় কৃষ্ণসর্প পাকিয়ে কুণ্ডলী
গ্রাসিল আকাশ যেন ; সে ধুমের নীচে
লক্ষ লক্ষ নর নারী, নিজ কাজে রত,
বৃদ্ধ বৃদ্ধা, রোগী, শিশু জননীর বুকে
স্তন্যপানে সুখসুপ্ত, আর বাক্যহারা
অসহায় পশুপাখী কাতারে কাতারে
নিমেষে নীরব হ'ল ; তাদের যাতনা,
রুদ্ধ শ্বাস, উর্ধ্বে চাওয়া চকিত নয়নে
বিধাতার পাদপীঠে ক্ষণের স্পন্দন
তুলেছিল কি না শুধু জানেন বিধাতা···

মাটি। বিজ্ঞানীর দোষ কিছু রয়েছে নিশ্চয়
এ ধ্বংসব্যাপারে ; আমার ধারণা কিন্তু
তার চেয়ে বেশী দায়ী তোমাদের ওই
কূটবুদ্ধি নেতা আর রাজনীতিবিৎ···

পর্বত। ঠিক কথা, নেতা, আর রাজনীতিবিৎ
যত অনিষ্টের মূল, নাইকো সন্দেহ···

এই মূল আমাদের—শুনুন সকলে—
এই মূল আমাদের সংহত প্রয়াসে
ছিন্ন করে' দিতে হবে, যদি বিধাতার
আদিম উদ্দেশ্য আশা মানবসৃজনে
ব্যর্থ হ'তে নাহি দিই

সকলে। কি ভাবে, কেমনে ?

পর্বত। যে যেরূপে পারি মোরা নিজ শক্তি মত
মানুষের কাছে যাব, সহজ মানুষ,
সহজ সরল সৎ আদর্শ মানুষ,
অপরের অন্ন যারা, অপরের দেশ,
নেয় না সবলে কেড়ে, ভুলে' ভেদজ্ঞান
সবারে আপন মানে একই বিধাতার
স্নেহের সন্তানরূপে ; আত্মার সাধনা
দেয় নাকো বিসর্জ্জন উদরপূজায় ;
প্রকাশ্যে সাধুর ভাব দেখায়ে সকলে
মধুর মহৎ বাক্য বলে' ঘন ঘন
অন্তরে পোষে না বিষ, ঘৃণ্য স্বার্থপর
ভণ্ড তপস্বীর মত, পশুর অধম ;
তাদেরি নিকটে যাব, বলবো তাদের
ভেদনীতিপুষ্ট যত কুচক্রী নেতাকে
দিবসে লুণ্ঠনকারী দস্যুর মতন
নির্বাসন করে' দিতে সমাজবাহিরে,
অথবা শৃঙ্খলে বেঁধে কারার ভিতর
রেখে দিতে চিরকাল, পশুর উদ্যানে
শৃঙ্খলিত পশুপ্রায় ;

মাটি, শস্য, ধাতু। উত্তম প্রস্তাব ;

পর্ব্বত। ভেদনীতিব্যবসায়ে পক্ক-অস্থি-কেশ
নেতাদের ক্ষমতার প্রমত্ত লালসা,
সর্বগ্রাসী স্বার্থবুদ্ধি হীন ঈর্ষ্যা দ্বেষ
দূর করে' পৃথিবীর সকল জাতিকে

একত্রে আনিতে হবে মহামানবের
বিজয়পতাকাতলে ; সমস্ত জগতে
এক জাতি মৈত্রী আর ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে
বদ্ধ হয়ে এক সাথে হবে অগ্রসর
জীবনের ভাবী পথে, পূর্ণতার পানে,
সারা সৃষ্টি ধন্য হবে বিধাতার মঙ্গল বিধানে।

সকলে। সাধু সাধু সাধু······

পর্বত। আসুন এখনি তবে
বিলম্ব না করে' সবে মিলে' করি স্থির
আমরা কি ভাবে, একা কিংবা একাধিক,
মানুষের কাছে যাব·····

মাটি, গ্রীষ্ম, বর্ষা, হেমন্ত। মোরা চার জন
কৃষকে বোঝাব গিয়ে ;

আগুন ও ধাতু। শ্রমিক মজুরে
মোরা দুই জন ;

সাগর ও বায়ু। মাঝি মাল্লা নাবিকের
আমরা নিলেম ভার ;

পর্বত। বেশ, বেশ, বেশ,
শরীরের শক্তি দিয়ে সমাজের মুখে
অন্ন জল দেয় যারা, তাদের সবায়
জানানোর পথ হ'ল ; মস্তিষ্ক হৃদয়
চিন্তা ভাব কল্পনাব আত্মিক প্রভাবে
মঙ্গল করেন যাঁরা সারা জগতের,
তাঁদের নিকটে কেবা দিবেন বারতা ?

দিন ও রাত্রি। সত্যদ্রষ্টা দার্শনিকে জানাব আমরা ;

শীত, বসন্ত, ফুল, শস্য—
আমরা সৌন্দর্যস্রষ্টা মনীষী কবিরে ;

পরমাণু। প্রকৃতির গূঢ় সত্য সন্ধানে ব্যাপৃত
বিজ্ঞানীকে আমি যাব দিতে আমন্ত্রণ ;

শরৎ। আর যারা দেহ কিংবা আত্মা মন দিয়ে

করেনাকো কোন কাজ আপাতদৃষ্টিতে,
সেই শিশুদের, পৃথিবীর ভাবী আশা
শিশুদের দল, আনন্দে বোঝাব আমি ;

পর্বত। বাকী শুধু ভাগ্যহীন পরাধীন যত
প্রাচীর নিরীহ নর, মোক্ষের চিন্তায়
এজগতে বীতস্পৃহ, পাশবিক বলে
শৃঙ্খলিত, নতশির, প্রতীচীর দ্বারে ;
শ্রমিক, নাবিক, চাষী, সবার অধম,
জীবনের পাত্র ভরে' পিয়ে বাক্যহীন
বিশ্বের সকল দৈন্য, অভিশপ্ত জীব,
নগণ্য ধরণীমাঝে ; আমার উপর
তাদেরে বলার ভার ; প্রিয় বন্ধুগণ,
আজিকার মত তবে শেষ হ'ল কাজ ;
নিজ নিজ শক্তি দিয়ে আমরা সকলে
করিগে কর্তব্য নিজ ; মানুষেরা যেন
শীঘ্র শীঘ্র সম্মিলিত হয়ে এক স্থানে
ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে ;···

মাটি। একস্থানে কোথা
কখন মিলিত হবে বলে' দেওয়া ভাল···

পর্বত। ভারতের পুণ্যক্ষেত্রে নববর্ষে প্রভাত বেলায়
প্রথম অরুণোদয়ে ;

মাটি। অত্যুত্তম, মোরা এবে যাই ;

পর্বত। (মাথা নোয়াইয়া)
প্রিয়বন্ধুগণ তবে আজিকে বিদায়···

সকলে। (মাথা নোয়াইয়া)— বিদায় বিদায়।

দ্বিতীয় দৃশ্য

হরিৎ শস্যক্ষেত্র

সময়—প্রভাত

চাষীরা শস্য নিড়াইতে ব্যস্ত; মাটি, গ্রীষ্ম, বর্ষা ও হেমন্ত শস্যক্ষেত্রের ধারে এমনভাবে দণ্ডায়মান যাহাতে সকলেরই মুখ দেখা যায়।

চাষীদের শস্য নিড়াইতে নিড়াইতে গান।

আমাদের এই মাটি,
স্বর্গ হতেও বড় রে ভাই আমাদের এই মাটি;
স্নেহের ধারায় বুক ভরা এর,
এর ধূলায় সোনা খাঁটি;
শস্যভরা ক্ষেতে ক্ষেতে
মায়ের মতন আঁচল পেতে
দেহে দেহে জাগায় জীবন ছুঁইয়ে সোনার কাঠি,
আমাদের এই মাটি...

মাটি। ওগো চাষীরা, তোমরা যে মাটির মায়ার গান করছ, সেই মাটি আমি; আজ কত যুগ ধরে' তোমরা আমার বুকের ধুলোকাদায় সকাল সন্ধ্যা কাটিয়ে দিচ্ছ, কিন্তু তোমাদের সঙ্গে তোমাদের সুখদুঃখ নিয়ে এ পর্য্যন্ত আমার সাক্ষাৎ কোন কথা হয় নি, তাই আজ আমি তোমাদের নিকট উপস্থিত...

জ্যেষ্ঠ চাষী। কে, তুমি আমাদের মা, আমাদের অন্নপূর্ণা মৃণ্ময়ী মা? (অপর চাষীদের প্রতি) ওরে প্রণাম কর, প্রণাম কর, কত পুণ্যফলে আজ আমাদের স্নেহময়ী জননী মৃণ্ময়ী মূর্তি ছেড়ে চিন্ময়ীরূপে আমাদের সামনে এসেছেন; আয় সকলে একসাথে মিলে' মার স্তব গাই, ঐ যে ঠাকুরবাড়ীর উৎসবে যে স্তবটা আমাদের শিখিয়েছিল ..

(সকলে মিলিয়া জোড়হস্তে)

নমো নমো নমো নমো মৃত্তিকাজননী,
মূর্তিমতী শক্তি তুমি, দেবী তুমি ওগো চিরন্তনী,
বিশ্ববিধাতার লীলা রন্ধ্রে রন্ধ্রে স্ফুরিত তোমার,
তোমায় করি নমস্কার।

কে বলে তোমায় মাগো জড় অচেতন,
প্রতিটি কণায় তব লুকায়িত অনন্ত জীবন,
অমৃতস্যন্দিনী তুমি মরণেরে করেছ সংহার,
তোমায় করি নমস্কার।

বৃক্ষলতা পশুপাখী কীট আদি করে
তোমারি বুকের রসে সঞ্জীবিত জন্মজন্মান্তরে,
তোমারি পরশে বহে দিকে দিকে জীবনের ধার,
তোমায় করি নমস্কার।

অন্নহীনে অন্ন দাও, গৃহহীনে ঠাঁই,
তোমার দুয়ার হতে প্রার্থী কভু ফিরে নাহি যায় ;
যার কেহ নাই মাগো তুমি আছ তার,
তোমায় করি নমস্কার।

তোমারি স্নেহের কোলে প্রথম নয়ন
মেলিয়া দেখেছি এই আলোভরা সুন্দর ভুবন,
তোমারি কোলেতে আঁখি দিনশেষে মুদিব আবার,
তোমায় করি নমস্কার।

কত শোভা কত খেলা আলো আঁধারের
প্রাণখোলা কান্নাহাসি নিশিদিন দেখালে মোদের ;
তোমার এ লীলা যেন জন্মে জন্মে দেখি বার বার,
তোমায় করি নমস্কার।

জন্মে জন্মে যুগে যুগে অনন্ত ধারায়
তোমার আশিস্ যেন আজিকারি মত বয়ে যায়,
মায়ের মঙ্গল হস্ত দিয়ো যেন মস্তকে সবার,
হৃদয়ের লহ নমস্কার।

(সকলের জোড়হস্তে মাথা নোয়াইয়া নমস্কার)

মাটি (দক্ষিণ হাত তুলিয়া)—মঙ্গল হোক্, তোমাদের মঙ্গল হোক্; শুভ হ'তে শুভতর, সুন্দর-হ'তে সুন্দরতর জীবনে তোমরা দিনের পর দিন এগিয়ে যাও, দেখে আমার দৃষ্টি সার্থক হোক্, কিন্তু

জ্যেষ্ঠ চাষী। কিন্তু কি মা, কিন্তু কেন···

মাটি। শোন বাছা মন দিয়ে···আমার ধৈর্যের সীমা নাই, জনসমাজে আমার ধৈর্য প্রবাদে পরিণত হয়েছে, কিন্তু কিছুদিন থেকে পৃথিবীর বুকে যে অন্যায় অত্যাচারের তাণ্ডবলীলা চলেছে, তাতে মনে হয় আমার সেই অসীম ধৈর্যও যেন ভেঙ্গে পড়বে·· জগৎ জুড়ে' কেবলি দেখছি দুর্বলের উপর সবলের নিপীড়ন, দুর্বলের অন্ন কেড়ে নিয়ে সবলের বিলাসলালসা পরিতৃপ্ত করা হচ্ছে, দরিদ্রের পর্ণকুটির ধূলিসাৎ করে' তার উপরে ধনীর প্রমোদ-উদ্যান রচনা হচ্ছে, এ তো আর সহ্য হয় না·

জ্যেষ্ঠ চাষী। তা' যদি বল্‌লে মা, তবে আমাদের বহুদিনের পুঞ্জীভূত মনের বেদনা তোমাকে নিবেদন করি···মা, বৈশাখের দ্বিপ্রহরে যখন বাতাসে অগ্নিবৃষ্টি হয়, তখন তুমি জান কেমন করে' সেই অগ্নিবৃষ্টির মধ্যে গরু যেমন খাটে আমরাও তেমনি খাটি, আর শ্রাবণের অশ্রান্ত ধারাকে কেমন করে' মাথা পেতে নিই ভগবানের করুণার মত তাও তুমি জান, কিন্তু মা এত করেও সারা বৎসর তো পেট ভরে' খেতে পাই না মা···

গ্রীষ্ম। বৈশাখের খরতাপে তোমাদের যা কষ্ট হয় তা আমি জানি, কিন্তু আমি নিরুপায়···

বর্ষা। আমিও জানি আষাঢ় শ্রাবণের মুষল ধারায় কি ভাবে তোমরা সারা দেহ জলে ভিজিয়েও মনের আনন্দে কাজ কর···

জ্যেষ্ঠ চাষী। তোমরা কে তা তো চিনতে পারছি না মা···

মাটি। এঁরা তিনজনেই আমার মত তোমাদের মঙ্গলকামী, কিন্তু প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়মে তোমাদের মঙ্গলের জন্যেই তোমাদেরকে কষ্ট দিতে বাধ্য হন; ইনি গ্রীষ্ম, ইনি বর্ষা, ইনি হেমন্ত, যাঁর সময়ে তোমরা সোনার ধান কেটে বাড়ী নিয়ে যাও···

জ্যেষ্ঠ চাষী। ওরে প্রণাম কর, প্রণাম কর, এঁরাও আমাদের দেবতা···

(সকলের জোড়হস্তে মাথা নোয়াইয়া প্রণাম)

মাটি। আরো শোন বাছা·· মায়ের মায়া স্বভাবতঃ সকল সন্তানের

উপরেই সমান, দুই সন্তানের মধ্যে যদি একজন সবল আর একজন দুর্বল হয়, তবে সবল দুর্বলের উপর অত্যাচার করবে তা মা কখনো সহ্য করতে পারে না, মা চায় দুই ভাইয়ে মিলে' পরস্পরকে স্নেহ করবে, সাহায্য করবে, যাতে সংসার সুখের ঠাঁই হয়, কিন্তু আজ যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে মাটির ধূলোয় সোনা ফলাচ্ছে, জগতের অন্ন জোগাচ্ছে, সবলের অদ্ভুত বিচারে তারাই নিজে অন্নহীন, আশ্রয়হীন ; তাদের চোখের জল কেউ দেখে না ..

চাষী। মা, তা তো দিনের পর দিন নিজ চোখেই দেখতে পাচ্ছি, এ তো তোমার বলে' দেওয়ার দরকার নাই···

মাটি। শোন তবে, তোমাকে, তোমাদের সকলকে, আমার অন্তরের কথা বলে' যাই···এই যে জগৎজোড়া অন্যায় অত্যাচার, এ তোমাদেরকে দূর করতে হবে, আমার বুকের সন্তান কৃষক তোমরা যাতে উদরের অন্ন আর পরিধানের বস্ত্র অভাবে কষ্ট না পাও, তার চেষ্টা তোমাদেরকে করতে হবে·

চাষী। বল মা আমাদের সে জন্যে কি করা প্রয়োজন, আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষমতায় যা সম্ভব হবে তা নিশ্চয়ই করবো···

মাটি। নববর্ষের প্রভাতবেলায় হিমাচলের দৃষ্টিপূত ভারতের পুণ্যক্ষেত্রে তোমরা সমবেত হবে ; সেখানে তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী আরো অনেকে তোমাদের সঙ্গে সম্মিলিত হবেন, সকলে একসাথে পরামর্শ করে' স্থির করবে তোমাদের ভবিষ্যতের জন্যে কি প্রয়োজন। আমরা এখন যাই, তোমাদের মঙ্গল হোক্।

(মাটি ও ঋতুদের প্রস্থান)

সকলে (জোড়হস্তে, মাথা নোয়াইয়া)—মা প্রণাম, মা প্রণাম ··

(গান গাহিতে গাহিতে পুনরায় শস্য নিড়ান)

আমাদের এই মাটি,
স্নেহের ধারায় বুক ভরা এর,
এর ধুলায় সোনা খাঁটি,
আমাদের এই মাটি।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কৃষ্ণবর্ণ রাজপথ

অদূরে খনি ও ধূমোদ্গীরণকারী চিমনিসমন্বিত কারখানা;

সময়—অপরাহ্ণ-শেষ

অস্তগত সূর্যের লাল আলো পশ্চিমদিকের গাছপালার
মধ্য দিয়া রাস্তার এখানে সেখানে পড়িয়াছে।

আগুন ও ধাতু রাস্তার ধারে দণ্ডায়মান
(নেপথ্যে গান)

আগুন। ঐ ভ্যাখো ওরা সব আসছে, কি যেন গান ধরেছে…

ধাতু। গানের সঙ্গে একটা অদ্ভুতরকম চীৎকারও শোনা যাচ্ছে, মাতালের চীৎকার বলে' মনে হয়…

আগুন। খুব সম্ভব, কারণ ওদের মধ্যে মদ খায় না এরকম লোক বড় কম…তবে বেচারাদের দোষ দেওয়া যায় না, দিন রাত এমন ভূতের মত খাটতে হয় যে সেই খাটুনির যন্ত্রণা ভুলবার জন্যে, অবসন্ন শরীরকে খাড়া করে' তুলবার জন্যে, মদ তাড়ি গাঁজা একটা না একটা কোন নেশা ওদের প্রত্যেককেই করতে হয়…

ধাতু। সেই জন্যেই পেটে ভাত জোটে না…

আগুন। হ্যাঁ, নেশা করে বলে' ভাত জোটে না, আবার ভাত জোটে না বলে' নেশা করে, কোন্‌টা যে আগে আরম্ভ হয় বলা কঠিন…আমরা চুপ করি, ঐ ভ্যাখো ওরা এসে উঠলো…

(খনির দিক্ হইতে সাত আট জন শ্রমিকের
আগমন ; জনা দুই মদ্যপানান্তে উচ্ছৃঙ্খল, অপর
সকলে গান গাহিতে গাহিতে অগ্রসর)

ভূতের মতন এই খাটুনি আর পারিনে ভাই,
মাটির নীচে আঁধার খাদে
প্রাণটা যেন ফুঁপরে' কাঁদে,
পিঁজরা ভেঙ্গে পাখীর মত উড়ে' যেতে চায় ;
আমাদের সুখ দুখ তো কেউ জানে না,
মানুষ বলে' কেউ মানে না.
তাও পরনে ছেঁড়া কাপড়, পেটে খেতে নাই,
ভূতের মতন এই খাটুনি আর পারিনে ভাই।

আগুন। ওহে গাইয়েরা, একটু দাঁড়াও তো বাবা তোমরা, তোমাদের সঙ্গে দুটো কথা আছে···

১ম শ্রমিক। আমাদের সঙ্গে কথা! খাদের বাইরে তো আমাদের সঙ্গে কেউ কথা বলে না, এক তাড়ির দোকানে ছাড়া···আপনারা দুজন কে বটে বলুন তো, দেখতে যেন ঠিক দেবতার মত লাগছে···

আগুন। আমরা তোমাদের বন্ধু ; তোমরা যখন খনির মধ্যে কাজ কর, কারখানায় কল চালাও, তখন আমরা দুজনেই তোমাদেব কাছে কাছে থাকি...আমি আগুন, আর আমার এই সঙ্গী তোমাদের কয়লা, লোহা, সোনা, সব খনিজের দিব্যমূর্তি ধাতু···

সকল শ্রমিক (মাতাল কয়জন ব্যতীত) একসঙ্গে—

নমস্কার, আপনাদেরকে নমস্কার, আপনারা আমাদের অন্নদাতা, আপনাদেরকে নমস্কার···

আগুন। বেশ, বেশ, তোমাদের ভদ্র ব্যবহারে আমরা খুবই সুখী হলেম ; এখন তোমাদের জিজ্ঞাসা করি, তোমরা যে এই গাইলে তোমাদের পেটে খেতে নাই, পরনে কাপড় নাই, তবে তোমাদের ঐ যে ক'জন, ওরা মদ খাবার পয়সা পেল কোথায় ?

১ম শ্রমিক। দেখুন, মদ আমরা সবাই খাই, কিম্বা অন্য নেশা করি, না করে' তো পারি না ; ঘণ্টার পর ঘণ্টা কোদাল চালান আর বোঝা ওঠানো নামানো, এতে শরীর এমন ভেঙ্গে যায় যে নেশা না করলে খাটুনির শেষে আর ঘরে ফিরবার ক্ষমতা থাকে না··

২য় শ্রমিক। তা ছাড়া ঠাকুর মশায় একটু ফুর্তিও তো চাই বুঝে' দেখেন, বড় মানুষদের কত রকমের ফুর্তি আছে, আমাদের শুধু খাটুনি আর খাটুনি···

নেশার সময় আমরা সব কষ্ট ভুলে' যাই, তখন মনে হয় বড়লোকেদের থেকে আমরা কম সুখী কিসে···

ধাতু। সত্য কথা, খুব সত্য কথা, কিন্তু এই রকম করেই কি চিরকাল চলবে? তোমরাও তো বুঝতে পার, শুধু খাওয়া আর স্ফূর্তি করা, এইটেই মানুষের জীবনের চরম লক্ষ্য নয়·· শরীর ছাড়া মন বলে' একটা জিনিষ আছে, তারই জোরে শরীর চলে, মনেই তো তোমাদেরকে গান গাওয়ায়, নাচায়, বাড়ী ফিরলে খোকাখুকীরা বাবা বলে' কাছে এলে তোমাদের যে আনন্দ হয়, সে আনন্দও মনের, শরীরের নয়; মনের আনন্দই বড় আনন্দ, সত্যিকার, আনন্দ, মনকে তো অযত্নে ফেলে রাখা যায় না ·আমরা তোমাদেরকে বলতে এসেছি, যাতে তোমাদের শরীর মন দুয়েরই সদ্ব্যবহার হয়, দুয়েরই শক্তির পূর্ণ বিকাশ হয়ে মানুষ-জন্ম সফল হয়, তার পথ দেখতে হবে ·

১ম শ্রমিক। বড় ভাল কথা ঠাকুর মশায়, বড় ভাল কথা, কিন্তু এজন্যে আমাদের করতে হবে কি বলুন···

আগুন। কি করতে হবে বলি শোন·· সারা পৃথিবীতে মানুষেরা যেন দুদলে ভাগ হয়ে গিয়েছে, গরীব আর ধনী; ধনীরা লক্ষপতি থেকে কোটিপতি হচ্ছে, কিন্তু গরীবদের পেটের ভাত সেই একবেলা পেরিয়ে দুবেলায় পৌছল না, আর পরনের কাপড় হাঁটু ছাড়িয়ে নীচে নামলো না···আমরা স্থির করেছি তোমরা আর তোমাদের বন্ধুরা, যারা প্রাণ দিয়ে পৃথিবীর ক্ষুধায় অন্ন তৃষ্ণায় জল আর আঁধারে আলো জোগাচ্ছ, অথচ নিজেরা জীবনের আনন্দে কোন অংশ পাচ্ছ না, তাদেরকে একত্র মিলিত করে' জগদ্‌জোড়া এই অবিচার দূর করবো, তোমাদের কষ্টের লাঘব হয়ে যাতে আনন্দের স্বাদ পাও, তার চেষ্টা করবো; তোমাদেরকে আমাদের সেই শুভ প্রচেষ্টায় সাহায্য করতে হবে··· এই উদ্দেশ্যে বর্ষারম্ভের মঙ্গল প্রভাতে হিমালয়ের পাদদেশে আমরা এক সম্মেলনের আয়োজন করছি; তোমরা সেই সম্মেলনে যোগ দিবে, যেন অন্যথা না হয়। বিধাতা তোমাদের মঙ্গল করুন; বিদায়···।

(ধাতু ও আগুনের প্রস্থান)

(শ্রমিকরা সকলে একসঙ্গে)

কী আনন্দ আজ, ওরে কী আনন্দ রে,
জয় বিধাতার জয়, জয় জয় রে।

(হাত তুলিয়া জয়ধ্বনি করিতে করিতে ও নাচিতে নাচিতে প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

সমুদ্রতীর

সময়—অপরাহ্ণ

সমুদ্রতীর পূর্ব (ডান্) দিক্ হইতে আসিয়া ক্রমশঃ উত্তরপশ্চিম কোণে দিগন্তে গিয়া মিশিয়াছে; উত্তরপশ্চিম কোণে যাত্রার জন্য প্রস্তুত একখানি জাহাজ ধূম উদ্গীরণ করিতেছে; সমুদ্রের প্রায় কোলে কোলে একখানি খোলা নৌকায় জনা ছয় নাবিক দাঁড় ফেলিতে ফেলিতে ও গান গাহিতে গাহিতে উত্তর-পশ্চিম-কোণস্থ জাহাজ অভিমুখে অগ্রসর; সমুদ্রতীরে নাবিকদের দিকে মুখ করিয়া দণ্ডায়মান সাগর ও বায়ু। অস্তগামী সূর্যের আলো সমুদ্রের জলের উপর, জাহাজের উপর, নৌকা ও নাবিকদের উপর এবং তীরস্থ সাগর ও বায়ুর মূর্তির উপর পড়িয়া সমস্ত জল স্থলকে আলোকিত করিয়াছে।

(নাবিকদের গান)

সাগরপারের ডাক এসেছে প্রাণের মাঝারে;
বিদায়-করুণ আঁখির টানে
চাইব না আর কারো পানে,
পিছন ফিরে চাইব না আর, চাইব না এপারে,
দূর সাগরের সুনীল মায়া ডাকছে বারে বারে।

সাগর (হাত বাড়াইয়া ও নাবিকদের উদ্দেশ করিয়া)—ও দূর সাগরের নেয়ের দল, একটু তোমাদের দাঁড় বাওয়া থামাবে?...

১ম নাবিক (গান থামাইয়া আস্তে আস্তে দাঁড় বাহিতে বাহিতে)—কেন, আপনি কে? আপনারা দুজন কে?

সাগর। আমরা কে তা বলছি; কিন্তু তোমরা যে আর পেছন ফিরে' চাইবে না, এপারে আর চাইবে না, কি করে' তোমাদের সঙ্গে কথা বলবো?

১ম নাবিক। আচ্ছা আমরা থামছি একটুখানি, বলুন আপনারা কে, আর কেনই বা আমাদের এই শুভযাত্রার আরম্ভেই পিছন থেকে আমাদের ডাক দিলেন?

সাগর। অসন্তুষ্ট হয়ো না বাবাজীরা, আমরা তোমাদের শুভকাঙ্ক্ষী, আমাদের ছেড়ে তোমাদের চলে না; তোমাদের মঙ্গলের জন্যেই তোমাদের ডাক দিয়েছি; আমি তোমাদের আবাল্যপরিচিত সাগর আর ইনি আমার দিনরাতের সঙ্গী বায়ু, যাঁর শীতল স্পর্শে তোমাদের ক্লান্ত দেহের সকল গ্লানি দূর হয়··

নাবিক দল (সকলে দাঁড় থামাইয়া জোড়হস্তে)—নমস্তে, নমস্তে, নমস্তে নমস্তে···বড় সৌভাগ্য আমাদের আজ এই যাত্রারম্ভে আপনারা দেখা দিয়েছেন আমাদের পরিচিত মানুষরূপে; বলুন দয়া করে' আমাদেরকে যা বলবার আছে··

সাগর। একটা কথা তোমরা আগে খুলে' বল আমাদেরকে; তোমরা যে এই নিজের গ্রাম ছেড়ে, গৃহ ছেড়ে, মা ভাই বোন্ স্ত্রী পুত্র সকলকে ছেড়ে অকূল পাথারে ভেসে বেড়াও, দুদিনের জন্যে কোন অচিন্ দেশের ঘাটে তরী, বাঁধ, আবার সেখান থেকে অসীম পারাবারে পাড়ি দাও, এ কি তোমরা শুধু জীবিকার জন্যেই কর, না এর মধ্যে তোমাদের সত্যিকার অন্তরের টান আছে?···

১ম নাবিক। দেবতা, আপনার বুকে আমরা দিন রাত ঘুরে' বেড়াই পিতামাতার স্নেহের কোলে সন্তানের মত, আর আপনি জানেন না আমাদের অন্তরের কথা···কি করে' বোঝাব কেন মাটি ছেড়ে ছুটে' যাই ঐ কুয়াসা-ঢাকা আকাশ-ছোঁয় নীল জলের রাশির মাঝে···মাটির শ্যামল বুকের স্নেহধারা, ফুলে ফলে শস্যে শত রূপে বর্ণে গন্ধে যা মানুষকে মুগ্ধ করে' রেখেছে, তা তো, ঐ লোনা জলের মরুর মধ্যে স্বপ্নেরও অগোচর; সেই লোনা জলের রাশির মধ্যে যে দিনের পর দিন মাসের পর মাস ভেসে বেড়াই গৃহের গ্রামের পরিচিত মুখ পিছে ফেলে, মায়ের ভাইয়ের স্নেহের বাঁধন ছিন্ন করে', সে কি শুধু জীবিকার জন্যে? না দেবতা, একেবারেই তা নয়; সাগরের নীল আর আকাশের নীল দুয়ে মিলে' যখন এই চোখে ঘুমপাড়ানো কাজল পরিয়ে দেয়, যখন দিগন্তে-মেশা নীলিমার উপর সকাল সন্ধ্যায় সূর্যের লাল আলো ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করে, রাতের বেলায় যখন সাগরবুকের অন্ধকার আর মাথার উপরে আকাশের

অন্ধকার দুয়ে মিলে' একটা বিরাট্ অতিপ্রাকৃত কিসের অনুভূতি জাগায়, তখন যে ক্ষুধাতৃষ্ণা সব ভুলে' যাই, এই ক্ষুদ্র মরজীবনের গণ্ডী ছাড়িয়ে যেন অনন্তের স্বাদ পাই···

সাগর। অতি উত্তম কথা, জীবিকার্জনের দৈনন্দিন কর্তব্যের মধ্যে যদি অনন্তের স্বাদ পাওয়া যায় সে বড় সৌভাগ্যের কথা, এই সৌভাগ্যের জন্যে আমি তোমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি ; কিন্তু তোমরা যে এইভাবে দিকে দিকে দেশবিদেশের ঘাটে ঘাটে তরী লাগিয়ে বেড়াও, এতে তোমাদের দেহের সঙ্গে আত্মার খোরাক যোগাড় হ'লেও জগদ্ব্যাপী কী ভয়াবহ দস্যুবৃত্তিতে তোমরা সাহায্য করছ, তা তো তোমরা ভেবে দেখেছ বলে' মনে হয় না ; তোমাদের এই তরী বোঝাই হয়ে দরিদ্রের অন্ন সাগরপারের ধনীর বিলাস-লিপ্সা চরিতার্থ করছে, তোমাদের এই তরীর অবিশ্রান্ত যাতায়াতে পৃথিবীর প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দুই প্রান্তের আর্থিক সাম্য বিধ্বস্ত, লুপ্তপ্রায়···

২য় নাবিক। তা আমরা যে একেবারেই বুঝি না তা নয় ; কারণ আমরা মাসের পর মাস বৎসরের পর বৎসর দেখছি রাশি রাশি রূপা সোনা হীরক প্রবাল মুক্তা মাত্র একদিক্ থেকেই যায়, অপর দিক্ থেকে তে আসে না···

বায়ু। এই আর্থিক অত্যাচারও হয় তো সহ্য করা যেত, কিন্তু এই অর্থের অপব্যবহার অসহনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে ; এই অর্থের সাহায্যে যে মারণাস্ত্র তৈরী হচ্ছে তা দিয়ে পৃথিবীর সবলেরা দুর্বলদেরকে পদতলের নগণ্য কীটের মত নিষ্পিষ্ট করে' ফেলছে, তাদের জীবন দুর্বহ হয়ে দাঁড়িয়েছে, পৃথিবীর বুক থেকে তারা বিদায় নিতে পারলেই যেন বাঁচে, কিন্তু মরণ তো মানুষের ইচ্ছামত আসে না, দিন দিন তিল তিল করে' দুঃসহ যাতনায় তারা ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ছে আর অনিশ্চিত ভাবীকালের দিকে তাকিয়ে আছে পরিত্রাণের আশায়···

১ম নাবিক। এ অবস্থায় আমাদের কি কর্তব্য বলুন···

সাগর। কর্তব্য এই পদদলিত অসহায় দুর্বলদের সঙ্গে এক হয়ে তোমাদেরকে সবলের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে ; অন্যায় অত্যাচার লুণ্ঠন রক্তপাত মানুষসমাজ থেকে দূর করতে হবে ··

নাবিক। আমাদের কতটুকু ক্ষমতা যে এই জগৎজোড়া অত্যাচার অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমরা দাঁড়াব ?···

বায়ু। ক্ষমতা যথেষ্টই আছে, ক্ষমতা যে আছে শুধু এইটুকু বুঝতে পারা চাই··· যে তরীতে দরিদ্রের অন্ন লুণ্ঠিত হয়ে যাবে, তোমাদেরকে একস্বরে বলতে হবে, 'আমরা এ তরী বাইবো না' ; যে তরীতে মারণাস্ত্র বোঝাই হয়ে দুর্বলকে হত্যার জন্য প্রেরিত হবে, তোমাদেরকে সে তরী ছেড়ে গিয়ে ঘোষণা করতে হবে, 'আমরা ভাই হয়ে ভাইয়ের রক্তপাত করতে পারবো না'···

সাগর। যে সব ক্ষুদ্রবুদ্ধি স্বার্থপর জননায়ক এই লুণ্ঠন ও রক্তপাতের সাহায্যে নিজ নিজ দেশকে বড় করতে চায়, পৃথিবীর স্নেহ-করুণ বুককে বিদ্বেষ ও ঘৃণার বিষে জর্জর করতে চায়, তাদের সামনে দাঁড়িয়ে নির্ভয়ে বলতে হবে, 'আমরা তোমাদের কথা শুনবো না' ; তাদেরকে দূর করে' তোমাদের নিজের হাতে জগতের মঙ্গলামঙ্গলের ভার তুলে' নিতে হবে, সকল দেশ জুড়ে' এক অখণ্ড ভ্রাতৃত্বের প্রতিষ্ঠা করতে হবে···

১ম নাবিক। এ অতি উত্তম কথা, আমাদের অন্তরের কথা বলেছেন আপনারা ; এ কথা কাজে পরিণত করতে হ'লে আমাদের কি করতে হবে, অনুগ্রহ করে' তাই খুলে' বলুন ; আমরা প্রাণ দিয়ে আপনাদের আদেশ অনুযায়ী কাজ করবো···

সাগর। সাধু, সাধু ; আগামী বৎসরের প্রথম অরুণোদয়ে হিমাচলের দক্ষিণ ভূমিতে মানুষজাতির সত্যকার প্রতিনিধিস্থানীয় যারা তারা সকলে একত্র হয়ে নিজেদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের জন্য ভাবী কর্মপন্থা স্থির করবে ; তোমরা যেমন করে' হোক সেই মিলনক্ষেত্রে উপস্থিত হবে, এই আমাদের আদেশ ও অনুরোধ ; বিদায়···

(সাগর ও বায়ুর প্রস্থান)

সকল নাবিক (এক সঙ্গে নমস্কার করিয়া আবার দাঁড় বাহিতে বাহিতে গান)—

প্রাণের মাঝারে

দূর সাগরের সুনীল মায়া ডাকছে বারে বারে।

চতুর্থ দৃশ্য

হিমালয়ের পাদদেশ

সময়—প্রভাত

পশ্চাতে হিমালয়ের দৃশ্য ;

সম্মুখে একাকী পর্বত গম্ভীরভাবে দণ্ডায়মান।

পর্বত (স্বগত)—ভারত, মা তোর লাগি সদা প্রাণ কাঁদে ;
আমারি স্নেহের কোলে শিশুকাল থেকে
বেড়ে উঠে' দিন দিন কৈশোরে যৌবনে
ভুবনমোহিনীরূপে দাঁড়ালি যখন
অতুলঐশ্বর্যময়ী, বিশ্বরাণী যেন,
স্রষ্টার বিচিত্র সৃষ্টি, নয়নে আমার
আনন্দের অশ্রুধারা বয়েছিল বেগে,
পাষাণ হৃদয় কেঁপেছিল থরথরি
নবীন পুলকে, তপস্বী কণ্বের যথা
শকুন্তলা যবে, মাতৃত্যক্তা শিশুকন্যা,
যৌবন উন্মেষে দাঁড়া'ল বধূর বেশে
দুষ্যন্ত-মিলন লাগি ; আমারি সম্মুখে
তুচ্ছ করে' ধনজন ঐশ্বর্য গরিমা
ত্যাগের উদার মন্ত্র মোক্ষের সাধনা
প্রচারিলি দিকে দিকে ; বিস্ময়ে শ্রদ্ধায়
স্তব্ধ হ'ল সারা বিশ্ব ; কালচক্রে ফের
আমারি সম্মুখে তোর আত্ম-আরাধনা,
শাশ্বত ভূমার ধ্যান, অহিংসা, সন্ন্যাস
মুক্ত করে' দিল লুব্ধ প্রতীচীর কাছে
মরণের সিংহদ্বার ; পঙ্গপালপ্রায়

পরস্বলুণ্ঠনজীবি শতভাষাভাষী
পাহাড় সাগর মরু করে' অতিক্রম
তোর গেহে দিল হানা; ধ্বংসের তাণ্ডব
গ্রাসিল নির্মম গ্রাসে পুণ্যভূমি তোব
প্রান্ত হ'তে প্রান্তাবধি; সন্তানের দল
হিংসাদ্বেষে ছিন্নভিন্ন, বীর্যহীন, দীন,
হ'ল শৃঙ্খলিত, ধূলিমাঝে নতশির;
মোর পাদদেশ হ'তে কন্যাকুমারিকা,
সিন্ধু হ'তে ব্রহ্মপুত্র, সারা অঙ্গে তোর
দাসত্বশৃঙ্খল আজি করে ঝন্‌ঝন্‌,
বাক্যহারা, অসহায়; আমি তা-ই দেখি,
দস্যুর পরুষ হস্তে পাশব উল্লাসে
নির্য্যাতিতা তনয়ার বৃদ্ধপিতাসম,
অথর্ব, অক্ষম; আর কতদিন,
মাগো, আর কতদিন...

(অধোবাস্ত্র, অর্থাৎ কটিদেশ হইতে জানুর উপর পর্যন্ত বস্ত্র; পরিহিত, বুভুক্ষিত, সর্বাঙ্গে শৃঙ্খলিত ভারতীয়ের প্রবেশ-লৌহশৃঙ্খল স্কন্ধের দুই পাশ হইতে হাত দুখানিকে কনুই পর্যন্ত শরীরের সঙ্গে জড়াইয়া বাঁধিয়া জানু অবধি নামিয়া গ্রন্থিবদ্ধ; পাদুখানি আস্তে আস্তে চলিতে ও হাত দুখানি নমস্কার করিতে সমর্থ, দ্রুত চলিতে বা অন্য কাজ করিতে অক্ষম।)

ভারতীয় (জোড়হস্তে নমস্কার করিয়া)—গুরুজি আমাকে ডেকেছেন?

পর্বত। হ্যাঁ বাবা, একটা বড় জরুরী কথা আজ তোমাকে বলবো; তোমার এই ছিন্নবস্ত্র রুক্ষকেশ অর্দ্ধাহার অনাহারে কঙ্কালশেষ দেহ দাসত্বের লৌহশৃঙ্খলে বাঁধা, এ আর কতদিন দেখতে হবে আমাকে,—এ তো আমার ধৈর্যের সীমার বাইরে গিয়েছে; আমার গুহায় গুহায় যে অসভ্য বর্বরের দল বাস করে, জঙ্গলে তীর ধনুক দিয়ে পশুপাখী শিকার করে' ক্ষুধায় আহার যোগাড় করে আর মাথায় কোমরে পাখীর পালক গুঁজে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে'

বেড়ায়, তাদের জীবনেও যে আনন্দের রেখা দেখি, তোমার মধ্যে তার লেশ আমি দেখতে পাই না; তারা অবোধ, শিশুর মত চিন্তাহীন; স্বাধীন বা পরাধীন সে সম্বন্ধে কোন ধারণাই তাদের মনের মধ্যে আসে না; কিন্তু তুমি, তুমি যে বিদেশীর শৃঙ্খলভারে জীবন্মৃত; তোমার মুখে হাসি নাই, চোখে দৃষ্টি নাই, হস্তপদে গতি নাই, অচল, অনড়; অন্তরেও বুঝি ভাব নাই, হাহাকারে ভরা···অথচ তুমিই না, তোমার পিতৃপিতামহই না, অর্ধ জগতের শিক্ষাগুরু···তাঁদের মুখ থেকেই না উপনিষদের মহাবাক্য, ত্যাগ অহিংসার মহামন্ত্র নির্গত হয়েছিল...

ভা। হয়েছিল জানি, কিন্তু আমি যে নিরুপায়; আমার হাত পা সর্বাঙ্গ শিকল দিয়ে বাঁধা, দাসত্বের নাগপাশে লুপ্তগতি; এ শিকল ভাঙ্গতে না পারলে তো আমার ভবিষ্যৎ নাই···

প। এই শিকল ভাঙ্গার কথাই তোমাকে আজ বলবো; তুমিই যে একা শিকলবাঁধা পরের দাস তা নয়; সারা প্রাচ্য আজ এই দাসত্বশৃঙ্খলের ঝনঝনা শব্দে মুখরিত; হয় তো বা কোথাও শৃঙ্খলের মালিক পরিবর্তিত হচ্ছে, কিন্তু হতভাগ্য শৃঙ্খলিতের অবস্থা সেই যথাপূর্বম্; এক মালিকের বাঁধা গ্রন্থি একটু শিথিল হ'তে না হ'তে আর এক মালিক এসে গ্রন্থি দৃঢ়তর করে' দিচ্ছে; শুধু তাই নয়, মুক্তগতি স্বাধীন যারা ছিল তাদের পায়েও নূতন করে' শিকল পরান হচ্ছে; আমি দিব্য চক্ষে দেখতে পাচ্ছি পূর্বমহাসাগরের কোল থেকে ঐ পশ্চিম মহাসাগরের কোল পর্যন্ত অর্ধ পৃথিবী জুড়ে' অশ্বেত জাতিদের উপর শ্বেত প্রতীচীর যে নিপীড়ন এতদিন ধরে' অবাধগতিতে চলে' এসেছে তা দূর করতে না পারলে মানুষের ভবিষ্যৎ অন্ধকার···

ভা। আমার ক্ষমতায় যতদূর সম্ভব, তা আমি করছি; কিন্তু আমি অস্ত্রহীন; আত্মার বলে শত্রুর হৃদয়জয় করাই আমার মুক্তিলাভের একমাত্র উপায়; কিন্তু আত্মিক প্রচেষ্টা দেহবলগর্বিত প্রতীচীর নিকট অবজ্ঞার জিনিষ হয়েই আছে; প্রতীচীর চরিত্র ও জীবনাদর্শ সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত না হ'লে প্রাচীর কোন আশা নাই···

প। সে পরিবর্তন আপনা হ'তে হবে না; মুখে তারা যা-ই বলুক, আত্মাকে তারা বড় একটা গ্রাহ্য করে না; কাজেই তাদের গ্রাস থেকে মুক্তি পেতে হলে শারীরিক শক্তির প্রয়োজন হবে; আমার দৃঢ় বিশ্বাস সমস্ত শৃঙ্খলিত জাতি যদি একযোগে চেষ্টা কর, তা হ'লে লোহার শিকলও ছিঁড়ে'

যাঁবে; তাই আমি তোমাকে জানাচ্ছি নববর্ষের প্রথম প্রভাতে এই সমস্ত নিপীড়িত জাতির এক মিলন হবে; তুমিই সে মিলন-সভায় প্রধান অংশ গ্রহণ করবে, কারণ তুমি তাদের মধ্যে সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ; তুমি সেজন্যে এখন থেকে প্রস্তুত হও…

ভা। আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য…

(মাথা নোয়াইয়া জোড়হস্তে নমস্কার)

পঞ্চম দৃশ্য

দার্শনিকের আশ্রম

সময় – সন্ধ্যা

(দিন ও রাত্রি সামনাসামনি দণ্ডায়মান)

রাত্রি। বিশ্বের সৃষ্টির আগে মহাশূন্য জুড়ে'
তমোরূপে ছিনু আমি সুষুপ্তি ছড়ায়ে
অনন্তের প্রতি অঙ্গে, নিচল নিথর;

দিন। অনাদি সুষুপ্তি সেই ভঙ্গ করে' আমি
দেখা দিনু তমোময় সায়রের মাঝে
সৃষ্টির প্রথম আলো, যেন মূর্তিমান্
বিধাতার আশীর্বাদ ;

রাত্রি। তুমি আর আমি
সেই শুভ উষা হ'তে যুগযুগান্তরে
বিশ্বের উদার বুকে আলো আঁধারের
রচেছি বিচিত্র খেলা নব নব রূপে ;
জন্মমৃত্যু, স্থিতিলয়, উত্থানপতন,
সুখদুঃখ, কান্নাহাসি, নিয়তির ডোরে
অচ্ছেদ্য বাঁধনে বাঁধা ;

দিন। সুপ্তিক্রোড় হ'তে
আমার আলোয় জেগে বিরামবিহীন
ঘর্মাক্ত ললাটে শ্রম অন্নের লাগিয়া
যতকাল দেহে থাকে প্রাণের স্পন্দন ;

রাত্রি। দিনের শ্রমের শেষে ফিরে' মোর বুকে
ক্লান্ত দেহ ন্যস্ত করে' স্বপনমাধুরী
সকল-যাতনা-হরা ;

দিন। আলোতে আঁধারে
স্থষ্টির পরম সত্য পেতেছে প্রকাশ
অনন্তরহস্যভরা, ধ্রুব, চিরন্তন…

(দার্শনিকের প্রবেশ)

দার্শনিক। আমার অঙ্গনে দাঁড়িয়ে স্থষ্টির পরম সত্যের আলোচনা করছো। দেবরূপী তোমরা কে? দেখে যেন মনে হচ্ছে তোমাদের আমি চিনি, তুমি আলো, তুমি আঁধার?

রাত্রি। আমি রাত্রি…

দিন। আমি দিন ··

দার্শনিক। এ দীনের কুটীরে শুভাগমনের হেতু?…

রাত্রি। আগমন তো প্রত্যহই হয়, আজ একটু বিশেষ প্রয়োজনে আপনার দর্শনপ্রার্থী হয়েছি··

দা। পরম সৌভাগ্য আমার, কি প্রয়োজন শুনি…

দিন। জগৎ জুড়ে' যে অন্যায় অত্যাচারের তাণ্ডব চলেছে, যার ফলে সবল সবলতর হচ্ছে আর দুর্বল দুর্বলতর হয়ে ধুলির সঙ্গে মিশে' যাচ্ছে, তারই প্রতিবাদের জন্যে, শুধু মৌখিক প্রতিবাদ নয়, কার্যতঃ তাকে পৃথিবী থেকে দূর করবার জন্যে, নববর্ষারম্ভে হিমালয়ের ক্রোড়দেশে এক সম্মেলন হবে; শরীর মন ও আত্মার শক্তি দিয়ে যারা পৃথিবীকে বর্তমান সংস্কৃতির স্তরে উন্নীত করেছে তারা সকলে সেই সম্মেলনে যোগ দিয়ে ভবিষ্যতের পথ নির্ণয় করবে; আমরা আপনাকে আমন্ত্রণ জানাতে এসেছি আপনি সেখানে উপস্থিত হয়ে আলোচনার গতি নিয়ন্ত্রিত করবেন, পথ নির্ণয়ে সাহায্য করবেন…

দা। আমি আনন্দের সঙ্গে এ আমন্ত্রণ গ্রহণ করছি এবং সম্মেলনে অন্তরের সঙ্গে যোগ দেব; কিন্তু এ সম্মেলনে দার্শনিকের স্থান কতটুকু, সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে; যাদের অত্যাচার দূর করবার জন্য এ সম্মেলন, তাদের জীবন ও চিন্তার ধারার উপর শুধু শারীরিক, পাশবিক শক্তিরই ফল হওয়া সম্ভব, দার্শনিক সত্যের প্রভাব কিছুমাত্র হবে বলে' আমার আশা হয় না··কারণ আমাদের সত্যদ্রষ্টা ঋষিরা জাগতিক ঐশ্বর্য্য ও দৈহিক সুখভোগের অসারতা দেখিয়ে আধ্যাত্মিক আনন্দের যে মহিমা গান করে'

শিয়েছেন, তাদের মহাগুরু ভগবৎপুত্র যীশুও তা-ই শিক্ষা দিয়েছেন···
আমাদের

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্

আমাদের

যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্

যীশুর মুখে এই ভাষা পেয়েছে:

What is a man profited, if he shall gain the whole world, and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? কিন্তু তাতে ফল হয়েছে কী? আত্মার মঙ্গলামঙ্গল একটা বাইরের পোষাকী ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে; মুখে বক্তৃতা দায়, কানে শোনে কিম্বা শোনে না, অন্তর পড়ে' থাকে অন্যত্র; আত্মিক উৎকর্ষের প্রমাণ হিসাবে জগতের সামনে ধরা হয় কতকগুলা হাসপাতাল আর পাহাড়জঙ্গলের অর্ধোলঙ্গ বাসিন্দাদের মধ্যে তথাকথিত সভ্যতার বাণী প্রচার, যার প্রকৃত অর্থ দৈহিক ভোগ-বিলাসের পাইকারী প্রচলন; কিন্তু আত্মিক এই বাহ্যপ্রদর্শনীর পিছনে দেখতে পাই শুধু বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা—অর্থ, অর্থ, হা অর্থ, কোথা অর্থ, এই হ'ল তাদের প্রাণের প্রকৃত ক্রন্দন, তাদের নয়ন-ধাধা সভ্যতার চরম লক্ষ্য হ'ল এই মরণশীল মানবদেহের ক্ষণিক আরাম, উত্তম আহার, উত্তম পরিধান, উত্তম বাসস্থান: সারা জগৎ লুট করে' নিয়ে এসো উদরপূজার বিচিত্র উপকরণ, আর কিছুই চাই না···অথচ আদের গুরুর পরমবাক্য হচ্ছে **Blessed are they that hunger and thirst after righteousness, for th·y shall be filled!** পৃথিবীর ইতিহাসে এরকম ব্যর্থতার দৃষ্টান্ত বিরল···

দিন। তাদের সভ্যতার এই বিষ আমাদের এদিকেও ছড়িয়ে পড়েছে···

দার্শনিক। তা তো পড়েছেই, অহিংসা ত্যাগের মন্ত্রে যারা দীক্ষিত হয়েছিল, তার আজ অন্ধ অনুকরণ আর ঈর্ষ্যাদুষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে সেই দস্যুবৃত্তিকেই জীবনের পরম সাধনা বলে' গ্রহণ করেছে···

রাত্রি। সেই জন্যেই স্থির করেছি মানবিক সভ্যতার প্রতি ধমনীতে এই বিষের সঞ্চার আর আমরা হ'তে দেব না, এখনও হয় তো জগদ্গ্রাসী

এই রোগের চিকিৎসা ও প্রতিকার হ'তে পারে, এর পর আর সময় পাওয়া যাবে না···আপনাকে যেতেই হবে···

দার্শনিক। বেশ যাব আমি নিশ্চয়, কিন্তু কবি আর বৈজ্ঞানিক যাতে যান তার চেষ্টা করবে, নচেৎ শুধু আমার যাওয়া বৃথা হবে···

রাত্রি। তার ব্যবস্থা আমরা পূর্বেই করেছি, আপনি সেজন্য নিশ্চিন্ত থাকুন···আমরা তবে এখন আসি···

(নমস্কার ও প্রস্থানোদ্যম)

দার্শনিক। (জোড়হস্তে নমস্কারপূর্বক) বিদায়···

ষষ্ঠ দৃশ্য

কবির আশ্রম

সময়—প্রভাত

কবি, শীত, বসন্ত, ফুল ও শস্য ;
দণ্ডায়মান কবির সম্মুখে ডানদিকে শীত ও বসন্ত,
বাম দিকে ফুল ও শস্য।

শীত। মৃত্যুসম শীতল বায়ে
শিহর লাগে ধরার গায়ে
আমার পরশে ;

বসন্ত। আমার দখিন হাওয়ার গানে
পুলক জাগে অসাড় প্রাণে
নূতন হরষে।

শীত। শুভ্র তুষার কিরীট দিয়ে
ধরণীকে দিই সাজিয়ে
রাণীর গরিমায় ;

বসন্ত। শিমুল পলাশ ডালে ডালে
মায়ের হোমের আগুন জ্বালে
আমার আঙ্গিনায়।

শস্য। মাটীর দেহের জীবনধারা
আমার মাঝে দেয় যে সারা
গুচ্ছভরা শীষে ;

এই রোগের চিকিৎসা ও প্রতিকার হ'তে পারে, এর পর আর সময় পাওয়া যাবে না···আপনাকে যেতেই হবে···

দার্শনিক। বেশ যাব আমি নিশ্চয়, কিন্তু কবি আর বৈজ্ঞানিক যাতে যান তার চেষ্টা করবে, নচেৎ শুধু আমার যাওয়া বৃথা হবে···

রাত্রি। তার ব্যবস্থা আমরা পূর্বেই করেছি, আপনি সেজন্য নিশ্চিন্ত থাকুন···আমরা তবে এখন আসি···

(নমস্কার ও প্রস্থানোদ্যম)

দার্শনিক। (জোড়হস্তে নমস্কারপূর্বক) বিদায়···

ষষ্ঠ দৃশ্য

কবির আশ্রম

সময়—প্রভাত

কবি, শীত, বসন্ত, ফুল ও শস্য ;
দণ্ডায়মান কবির সম্মুখে ডানদিকে শীত ও বসন্ত,
বাম দিকে ফুল ও শস্য।

শীত। মৃত্যুসম শীতল বায়ে
শিহর লাগে ধরার গায়ে
আমার পরশে ;

বসন্ত। আমার দখিন হাওয়ার গানে
পুলক জাগে অসাড় প্রাণে
নূতন হরষে।

শীত। শুভ্র তুষার কিরীট দিয়ে
ধরণীকে দিই সাজিয়ে
রাণীর গরিমায় ;

বসন্ত। শিমুল পলাশ ডালে ডালে
মায়ের হোমের আগুন জ্বালে
আমার আঙ্গিনায়।

শস্য। মাটীর দেহের জীবনধারা
আমার মাঝে দেয় যে সারা
গুচ্ছভরা শীষে ;

ফুল।　　　　মাটীর মনের রূপের নেশা
আমার মাঝে পায় যে ভাষা
রঙে রঙে মিশে'।

শস্য।　　　　জগৎ বাঁচে আমায় পেয়ে,
তাই তো আমার পানে চেয়ে
থাকে সুখে দুখে;

ফুল।　　　　আমার মায়ায় মন যে ভুলে,
তাই আদরে আমায় তুলে'
রাখে নিজের বুকে।

কবি। অতি পুরাতন অথচ চিরনূতন কথাগুলো আজ সাক্ষাৎ তোমাদের মুখে শুনে' আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠেছে আমার হৃদয়; কারণ এই চিরনূতন চিরপুরাতন কথা নিয়ে সুরের জাল বোনাই আমার সাধনা। জগতের বুক দিয়ে যে অনন্ত সুরের সুরধুনী বয়ে যাচ্ছে তাকে ছন্দের বাঁধনে বেঁধে তারি মধ্যে দিয়ে সত্যসুন্দরকে মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দেওয়া, এই আমার কর্তব্য, এই আমার আনন্দ। নিশীথের অন্ধকারে আকাশভরা তারার মালা, উষার অরুণোদয়ে পূব গগনের কোলে পাখীদের কলগান, শীতের তুষার-সম্পাতে ধরণীর সৌম্যমূর্তি, বসন্তের উদাস হাওয়ায় আম্রমঞ্জরীর উতল সৌরভ ও দিগন্তকোলে শিমুল পলাশের রক্ত-শিখা, শরৎ-হেমন্তে মাঠে মাঠে জীবের জীবনদায়িনী শ্যামশোভা, এই তো সৃষ্টির মধ্যে আমার স্রষ্টার বিকাশ, চিরসত্য চিরসুন্দরের পার্থিব অভিব্যক্তি···

শস্য। কিন্তু কবি, আপনার সত্যসুন্দরের অভিব্যক্তির মধ্যে প্রকৃতির রুদ্রমূর্তির, ধ্বংসের তাণ্ডবলীলার, জীবনের শোকতাপ অভাব অশ্রুর কি স্থান নাই?

কবি। তারাও সত্য, তারাও সুন্দর—বিশ্বের শাশ্বত নিয়মে যা কিছু অস্তিত্বের মধ্যে আসে সবই সত্যসুন্দরের বিকাশ, তা আমাদের বদ্ধদৃষ্টিতে যতই মিথ্যা, অবাঞ্ছনীয়, অসুন্দর বলে' বোধ হোক্ না কেন; মিথ্যা, বীভৎস, ঘৃণ্যের দেখা পাই যখন মানুষের গড়া নিয়ম বিশ্বের স্বাভাবিক নিয়মের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধায়···

শম্ভু। যেমন…

কবি। যেমন, যখন এক জীবের জীবনের জন্মে আর এক জীবের প্রাণ-সংহার করা হয়, একের উদরতৃপ্তির জন্মে অপরের মুখের গ্রাস কেড়ে নেওয়া হয়, কারণ বিশ্বের নিয়মানুযায়ী আহার ও আশ্রয়ে সমান অধিকার সকলেরই, তাতে কালোয় সাদায়, সভ্যে অসভ্যে, এমন কি মানুষে পশুতেও, কোন ভেদ নাই…

শম্ভু। প্রকৃতির নিয়মকেই যদি জীবজগতের নিয়ম বলে' মেনে নিতে হয়, তবে তো সভ্যতার অস্তিত্ব লোপ পায়, মানুষের অগ্রগতি একটা অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়…

কবি। ছাখো, কুতর্ক করো' না, সভ্যতা আর অগ্রগতির অর্থ যদি হয় লুণ্ঠন, হত্যা, দস্যুবৃত্তি, তবে সে রকম সভ্যতা আমি চাই না; আমাকে যদি বৃক্ষতলে বসে' বনের ফল খেয়ে দিনাতিপাত করতে হয় সেও ভাল, তবু আমি অসহায় দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার দেখতে পারবো না; তা ছাড়া তোমরা যাকে সভ্যতা অগ্রগতি বলছো, তার কতটা সত্যই সভ্যতা বা অগ্রগতি ভেবে দেখার সময় এসেছে; তোমাদের সভ্যতা বলতে তো দেখি উত্তম বস্ত্র উত্তম আহার, সভ্যতার প্রধান স্রষ্টা হ'ল দরজি আর বাবুর্চি…

শম্ভু। আপনি কি বলতে চান উত্তম আহার ও পরিধানের প্রয়োজন নাই?

কবি। প্রয়োজন নাই তো আমি বলছি নে, কিন্তু প্রয়োজনের যে একটা সীমা টানা আবশ্যক তাই যে মানুষ ভুলে' যাচ্ছে, শরীরের মঙ্গল দেখতে গিয়ে যে শরীরের উর্ধ্বে আত্মা বলে' একটা পরম সত্ত্বা আছে তা ভুলে' যাচ্ছে,…চেয়ে ছাখো ঐ পশ্চিমের দিকে…

শীত। সেই কথা বলতেই তো আপনার কাছে আমরা এসেছি, শম্ভু, আমরা যে উদ্দেশ্য নিয়ে কবির কাছে এসেছি, তুমি তার বিরুদ্ধে তর্ক করছো। আপনাকে আমরা জানাতে এসেছি, এই যে জগৎ জুড়ে' শরীরের তৃপ্তির জন্মে আত্মার বলিদান চলেছে, এরই বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে হবে; শরীরপূজায় বিবিধ উপচার সংগ্রহের জন্মে সবলেরা আজ দুর্বলের অস্তিত্ব লোপ করতে উদ্যত, সবলের লুণ্ঠননৃত্যে পৃথিবী আজ কম্পমানা, দুর্বলের রক্তস্রোতে পঙ্কিল; তাই আমরা স্থির

করেছি জগতের অত্যাচারিত, লুণ্ঠিত, অবজ্ঞাত যারা, তাদেরকে একত্র করবো হিমালয়ের পাদদেশে নববর্ষের শুভ সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে; তারা সম্মিলিত হয়ে স্থির করবে সকল অনাচার অত্যাচার দূর করে' পৃথিবীতে মৈত্রীর রাজ্য স্থাপনের জন্যে কি প্রয়োজন ··

কবি। উদ্দেশ্য অতি মহৎ, কিন্তু আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি এ সাধু প্রয়াসের চরম ফল কি হবে···

শীত। হয়তো আমাদের প্রয়াস সম্পূর্ণই ব্যর্থ হবে, কিন্তু তাই বলে' কি একবার চেষ্টা করে' দেখবো না? ··

কবি। নিশ্চয় দেখবে, কিন্তু···

শীত। কিন্তু? ···

কবি। এ রকম চেষ্টা যে পূর্বে একেবারেই হয়নি, তা নয়, তবে যে ভাবে বলছ ঠিক সে ভাবে হয়নি; পৃথিবীর সব নিপীড়িতের দল একযোগে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে দাঁড়ায়নি বটে, কিন্তু দেশে দেশে খণ্ড প্রচেষ্টা হয়েছে, সে সবই ব্যর্থ হয়েছে; কখনো যদি বা সার্থক হয়েছে, সেই নিপীড়িতের দলই আবার জয়োল্লাসে লুণ্ঠকে পরিণত হয়েছে···

শীত। সকলে মিলে' একযোগে কাজ করলে হয়তো সে রকম পরিণতির আশঙ্কা থাক্‌বে না···

কবি। হ'তে পারে, কিন্তু এ সম্মেলনে গিয়ে কি আমি কোন নূতন কথা বলতে পারবো? আমার মনের কথা আমার আগে অনেকেই বলে' গিয়েছে, কিন্তু সবই অরণ্যে রোদন হয়েছে, কেউ শোনেনি সে কথা, শুনলেও বাতুলের প্রলাপ বলে' ঘৃণার সঙ্গে হেসে উড়িয়ে দিয়েছে···

শীত। সে জন্যেই আপনাকে অবজ্ঞাতের মধ্যে গণ্য করেছি···

কবি। (ঈষৎ হাসিয়া) বেশ, বেশ, তবে সে সম্মেলনে আমার ন্যায়-সঙ্গত স্থানই তো আছে···আমি যাব, যাব, তোমাদের কথা দিচ্ছি··· ইতিমধ্যে তোমরা দিকে দিকে আমার দীক্ষাগুরুর এই মহাসঙ্গীতটীর প্রচার করবে, সম্মেলনের ক্ষেত্র তৈরী হবে—

(বীণা বাজাইয়া গীত)

পারবি না কি যোগ দিতে এই ছন্দেরে,
খসে যাবার ভেসে যাবার
ভাঙবারই আনন্দে রে।
পাতিয়া কান শুনিস না যে
দিকে দিকে গগন মাঝে
মরণ-বীণায় কী সুর বাজে
তপন-তারা-চন্দ্রেরে
জ্বালিয়ে আগুন ধেয়ে ধেয়ে
জ্বলবারই আনন্দে রে॥

শী[illegible], বসন্ত, ফুল,
[illegible] সকলে কবির
সঙ্গে সুর মিলাইয়া

পারবি না কি যোগ দিতে এই ছন্দেরে,
খসে যাবার ভেসে যাবার
ভাঙবারই আনন্দে রে।

(গীতাঞ্জলি)

সপ্তম দৃশ্য

বৈজ্ঞানিকের গবেষণাগার

সময়—রাত্রি প্রথম প্রহর

বৈজ্ঞানিক ও পরমাণু পরস্পরের সম্মুখে চেয়ারে উপবিষ্ট।

পরমাণু। আমি নিজেই জানতেম না যে আমার মধ্যে এত শক্তি নিহিত আছে···কিন্তু অটো হান্ আমার চোখ খুলে' দিলে; শিউরে' উঠলেম এই ভেবে যে ভবিষ্যতে বৈজ্ঞানিকরা আমাকে দিয়ে কী দুষ্কর্মই না করাবে; তারপর যেদিন হিরোশিমার খণ্ডপ্রলয়, খণ্ডপ্রলয়ই বা বলি কেন, প্রলয় ঘটে' গেল, সেদিন বিধাতাকে স্মরণ করে' বলেছিলেম, এইজন্যে আমাকে সৃষ্টি করেছিলে বিধাতা! এর থেকে যদি অনন্তকাল মহাশূন্যে মিশে' থাকতেম, সেও ছিল ভাল···

বৈজ্ঞানিক। আমিও সেদিন সারাজীবনে যা করিনি তাই করেছিলেম, সেদিন আমি চোখের জল ফেলেছিলেম আর বিধাতাকে বলেছিলেম, হে সর্বশক্তির আকর, তোমার শক্তির কণা নিয়ে মানুষ তোমারই সৃষ্টি ধ্বংস করতে উদ্যত···এই কি আমাদের বিজ্ঞানসাধনার চরম পরিণতি! কী কুক্ষণে এই বিজ্ঞানসাধনার সূত্রপাত হয়েছিল, কী অভিশপ্ত দিনে বিজ্ঞানের বেদীমূলে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেম! ঘুচে' যাক, মুছে' যাক বিজ্ঞান-গবেষণার সমস্ত চিহ্ন এই ধরাতল থেকে···আর কেন প্রকৃতির গহনবনে রহস্যভরা অন্ধকারের মধ্যে একবিন্দু আলোর জন্যে দিনরাত্রি হাতড়িয়ে মরি···

পরমাণু। কিন্তু নিজের মনের মধ্যে এইভাবে পুড়ে' মরে' তো লাভ নাই··· তাতে তো বিজ্ঞানের এই ধ্বংসলীলা থেকে পৃথিবীকে বাঁচান যাবে না···এখন এমন পথ ধরতে হবে যাতে স্বার্থপর বদ্ধদৃষ্টি দেশ-নেতারা পৃথিবীর বুকে ধ্বংসের আগুন জ্বালাবার সুবিধা না পায়···

বৈজ্ঞানিক। আমরা সেজন্যে কী করতে পারি? এই যে প্রলয়ঙ্কর

আণবিক অস্ত্র, এ তো বিজ্ঞানীর হাত থেকে রাষ্ট্রনেতাদের হাতে গিয়ে পড়েছে; বিজ্ঞানীর জ্ঞানবল আছে কিন্তু অর্থবল নাই, তার জ্ঞান-গবেষণার ফল বিত্তশালী নেতারা যেমন ইচ্ছা ব্যবহার করে, বিজ্ঞানীর তাতে প্রতিবাদ করার কী ক্ষমতা আছে···সত্যিকার প্রতিবাদ যদি করতে হয়, তবে সমস্ত বিজ্ঞানীর সংঘবদ্ধ হয়ে গবেষণাই বন্ধ করে' দিতে হয়, কিন্তু তা তো তাদের পক্ষে আত্মহত্যার সমান হবে···

পরমাণু। আমরা তো বিজ্ঞানীদের চেয়েও অসহায়; বিজ্ঞানীরা ইচ্ছা করলে রাষ্ট্রনেতাদের অন্ততঃ একটা মৌখিক প্রতিবাদ করতে পারেন; আমরা তাও পারি না; সৃষ্টিপ্রলয়ের শক্তি আমাদের মধ্যে লুক্কায়িত থাকলেও মানুষের সাহায্য ছাড়া আমরা কিছুই করতে পারি না, তাই আপনাকে জানাতে এসেছি আগামী বর্ষের পুণ্য প্রভাতে হিমাচলের দক্ষিণে জগতের যত দুর্বল নিপীড়িত হৃতসর্ব্বস্ব মানুষ একত্র হয়ে বিশ্বগ্রাসী সবলদের নৃশংস তাণ্ডব যাতে দূর করা যায় তার উপায় চিন্তা করবে; এই সম্মেলন যদি সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হয়, তবে রাষ্ট্রনেতাদের হাতে বিজ্ঞানের অপব্যবহারও বন্ধ হবে বলে' আশা করা যায়; আপনি কষ্ট করে' সেই সম্মেলনে যোগ দিবেন···

বৈজ্ঞানিক। এ রকম একটা সম্মেলন হওয়া উচিত আমি বহু পূর্ব থেকেই ভেবেছি, কিন্তু সে সম্মেলনে আমার মত ব্যক্তির উপস্থিত হওয়ার কোন প্রয়োজন আছে বলে' আমার মনে হয় না···নিপীড়িত যারা, লুণ্ঠিত অসহায় যারা, তারাই পৃথিবীর জনসমাজের বৃহত্তম অংশ; তারা যদি একযোগে সবলের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, অস্ত্রশস্ত্র গোলাগুলি নিয়ে নয়, শুধুহাতে হাসিমুখে মরণের জন্যে তৈরী হয়ে বুক পেতে দিয়ে দাঁড়ায়, তা হ'লে সবলের হাত থেকে মারণাস্ত্র আপনি খসে' পড়ার কথা, অবশ্য সেই সবলেরা যদি সত্যিই মানুষ জাতির অন্তর্গত হয় ··

পরমাণু। সেই সম্বন্ধেই যে যথেষ্ট সন্দেহ আছে; কিম্বা সন্দেহ বোধ হয় নাই, এই অত্যাচারীদের দল বাহিরে দেখতে মানুষের মত হ'লেও এদের অন্তরটা, অর্থাৎ সত্যিকার রূপটা, পশুর মতই···

বৈজ্ঞানিক তাই যদি হয়, তবে এই দুই দলের সংঘর্ষে রক্তপাত অনিবার্য, ফলে পৃথিবীতে শান্তি ন্যায় মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত হওয়া তো দূরের কথা, হিংসা অন্যায় অত্যাচার আরও বেড়ে চলবে···

পরমাণু। কি হবে না হবে আগেই সে সম্বন্ধে অনুমান করা কঠিন··· আমাদের উচিত হবে যারা শান্তিপথের পথিক, সকল মানুষের মধ্যে সাম্য যাদের আদর্শ, তাদের একত্র হয়ে সমবেত কণ্ঠে জগৎকে জানিয়ে দেওয়া, আমরা সভ্য অসভ্য, সাদা কালো, সবল দুর্বল, সকলেই এক বিধাতার সন্তান ; উদরের অন্ন, পরিধানের বস্ত্র ও রৌদ্র বর্ষায় মাথা রাখবার আশ্রয় আমাদের সকলেরই নিম্নতম দাবী, শরীর মন হৃদয়ের চিরবর্ধমান উৎকর্ষের পথে মানুষের জীবনে দেবত্বের বিকাশ আমাদের চরম লক্ষ্য ··

বৈজ্ঞানিক। সাধু প্রস্তাব, সন্দেহ নাই ; ফলাফল ভবিষ্যতের হাতে ফেলে রেখে আমরা তবে মিলিত হব, চেষ্টা করবো মনুষ্যত্বের পথ পরিষ্কার করতে ; যাব আমি, প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি···

পরমাণু। তবে আমি আসি ; নমস্কার···

বৈজ্ঞানিক। নমস্কার···

অষ্টম দৃশ্য

শিউলিফুলের বাগান

সময়—শরৎকালের প্রভাত

বালকবালিকাদলের গাছের তলায় তলায় ফুল কুড়াইতে কুড়াইতে গান,
শরৎ ঋতু এক পার্শ্বে হাসিমুখে দণ্ডায়মান।

(শিশুর দলের গান)

শারদ প্রাতের হাসি,
শিশির-ধোয়া ঘাসের 'পরে এই শিউলিফুলের রাশি,
ও ভাই, সোনার রোদে সারা পূবের আকাশ গেছে ভাসি'।
আঁচল খানি বিছিয়ে দিয়ে
দুহাত দিয়ে নিই কুড়িয়ে
শিশির-ধোয়া ঘাসের 'পরে শিউলি ফুলের রাশি,
এ যে শারদ প্রাতের হাসি।

শরৎ। ও খোকারা, তোমরা কিসের গান করছে?

১ জন বালক। আমরা শিউলি ফুলের গান করছি, শরৎকালের গান করছি…

শরৎ। আমি জান কে? আমার মাথায় ছাখো শিউলি ফুলের মালা জড়ান, গলায় শিউলিফুলের মালা, আমি তোমাদের শরৎকাল…

তিন চারজন বালক একসঙ্গে } তাই নাকি, তাই নাকি, তাই নাকি…

১ম বালক। ও ভাই ভারি মজা হয়েছে, শরৎ ঋতু আমাদের সামনে মানুষের মত হয়ে এসে দাঁড়িয়েছে, আয় এর সঙ্গে মজা করা যাবে, কি বলে শুনি আয় সবাই মিলে'…ও শরৎকাল তুমি এখানে কি করতে এসেছ?

২য় বালক। তুমি কোত্থেকে এসেছ ?

৩য়। অতগুলো ফুলের মালা দিয়ে তুমি কি করবে ?

৪র্থ। তুমি গান গাইতে পার ? আমাদের সঙ্গে গান গাইবে,এই শিউলি ফুলের গান ?...

শরৎ। হঁ্যা গাইব, একটু পরে, আগে তোমরা আমার ছুটো কথা শুনবে ?

৪র্থ। হঁ্যা শুনবো বই কি, বল না কি কথা...

অপর কয়েক জন একসঙ্গে } বেশ বল না, বল না...

শরৎ। আচ্ছা বলি শোন...তোমরা সবাই তো ঠাকুরমার কাছে সন্ধ্যাবেলায় রাক্ষসখোক্ষসের গল্প শুনেছ, কেমন না ?

ছুতিনজন শিশু। হঁ্যা শুনেছি বই কি, এখনও শুনি, কালও শুনেছি ...তাতে কি হ'ল, তুমি রাক্ষস দেখেছ নাকি ?

শরৎ। হঁ্যা দেখেছি বই কি, তাই তো তোমাদেরকে বলতে এসেছি ...কিন্তু তোমাদেরকে আগে বলতে হবে তোমরা যে রাক্ষসের কথা শুনেছ তারা দেখতে কি রকম ?

১ম শিশু। তালগাছের মত লম্বা...

২য়। গায়ে কালো কালো এত বড় বড় লম্বা লোম...

৩য়। মাথাটা হাঁড়ির মত...

৪র্থ। হনুমানের থেকেও অনেক বড় লেজ ..

৫ম। একখানা পা ..

৬ষ্ঠ। না না, তিনখানা পা...

২য়। কপালের মধ্যেখানে একটা অ্যাত্তো বড় আগুনের মত লাল টক্‌টকে চোখ, কুলোর মত কান...

৩য়। মূলোর মত দাঁত উপরে একশ'টা নীচে একশ'টা...

৭ম। কাপড় পরে না, কাঁচা মাংস খায়, চক্‌চক্ করে' রক্ত খায়...

শরৎ। ঠিক ঠিক, তোমরা যেন নিজ চোখে জ্যান্ত রাক্ষস দেখেছে বলে' মনে হচ্ছে ; কিন্তু তোমরা যে এই রকম রাক্ষসের গল্প শুনেছ তারা জঙ্গলে থাকতো দশ হাজার বচ্ছর আগে ; আজকালকার রাক্ষসদের,

তারাও অবশ্য সেই আগেকার রাক্ষসদেরই ছেলেমেয়ে, হ্যাঁ আজকালকার রাক্ষসদের চেহারা, খাওয়াদাওয়া সব বদলে' গেছে···

তিনচারজন
শিশু একসঙ্গে } তাই নাকি, তাই নাকি?

১ জন। বল না ভাল করে' আজকাল রাক্ষসেরা কোথায় থাকে, দেখতে কেমন, খায় কি, (জোরে তলোয়ার ঘোরানর মত করিয়া হাত ঘুরাইয়া) একদিন সবাই মিলে' গিয়ে ব্যাটাদের ল্যাজ কেটে দিয়ে আসবো··

শরৎ। কিন্তু আজকালকার রাক্ষসদের তো লেজ নাই···

শিশু। কী বল, ল্যাজ না থাকলে আবার রাক্ষস কিসের?

শরৎ। শোনই আগে আমার কথা; আজকালকার রাক্ষসরা ঠিক মানুষের মত দেখতে; দুই হাত দুই পা দুই চোখ দুই কান, গায়ে লোম নাই, লেজ নাই, চোখ কান সব মানুষেরই মত, দাঁতও মানুষের মত, মানুষের মত কথা বলে, গান গায়, নাচে, তবে কাঁচা মাংস কখনো কখনো খায়, রক্ত চক্‌চক্ করে' বা চুমুক দিয়ে খায় না, মাংসের সঙ্গে মাখানো একটু আধটু খায়···

শিশু। গান গায়, নাচে?···

অপর শিশু। কথাও বলে?

৩য় শিশু। কাঁচা মাংস তো খায়, তা হ'লেই হ'ল···

শরৎ। সেই লেজওয়ালা রাক্ষসদের সঙ্গে আজকালকার রাক্ষসদের সবচেয়ে বড় তফাৎ কি জান, সে রাক্ষসরা জীবজন্তু মানুষের ঘাড় ভেঙ্গে রক্ত খেত, মাংস খেত, হাড়ও চিবিয়ে চিবিয়ে খেত, কিন্তু আজকালকার রাক্ষসরা মানুষের রক্তমাংস ওভাবে খায় না; যে খাবার খেয়ে মানুষের রক্তমাংস তৈরী হয়, সেই খাবারই তারা কেড়ে নিয়ে নিজেরা খায়; ফলে হয় কি মানুষদের শরীরে রক্তমাংস তৈরীই হয় না ··

শিশু। তবে মানুষ বাঁচে কি করে'?···

শরৎ। বাঁচে না তো; অনেক মানুষই তো আজকাল এইভাবে রাক্ষসদের জন্যে খেতে না পেয়ে মরে' যায়, কিম্বা বেঁচে থাকলেও মরার মতই থাকে, শুধু হাড় চামড়া দিয়ে ঢাকা, চোখে চাউনি নাই, মুখে কথা নাই, হাসি নাই, কেবল কলের পুতুলের মত ঘুরে' বেড়ায়···

শিশু। তবে এ রাক্ষসরা জঙ্গলে থাকে না বলো···

শরৎ। থাকেই না তো; তারা সব জঙ্গল ছেড়ে দিয়ে নগরে গ্রামে যেখানে মানুষ থাকে সেখানেই এসে আড্ডা করেছে, আড্ডা করে' মানুষদের মুখের ভাত পরনের কাপড় সব কেড়ে নিয়ে যায়…

শিশু। কাপড় আবার নিয়ে যায় কেন, ওরা কাপড় পরে নাকি?…

শরৎ। পরে না? ভাল ভাল কাপড় পরে, কোটপ্যাণ্টালুন পরে, জুতো পরে…

চার পাঁচজন শিশু একসঙ্গে} ওরে বাবা তবে ত আমাদের গ্রামেও আসবে…

শরৎ। আসবেই তো; সেই জন্যেই তো তোমাদের কাছে এসেছি. এই যে পোষাকপরা রাক্ষসের দল, এরা সারা পৃথিবী ছেয়ে ফেলেছে; পৃথিবী জুড়ে' মানুষ, বিশেষতঃ যারা লাঠি ঠেঙ্গা নিয়ে এদেরকে তাড়া করতে পারে না, এদের জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠেছে; তোমরা এখনো ছোট, কিন্তু আর কয়েক বছর পরে যখন তোমরা বড় হবে, মানুষ হবে, তখন পৃথিবীর ভার তোমাদের ঘাড়ে পড়বে; পৃথিবীকে যদি সুখ শান্তিতে রাখতে চাও, মানুষদেরকে যদি রাক্ষসদের হাত থেকে বাঁচাতে চাও, তবে তোমাদেরকে একটা কাজ করতে হবে…

দু'তিনজন শিশু একসঙ্গে} বল কি কাজ করতে হবে, আমরা সকলে মিলে' দল বেঁধে যাব সে কাজ করতে…

শরৎ। শোন, যে সব মানুষদের খাবার এই রাক্ষসরা কেড়ে নিয়েছে ও এখনও নিচ্ছে, তারা সকলে মিলে' একটা উপায় স্থির করবে যাতে রাক্ষসদের উৎপাত বন্ধ করা যায়; তোমাদেরকেও সেই মানুষদের সঙ্গে যোগ দিতে হবে…

চার পাঁচজন শিশু একসঙ্গে} নিশ্চয় নিশ্চয় নিশ্চয়, বল কবে আমাদের যেতে হবে, কোথায় যেতে হবে…

শরৎ। কবে যেতে হবে, কোথায় যেতে হবে, তা তোমাদের এখন মনে রাখবার দরকার নাই; ঠিক সময়ে এসে আমি তোমাদেরকে যাওয়ার জায়গায় নিয়ে যাব…

শিশুর দল। বেশ বেশ বেশ, ভারী মজা হবে, গাড়ীতে করে' নিয়ে যাবে তো?

শরৎ। নিশ্চয়, ঐ আকাশের কোল দিয়ে তোমাদেরকে উড়ন্ত গাড়ীতে নিয়ে যাব···

শিশুর দল। (নাচিবার ভঙ্গি করিয়া) ওরে কী মজা হবে ভাই, কী মজা···

শরৎ। আচ্ছা আমি তো এখন যাব ; যাওয়ার আগে তোমাদের সঙ্গে সেই শিউলিফুলের গানটা গাইব বলেছি, এসো আমরা সবাই মিলে' একসঙ্গে গাই···

শিশুর দল। বেশ···

(শিশুর দল ও শরতের একসঙ্গে গান)

শারদ প্রাতের হাসি
শিশির-ধোয়া ঘাসের 'পরে এই শিউলিফুলের রাশি,
শিউলিফুলের রাশি

উপসংহার

হিমালয়ের পাদদেশ

সময়—সকাল

প্রস্তাবনার ন্যায় তুসারমণ্ডিত কাঞ্চনজঙ্ঘা ও হিমালয়ের অন্যান্য চূড়া সূর্যের প্রথম রশ্মিতে উদ্ভাসিত, পর্বতের ঊর্ধ্বদেশ হইতে দক্ষিণদিকে সিন্ধু ও বামদিকে ব্রহ্মপুত্র নামিয়া গিয়াছে।

পর্বত, প্রথম দৃশ্যের জ্যেষ্ঠ ও অপর একজন চাষী, দ্বিতীয় দৃশ্যের দুজন শ্রমিক, তৃতীয় দৃশ্যের দুজন নাবিক, চতুর্থ দৃশ্যের শৃঙ্খলিত ভারতীয়, পঞ্চম দৃশ্যের দার্শনিক, ষষ্ঠ দৃশ্যের কবি, সপ্তম দৃশ্যের বৈজ্ঞানিক ও অষ্টম দৃশ্যের দুজন বালক দুজন বালিকা। পর্বত পশ্চাতে দণ্ডায়মান, পর্বতের দক্ষিণ পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধভাবে চাষী, শ্রমিক ও নাবিকেরা এবং বামপার্শ্বে ভারতীয়, দার্শনিক, কবি ও বৈজ্ঞানিক ; বালকবালিকা চারজন বৈজ্ঞানিকের পর একটুখানি সম্মুখে দাঁড়াইয়া।

পর্বত। সুপ্রভাত, আজ বড় সুপ্রভাত ; এর পূর্বে আমার এই নির্জন পাদদেশে এরকম পূর্ণ সম্মেলন আর কখনো হয় নি। আজ মনে পড়ে সহস্র শতাব্দী পূর্বেকার সেই শারদ প্রভাতের কথা ; তখনো এইরকম সূর্যের অমল কিরণ আমার মাথায় এসে পড়েছিল ; চতুর্দিক নিস্তব্ধ ; কেবল গাছে গাছে পাখীরা কলগানে দিবসের আবাহন করছিল ; সেই শুভ শান্ত প্রভাত-বেলায় মাটীর শ্যামল কোলে এসে দাঁড়া'ল স্বর্গের দূতের মত প্রথম মানব আর প্রথম মানবী ; মনে হয় এই যেন সেদিনের কথা ; কিন্তু তারপর কতই না পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে, তা আপনারা মোটামুটি সকলেই জানেন ; এই যুগযুগব্যাপী পরিবর্তনের ফলে আজ বিধাতার বরপুত্র মানুষ তাঁর সাধের সৃষ্টিকে ব্যর্থতায় পরিণত করতে উদ্যত ; আপনারা জানেন সহজ সুলভ প্রেম ও মৈত্রীর অভাবে মানবসমাজ আজ কিভাবে দ্বিখণ্ডিত ; যেখানে সকল মানুষ মিলে' পৃথিবীজোড়া এক বিরাট্ পরিবার তৈরী হওয়ার কথা, সেখানে আজ পরস্পরের সম্মুখীন

দাঁড়িয়ে একদল লুণ্ঠক আর একদল লুণ্ঠিত; একদিকে লোভ, ঈর্ষ্যা, হিংসা, অপরদিকে ঘৃণা ও বাক্যহীন ক্ষোভ; একদিকে প্রাচুর্য্য ও ঐশ্বর্য্য, অপরদিকে অভাব, দারিদ্র্য, ক্ষুধার আর্তনাদ…

জ্যেষ্ঠ চাষী। সারাজীবন ধরে' এই অভাব ও ক্ষুধার আর্তনাদের মধ্যে দিন কাটিয়ে আসছি দেবতা, এই রকম করেই কি আমাদের চিরকাল কাটবে, না আমাদের আর কোন ভবিষ্যৎ আছে?…

শ্রমিক। অন্ধকার আর অন্ধকার, ধূলি আর ধূম, তারই মধ্যে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দিনের পর দিন ভূতের মত খাটুনি খেটেও হাঁটুর নীচে কাপড় নামলো না, পেটে দুবেলা ভাত জুটলো না; জীবনে কখনো আনন্দের মুখ দেখতে পেলাম না; শরীর মনের বেদনা ভুলবার জন্যে মাদকবিষ খেয়ে দিন দিন পশুর পর্য্যায়েই নেমে চললাম; আর কতদিন যাবে এইভাবে, মানুষ হওয়ার সুযোগ সুদিন কি কখনো আসবে না আমাদের?

পর্বত। বন্ধুগণ, আপনারা অধৈর্য হবেন না, আপনাদের সকলের দৈন্যবেদনা দূরীভূত হয়ে যাতে জীবনে আনন্দ আসে ও সত্য মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ হয়, তারই উপায় স্থির করবার জন্যে আমরা আজ এখানে সম্মিলিত হয়েছি…দেহ মন আত্মা দিয়ে যাঁরা পৃথিবীকে সভ্যতার বর্তমান স্তরে নিয়ে এসেও বলদৃপ্ত স্বার্থান্বেষীর অত্যাচারফলে আহারহীন আশ্রয়হীন নিগৃহীত অবজ্ঞাত, সেই জলস্থলের শ্রমের ভাগী চাষী মজুর নাবিক, জ্ঞানবিজ্ঞানের সাধক দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, সৌন্দর্যের স্রষ্টা ও পূজারী কবি, অবমানিত মানবতার মূর্তিস্বরূপ শৃঙ্খলিত ভারতবাসী, ও জগতের ভাবী আশা শিশু, সকলে আজ ভারতের পুণ্যভূমিতে সম্মিলিত হয়েছেন; এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য মানবসমাজ থেকে ঈর্ষ্যা দ্বেষ ঘৃণা স্বার্থপরতা দূর করে' মৈত্রী ও সাম্যের প্রতিষ্ঠা; এই উদ্দেশ্য সফল করতে হ'লে যে সব ভেদনীতিবিৎ নেতা জাতীয় স্বার্থের মোহে প্রাচী ও প্রতীচীর মধ্যে শত্রুতার বিষ ছড়িয়ে দিয়েছে, তাদের হাত থেকে নেতৃত্ব কেড়ে নিয়ে সকল মানুষকে যারা সমান দেখে এমন হৃদয়বান্ লোকের হাতে দিতে হবে, যার চরম ভাবী ফল দাঁড়াবে সকল জগদ্ব্যাপী মানুষের এক বিরাট্ ভ্রাতৃসংঘ, পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য স্থাপিত হবে, বিধাতার সৃষ্টি সার্থক হবে…

ভারতীয়। পৃথিবীব্যাপী ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে আমার মনে

হয় শুধু প্রাচ্য জাতিদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা হওয়া আবশ্যক; সবলে দুর্বলে মিলন স্থায়ী হয় না; কাজেই সবল প্রতীচীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার আগে প্রাচীকে সবল হ'তে হবে, আর এই শক্তি অর্জন করতে হ'লে সমগ্র প্রাচ্য জাতির সংঘ প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য···

সকলে। সাধু সাধু সাধু···

পর্বত। (ভারতীয়ের প্রতি) বৎস, সারা জগতে শান্তি স্থাপন করে' সমস্ত মানবজাতিকে প্রকৃত মনুষ্যত্বের অধিকারী করতে হ'লে যে পথ ধরতে হবে তুমি সেই পথের সন্ধান পেয়েছ; নিপীড়িত জাতির সংঘবদ্ধ না হ'লে প্রাচী ও প্রতীচীতে মিলন হবে না, এ নিশ্চিত; কিন্তু প্রতীচীর শৃঙ্খল ছিন্ন করতে না পারলে প্রাচী নিজ ইচ্ছামত সংঘবদ্ধ হ'তে পারবে না; আগে মুক্তি, পরে মৈত্রী ও সংঘ; এই মুক্তির একমাত্র উপায় নিজেদের শক্তিসাধনা; বন্ধনের মধ্যে থেকেই শক্তি সাধনা করতে হবে, যাতে নিপীড়ক জাতি ক্রমে ক্রমে বুঝতে পারে তোমাদেরকে বন্ধনে রাখা সম্ভবপরও নয়, তাদের স্বার্থেরও অনুকূল নয়; তখন তারা নিজেই এই শৃঙ্খল খুলে' দিতে বাধ্য হবে; যদি তাদের ভেদপন্থী নেতারা তাতে বাধার সৃষ্টি করে, সেই নেতাদেরই পতন হবে···আমি আমার বহুচিন্তিত অভিমত জানিয়ে এখনকার মত বিদায় নিচ্ছি, আপনারা সকলে মিলে' আরো উত্তমরূপে বিবেচনা করে' কর্মপন্থা স্থির করুন; (ভারতীয়ের স্কন্ধে হাত রাখিয়া) এখানে উপস্থিত সকলের মধ্যে তুমি বয়োজ্যেষ্ঠ ও যুগযুগসঞ্চিত বেদনার অংশ তোমার সর্বাপেক্ষা বেশী; তাই তোমাকেই আমি এ সম্মেলনের নেতৃত্ব করতে অনুরোধ করছি; আশা করি আপনারা সকলে আমার এই অনুরোধ সমর্থন করবেন···

সকলে। সানন্দে, সানন্দে···

বৈজ্ঞানিক। শৃঙ্খলিত ভারতবাসীকে আমরা এই সভায় নেতৃত্ব করবার জন্যে সাদরে বরণ করে' নিচ্ছি তার কারণ শুধু এই নয় যে তিনি আমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ বা তাঁর দীর্ঘ জীবনের বেদনার অংশ আমাদের সকলের চেয়ে বেশী; তাঁকে নেতৃত্বে বরণ করার প্রধান কারণ এই যে, মনের ও আত্মার গরিমায় তিনি জগদ্গুরুর স্থান অধিকার করেছেন; প্রতীচীর কাছে প্রাচী বিজ্ঞানসাধনা ও ঐশ্বর্য্যসম্পদে নগণ্য হ'লেও জীবনের চরম সত্য অনুসন্ধানে, জরামরণের সর্বগ্রাসী ধ্বংস-

লীলার মধ্যে অমৃতের বাণী প্রচারে, সসীমের মধ্যে অসীমের আরাধনায়, ভারতীয় যে মহত্ত্বের পরিচয় দিয়েছেন, তা মানবের ইতিহাসে অতুলনীয়; হিংসা দ্বেষকে প্রেম ও মৈত্রীতে জয় করে', নিষ্ঠুর আততায়ীকে হৃদয়ে টেনে নিয়ে ভারত মানুষজাতির সম্মুখে যে আদর্শ আদিকাল থেকে তুলে' ধরেছেন, সে আদর্শ অক্ষয়, ধ্রুব; অদূর ভবিষ্যতে সারাজগৎকে সেই আদর্শই গ্রহণ করতে হবে তাতে সন্দেহ নাই; অতএব আমি উপস্থিত সকলের পক্ষ থেকে ভারতীয়কে এই সম্মেলনে নেতৃত্ব করার অনুরোধ সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করছি···

পর্বত। অন্তরের সঙ্গে আশীর্ব্বাদ করি, আপনাদের এ শুভ প্রচেষ্টা সার্থক হোক, বিধাতার মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ হোক, বিদায়···

(প্রস্থান)

ভারতীয়। (পিছনে মধ্যস্থলে, পর্বতের স্থানে দাঁড়াইয়া) ভ্রাতৃগণ, আপনারা সকলে আমাদের গুরুস্থানীয় হিমাচলের নিকট শক্তিসাধনার বাণী শুনলেন; জগৎজোড়া মৈত্রী ও সংঘ প্রতিষ্ঠার পূর্বআয়োজন হিসাবে আমাদেরকে এই বাণী কার্যে পরিণত করতে হবে; সেজন্যে আমাদের প্রত্যেককে...

[চারজন শ্বেতাঙ্গ রাজকর্মচারীর টুপী হস্তে প্রবেশ ও "নোমোস্কার" বলিয়া সভাপতির সঙ্গে করমর্দন করিয়া বালকবালিকাদের ঠিক পেছনে, দার্শনিক, কবি ও বৈজ্ঞানিকের সহিত একলাইনে অবস্থিতি; ১ম জনের দক্ষিণ হস্তে সিগার, মাথাজোড়া টাক্; ২য় জনের দক্ষিণ হস্তে তরবারী।]

১ম শ্বেতাঙ্গ। সভাপটি মহাশয়, আমাডেরকে বোড্ হয় আপনি চিনিটে পারিলেন না; আমরা আপনাডের মাননীয় রাজার মণ্ট্রী বটে; আমি আপনাডের রাজা মহাশয়ের প্রঢান মণ্ট্রী, ইনি সমর মণ্ট্রী, ইনি কৃষি মণ্ট্রী এবং ইনি শিল্প মণ্ট্রী; আমরা বেটারে সংবাড্ পাইয়াছি যে আপনারা সব একট্র হইয়া আপনাডের ও আমাডের রাজা মহাশয়ের (আমাডের সোকোলের একই রাজা আছেন) বিরুডেঢ বিড্রোহ ঘোষণা করিবেন; আমরা আপনাডেরকে বলিটে আসিয়াছি যে রাজা বাহাডুর এখান হইটে ওনেক হাজার মাইল ডূরে ঠাকিলেও আপনাদের জন্য সর্বডা টাঁহার প্রাণ কাঁডে; কিসে আপনাডের সোকোলের মোঙ্গল হয় সেজন্য টিনি সর্বডা আমাডের সঙ্গে পরামর্শ কোরেন; আপনারা টো বুডিঢমান্ জাটি আছেন, আপনারা টো বুঝিটে

পারেন আপনাডের মোঙ্গল ও আমাডের মোঙ্গল একসঙ্গে বাঁঢা আছে; আমাডের মোঙ্গলে আপনাডের মোঙ্গল, আপনাডের মোঙ্গলে আমাডের মোঙ্গল; (ক্ষণিক বিরতির পর) ইহা সট্য বটে যে এটো ডিন আপনাডের সঙ্গে আমাডের সম্বণ্ড বিশেষভাবে মঢুর হয় নাই; আমাডের পাশ্চাট্য ডেশের লোকডের ঢারণা ছিল যে পূর্বডেশীয় লোকেরা আমাডের অপেক্ষা সর্ববিষয়ে হীন ও আমরা ভগবানের বিশেষ স্নেহের পাট্র আছি; আমাডের কবি এমনও বলিয়াছেন যে পূর্ব চিরকালই পূর্ব ঠাকিবে ও পশ্চিম চিরকাল পশ্চিম ঠাকিবে, উভয়ের মঢ্যে কখনো মিলন হইবে না; কিণ্টু আমি আপনাডিগকে সট্যই জানাইটেছি, আমাডের সে ঢারণা এখন সম্পূর্ণ পরিবর্টিটো হইয়াছে, আমরা এখন বুঝিটে পারিয়াছি যে পশ্চিম এটোডিন ভুল পঠে চলিয়াছে, আপনাডের ভুল বুঝিয়াছে; আমরা এটোডিন যে পঠে চলিয়াছি টাহা মানুষজাটিকে ঢবংসের ডিকে লইয়া যাইটেছে; মানুষের সট্য সট্য উন্নটি করিটে হইলে আপনাডের এই পূর্বডেশ, বিশেষভাবে ভারট, যে পঠ ডেখাইয়াছেন, সেই পঠ ঢরিয়া চলিটে হইবে; আমরা পশ্চিমে এটোডিন বিজ্ঞানের সাঢনায় আট্মাকে অগ্রাহ্য করিয়াছি, যুডঢ-কলহের জন্য শাণ্টি ও প্রেমকে অগ্রাহ্য করিয়াছি; আপনারা হাজার হাজার বট্সর ঢরিয়া সেই শাণ্টি ও প্রেমের পূজা করিয়াছেন; আপনাডের ভারটকে আমরা এখন হইটে আমাডের শিক্ষক বলিয়া মানিয়া লইলাম; পূর্ব ও পশ্চিমে মিলিয়া এখন হইটে পৃটিবীটে একটি বিরাট্ ভ্রাটৃটে্বর প্রটিষ্ঠা হইবে; পৃটিবীটে যাহাকে আমাডের শাস্ট্রে ভগবানের রাজ্য বলে টাহাই প্রটিষ্ঠিটো হইবে···

২য় শ্বেতাঙ্গ। সভাপটি মহাশয়, আমাডের প্রঢান মণ্ট্রী যাহা বলিয়াছেন, টাহার পর আমাডের বলিবার আর বিশেষ কিছু নাই; আমি শুঢু সমরমণ্ট্রী হিসাবে এইটুকু জানাইটে চাই যে আর আপনাডের সঙ্গে আমাডের কোন যুডঢ হইবে না, কোন শট্রুটা হইবে না, সব বণ্ঢুর সম্বণ্ড হইবে···

৩য় শ্বেতাঙ্গ। আমি কৃষিমণ্ট্রী জানাইটেছি যে আপনাডের এই ডেশ হয় কৃষিপ্রঢান; যাহাটে ইহার কৃষির উন্নটি হয়, কৃষকডের অবস্ঠার উন্নটি হয়, সে সাহায্য আমরা করিবে···

৪র্ঠ শ্বেতাঙ্গ। আমি শিল্পমণ্ট্রী আপনাডের প্রটিশ্রুটি ডিটেছি যে শিল্পের যাহাটে উন্নটি হয় টাহা আমাডের গবর্ণমেণ্ট প্রাণপণে করিবেন, কারণ

আমার সহকর্মী কৃষিমন্ট্রী যেরূপ বলিয়াছেন, আপনাডের এই ডেশ কৃষি-প্রটান, ইহার শিল্পের উন্নটির বিশেষ প্রয়োজন আছে; কৃষকগণ ও শ্রমিকগণ যাহাটে স্থখে ঠাকিটে পারে টাহা আমরা অবশ্যই করিব···

প্রধান মন্ত্রী। অটএব সভাপটি মহাশয় আপনারা ডেকিটেছেন আপনাডের বিড্রোহ করার কোনই ডরকার নাই; (টুপী বাম বগলে ও দক্ষিণ হস্তের সিগার বাম হস্তে লইয়া দক্ষিণ হস্তে সমরমন্ত্রীর তরবারি গ্রহণপূর্বক সভাপতির নিকট গমন ও শৃঙ্খল ছেদন; শৃঙ্খল ছেদন করিতে করিতে) আমাডের রাজার সডিচ্ছার প্রমাণ হিসাবে আমি আপনার লৌহশৃঙ্খল কাটিয়া ডিলাম···

(ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে শৃঙ্খল পতন)

শ্বেতাঙ্গ চতুষ্টয় ও সভাপতি ব্যতীত অপর সকলে একসঙ্গে	জয় ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়, জয় ভারতের জয় জয় হিন্দ্, জয় হিন্দ্, জয় হিন্দ্! ···

প্রধান মন্ত্রী। (পুনরায় নিজস্থানে গমন করিয়া ও সমরমন্ত্রীর হাতে তরবারি প্রত্যর্পণপূর্বক সভাপতি, অন্যান্য চরিত্র ও দর্শকগণের দিকে তাকাইয়া) আজ হইটে আপনারা আমরা সব সমান হইলাম···(মাথা নোয়াইয়া নমস্কার করিতে করিতে) বিডায়···

(মুখে সিগার দিয়া প্রস্থান ও অন্যান্য মন্ত্রীদের নমস্কারান্তে পশ্চাদ্‌গমন)

অপর সকলে একসঙ্গে।	বিদায়, বিদায়···
ভারতীয়।	এ কি স্বপন!
দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক একসঙ্গে।	এ যে সোনার স্বপন!

কবি। ভ্রাতৃগণ, আজ বড় শুভদিন, আজ ভারতের মুক্তির দিন, অদূর ভবিষ্যৎ দেখাবে আজ মানবজাতির মুক্তির দিন; আজ হ'তে মানবের সত্যকার জয়যাত্রা সুরু হ'ল, বিধাতার মঙ্গল ইচ্ছা সত্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হ'ল; দিনে দিনে যুগে যুগে এই জয়যাত্রা পূর্ণ হ'তে পূর্ণতর হৌক,

বিধাতার ইচ্ছা পূর্ণ হোক…আসুন আমরা সকলে মিলে' সেই অনাগত গৌরবময় দিনের দিকে তাকিয়ে মানুষের জয়গান গাই—

(কবি কর্ত্তৃক বীণা বাজাইয়া গান ও অপর সকলের গানে যোগদান।)

জয় মানুষের জয়!
আদিকাল হ'তে জগতের বুকে
জনমে জনমে শত সুখে দুখে
আঁধারের মাঝে আলোকের দূত ভাস্বর জ্যোতির্ম্ময়
মহামানবের জয়!
মরণের বেড়ী বাঁধা পায়ে পায়ে তবু সে মৃত্যুঞ্জয়,
দুর্দ'ম নির্ভয়।
নবীন যুগের নবীন প্রভাতে
মঙ্গলভরা তারি শুভহাতে
অতীতের যত দৈন্য কালিমা
মুছে' হয়ে যাক লয়,
নব নব কাজ নব নব আশা
নব নব প্রেম নব ভালবাসা
নূতন জীবনে নব ভাব ভাষা
জাগুক জগৎময়,
ধাতার ইচ্ছা হোক পূর্ণ, মানুষের হোক জয়,
জয় মানুষের জয়।

যবনিকা

গজকচ্ছপ

বঙ্গজননীর উদ্দেশে

চরিত্রাবলী

বিভাবসু : ২৪-২৫ বৎসরের ভারতীয় যুবক ; গৌরবর্ণ, মুণ্ডিতশ্মশ্রু, পরিধানে ক্ষৌমবস্ত্র এবং উত্তরীয়।

সুপ্রতীক : ২২-২৩ বৎসরের ভারতীয় যুবক ; বিভাবসু অপেক্ষা লম্বা চওড়া দেহ, শ্যামবর্ণ, কর্তিতশ্মশ্রু, পরিধানে ধুতি ও আদ্দির পাঞ্জাবি।

দেওয়ান : ৫০-৫৫ বৎসর বয়স্ক প্রৌঢ় ; রৌদ্রমলিন শ্বেতবর্ণ ; দীর্ঘ পক্ক শ্মশ্রু ; পরিধানে ধুতি, কোট, কোটের নীচে শার্ট, হাতে ছড়ি, সিগার ইত্যাদি।

গ্রাম্য প্রাচীনগণ :

মুখুজ্যে, চাটুজ্যে, বাঁড়ুজ্যে, ঘোষাল, গুপ্তভায়া, সেনগুপ্ত, বসু, গুহ, পাল, কুণ্ডু—৫৫-৬৫ বৎসর ; সাধারণ দেশীয় পরিচ্ছদ, কেহ সগুম্ফ, কেহ গুম্ফহীন, কাহারো কাহারো হাতে লাঠি।

গ্রাম্য বালক : ৮—১০ জন, ১২ হইতে ১৫, ১৬ বৎসর বয়স্ক ; পরনে সাধারণ ধুতি ও জামা, নগ্নপদ।

বাস্তুত্যাগী গ্রামবাসীগণ :

৩ জন পুরুষ ও ৭-৮ জন স্ত্রীলোক ৩০-৩৫ বৎসর বয়স্ক, পরনে অর্ধমলিন ধুতি ও শাড়ী বা সাদা থান কাপড়, ৩-৪টি নগ্ন শিশু।

গজ ধূম্রবর্ণ-আলখাল্লা-আবৃত দেহ, হস্তিমুণ্ডের মুখোশ

কচ্ছপ গৈরিকবর্ণ-আলখাল্লা-আবৃত দেহ, বৃহৎ কচ্ছপমুণ্ডের মুখোশ।

গরুড় হরিৎবর্ণের কাপড় ও জামা মল্লের ধরণে পরা ; পিঠে নীলবর্ণ পাখা ; বৃহৎ চঞ্চুসমন্বিত ঈগলপাখীর মুণ্ডের মুখোশ ; দুই হাতে দীর্ঘ রক্তবর্ণ নখর

উদ্বোধনী সঙ্গীত

অতি ক্ষীণ আলোকে আলোকিত মঞ্চের অন্ধকারপ্রায়
অভ্যন্তরভাগে পর্দার অন্তরাল হইতে গীত

নিয়তির গান

ওঠো, জাগো, মানব-সন্তান,
আঁখি মেলে ত্মাখো চেয়ে
শোন পেতে কান
জগৎজোড়া প্রেমের আহ্বান,—
নীল গগনের আলোর সোনায়
ভুবন ভরে কোনায় কোনায়,
বাঁধনহারা বাতাস ছড়ায় প্রাণের পরশখান
ভোরের আকাশ শোনায় স্নেহের ঘুমভাঙানি গান;
মাটি চিরে' আপন হিয়ায়
ক্ষুধাতুরে অন্ন যোগায়,
নিরেট পাষাণ ধুলিধূসর ধরায় করায় স্নান,
ছায়াতরু শুষ্ক মরুর স্নেহের শীতল দান;
ধরণীর এই প্রেমের খেলায়
আনন্দের এই মহামেলায়
শুধু মানুষে মানুষে কেন ঘৃণার অভিযান,
মানুষে মানুষে কেন মরণ-অভিযান;
আঁখি মেলে ত্মাখো চেয়ে
শোন পেতে কান,
জাগো জাগো মানব সন্তান।

প্রথম দৃশ্য

প্রাচীন জমিদারবাটী

প্রকাণ্ড পুরাতন অট্টালিকা, সমস্ত জানালা দরজা বন্ধ, কেবল সম্মুখে একখানি বড় ঘর খোলা; ঘরের ভিতর দু'তিন খানি চৌকি গায়ে গায়ে লাগাইয়া পাতা ও শাদা চাদরে ঢাকা; মেঝের উপর একখানি টেবিল ও তাহার চারিধারে তিন চার খানি চেয়ার; দেওয়ালে কয়েকখানি রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী-বিষয়ক প্রাচীন চিত্র। অট্টালিকার পেছন দিকে প্রকাণ্ড একটি বটগাছ, তাহার শাখা প্রশাখা অট্টালিকার ছাদের উপর দিয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

সময়—সকাল ৭টা।

বিভাবসু। (চৌকির উপর বসিয়া গীতা পাঠ)

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানাম্ সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

সুপ্রতীক। (উত্তেজিতভাবে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া একখানি চেয়ারে উপবেশনপূর্বক টেবিলের উপর জোরে হাত চাপড়াইয়া) শ্যাখো দাদা, তোমার এই ভণ্ডামিটা আর বন্ধ করলেও পারো, গীতা তো অনেকদিন থেকেই পড়ছো, কিন্তু ধর্মজ্ঞান তোমার সেই সাত বছর আগে যা ছিল, আজও তা-ই আছে, এক চুলও বাড়ে নি···

বিভা। সুপ্রতীক, তোমার একথা বলার কারণ?···

সুপ্র। কারণ? কারণ ফারণ নিয়ে তোমার সঙ্গে আলোচনা করার সময় আমার নাই, এখন কাজের কথাটার উত্তর দাও, তুমি আমার সম্পত্তির ভাগ কবে বুঝিয়ে দিবে বল···

বিভা। তোমাকে তো অনেকদিন থেকেই বলেছি ভাই, সম্পত্তিটা কি ভাগ না করলে তোমার চলে না? তুমিই না হয় সমস্ত সম্পত্তি দেখা-

শোনা কর, সম্পত্তির আয়ও তুমিই ভোগ কর, আমাকে শুধু গ্রাসাচ্ছাদনের খরচটা দিও, আর এই পিতৃপিতামহের পুরান ভিটেটায় পড়ে' থাকতে দিও, আমি তার বেশী কিছু চাই না···

সুপ্র। না না ওসব প্যাঁচালো কথার মধ্যে আমি নাই, আমি সমস্ত সম্পত্তি দেখাশোনা করতেও চাইনা, সমস্ত সম্পত্তির আয়ও চাই না, আমার ন্যায্য পাওনা যা তা-ই আমাকে বুঝিয়ে দাও, আমি একপয়সা বেশীও চাই না, কমও চাই না। দেওয়ান মশায়েরও তো সেই মতই দেখলাম···

বিভা। দেওয়ান মশায়ের তো সে মত হবেই···

সুপ্র। হবেই মানে? তাঁর কি এ ব্যাপারে কোন স্বার্থ আছে?···

বিভা। (একটু হাসিয়া) স্বার্থ আছে কি নাই তা তুমিই একটু বিবেচনা করে' বলো না···তুমিও তো জানো আমাদের এই সম্পত্তির দেওয়ানি করতে করতেই তাঁর বাড়ীর অবস্থা কেমন ফিরিয়ে নিয়েছেন··· বারো মাসে তেরো পার্বণ, উৎসব, খাওয়াদাওয়া, নাচগান লেগেই আছে তাঁর বাড়ীতে, সকালবেলায় নহবতের বাজনা কানে না গেলে ছেলেমেয়েদের ঘুম ভাঙ্গে না···

সুপ্র। বেশ তা তো জানি, কিন্তু আমাদের সম্পত্তি ভাগ হ'লে কি তাঁর আয় কিছু বাড়বে, না কমবে?···

বিভা। তাতে তাঁর দেওয়ানি চিরস্থায়ী হবে, তিনি নিজে স্বর্গত হলেও তাঁর পুত্রদের কেউ না কেউ এসে তাঁর গদি দখল করবে···

সুপ্র। না না না, এসব তোমার মনের সন্দেহ, তিনি সেরকম লোকই না, তিনি সেই বাবার মৃত্যুর সময় থেকে প্রায় বিশ বছর ধরে' আমাদের মঙ্গলের জন্যই এই বিদেশে পড়ে' আছেন এত কষ্ট করে'···

বিভা। হ্যাঁ কষ্ট তো খুবই করতে হয় তাঁকে···যে বাড়ীখানায় থাকেন, তার কাছে আমাদের এই বাড়ীকে চাষীর কুঁড়ে বলেই মনে হয়, বাষ্পরথ ছাড়া এক পা চলেন না, আর খাওয়াদাওয়ার কথা না-ই তুললাম, সে সব জিনিষ আমরা চক্ষেও দেখিনে কখনো···ছাখো সুপ্রতীক, তোমার সঙ্গে বেশী তর্ক করে' লাভ নাই, তুমি যাই বল না কেন, আমার আন্তরিক বিশ্বাস এই যে তোমাকে আমার কাছ থেকে পৃথক করে', তোমার আমার মধ্যে একটা না একটা ঝগড়া বাধিয়ে রেখে, দেওয়ান বাহাদুর সেই ঝগড়া মিটমাট করার অজুহাতে এখানে চিরস্থায়ী বসবাসের চেষ্টায় আছেন···

সুপ্র। তোমার মন বড় কুটিল, তর্কের জোরে তুমি ভাল মানুষকে ঠক বানিয়ে দাও···তবে দেওয়ানজি সত্যি সত্যি ঠকই হোন্ আর ভালমানুষই হোন্, তাতে আমার কিছু যায় আসে না; কারণ আমি তাঁর বুদ্ধিতে চলি না, নিজে যা ভাল মনে করি তাই করি, সম্পত্তির ভাগ আমি নিজের বুদ্ধিতেই চাচ্ছি, দেওয়ানজির প্ররোচনায় নয়···আমি তো এখন আর নাবালক নই···

বিভা। আচ্ছা ভাই সুপ্রতীক, তোমার আমার মধ্যে দেওয়ানজির কূটচাল চালার সম্ভাবনা যদি না-ই থাকে, তবে এসো তোমাতে আমাতে একটা মিটমাট করা মোটেই কঠিন হবে না; হাজার হ'লেও তো আমি তোমার বড় ভাই, তুমি বিশ্বাস কর বা না কর আমি তোমাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসি···

সুপ্র। হ্যাখো দাদা এসব সেকেলে কথা শুনতে আমার একেবারেই ভাল লাগে না···প্রাণ দিয়ে ভালবাসা, প্রাণ অপেক্ষা ভালবাসা, এসব কথার কোন মানে আছে নাকি? তা ছাড়া সম্পত্তি ভাগের সঙ্গে ভালবাসার কী সম্পর্ক? আমি সম্পত্তি ভাগ করে' আমার ন্যায্য অংশ নিলেই যদি তোমার ভালবাসা উবে' যায়, তবে সে রকম ভালবাসার মূল্য কি?···

বিভা। সুপ্রতীক, যে মাটিতে তুমি আমি জন্ম নিয়েছি, যে মাটির বুকে দুজনায় খেলাধূলো করে' বড় হয়েছি, যে মাটি বুক চিরে' আমাদের ক্ষুধায় অন্ন আর পিপাসায় জল জুটিয়েছে, সেই মাটিকে কি সত্যি সত্যি তুমি শুধু সম্পত্তি বলেই ভাবো, মা বলে' কি একবারও মনে হয় না?···

সুপ্র। তোমার ইচ্ছে হয় তুমি মা বল, বাবা বল, যা ইচ্ছে হয় বল, আমি মাটিকে মাটি, সম্পত্তি বলেই জানি···

বিভা। আচ্ছা তোমার কথাই না হয় মেনে নিলাম, মাটি সম্পত্তিই, কিন্তু সম্পত্তি হিসেবেও এই ব্রহ্মপুর জনপদকে দুভাগ করে' ফেলা কি তোমার বা আমার স্বার্থের অনুকূল হবে? আমাদের এই ব্রহ্মপুরের পশ্চিম অংশে জলের বড় অভাব, আবার দক্ষিণ অঞ্চলে ইন্ধন দ্রব্যের তেমনি অভাব; কাজেই এ সম্পত্তিকে উত্তরদক্ষিণে ভাগ করা যেমন কঠিন, পূর্বপশ্চিমে ভাগ করাও তেমনি কঠিন, কারণ জীবন ধারণ করতে হ'লে আগুন জল দুইয়েরই সমান প্রয়োজন···

সুপ্র। তোমাকে আমার জলের জন্যে ভাবতে হবে না, আমি

মরুভূমির মধ্যে থেকেও যথেষ্ট জল, অতি সুস্বাদু জল, সংগ্রহ করতে পারবো, সে ভরসা আমার আছে…

বিভা। কিন্তু তবু, জন্মভূমিকে দু'টুকরো করে' ফেলা, ভাবতেও যে বুকের মধ্যে কেমন করে…

সুপ্র। বার বার সেই এক কথা…বেশ, এই তবে তোমার শেষ বক্তব্য? তুমি আমাকে আমার পৈতৃক সম্পত্তির ন্যায্য অংশ দিবে না?… আচ্ছা, দেখা যাবে দাও কি না দাও…

(চঞ্চলভাবে বহির্গমন)

বিভা। সুপ্রতীক, ও সুপ্রতীক, যেয়ো না যেয়ো না, শুনে' যাও, আর একটা কথা শুনে' যাও…

দ্বিতীয় দৃশ্য

দেওয়ানজির কর্মগৃহ

সাহেবি ফ্যাসানের একখানি সুন্দর ঘর গদি-আঁটা চেয়ার টেবিল ইত্যাদি দ্বারা সজ্জিত, বাহিরে তৃণাচ্ছাদিত প্রাঙ্গণে দুইখানি বেঞ্চি ; ঘরের মধ্যে দুইখানি পাশাপাশি চেয়ারের একখানিতে বসিয়া দেওয়ানজি, আর একখানিতে সুপ্রতীক ; দুজনেরই হাতে ধূমায়িত সিগারেট ; ঘরখানি উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত।

সময়—রাত্রি ৮টা।

(দেওয়ানজি ও সুপ্রতীক দুজনেই কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকার পর—)

দেও। যে যা বলে বলুক, কারো কথায় কান দিয়ো না, মূলমন্ত্র হিসেবে ধরে' থাকবে ঐ এক কথা, আমি পৃথক হব, আমার সম্পত্তির ভাগ চাই ··

সুপ্র। তা আপনাকে আর বলতে হবে না, এ সাত বছর ধরে' দিনে রাতে পথে ঘাটে শত্রু মিত্র সকলের কাছে ঐ কথা ছাড়া তো আমার কথাই নাই, আমি পৃথক হব, আমার সম্পত্তির ভাগ চাই ; কিন্তু মধ্যে মধ্যে কোন কোন লোক এমন তর্ক তোলে যে তার আর কোন উত্তর দিতে পারিনে ; একেবারে হাতে নাতে প্রমাণ করে' দেয় যে পৃথক হ'লে আমাদের দুজনেরই ক্ষতি, এমন কি আমারই ক্ষতি বেশী, ন্যায়সঙ্গত উত্তর কিছুই ভেবে পাইনে, কিন্তু তবু জোরগলাতেই বলি, না মশায় না, সম্পত্তি ভালয় ভালয় ভাগ করে' দিলেই সদ্‌ভাব থাকবে, নচেৎ দেখবেন রক্তপাত হবে···

দেও। ঠিক ঠিক, সর্বদা বলবে আমার অংশ বুঝিয়ে না দিলে রক্তপাত হবে, চারিদিকে অশান্তি ছড়িয়ে পড়বে, তা হ'লেই তোমার দাদা ভয় পেয়ে যাবে ; ও বোষ্টম্ মানুষ, গীতা পড়েই তো দিন কাটায় ; রক্তপাত টক্তপাতের হাঙ্গামায় যাবে না···

সুপ্র। তা-ই তো মনে হয়, কিন্তু চতুর্দিকের সমস্ত গ্রামের লোক, বিশেষতঃ আমাদের জমিদারির মধ্যে প্রাচীন যারা, সকলেই দাদার পক্ষে ; প্রায় প্রতিদিনই বিকেল বেলায় দুর্গাবাড়ীর অশ্বত্থগাছটার বেদীতে তাদের আড্ডা বসে আর সেই আড্ডায় আলোচনার প্রধান বিষয়ই হ'ল আমাদের এই সম্পত্তি ভাগ···

দেও। করুক তারা আলোচনা, তাদের সবাইকেই জানি, ওদের পালের গোদা হ'ল ঐ দিগম্বর মুখুজ্যে···ঐ লোকটাকে কোন রকমে জেলে পুরতে পারলেই হয়···

সুপ্র। দিগম্বর মুখুজ্যে বড় ঝুনো লোক, ও জেলে যাওয়াকে একেবারেই ভয় করে না···

দেও। তা না করুক, তুমি যদি তোমার দাবীতে ঠিক থাক, তবে দিগম্বর মুখুজ্যে হাজার দল পাকিয়েও কিছু করতে পারবে না···তা ছাড়া সম্পত্তির কাগজপত্র দলিলদস্তাবিজ সমস্ত তো আমার হাতে, খাজনাখানার চাবিও আমারই হাতে, মনে রেখো আমি তোমার পিছনে আছি···

সুপ্র। আপনার ভরসাতেই এভাবে যুঝে' আসছি, জানি না শেষ পর্যন্ত কি হবে; বড়ই সন্দেহ হয় মনে, কারণ সত্যি কথা বলতে গেলে জমিদারিটা ভাগ না করে' দুই ভাই একত্র থাকলে অর্থ সম্মান শক্তি সব দিক্ দিয়েই যে মঙ্গল হয় তা আমিও বিশ্বাস করি, তবে তাকে বড় বলে' মেনে নিতে হবে সেইটেই যে মুশকিল...

দেও। কে বলেছে হে তোমাকে একত্র থাকলে সব দিক্ দিয়ে মঙ্গল ···ওটা একেবারেই সেকেলে ধারণা···নিজের পায়ে দাঁড়া'লে যেমন সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হয়, সর্বদা আর একজনের হাত ধরে' চললে কখনো তা হয় না···একত্র থেকে বড় ভাইয়ের পোঁ ধরে' বেড়া'লে কখনো মানুষ হ'বে সে কথা মনেও স্থান দিও না...

সুপ্র। তা তো দিচ্ছিই না, পৃথক আমি হবই, তবু একটা কথা···

দেও। আর কথা টথা না, আমি তোমাকে শেষবারের মত স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে ইচ্ছা না থাকলে জোর করে' কেউ কখনো দুই পক্ষকে এক জায়গায় রাখতে পারে না···ব্যস্, আর কিছু বলতে চাইনে···

সুপ্র। আপনি রাগ করবেন না যেন, আপনার কাছে মনের কথা সবই খুলে' বলি কি না···

দেও। আরে না না, তোমার উপর কি কখনো রাগ করতে পারি··· তবে তুমি সাবালক হ'লেও এখনো ছেলে মানুষ, তাই তোমাকে সর্বদা চোখে চোখে রাখতে হয়, আর কাজের কথাটা মনে করিয়ে দিতে হয়···আচ্ছা তাহ'লে এখন তুমি এসো, রাত্রি হ'ল···

সুপ্র। (গাত্রোত্থান করিতে করিতে জোড়হস্তে) হ্যাঁ, এখন তবে আসি, নমস্কার···

(প্রস্থান)

দেও। (দাঁড়াইয়া) ও সুপ্রতীক, সুপ্রতীক, একটা কথা (সুপ্রতীকের পুনঃ প্রবেশ) হ্যাঁ সুপ্রতীক, সেই এটা কিন্তু মনে আছে তো ?···

সুপ্র। আজ্ঞে কিসের কথা বলছেন ?···

দেও। আরে সেই···

সুপ্র। দেওয়ানজির মুখের দিকে জিজ্ঞাসাসূচক দৃষ্টিক্ষেপ

দেও। (অপেক্ষাকৃত নীচু গলায়) বলছিলাম কি তোমার সম্পত্তিটা ভাগ হয়ে গেলে পর, ভাগ অবশ্য যাতে তোমার পক্ষে সুবিধাজনক হয় তা আমি করবোই, হ্যাঁ ভাগটা হয়ে গেলে পর আমার প্রাপ্যটা যেন···

সুপ্র। ওঃ হো, সেই কথা, তা কি আপনাকে বলতে হবে···

দেও। আমার প্রাপ্য বলতে অবশ্য তোমার মনে আছে তো আমি নিজে কিছুই চাইনে—আমার আর ক'দিনই বা বাকি, প্রভু এখন নিলেই হয়,—আমার বড় ছেলেটাকে তোমার জমিদারিতে স্থান দিও, এই আমার অনুরোধ···

সুপ্র। আপনি আমাকে লজ্জা দিবেন না দেওয়ানজি, আপনি আমাদের জন্যে এত করেছেন আর আমি আপনার এই উপকারটুকু করবো না, আমাকে অতটা অকৃতজ্ঞ ভাববেন না···

দেও। আমার বড় ছেলেকে তো তুমি দেখেছ, বিষয়কর্মে সে আমার চেয়ে বুদ্ধি বেশী বই কম রাখে না···

সুপ্র। আপনাকে আর ও সম্বন্ধে কিচ্ছু বলতে হবে না, আমি তিন সত্য করে আপনাকে কথা দিচ্ছি আমি আপনার বড় ছেলেকে আমার জমিদারির দেওয়ান করবোই, অন্যথা হবে না···

দেও। দয়াময় প্রভু তোমার মঙ্গল করুন, আচ্ছা এখন তবে এসো, রাত্রি হ'ল···

সুপ্র। আচ্ছা দেওয়ানজি নমস্কার···

(নমস্কারান্তে প্রস্থান)

দেও। (বাহিরের দিকে দৃষ্টিক্ষেপণপূর্বক ঈষৎ হাসিয়া) মূর্খ দেশদ্রোহী ভ্রাতৃঘাতী পিশাচ!···নিজের পায়ে দাঁড়াবেন উনি, তাঁর মহিমায় পিতামাতা

পূর্বপুরুষ সকলের মুখ উজ্জ্বল হবে, তাঁর জয়গানে সারা দেশ মুখরিত হবে!··· বাবাজি জানেন না তো নিজের বিদ্যাবুদ্ধির দৌড় কতদূর···আমি যদি পিছনে না থাকি তা হ'লে তো বাছাধনের একখানা চিঠির খসড়া করতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়, জমিদারি চালাবেন উনি! বড় ভাইটে ফোঁটা কেটে গীতা নিয়ে বসে' থাকলে হবে কি, বুদ্ধি যেন কুশাগ্রের মত তীক্ষ্ণ···বড় ভাইটের মস্তিষ্কের সঙ্গে এই বলিবর্দের দেহটার যদি মিলন হ'ত, তা হ'লে এরা কী না করতে পারতো...কিন্তু যাক্‌গে সে কথায় আমার কাজ কি...তারা দুজনে এক হয়ে যদি জমিদারি চালানোর ভার নেয়, তবে তো সঙ্গে সঙ্গে আমাকে তল্পি-তল্পা গুটা'তে হবে, কাজেই এ দুজনাকে আমার ভিন্ন করতে হবেই··· একবার ভিন্ন করে নিই, তারপর চাঁদকে বাঁদরনাচ নাচাব···তারপর, তারপর, একভাগের মাটিতে শিকড় গাড়্‌তে পারলে অপর ভাগটাও, হাঃ হাঃ যাক্ সে এখন অনেক পরের কথা···ভজা, ওরে ভজা, দরজা টরজা বন্ধ কর্···

তৃতীয় দৃশ্য

দুর্গাবাড়ীর সংলগ্ন অশ্বত্থতলা

প্রাচীরবেষ্টিত অঙ্গনের ভিতর হইতে সু-উচ্চ শিবমন্দিরের চূড়া দৃশ্যমান; প্রাচীরের গা ঘেঁষিয়া বাহিরে একটি প্রকাণ্ড অশ্বত্থবৃক্ষ; বৃক্ষের গুঁড়ির চতুর্দিকে অনেকটা জায়গা বাঁধানো এবং বাঁধানো জায়গার দুই প্রান্তে ইষ্টকনির্মিত দুইটি বসিবার বেদী। বেদী দুইটির উপর উপবিষ্ট গ্রাম্য প্রাচীনগণ কিঞ্চিত উত্তেজিতভাবে আলোচনায় নিযুক্ত।

সময়: বিকাল ৫ টা

চাটুজ্যে। তা যা-ই বল ঘোষাল, সব সময়ে অত আইনের দোহাই দিলে সমাজ চলে না···মা বাপের সঙ্গে ছেলে মেয়ের সম্বন্ধ, ভাইয়ের সঙ্গে ভাইয়ের সম্বন্ধ, এ সবের উপর কি তোমার ঐ একশ চুয়াল্লিশ ধারা খাটে···

ঘোষাল। কেন খাটবে না, আলবত খাটবে, একশ'বার খাটবে, মা বাপ ছেলেমেয়ে ভাইবোন তো দূরের কথা, স্বয়ং ভগবান্ যদি মনুষ্যদেহ ধারণ করে' আমাদের মধ্যে দেখা দিতেন, তবে তাঁকেও ফৌজদারি দেওয়ানি সব আইন মেনে চলতে হত···

চাটুজ্যে। তুমি তা হ'লে বলতে চাও আইনের কাছে দয়া মায়া ভক্তি ভালবাসা এসব কিছুই না···

ঘোষাল। ভালবাসবে আইন মেনে, ভক্তি করবে আইন মেনে, পুজো করবে, কীর্তন করবে, নাচবে, গাইবে, সব আইন মেনে···

মুখুজ্যে। ঘোষাল তুমি তো বড্ড আইনের মহিমা শিখেছ হে, প্রতি পদে, প্রতিটি কাজে যদি আইনকে সেলাম ঠুকে' চলতে হয়, তবে দেখবে কিছুদিনের মধ্যেই শিরদাঁড়া নুইয়ে পড়েছে···মধ্যে মধ্যে একটু আধটু আইন ভাঙ্গা ভালো হে; তাতে মনুষ্যত্ব বাড়ে বই কমে না···

বাঁড়ুজ্যে। কথাটা ঠিকই বলেছ দাদা, কিন্তু সবাই মিলে' যদি আইন ভাঙতে আরম্ভ করি, তবে সমাজের অবস্থা কি হবে একবার ভেবে দেখেছ?···

মুখুজ্যে। খুব দেখেছি, সে চিন্তা তোমাকে করতে হবে না ; একশ' জন তো দূরের কথা, হাজার জনের মধ্যেও একজন লোক খুঁজে' পাবে না যে একটা ভালো কাজের জন্যে আইন ভাঙ্গতে সাহসী হবে…এই ধর না আমাদের জমিদারের ছেলে দুটো, সুপ্রতীক আর বিভাবসু, সুপ্রতীকবাবু জিদ ধরেছেন তাঁকে পৈতৃক সম্পত্তি ভাগ করে' দিতে হবে, আইনও বলছে ভাই যদি চায় তবে সম্পত্তি তাকে ভাগ করে' দিতে হবে, কিন্তু ঐ জমিদারি, অমন সুন্দর জমিদারি, ও কি আর ভাগ করলে কিছু থাকবে হে বাঁড়ুজ্যে…আমি যদি বিভাবসু হ'তেম তবে ঐ সুপ্রতীকটাকে কানে ধরে' বলতেম কি জানো? বলতেম, যদি ভাইয়ের মত একসঙ্গে থাকতে ইচ্ছে না হয়, তবে আয় শত্রুর মত লড়াই দে, লড়াই না করে' তোকে আমি এই সুন্দর জন্মভূমিটা ছারখার করতে দিচ্ছি না…কিন্তু বিভাবসু তো গীতা পড়েই দিন কাটায়, ওর কি সে সাহস হবে…ওরকম আইনের মুখে মারতে হয় কী আর বলবো…

বসু। ভাল কথাটা তুলেছ ভাই দিগম্বর, বল তো এই জমিদারপুত্র-দুটির ঝগড়া কতদূর গড়া'ল…

মুখুজ্যে। গড়িয়েছে অনেক দূর…না গড়িয়ে কি উপায় আছে…ঐ ঝুনো দেওয়ানটি পিছনে বসে' বসে' যে কলকাঠি নাড়ছেন তাতে ইচ্ছে থাকলেও দুই ভাইয়ে মিলতে পারবে না…

গুপ্ত। হ্যাঁ, ঐ একটি লোক, বাপ্‌রে বাপ্, এমন পাকা ভণ্ড দ্বিতীয় একটি খুঁজে' বের করা কঠিন…ঐ যে চাণক্যের না কার একটা কথা আছে না, মনসা চিন্তিতং কর্ম বচসা ন প্রকাশয়েৎ, তা এই ব্যাটা দেড়েলের চরিত্রে যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে…একবার একটা সামান্য কাজে ব্যাটার কাছে যেতে হয়েছিল, মিনিট পনের বোধ হয় ওর সঙ্গে কথা হয়, তার মধ্যেই বুঝলাম হ্যাঁ ইনি বিক্রমাদিত্যের সভার নবরত্নের একটি রত্ন হওয়ার উপযুক্ত লোক…

গুহ। একটু বলই না গুপ্ত কি আলোচনা হয়েছিল যা তোমার মনে একবারে এমন হয়ে গেঁথে গিয়েছে…

গুপ্ত। কী যে বলছো তুমি গুহ, সে একটা অসম্ভব ব্যাপার, চোদ্দ জন্ম ঘুরে' এলেও আমার ক্ষমতা হবে না যে তার সেই সব কথা আমি গুছিয়ে বলি, সে একেবারে জিলিপির পাক হে, অমৃতি জিলিপি…

বসু। যাক্ গে মরুক গে তার জিলিপির পাক, দিগম্বর তুমি ভাই একটু বল তো সুপ্রতীক বিভাবসুর কোন্দলটা এখন কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে…

মুখুজ্যে। সম্পত্তি ভাগ ওদের হবেই…

বসু। বটে বটে…

মুখুজ্যে। হ্যাঁ নিঃসন্দেহ, বড় ভাই যতই মিটমাটের আগ্রহ দেখায়, ছোটজনা ততই আরো বেঁকে দাঁড়ায়, এরকম করলে কি আর দুই পক্ষ এক জায়গায় থাকতে পারে…

কুণ্ডু। তা আর বলতে, অন্নের মধ্যে এই আমাকে দিয়েই ছাখো না…কী-ই বা বাবা রেখে গিয়েছিলেন, সেই ভিটের মাটিটুকু, গোটা কয়েক বাঁশ-ঝাড় আর একখানা আমের বাগান, কিন্তু তারই ভাগ নিয়ে আমাকে কী নাস্তানাবুদই না করেছিল আমার গুনের ভাই শ্যামাচরণ…

পাল। কিন্তু কুণ্ডুদা আজকাল তো ওপাড়ার লোকেরা শ্যামাচরণবাবুর প্রশংসায় পঞ্চমুখ…

কুণ্ডু। আরে রাখো তোমার পঞ্চমুখ ··দুপয়সা হাতে হলে সবাই তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়, কিন্তু শ্রীমান্ শ্যামাচরণের ভিতরকার খবর আমার চেয়ে তো আর বেশী কেউ জানে না…

সেন। যাক্ নিজেদের ব্যক্তিগত ব্যাপার এখানে তুলে' লাভ নাই·· কিন্তু এই দুই ভাইয়ের ঝগড়াতে আমাদেরকে ভাবিয়ে তুলেছে…সম্পত্তিটা সত্যি সত্যি যদি ভাগ হয়ে যায় তবে আমাদের কপালে কষ্ট আছে…কারণ শুনছি নাকি ভাগ যদি হয়-ই, তবে গাছপালা, মাঠঘাট, খালবিল, হাটবাজার সবই ভাগ হবে; খালের এপার থেকে ওপারে গেলে ট্যাক্স লাগবে; আমাদের এ পাড়ার লোক যদি ঘোষপাড়ার হাটে বেচাকেনা করতে যায় তবে তাদের ট্যাক্স লাগবে, আবার ঘোষপাড়ার লোক যদি আমাদের এ পাড়ার হাটে বেচাকেনা করতে আসে তবে তাদেরও ঠিক সেই পরিমাণ ট্যাক্স দিতে হবে… আর সব থেকে বড় বিপদ্ হবে নাকি এক ভাইয়ের জমিদারিতে যে টাকা পয়সা চলবে অপর ভাইয়ের জমিদারিতে তা চলবে না…এরকম করে' কি মানুষ বাঁচে বাপ্‌রে বাপ্…আমি তো ঠিক করেছি যে দিন আমাদের এই দেশ ভাগ হয়ে যাবে, তার পরদিনই তলপি-তল্‌পা গুটিয়ে সপরিবারে অন্য কোথাও চলে যাব…ঐ যে ঐ ছাখো দেওয়ানজি যেন আমাদের এদিকেই আসছেন…

কুণ্ডু। হ্যাঁ, তাই তো, দেওয়ানজিই তো বটে…এই যে আসুন

আসুন দেওয়ানজি, এদিকে কি মনে করে'…(ছড়িহস্তে দেওয়ানজির প্রবেশ) বসুন বসুন, এই যে এইখানটায় বসুন…

দেও (বসিতে বসিতে)—এলাম একবার আপনাদের এদিকেই, অনেকদিন আপনাদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হয় নি…তা' পরে মুখুজ্যে মশায় আছেন কেমন ?…

মুখুজ্যে। আমাদের আর থাকা…এই যেমন রেখেছেন আপনারা!…

দেও। কেন কেন একথা বলছেন কেন, আপনাদের ভালমন্দ থাকা না থাকায় আমাদের কী হাত আছে যে…

গুপ্ত। কী যে বলেন দেওয়ানজি, আমাদের জীবন-মরণ আপনার হাতে, আর আপনি বলছেন কিনা!…

দেও। কি রকম, আমার হাতে আপনাদের জীবন মরণ! কথাটা বুঝিয়ে বলুন তো ভাল করে'…

গুপ্ত। কথাটা বোঝা আপনার পক্ষে একেবারেই কঠিন হওয়া উচিত নয়…কথাটা হচ্ছে এই যে এই ব্রহ্মপুর পরগণার মঙ্গলামঙ্গল, এর ভবিষ্যৎ, সম্পূর্ণ ই আপনার হাতে…

দেও। ও না না না, সেটা আপনাদের ভুল ধারণা; আমি আপনাদের সুপ্রতীকবাবু আর বিভাবসুবাবুকে পরামর্শ না করে' কিছুই করি নে…তাঁরা বয়ঃকনিষ্ঠ হ'লেও মনিব, আমি তাঁদের ভৃত্য মাত্র…

মুখুজ্যে। সে তো ভাল কথা দেওয়ানজি, কিন্তু এই জমিদারি ভাগ সম্বন্ধে দুই ভাইয়ের কি মতামত, আর আপনি তাঁদেরকে এ বিষয়ে কি পরামর্শ দিচ্ছেন, সেটা আমাদের জানা'লে বড় উপকার হয়…

দেও। হ্যাঁ, তা তো বটেই…তবে তাঁদের মনের কথা আমি কি করে' জানবো, আমার কাছে তাঁদের অন্তরের কথা তাঁরা পরিষ্কার করে' বলেন খুব কমই, বিশেষতঃ বিভাবসুবাবু…

মুখুজ্যে। আচ্ছা বিভাবসুবাবুকে না হয় বাদই দেন, ছোটভাই সুপ্রতীকের কি মত তা জানলেও অনেকটা বোঝা যাবে ব্যাপার দাঁড়াবে কি রকম…

দেও। ছোট ভাইয়ের ইচ্ছা আমি যতটা বুঝি সম্পত্তি ভাগ করে' নিয়ে ভিন্ন হওয়া…আমি তো কত করে' বোঝাবার চেষ্টা করি দুই ভাই একত্র থাকলে সবদিক দিয়েই মঙ্গল, সুপ্রতীকবাবু সে কথা যেন গ্রাহ্যই করেন না…

চাটুজ্যে। আপনি দেওয়ানজি ছোটবাবুকে একটু ভাল করে' বোঝাবার চেষ্টা করবেন যে আইন অনুসারে দুই ভাইয়ে ভিন্ন হওয়ার অধিকার থাকলেও অন্তরের টান, জন্মভূমির মায়া, এসব কি কিছুই না...আমরা তাঁদের প্রজা, এই দেশের মাটিতে পুরুষপুরুষানুক্রমে বাস করে' আসছি, আমাদের মতামতও তো তাঁদের একটু শুনতে হয়...

বাঁড়ুজ্যে। আইন মেনে চলা অবশ্য আমাদের সকলেরই উচিত, কিন্তু তাই বলে' আমরা কেহই এটা চাই না যে খালের এপার থেকে ওপার গেলেই আমরা ট্যাক্স দিব কিংবা ঘোষপাড়ার হাটে জিনিস কিনতে গেলেই ট্যাক্স দিব, তা আমরা কেউ সহ্য করতে পারবো না...

দেও। সে তো ঠিকই, কিন্তু সুপ্রতীকবাবুকে তো আমি কিছুতেই বুঝিয়ে উঠতে পারছিনে...

মুখুজ্যে। দেখুন দেওয়ানজি, এই ব্রহ্মপুর পরগণার উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম, সমস্তটাকেই আমাদের জন্মভিটে বলে' মনে করি, সুপ্রতীক বাবুর জিদে আপনি যদি আমাদের এই ভিটে ভাগে রাজি হন, তবে বড়ই গোলমাল হবে আপনাকে জানাচ্ছি; আমি পরগণার প্রায় প্রত্যেকটি লোকের মত জানি, তাদের হয়েই আপনাকে একথা বললাম...

দেও। তবে এক কাজ করুন না আপনারা কয়েকজন একদিন সমস্ত প্রজার পক্ষ হয়ে সুপ্রতীকবাবুদেরকে সব কথা পরিষ্কার করে' বলুন গে, আমাকে এই ভ্রাতৃবিরোধের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেন...আমার এ ব্যাপারে স্বার্থই বা কি, তাছাড়া আমার দিনও শেষ হয়ে এসেছে, কবে আছি কবে নাই কে জানে...

গুপ্ত। সে কি দেওয়ানজি, আমাদের এখানকার প্রত্যেকের চেয়ে আপনার শরীর ঢের ভাল, আপনার চুলগুলো সব পেকে গিয়েছে তাই...

দেও। হাঃ হাঃ হাঃ আপনি বলেছেন ভাল, চুলগুলো পেকে গিয়েছে তাই...আমার বয়সের খোঁজ রাখেন কিছু, আমার যেবার জন্ম হয় সেবার সেই ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়েছিল যাতে আপনার এ অঞ্চলের বারো আনা লোক মারা যায়...যাক্ তা হ'লে আপনারা একদিন চলুন জমিদারির মালিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ একটা বোঝাপড়া করে' আসুন, কেমন...

মুখুজ্যে। তাই যাওয়া যাক্ তবে, কি বলেন চাটুজ্যে মশায়, কি বলহে গুপ্তভায়া?...

চাটুজ্যে, গুপ্ত (একসঙ্গে)—হ্যাঁ সেই ভাল, দেওয়ানাজকে তা হ'লে এখনই একটা দিন বলে' দেওয়া যাক, তাড়াতাড়ি যাওয়াই ভাল···

মুখুজ্যে।. আসছে বৃহস্পতিবারে, কি বলহে তোমরা···

কুণ্ডু। বৃহস্পতিবারে আবার বারবেলা টারবেলা আছে···

মুখুজ্যে। না না আসছে সপ্তাহে বৃহস্পতিবার ছাড়া আমার স্থবিধা হবে না, ঐ দিনই চল ··

সকলে। আচ্ছা আচ্ছা তবে তাই যাওয়া যাক্··

দেও। বেশ, আমি তা হ'লে তাঁদেরকে তা-ই বলবো···(গাত্রোত্থান করিয়া) আপনারা বুঝি এখনও খানিকক্ষণ বসবেন, আমি তবে এখন আসি···

(প্রস্থান)

গুপ্ত। ঘুঘু···

চাটুজ্যে। শকুন···

মুখুজ্যে। আহা তোমরা গালাগালি কর কেন? শোন, আজ রাত্রে তোমরা সবাই একবার আমার ওখানে যেয়ো, একটু পরামর্শ করতে হবে···

গুপ্ত। হ্যাঁ একটু পরামর্শের তো দরকারই···

ঘোষাল। গুপ্তভায়া তোমার আইনের বই দুচারখান যা আছে নিয়ে যেয়ো, কাজে লাগবে দেখো···

মুখুজ্যে। চল আর সব এখনকার মত, (মন্দিরে ঘণ্টার শব্দ) সন্ধ্যা আরতির সময় হল···

(সকলের গাত্রোত্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

গ্রামের বাহিরে নদীতীর

নদীর ওপারে সূর্য অস্ত গিয়াছে ; গ্রামের দিকে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে, কিন্তু উন্মুক্ত নদীতীর পশ্চিম আকাশের আলোতে এখনও আলোকিত ; তৃণাচ্ছাদিত উচ্চ নদীতীরের উপর সুপ্রতীক একাকী বসিয়া। দূর হইতে সন্ধ্যারতির কাঁসরঘণ্টার শব্দ ভাসিয়া আসিতেছে।

সুপ্র (স্বগত)—কী যে করি ভেবে ঠিক করতে পারছি নে···দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ভেবেই চলেছি, ভাবনার শেষ নাই, সমস্যারও সমাধান নাই···যত গোলমালের মূল ঐ ভণ্ড দেওয়ান, আমার মঙ্গলামঙ্গল চিন্তায় বুড়োর চোখে ঘুম নাই, আমি বড় ভাইয়ের শাসন এড়িয়ে স্বাধীন হব, নিজের পায়ে দাঁড়াব, জগতের সামনে আমার ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পাবে, ওঁর শুধু দেখে সুখ, কোন স্বার্থ নাই···স্বার্থ নাই! আমি এতই বোকা, কিছু বুঝি নে, দিনে দিনে জমিদারিটা, যাক, না না, এ বুড়োর থপ্পর থেকে বেরিয়ে আসতেই হবে···কিছু ভাগ না হয় দাদাই বেশী পেল, তবু দেশের টাকাটা দেশে থাকবে তো···তা ছাড়া ইচ্ছে হ'লে আমিই সমস্ত সম্পত্তি দেখাশোনা করতে পারি তা তো দাদা নিজে বলেছে, তাকে শুধু তার গ্রাসাচ্ছাদনের খরচটা দিলেই হবে··শুধু গ্রাসাচ্ছাদনই বা কেন, আমার অংশে কম না পড়লেই হ'ল···সেই ভাল, একসঙ্গেই থাকি, কাজ কি একটা চিরন্তন ঝগড়া বাধিয়ে রেখে···ঝগড়ার ফল শেষ পর্যন্ত কি হবে কে বলতে পারে, বুদ্ধি যে তার বেশী তাতে তো কোন সন্দেহ নাই, দেশের কম সে কম বারো আনা লোকও তো তার পক্ষে··· (গাত্রোত্থানপূর্বক কিছুক্ষণ স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া) এই যে নদীর কুলকুল শব্দ, নদীর ওপারে ঐ সোনালি আকাশ, গ্রাম থেকে ভেসে আসছে কাঁসর ঘণ্টার শব্দ, পাখীরা সব দলে দলে ফিরে' যাচ্ছে নিজের বাসায় মায়ের কোলে সন্তানের মত···সত্যি একি শুধু মাটি,

এ কি শুধু জমিদারি, এ যে মায়ের কোলের মতই স্নিগ্ধ, শান্ত, মধুর…মা, তুমি আমার মা…

(দেওয়ানজির প্রবেশ)

দেও। (দূর হইতে ডাকিতে ডাকিতে সুপ্রতীকের দিকে গমন) সুপ্রতীক, সুপ্রতীক, এখানে এই সন্ধ্যাবেলায় একা বসে' মা মা করে' কাকে ডাকছো?…

সুপ্র। কে, আমি? আমি আবার কাকে ডাকছিলাম?…

দেও। কেন এই যে মা, তুমি আমার মা বলে' বেশ জোরে জোরে ডাক দিচ্ছিলে আমি শুনলাম…

সুপ্র। শুনেছেন নাকি? হ্যাঁ ডাকছিলাম, মাকেই ডাকছিলাম…

দেও। মাকে? তোমার মা? তিনি তো আজ কতদিন হ'ল, তোমার যখন এক বৎসর বয়স তখন…

সুপ্র। আপনি ভুল বুঝেছেন, আমি ডাকছিলাম আমার এই জন্মমাটিকে…

দেও। (একটু স্তব্ধ থাকিয়া) তাই নাকি, তা হ'লে তোমাকেও ব্যারামে ধরল…

সুপ্র। (নদীর পরপারের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া) দেওয়ানজি, নদীর ওপারে ঐ যে গায়ে গায়ে ঘেঁষাঘেঁষি করে' প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছগুলো দাঁড়িয়ে আছে, ওদের ডালে ডালে পাখীরা কি রকম কলরব করছে শুনছেন?…

দেও। হ্যাঁ শুনছি বৈ কি…একথা জিজ্ঞাসা করছো কেন বল তো…

সুপ্র। বলতে পারেন, ঐ পাখীদের অত আনন্দ কেন? আনন্দে যেন পাগল হয়ে গিয়েছে…

দেও। সারাদিনের পর নিজ নিজ বাসায় ফিরেছে কিনা…আনন্দ তো হবারই কথা…

সুপ্র। বাসা? শুধু গাছের ডাল? আর কিছু না? গাছ তো কতই আছে দেওয়ানজি, কিন্তু সে সমস্ত ফেলে, নদীনালা, গ্রাম-গ্রামান্তর পার হয়ে ক্লান্ত পক্ষপুটে ঐ বিশিষ্ট একটি গাছের কোলে এসেই আশ্রয় নেয় কেন? এ কী প্রাণের টান, কী মায়ার বাঁধন…

দেও। সুপ্রতীক, প্রলাপ বকো' না…মায়াটায়া কিছুই নয়, এ শুধু অন্ধ সহজপ্রবৃত্তি মাত্র, blind instinct, আর কিছু নয়…

সুপ্র। Instinct, blind instinct, বেশ হোক্ blind instinct, মাতৃস্নেহ তো instinctই, শিশু যে ভয়ে, ক্ষুধায়, মায়ের বুক আঁকড়ে' ধরে, সেও তো instinctই...instinct বললেই সমস্ত প্রশ্নের সমাধান হয়ে গেল! আমি বলি, এ অনন্তধারায় প্রবহমান প্রাণের খেলা, বিশ্বের শাশ্বত আদিম রহস্য, জীবজগতের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, এই শক্তির আকর্ষণেই মাতৃবক্ষ শিশুকে টানে, বৃক্ষশাখা দিনের শেষে পাখীকে টানে…

দেও। সুপ্রতীক, তুমি যে দেখছি দার্শনিক হয়ে উঠলে, তোমার মুখে এর আগে এরকম কথা তো কখনো শুনি নি, কোথায় শিখলে এসব অর্থহীন বাগাড়ম্বর বল তো…

সুপ্র। দেওয়ানজি, আমি সম্পত্তি ভাগ করতে চাই না, আমরা দুজনে একত্র থেকেই জমিদারির উন্নতির চেষ্টা করবো…

দেও। সে তো অতি উত্তম কথা, আমার তাতে কিছুই বলবার নাই; তোমরা দুজনে একসঙ্গে মিলে' মিশে' থাক, জমিদারির উন্নতি কর, সকলে তোমাদের প্রশংসা করুক, আমি দূর থেকে শুনে' সুখী হব, কারণ আমার বয়স হয়েছে, শরীর খারাপ, তোমরা নিজেদের সম্পত্তি বুঝে' নিলে আমি কালই দেওয়ানি থেকে অবসর গ্রহণ করি; তবে একটা কথা তোমাকে বলি, যদি মনে কিছু না কর…

সুপ্র। বলুন না, শতবার বলুন, আপনার কথা কি আমি কখনো অবহেলা করেছি··

দেও। না না না, অতটা ভক্তির যোগ্য আমরা নই, গ্রামের প্রাচীনরা তো আমার উপর খুবই চট', কত কথাই বলে, আমি তো তোমাদের জমিদারির বেতনভোগী ভৃত্য মাত্র…এই তো নিজকানে শুনে' এলাম দুর্গাবাড়ীর আড্ডায় বসে' দিগম্বর মুখুজ্যে আমার কী শ্রাদ্ধই না করছে ··

সুপ্র। কি রকম?…

দেও। রকম আর কি…আমিই নাকি তোমাকে মন্ত্রণা দিয়ে সম্পত্তি ভাগ করাচ্ছি, তোমার নিজের বুদ্ধি তো কিছুই নাই, তুমি নাকি একটা…যাক আর সে সব কুকথা তোমাকে শুনিয়ে লাভ কি…তারাই তো তোমার বন্ধু…

সুপ্র। আমি একটা…কি, গাধা, না?…

দেও। গাধা হ'লে তো ভালই ছিল...

সুপ্র। তবে, বলুন তো ওরা কী বলেছে আমাকে, গাধারও অধম আমি! আচ্ছা...ও দিগম্বর মুখুজ্যেকে একবার দেখে নিব আমি কতখানি তেজ ও বুড়ো বামুনের...কী বলেছে আমাকে ও বলুন তো...

দেও। সে কথা আমার মুখ দিয়ে বেরোবে না সুপ্রতীক, যতই তোমার শত্রু হই না কেন আমার একটু ভদ্রতাজ্ঞান আছে বলে' মনে করি...কিন্তু শোন সুপ্রতীক, দিগম্বর মুখুজ্যেরা এই বৃহস্পতিবারে তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসছে, তোমাদের দুজনের সঙ্গেই, সম্পত্তি যাতে ভাগ না হয় এ অঞ্চলের লোকের সেই দাবী তোমাদেরকে ভাল করে' বুঝিয়ে দিতে, অর্থাৎ মেনে নিতে বাধ্য করতে...

সুপ্র। বটে...আচ্ছা, কিন্তু গাধার কাছে কেন...গাধার অধম আমি, গাধা, গাধা, (উত্তেজিতভাবে পায়চারি করিতে করিতে) আমি গাধা, না আমি কি বলুন দেওয়ানজি ওরা আমাকে কী বলেছে, আপনাকে বলতেই হবে...

দেও। সুপ্রতীক, বাবা, স্থির হও সামান্য কথায় এত চঞ্চল হ'লে চলবে কেন...

সুপ্র। (কাঁপিতে কাঁপিতে) সামান্য কথা, সামান্য কথা, আপনাকে বলে' রাখছি দেওয়ানজি, এর পরে ঐ দিগম্বর মুখুজ্যে বা তার দল, সত্যি হোক মিথ্যা হোক, যেটাকে পূর্ব বলবে আমি সেটাকে পশ্চিম বলবো, ওরা যেটাকে সাদা বলবে আমি সেটাকে কালো বলবো, যেটাকে গরম বলবে আমি সেটাকে ঠাণ্ডা বলবো, এমন কি দুয়ে দুয়ে চার বললে আমি পাঁচ বলবো, যেখানেই হাঁ বলবে সেখানেই না বলবো...গাধা, খচ্চর, উল্লুক...

দেও। আহা হা ছেলেমানুষি কর কেন সুপ্রতীক, ওসব বাক্‌সর্বস্ব আড্ডাবাজদের কথায় তুমি অত চঞ্চল হয়ো না...বৃহস্পতিবার ওরা আসবে তোমাকে ভজা'তে, তোমার কি বলার আছে না আছে ঠিক মতামত তৈরী করে' রেখো'...চল এখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে, বাড়ীর দিকে যাওয়া যাক...

সুপ্র। দেওয়ানজি, সম্পত্তি ভাগ হবে, কাল সকালে একবার আপনার কাছে যাব...

দেও। আবার আমার কাছে কেন, তুমি যা ভাল বোঝ তাই করো', আমি আর তোমাদের এই গণ্ডগোলের মধ্যে থাকতে চাই নে...আর ছাখো

সুপ্রতীক, ঘণ্টায় ঘণ্টায় মত পরিবর্তন একেবারেই ভাল নয় ; এই একটু আগে বললে তুমি সম্পত্তি ভাগ করতে চাও না, আবার এখনই বলছ সম্পত্তি ভাগ হবে, কাল সকালে ফের বলবে, না সম্পত্তি ভাগে কাজ নাই···আগে মতি স্থির কর, তার পর যার সঙ্গে ইচ্ছে সলাপরামর্শ করো', শুধু শুধু সময় নষ্ট করে' লাভ কি···

সুপ্র। আর আমার মত পরিবর্তন হবে না দেওয়ানজি, আমি শেষ কথা আপনাকে বলছি, আপনি অবশ্য অবশ্য বাড়ীতে থাকবেন, আপনার সঙ্গে পরামর্শ না করলে আমার চলবে না, আপনিই আমার সব চেয়ে বড় বন্ধু···

(পদধূলি গ্রহণ)

দেও। কি করো কি করো সুপ্রতীক···যখন ইচ্ছে এসো তুমি, তোমার অনুরোধ কখনো আমি ফেলেছি···চল···ওঃ এত অন্ধকার হয়ে পড়েছে এর মধ্যে···

(প্রস্থানোদ্যম)

পঞ্চম দৃশ্য

দেওয়ানজির কর্মগৃহের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ

তৃণাচ্ছাদিত প্রাঙ্গণে সাধারণতঃ যে দুইখানি বেঞ্চি থাকে তাহার নিকটে কয়েকখানি চেয়ার পাতা, মধ্যে একখানি গোল টেবিল; টেবিল ঘিরিয়া দেওয়ানজি, দিগম্বর মুখুজ্যে, বিভাবসু ও সুপ্রতীক এবং বেঞ্চিদুইখানিকে ও অন্যান্য চেয়ারে চাটুজ্যে বাঁড়ুজ্যে প্রমুখ প্রাচীনগণ উপবিষ্ট। টেবিলের উপর মধ্যস্থলে পুষ্পাধারে পুষ্পগুচ্ছ রক্ষিত। সময় বৈকাল, রৌদ্র পড়িয়া আসিয়াছে। একজন ভৃত্য গ্লাসে গ্লাসে সকলকে শীতল পানীয় বিতরণ করিতেছে; দেওয়ানজি ধূমপানে নিযুক্ত, মুখুজ্যে মহাশয় টেবিলের উপরিস্থ একখানি পুস্তকের পাতা উল্টাইতেছেন।

দেও। ওরে, গুপ্ত মশায়ের সরবতে একটু বেশী করে' বরফ দিস···

বাঁড়ুয্যে। শুধু গুপ্ত মশায়কে কেন, আমাকেও বরফ একটু বেশী করে' দাও হে, বিশেষ রকম ঠাণ্ডা না হ'লে সরবত আমার একেবারেই ভাল লাগে না···

দেও। মুখুজ্যে মশায় আপনাকে একগ্লাস ঘোলের সরবত ··

মুখুজ্যে। আজ্ঞে না, আমার কিছু দরকার নাই, আমি রাস্তায় বেরোনর পর গরম নুনজলে গলা না ধুয়ে কিছুই খাই নে···এদিকে বেলাও শেষ হয়ে আসছে, কাজের কথা আরম্ভ করা যাক, কি বলেন···

দেও। হ্যাঁ নিশ্চয়, বিভাবসু সুপ্রতীক, তা হ'লে এঁরা এখন যে কাজে এসেছেন তাতে মন দেওয়া যাক···মুখুজ্যে মশায়, আপনিই তবে আরম্ভ করুন···

মুখুজ্যে। সুপ্রতীকবাবু, বিভাবসুবাবু, আমরা যে জন্যে আপনাদের কাছে এসেছি তা দেওয়ানজি আপনাদেরকে আগেই জানিয়েছেন, কাজেই আর সময় নষ্ট না করে' একবারে আপনাদেরকে আমাদের বক্তব্য নিবেদন করি; আপনাদের জমিদারি ব্রহ্মপুর পরগণার সমস্ত প্রজার পক্ষ থেকে আমরা অনুরোধ করছি এই জমিদারি যেন ভাগ করা না হয়, আপনারা দুই ভাইয়ে একত্র থেকে প্রজাদের মঙ্গলার্থে জমিদারির দেখা-শোনা করবেন···

সুপ্র। সমস্ত প্রজার পক্ষ থেকে আপনি বললেন, কিন্তু আমি জানি বিস্তর প্রজা আছে যারা জমিদারি ভাগ হওয়াই চায়, যারা বলে জমিদারি ভাগ না হ'লে রক্তপাত হবে…

মুখুজ্যে। হ্যাঁ কিছু লোকের সে মত আছে জানি, আপনাকেই তারা তাদের মুখপাত্র করেছে তাও জানি, সেই জন্যে আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করছি আপনি তাদেরকে একটু বুঝিয়ে বলবেন যে জমিদারি ভাগ হয়ে গেলে তাদের লাভ চেয়ে ক্ষতিই বেশী হবে; এখন তারা তা বুঝতে পারছে না, কিন্তু সত্যি সত্যি যদি ভাগ হয় তখন বুঝতে পারবে…

সুপ্র। ভাগ হ'লে লাভ চেয়ে ক্ষতি বেশী হবে তা আমি নিজেই বিশ্বাস করি না মুখুজ্যে মশায়, তাদেরকে বোঝাব কি করে' ?…

মুখুজ্যে। আপনি বিশ্বাস করেন না ক্ষতি হবে ?…

সুপ্র। ক্ষতি চেয়ে লাভ বেশী হবে…

মুখুজ্যে। বটে !…

সুপ্র। হ্যাঁ…

মুখুজ্যে। নদীটা কার ভাগে পড়বে বলতে পারেন, আপনার না আপনার দাদার ?…

সুপ্র। রাজনগর পর্যন্ত দাদার ভাগে, তার পর আমার…

মুখুজ্যে। যদি রাজনগরের উত্তরে নদীতে চর পড়ে',—পড়তে তো আরম্ভ হয়েছে,—যদি চর পড়ে' আপনার অংশে জল আসা বন্ধ হয়ে যায় তবে কি করবেন ?…

সুপ্র। সে ক্ষেত্রে অবশ্য এক সঙ্গেই কাজ করতে হবে…

বিভা। সুপ্রতীক, দেখবে জমিদারির মঙ্গলের জন্যে প্রতি পদেই একসঙ্গে কাজ করা প্রয়োজন হবে…

দেও। বিভাবসু, মুখুজ্যে মশায়ের সঙ্গে সুপ্রতীকের কথা হচ্ছে হোক, আমরা এখন চুপ করেই থাকি…

গুপ্ত। না না দেওয়ানজি, চুপ করে' থাকলে চলবে কেন, আমাদেরও তো বক্তব্য আছে, এই তো আমাদের অনেকেই সেদিন বলছিলেন, এই ভাগাভাগির ফলে নাকি খালের এপার থেকে ওপারে গেলে ট্যাক্স লাগবে, এক পাড়ার লোক আর এক পাড়ার হাটে জিনিষপত্র কেনাবেচা করতে

গেলে ট্যাক্স লাগবে, তা যদি হয় তবে তো আর আমাদের এদেশে বাস করা চলবে না···

দেও। সুপ্রতীক, গুপ্ত মশায় কি বলছেন শোন...

সুপ্রতীক। শুনেছি, ও কথার উত্তর তো খুব সোজা, ব্যাবসা করে' লাভ হ'লেই কিছু ট্যাকস দিতে হয়, এ তো সকল দেশেরই নিয়ম···

গুপ্ত। কিন্তু আমরা এরকম ট্যাকস কখনো দিই নি, যতদূর জানি আমাদের বাপপিতামহরাও দেয় নি···

সুপ্র। যা অতীতে হয় নি তা যে বর্তমানে বা ভবিষ্যতে হবে না, তা কেউ জোর করে' বলতে পারে ?···

চাটুজ্যে। দুর্গা দুর্গা...

সেন। যা অতীতে হয় নি তা এখন হ'তে পারে বুঝলাম, কিন্তু তাই বলে' একটা সম্ভব অসম্ভব আছে তো? অতীতে কেউ মাথায় হাঁটে নি, বর্তমানে বা ভবিষ্যতে হাজার বছর পরেও কি কেউ পা উপর দিকে আর মাথা নীচুদিকে করে' হাঁটতে পারবে ?···

দেও। সেনজি, যেখানে ট্যাকস ছিল না সেখানে ট্যাকস বসান কি একেবারে মাথায় হাঁটার মতই অদ্ভুত অসম্ভব ব্যাপার ?···

সেন। আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার মতে তাই···

দেও। তবে তো আর আপনার সঙ্গে কথা চলে না...

মুখুজ্যে। না না দেওয়ানজি, ট্যাকস বসান না বসানটাই এ ব্যাপারে মূলের কথা নয়, মূল কথাটা হচ্ছে এই যে আপনাদের দৃষ্টিতে ব্রহ্মপুর পরগণা জমিদারিমাত্র হলেও আমাদের কাছে এটা আমাদের দেশ, আমাদের মা, একে আমরা কেটে দুটুকরো করতে দিব না···

চাটুজ্যে বাঁড়ুজ্যে ইত্যাদি সকলে। কখনোই না, কখনোই না···

সুপ্র। এই কি আপনাদের শেষ কথা ?···

মুখুজ্যে। হ্যাঁ এই আমাদের শেষ কথা, কি বলহে গুপ্ত, ঘোষাল, তোমরা কি বল ?···

গুপ্ত, ঘোষাল ইত্যাদি। নিশ্চয়ই, মাকে আমরা কেটে দুটুকরো করতে দিব না···

সুপ্র। আপনারা সব কবি, দার্শনিক, জমিদারিকে মা বলেন,

আপনাদের কথার ঠিক অর্থ আমি বুঝি না, আপনারা তো জানেনই আমি গাধা, আমি···

মুখুজ্যে। সুপ্রতীকবাবু, ওসব কী কথা বলছেন আপনি, আপনি বয়ঃকনিষ্ঠ হ'লেও আমাদের জমিদার···

সুপ্র। কেন, আপনাদের বৈঠকে আপনারা বলেন না আমি গাধা, আমি গাধারও অধম···

মুখুজ্যে। দেওয়ানজি, সুপ্রতীকবাবু এসব কী অভিযোগ আনছেন আমাদের বিরুদ্ধে, এ তো অন্যায় করা হচ্ছে আমাদের উপর...আপনাদের সঙ্গে আমাদের মত ভেদ হ'তে পারে, কিন্তু তাই বলে' আমরা এত ইতর নই যে কারো পিছনে তাঁকে আমরা অভদ্রভাষায় গালাগালি করবো, তা তিনি আমাদের যত বড় শত্রুই হোন না কেন...দেওয়ানজি, সুপ্রতীকবাবুকে আমাদের বিরুদ্ধে এই মিথ্যা অভিযোগ প্রত্যাহার করতে হবে ··

দেও। তাই তো সুপ্রতীক, কথাটা ঠিক ওভাবে···

সুপ্র। ঠিক ওভাবে, মানে, আপনি বলেন নি ?···

মুখুজ্যে। (বিস্ময়ের সঙ্গে) তাই নাকি, দেওয়ানজি স্বয়ং আমাদের বিরুদ্ধে···দেওয়ানজিই এসে লাগিয়েছেন আমাদের বৈঠকে সুপ্রতীকবাবুকে আমরা ইতর ভাষায় গালাগালি করি—ওঃ—আচ্ছা তবে আমরা আসি, চলহে গুপ্ত, বাঁড়ুজ্যে, বৃথা সময় নষ্ট করতে এসেছিলাম এখানে, চল···

গুপ্ত, বাঁড়ুজ্যে ইত্যাদি সকলে। আরে রামো, দেওয়ানজির এই কাণ্ড, বুড়ো বয়সেও এই চুগলিকাটা! চলহে সব আর না···

(সকলের প্রস্থানোদ্যম)

দেও। (রক্তাভমুখে উঠিয়া, প্রাচীনদের সঙ্গে যাইতে যাইতে) মুখুজ্যে মশায়, আপনি ঠিক বোঝেন নি ব্যাপারটা, আমার কথাটা একটু মন দিয়ে শুনুন···

(দেওয়ানজি ও প্রাচীনগণের বহির্গমন ;
বিভাবসু সুপ্রতীক পরস্পরের সম্মুখীন বসিয়া।)

বিভা। সুপ্রতীক···

সুপ্র। বল···

বিভা। ভাই এখনো মত বদলাও, নতুবা শত্রু হাসবে···

সুপ্র। হাসুক···

(উঠিয়া প্রস্থানোদ্যম।)

ষষ্ঠ দৃশ্য

প্রথম দৃশ্যের জমিদার বাটির একটি গৃহ

গৃহের দেওয়ালে, দর্শকগণের দৃষ্টিপথে, একখানি অখণ্ড ভারতের চিত্র। বিভাবসু মেঝেতে জোড়হস্তে উপবিষ্ট। সম্মুখে আম্রশাখা-সমন্বিত মঙ্গলঘট, পার্শ্বে ধূপাধার হইতে প্রচুর পরিমাণে সুগন্ধি ধূপের ধূম উদ্গত হইতেছে। সময় সন্ধ্যা। গৃহখানি উজ্জ্বলভাবে আলোকিত।

[সামান্য কিছুক্ষণ ভারতের চিত্রে নিবদ্ধ-
দৃষ্টি থাকিয়া সুরযোগে আবৃত্তি]

বিভা।

বন্দে মাতরম্।
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাম্
শস্যশ্যামলাং মাতরম্।
শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীম্
ফুল্ল-কুসুমিত-দ্রুমদল-শোভিনীম্,
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্॥
চত্বারিংশকোটিকণ্ঠ-কল-কল নিনাদ করালে
দ্বিচত্বারিংশকোটিভুজৈর্ধৃত খর করবালে,
অবলা কেন মা এত বলে।
বহুবলধারিণীং নমামি তারিণীং
রিপুদলবারিণীং মাতরম্॥
তু।ম বিদ্যা তুমি ধর্ম,
তুমি হৃদি তুমি মর্ম
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি'
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে॥

(সুপ্রতীকের দীর্ঘ লাঠি হস্তে বিদ্যুদ্বেগে প্রবেশ ও লাঠি দ্বারা মঙ্গলঘটটিকে ভাঙ্গিয়া বিভাবসুর নিকটে উত্তেজিত-ভাবে দণ্ডায়মান অবস্থিতি ; বিভাবসুর চকিতে গাত্রোত্থান-পূর্বক সুপ্রতীকের সহিত মুখোমুখি অবস্থান)

বিভা। সুপ্রতীক, তুমি কি পাগল হয়েছ…

সুপ্র। পাগল আমি হয়েছি না তুমি হয়েছ সে আলোচনা করবার জন্যে আমি তোমার কাছে আসিনি…আমি শুধু তোমাকে বলতে এসেছি যে তুমি বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছ ; এতদিন মাটি তোমার মা মাটি তোমার মা এই বলে' চীৎকার করে' এসেছ, তাতেও তৃপ্তি হ'ল না, এখন আবার সমস্ত দেশের এক ছবি তৈরী করে' তার পূজো আরম্ভ করেছ, একি লোকদেখান…

বিভা। ভাই যত তুমি জমিদারি ভাগ করবো ভাগ করবো করে জিদ্ বাড়াচ্ছ ততই যেন সমস্ত দেশটার জন্যে বেশী করে' আমার প্রাণ কাঁদছে, ততই যেন মনে হচ্ছে নিজের জন্মমাটিকে কেটে টুকরো টুকরো করার চেয়ে বড় পাপ আর নাই…

সুপ্র। কত ভণ্ডামিই শিখেছ দাদা, ন্যায্য ভাগ দেওয়ার সময়েই যত পাপপুণ্যের কথা মনে জাগে, না? তুমি সমস্ত জমিদারিটা নিজের হাতে রেখে পুণ্যাত্মা সেজে বসে' থাকবে, আর আমি সারাজীবন তোমার পদসেবা করবো, না…

বিভা। নিজের হাতে সমস্ত সম্পত্তি রাখার কথা তো কোনদিনই আমি বলিনি…

সুপ্র। বলনি বলনি বেশ করেছ, আমি তোমার সঙ্গে তর্ক করতে করতে অধৈর্য হয়ে পড়েছি, আর পারি না, আমি আর একটা কথাও শুনতে চাই না, তুমি আজই জমিদারি ভাগ করবে কিনা বল ‥

বিভা। মায়ের গায়ে হাত তুলতে আমি পারবো না সুপ্রতীক, তুমি সমস্ত জমিদারির মালিক হয়ে এর মঙ্গলামঙ্গল ত্যাখো, আমি সন্ন্যাসী হয়ে বনে যাই…

সুপ্র। বনে যাবে সেও ভাল তবু সম্পত্তির ভাগ করবে না ‥

বিভা। না।

সুপ্র। করবে না…

বিভা। না।

সুপ্র। করবে না…

বিভা। না।

সুপ্র। বটে!

(উত্তেজিত ভাবে লাঠি তুলিয়া বিভাবসুকে প্রহারের উদ্যোগ)

বিভা। ভ্রাতৃহন্তা, ভ্রাতৃহন্তা, (ভারতের চিত্রের দিকে চাহিয়া) মা তুমি সাক্ষী থেকো, কে দোষী তুমি বিচার করো'…সুপ্রতীক, দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি, তোমারও অদৃষ্টে মঙ্গল নাই, আমারও অদৃষ্টে মঙ্গল নাই… হে মোর দুর্ভাগা দেশ…যাও কুলাঙ্গার, যাও বনে, গজরূপে থাকো গিয়ে সহস্র বৎসর…

(গৃহ ছাড়িয়া বাহিরে যাইবার উদ্যোগ)

সুপ্র। বিনাদোষে শাপ দিলে, স্বার্থপর জঘন্য বর্বর,
আমিও দিলেম শাপ,
ঘৃণ্য কচ্ছপের রূপে থাকো গিয়া জলের ভিতর…

(বিপরীত দিক্ দিয়া দুইজনের প্রস্থান)

সপ্তম দৃশ্য

নদীতীর

খরপ্রবাহ প্রশস্ত নদীর তীরে ঘনপল্লব বৃক্ষশ্রেণী, বৃক্ষচ্ছায়ায় তিনজন পুরুষ ও সাত আটজন স্ত্রীলোক তিনচারটি শিশুসন্তানসহ উপবিষ্ট; পার্শ্বে একটা ছোট ট্রাঙ্ক ও কয়েকটি কাপড়ে বাঁধা পুঁটলি। বেলা প্রায় দশটা; চতুর্দিকে শরৎকালের রৌদ্র ঝলমল্ করিতেছে।

১ম পুরুষ। বিনোদ উঠহে, ওগো তোমরা উঠ, আর যদি দেরি কর তবে এবেলায় পথ চলাই হবে না, শরীর একবারে এলিয়ে পড়বে, আজ সকাল থেকে এ পর্যন্ত দুকোশ রাস্তার বেশী এগিয়েছি বলে' তো মনে হয় না...

২য় পুরুষ। দুকোশ! দুকোশ হ'লে তো একরকম হ'তই হে গোপাল ...বড় জোর এক কোশ কি দেড় কোশ...ছেলে কাঁধে পুঁটলি মাথায় আর কত হাঁটা যায়...এত কষ্টও কপালে ছিল...

গোপাল। কষ্টের কথা এখন তুলে' লাভ নাই রে ভাই...একে তো মেয়েরা কেঁদেই আছে···উঠ উঠ তোমরা, অন্ততঃ আরো এক কোশ পথ গিয়ে চানটান করা যাবে···

(গাত্রোত্থান)

৩য় পুরুষ। তোমরা তো বেশ উঠে' দাঁড়াচ্ছ, কিন্তু এ ট্রাঙ্কটা এবার তোমাদের একজন কেউ নাও, ট্রাঙ্কের ভারে ঘাড়টা আমার ভেঙ্গে গেল...

বিনোদ। আচ্ছা আচ্ছা ট্রাঙ্কটা না হয় আমাকেই দাও কালীচরণ, তুমি এই পোঁটলাটা নাও, কিন্তু (মেয়েদেরকে উদ্দেশে করিয়া) তোমরা যে কেউ উঠবার নাম করছো না···

১ম স্ত্রী। আমি আর পথ চলতে পারছি না বিনোদ, আমি গ্রামে ফিরে' যাব···

২য় স্ত্রী। দিদি আমিও তোমার সঙ্গে যাব, আমার মন আর বলছে না যে চিরকালের জন্যে নিজের গ্রাম ছেড়ে যাই...

(চোখে আঁচল দিয়া অশ্রুমোচন)

১ম শিশু। মা বাড়ী চল, আমার কালীধলিদের নিয়ে আসিগে...

২য় শিশু। মা ভাঁত খাঁবো...

গোপাল। তোমরা তো বড়ই মুশকিল বাধা'লে দেখছি...রাস্তায় বেরিয়ে যদি এইরকম কাঁদাকাটি করবে আর বাড়ী ফিরে' যাব যাব করবে, তা হ'লে বাড়ী ছেড়ে বেরোলে কেন...কপালে যা-ই থাকুক, বাড়ীর মাটি কামড়ে' পড়ে' থাকতে হ'ত...

বিনোদ। মেয়েদেরকে কি দোষ দিব হে গোপাল, আমারই যে চোখ ফেটে জল আসছে...ভ্যাখো দেখি রাস্তার ধারের ক্ষেতগুলা কস্‌কসে সবুজ ধানে যেন হাসছে...বড় সুখে ছিলাম রে ভাই, এমন সোনার দেশ ছেড়ে কোথায় যে যাচ্ছি...

২য় শিশু। মা ভাঁত খাঁবো...

(ক্রন্দন)

কালীচরণ। (পুঁটলি হইতে একটি কদলী বাহির করিয়া) এই নে খেঁদি খা, কাঁদিস নে, এই ঝঞ্ঝাটের মধ্যে আঁর নাকে কাঁদা ভাল লাগে না... বিনোদ তুমি বলেছ ঠিকই এমন সোনার দেশ ছেড়ে যাব কোথায়, কিন্তু এদেশে থাকা সম্ভব হবে কিনা তা তো ভাল করেই ভেবে দেখেছ...না দেখলে বাড়ী ছেড়ে বেরোলেই বা কেন...এদেশে যে থাকবে, এদেশ যে ছোটবাবুর জমিদারিতে পড়লো তা কি ভুলে' যাচ্ছ...

বিনোদ। আরে না না ভুলব কেন, ছোট জমিদারবাবু যে কী চিজ তা জীবন থাকতে এ অঞ্চলের লোকে ভুলবে না...আমার কালিগাইটা ওর ফুলবাগানে ঢুকেছিল বলে' মাকে আমার লাঠিপেটা করে' মেরে ফেললে বেটা পাপিষ্ঠ...এই মুল্লুকে আরো থাকা, নাঃ চল উঠি, ওগো নাও আর বসে' থেকো না, বড়দি পিসিমা...আমি উঠলাম...

(ট্রাঙ্কটি কাঁধে লইয়া উত্থান)

পিসিমা। আচ্ছা বাবা বিনোদ, একটা কথা আমি এখনো বুঝতে পারলাম না...জমিদারবাবুরা তো নাকি বনে চলে' গিয়েছেন ভাইয়ে ভাইয়ে শাপশাপান্ত করে', তবে এদেশ ভাগ হ'ল কাদের কথায়...

বিনোদ (পুনরায় বসিয়া)—দেওয়ানজির কথায়...দেওয়ানজি বলেছেন দুই ভাই যতদিন আবার মানুষ হয়ে দেশে না ফিরছে, দুজনে মিলে' না বলছে আমরা একসঙ্গে থাকব, ততদিন দেশ দুভাগ হয়েই থাকবে, দুই ভাগ থেকে

খাজনাপত্র যা আদায় হবে তা দুজনার নামে আলাদা আলাদা জমা থাকবে… আমাদের এই অঞ্চল দেওয়ানজির হুকুমে ছোটবাবুর অংশে পড়েছে, এই হ'ল সোজা কথা, এতে না বুঝবার কি আছে…

গোপাল। কিন্তু সে তো হাজার বছরের ধাক্কা, দুই ভাই নাকি দুই ভাইকে শাপ দিয়েছে হাজার বছর পশু হয়ে বনে থাকবে…

কালী। আরে দূর, হাজার বছর পরে কি আর মানুষ হয়ে ফিরবে ওরা…আর তদ্দিন কি এই দেশ থাকবে না কি…কোথায় শ্মশান হয়ে যাবে তার ঠিক নাই…দেখলে তো এই দুদিন পথে আসতে গ্রামগুলার কি অবস্থা…

গোপাল। তা তো দেখলামই, ভিটেগুলা শুধু পড়ে' আছে, খুঁটি চাল টাল সব যেন শনিঠাকুরের দৃষ্টিতে কোথায় উড়ে' গিয়েছে…

কালী। পশুপাখীগুলা পর্যন্ত দেশ ছেড়ে গিয়েছে হে, এই যে গ্রামের পর গ্রাম পেরিয়ে আসছি দুদিন ধরে', কোথাও কি একটা কাক কি একটা শালিক পক্ষী চোখে পড়েছে দেখেছো…

পিসিমা। কালীচরণ, আমাদের এভাবে দেশ ছেড়ে যাওয়া ঠিক হচ্ছে না, যত দেখছি এই গ্রামের পর গ্রাম খালি পড়ে' খাঁ খাঁ করছে ততই যেন বুকটা ফেটে যাচ্ছে…আমরা সবাই মিলে' যদি জোট বেঁধে থাকতাম তা হ'লে ছোটবাবু আমাদের কী-ই বা করতো…

কাল। সে কথা যে আমার মনে হয় নি বা এখনও হচ্ছে না তা নয়, গ্রামের অনেকে একথা বলেছেও অনেকবার, কিন্তু কাজের বেলায় তো কেউ থাকল না, দিনের পর দিন একে একে সব চলে' গেল, গ্রামকে গ্রাম খালি হয়ে গেল, আমরাই বা কার ভরসায় পিছে পড়ে থাকবো…বিপদে আপদে কে দেখবে, সমাজ তো একবারে ভেঙ্গেই গেল…

পিসিমা। আমি মুখ্‌খু মেয়েমানুষ, আমার ছোটমুখে বড় কথা মানায় না, কিন্তু বাবা কালীচরণ, এই যে দেশ ছেড়ে যাওয়া দলে দলে, এটা হুজুক ছাড়া আর কিছু নয়…

বিনোদ। তা পিসিমা কথাটা তুমি নিতান্ত অন্যায় বলনি, ষোল আনা না হ'লেও এর বারো আনা যে হুজুগ তাতে কোন সন্দেহ নাই…

গোপাল। এখন পথে বেরিয়ে এসব কথা বলে' তো লাভ নাই…বাড়ী

ছেড়ে যখন এসেছি তখন যাবই যেদিকে চোখ যায়, দেখি কোথায় আশ্রয় মিলে···নিতান্তই যদি আশ্রয় না মিলে তবে আবার নিজের গ্রামের মাটিতে এসেই শেষ চোখ বুঁজবো, দুর্গা মা তুমি যা করো···বিনোদ, কালীচরণ, আর নয়, ছাখো রোদ চনচনিয়ে উঠেছে, (মেয়েদের প্রতি) এখনো যদি তোমরা না উঠ, তবে এবেলায় আর পথ চলা হবে না···

(প্রস্থানোদ্যম)

বিনোদ। পিসিমা, বড়দি, এবার উঠ, পটলি, খেঁদি, আয় আমার সঙ্গে আয়—দুর্গা দুর্গা (ট্রাঙ্ক মাথায় লইয়া প্রস্থানোদ্যম)

স্ত্রীলোকগণ। (পুঁটলি, শিশু ইত্যাদি লইয়া চলিতে আরম্ভ করিয়া) জয় মা দুর্গা বিপত্তারিণী তোমার মনে যা আছে মা···

অষ্টম দৃশ্য

গ্রামের পথ

কালো মাটির পথ দক্ষিণে বামে প্রসারিত ; পথের ওপারে দিগন্তে শূন্য মাঠ ধূ ধূ করিতেছে ; নিকটে কয়েকখানি অর্ধভগ্ন শূন্য কুটীর ; কুটীরগুলির এপাশে ওপাশে কলাগাছের ঝোঁপ ; একখানি কুটীরের উঠানে একটি কঙ্কালসার কালোরঙের কুকুর শুইয়া আছে। বেলা ১০ টা।

গ্রাম্য বালকগণের গাহিতে গাহিতে প্রবেশ

দেশে থাকা হ'ল দায়।
ভাই ছেড়ে ভাই দূর বিদেশে কোথা চলে' যায় ;
মাটির মায়া ভাইয়ের স্নেহ
সুখে দুখে গড়া গেহ
সকল বাঁধন ছিঁড়ে',
ঘরছাড়া ভিখেরীর মত
পথে পথে ফিরে,—
ওরে হায় রে হায়,
দেশে থাকা হ'ল দায় ;
তোমরা ছাখো নয়ন মেলে
বাপ পিতামো'র ভিটে মাটি ফেলে
সবহারা এই অভাগারা চলেছে কোথায়,
আমাদের সোনার গাঁ শ্মশান হ'ল
ওরে হায় রে হায়,
দেশে থাকা হ'ল দায়,
দেশে থাকা হ'ল দায়।

(গাহিতে গাহিতে প্রস্থান)

নবম দৃশ্য

জলাশয় সন্নিহিত বনদেশ।

গভীর বন ; বনের পার্শ্বস্থ অপ্রশস্ত ভূমির মধ্য দিয়া একটি পায়ে হাঁটা রাস্তা ; রাস্তার যেদিকে বন তাহার বিপরীত দিকে বৃহৎ জলাশয় বিবিধ লতাপাতা ও ফুলে আচ্ছাদিত। জলাশয় ও বনের মধ্যবর্তী সংকীর্ণ ভূমির উপর জলাশয়প্রান্তে গজরূপী সুপ্রতীক ও জলমধ্যে কচ্ছপরূপী বিভাবসু। গজের শুণ্ড ও কচ্ছপের দীর্ঘ গ্রীবা পরস্পরের দিকে প্রসারিত ; হাতাহাতি যুদ্ধে গজ কচ্ছপকে টানিয়া মাটির উপর তুলিবার এবং কচ্ছপ গজকে টানিয়া জলের মধ্যে নামাইবার চেষ্টা করিতেছে। সময় মধ্যাহ্ন, প্রখর রৌদ্রে চতুর্দিক্ ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। এক মিনিট কি দুই মিনিট গজকচ্ছপের যুদ্ধ হইবার পর আকাশবাণী। আকাশবাণীর সময় গজ ও কচ্ছপ উভয়ের যুদ্ধ হইতে বিরতি ও উৎকর্ণভাবে বাণী শ্রবণ।

শোন বৎস বিভাবসু, শোন সুপ্রতীক,
তোমাদের উভয়ের মঙ্গল-প্রয়াসী
বিশ্বের বিধাতা আমি, ব্যথিত-অন্তর
তোমাদের দুঃখ দেখে ; শোন দিয়ে মন—
একই জননীর স্তন্যে তোমরা দুজন
বর্ধিত শৈশবকালে ; একই গ্রামপথে
সোনালি আলোতে ভরা গোধূলিবেলায়
কত না করেছ খেলা ; একই আম্রবনে
কত নিদাঘের দীর্ঘ স্তব্ধ দ্বিপ্রহর
কলাহাস্যে মুখরিত করেছ তোমরা
দিন দিন ; কৈশোরের সুষমা সম্পাতে
মলয়হিল্লোলে স্নিগ্ধ বাসন্তী সন্ধ্যায়
বাজিয়ে বাঁশের বাঁশী দুই ভাই মিলে'
চঞ্চল করেছ একই তটিনীর কূল
সুরে সুরে ; আজিও সে চপলা তটিনী

সেদিনেরই মত বহে কুল কুল করে'
মধুচ্ছন্দে অবিরাম ; তোমরা দুর্ভাগা
ভুলে' সে সকল কথা নিজ কর্মদোষে
কোথায় এসেছ নেমে, দীন পশুরূপে
এ উহার ধ্বংসকামী,—ধিক তোমাদের ;—

(কচ্ছপকর্তৃক যুগ্মহস্ত উর্ধ্বদিকে ক্ষেপণ ও সেইভাবে অবস্থিতি
আকাশবাণীর ক্ষণিক বিরতি , তারপর—)

সুপ্রতীক, ধিক্ তুমি এখনো অটল !
আশা ছিল মনে মোর দেহমনপ্রাণে
এক হয়ে দুই ভাই দেশের পূজায়
উৎসর্গ করিবে নিজে, জগৎসভায়
জন্মভূমি জননীর গৌরব-আসন
স্থাপিবে আপন বলে,—ব্যর্থ সেই আশা ;
এখনো সময় আছে, শোন মোর কথা,—
ভোল ঘৃণা, এক হও, আশিসে আমার
নররূপ ফিরে' পাবে, জনম সার্থক
হবে ফের প্রেমপুণ্যে ; নতুবা অচিরে
শত্রুর কবলে হবে দুজনের দেহ অবসান,
মরণের অগ্নিস্পর্শে তবে হবে পাপে পরিত্রাণ।

(বাণীশেষে গজকর্তৃক পুনরায় কচ্ছপকে আক্রমণ
সঙ্গে সঙ্গে গরুড়ের প্রবেশ এবং গজ ও কচ্ছপ
উভয়ের স্কন্ধদেশে নখর স্থাপন।)

দশম দৃশ্য

গ্রামের পথ

অষ্টম দৃশ্য ও দশম দৃশ্য অভিন্ন, কেবল অষ্টম দৃশ্যের কুকুরটী এই দৃশ্যে নাই
সময় প্রভাত ; নবোদিত সূর্যের কিরণ ভগ্ন কুটির ও
কলাগাছগুলির উপর পড়িয়াছে

গ্রাম্য বালকগণের গাহিতে গাহিতে প্রবেশ

এক হও, সবে এক হও,
অতীতের ঘৃণা দ্বেষ
হৃদয়-বেদনা ক্লেশ
ভুলে' যাও, ভু'লে যাও,
ভাইয়ে ভাইয়ে কেন ভাগাভাগি
কেন হানাহানি রাগারাগি,
ক্ষমা চাও, ক্ষমা দাও ;
যারা এক তারা হাতে হাত দিয়ে
বুক উঁচু করে' চলেছে এগিয়ে,
তোমরা ভিন্ন, তাই দীনহীন
পিছে পড়ে' শুধু চেয়ে রও,
জগতের বুকে যদি টিকে' রবে,
জগৎ সভায় যদি স্থান লবে,
এক হও, তবে এক হও,
এক হও, সবে এক হও।

(গাহিতে গাহিতে প্রস্থান)

যবনিকা

পাগল

মেজভাই পরলোকগত মণীন্দ্রনাথ

স্মরণে

মেজদাদা, ভাই,

বড় তাড়াতাড়ি যেন জীবনের প্রভাতবেলায়
গিয়েছিস পিছে ফেলে দূর পরপারে ;
স্তব্ধ অপরাহ্ণ-বেলা আজ বারে বারে
মনে পড়ে তোকে কিছু পারিনিকো দিতে ;
তাই স্নেহসিক্ত তোর স্মৃতির বেদীতে
দিনু এই দীন উপহার,
ফিরে' চেয়ে ছাখ্ একবার ।

চরিত্রাবলী

বিধাতাপুরুষ : শ্বেত-দীর্ঘ-শ্মশ্রুমণ্ডিত তেজোদীপ্ত মুখ, মাথায় জ্যোতির্মণ্ডল (halo), নির্মল শুভ্র অঙ্গাবরণ পদমূল পর্যন্ত আস্তৃত।

জীবনদূত : স্কন্ধ পর্যন্ত সুবিন্যস্ত কৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘকেশ, শ্মশ্রু-বিহীন, পরিধানে হরিৎ অঙ্গাবরণ, পৃষ্ঠদেশে সুবর্ণ বর্ণের উজ্জ্বল পক্ষযুগল।

মৃত্যুদূত : সর্ববিষয়ে জীবনদূতের মত, কেবল পৃষ্ঠদেশে পক্ষযুগল ঘোর নীলবর্ণ।

বাউল : মাথায় দীর্ঘ পক্ককেশ উঁচু করিয়া বাঁধা, পরনে গেরুয়ারং-এর আলখাল্লা, হাতে একতারা, একপায়ে নূপুর।

কবি, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, দার্শনিকপুত্র, সঙ্গীতশিল্পী, নৃত্যশিল্পী, কৃপণ, কৃপণপুত্র।

জমিদার, সন্ন্যাসী, যোদ্ধা,

শিক্ষক, ডাক্তার, উকিল, কেরানী, ক্যান্‌ভাসার, রেলওয়ে-গার্ড, ফেরিওয়ালা, কারখানার শ্রমিক।

কবিগৃহিণী, বৈজ্ঞানিকগৃহিণী, দার্শনিকগৃহিণী, কৃপণগৃহিণী, জমিদার কন্যা, গৃহস্থ কন্যা।

প্রস্তাবনা

প্রথমাংশ

স্বর্গ (স্তরে স্তরে প্রস্ফুটিত শ্বেতবর্ণ পুষ্পরাজিতে মঞ্চের পশ্চাদভাগ সমাবৃত ; স্বর্ণবর্ণ সিংহাসনে বিধাতা সমাসীন, সম্মুখে রৌপ্যবর্ণের টেবিল)
বিধাতার সম্মুখে কিছু দূরে দক্ষিণ পার্শ্বে জীবনদূত ও বামপার্শ্বে মৃত্যুদূত জোড়হস্তে দণ্ডায়মান।

বিধাতা। আজি হ'তে লক্ষ বর্ষ আগে
হিমস্নিগ্ধ শান্ত এক শারদ প্রত্যুষে
শ্যামল বনানী মাঝে তটিনীর কূলে
রেখেছিনু স্নেহভরে প্রথম দম্পতি
মানবের, মোর নিজ হাতে গড়া ;...
শুকতারা পূবাকাশে জ্বলিছে তখনো
মলিন আভায় ; দিগন্তে ধরার কোলে
অরুণের আলো, ক্ষীণ, অতি ক্ষীণ,
ছড়িয়ে পড়িছে সবে ; বিটপীর শাখে
সুপ্তিশেষে পূতকণ্ঠ পাখীরা কেবল
ধরেছে প্রভাতী গান ; সে শুভ লগনে
প্রাণের আশিস্ দিয়ে ধরিত্রীর বুকে
স্নেহভরে বসালেম প্রথম মানব
মানবীর সাথে ; বৃক্ষ লতা ফুল ফল
স্থাবর জঙ্গম, পশু পাখী জলে স্থলে
সকলের মাঝে স্থাপিবে নিজের রাজ্য
এই মোর আশা ; হৃদয়ের প্রেম তার,
চিন্তার লহরী, আকাশের তারা থেকে
ধরণীর ধূলি ব্যাপিয়া ছড়ায়ে রবে
যুগ যুগান্তরে, জানাবে বিশ্বের মাঝে

বিচিত্র ভাষায় আমার সন্তান তারা…
মহাবনে অতিকায় চতুষ্পদ যত
শুণ্ডী শৃঙ্গী, সরীসৃপ বিশাল করাল,
সমুদ্রে হাঙ্গর তিমি তিমিঙ্গিল আদি
অযুত অযুত বর্ষ আদিম অতীতে
কাটা'ল পরম সুখে, তবু বাক্যহারা,
বোধহীন, জড়, যেন সচল প্রস্তর ;
আহারে নিদ্রায় আর নিজেদের মাঝে
ঘোর দ্বন্দ্বে রক্তপাতে সারা নিশিদিন
দেহের সুখের লাগি যাপিলেক তারা
সৃষ্টির পূর্বাহ্ন ভাগ ; আত্মার আলোক
অযুত শতাব্দী দীর্ঘ জীবনে তাদের
দিল নাকো দেখা, অথবা সুন্দর কিছু
মোর মনোমত ; তার চেয়ে ভাল ছিল
বৃক্ষবনলতা বিচিত্রবরণশোভা
পত্র-পুষ্প-ফলে, প্রভাতে রজনীমুখে
মর্মর চঞ্চল শান্ত সমীরণ লেগে ;
ভাল ছিল বৃক্ষশাখে বিহগ বিহগী
কলগীতে কণ্ঠভরা অমৃতমধুর,
অনন্তের বৈতালিক ; কিন্তু সর্ব যুগে,
শতাব্দী শতাব্দী ধরে' সেই একগান
গেয়ে গেল সবে তারা আমারি শেখানো,
বৈশিষ্ট্যবিহীন ; নিজের চেষ্টায় গড়া
নূতন সৃজন, স্বর, গান, তান, লয়,
কিম্বা আর কোন সুন্দরের অভিব্যক্তি
জীবনে তাদের হ'ল নাকো কোন দিন ;
তাই শেষে বসালেম সবার উপরে
সকল সৃষ্টির সেরা, বিচিত্র মানব,
বিচিত্র সৃষ্টির পথে, নৃত্যে, ছন্দে, গানে,
ধাতুতে, প্রস্তরে কিংবা বর্ণের মিলনে

ঘোষিতে বারতা মোর যাবৎ পৃথিবী ;
কহ মৃত্যুদূত, কহ জীবনের দূত,
হৃদয়ের মহা আশা এই যে আমার
সফল হয়েছে কিনা……

জীবনদূত (মাথা নোয়াইয়া)—
পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য করেছে স্থাপনা
তোমার আশিস্ লয়ে মানব সন্তান ;
অশ্রান্ত সাধনাবলে যুগ যুগ ধরে'
তমঃ থেকে জ্যোতিমাঝে আত্মাকে তাহার
নিয়েছে সে চিরন্তন সত্যের পূজারী,
মৃত্যু থেকে অক্ষয় অমৃতে ; অনুভবি
সারা বিশ্বে তোমার বিকাশ, জলে স্থলে
মহাশূন্যে অণুতে অণুতে, সচেতন
অচেতন কিবা, চাহিয়া তোমার সাথে
এক সিংহাসন বলেছে গম্ভীর ধীর
উদাত্ত বচনে, অমৃতের পুত্র মোরা ;
অহিংসা প্রেমের বাণী ঘোষি চরাচরে
ত্যজেছে মুকুটদণ্ড, অম্লান বদনে
ধরেছে ভিখারীবেশ, রক্ত মাংসে গড়া
মৃত্যুঞ্জয় মহাবলী ;

বিধাতা। সাধু, সাধু, সাধু।

জীবনদূত। সত্য শিব সুন্দরের মহা আরাধনা
করেছে করিছে আজো দেহমনপ্রাণে
শতরূপে, অবিশ্রাম ; অসীম-আকাশে
সূর্য চন্দ্র গ্রহতারা সে কোন্ মায়ায়
আপন আপন পথে আদি সৃষ্টি থেকে
চলেছে নৃত্যের তালে জেনেছে মানব
বিজ্ঞান সাধনা বলে ; জেনেছে কেমনে
ক্ষুদ্র পরমাণু মাঝে রয়েছে লুকায়ে
বিশ্বের মৌলিক শক্তি প্রচণ্ড দুর্দম ;

মৃত্তিকা সাগর ব্যোম করিয়া দোহন
প্রকৃতির যতশক্তি নিয়ে নিজ হাতে
দেশের কালের সীমা করেছে বিজয়
নররূপে সে যে বিশ্বরাজ ;

বিধাতা। সাধু, সাধু।

জীবনদূত। সৌন্দর্যের সৃষ্টি তার নব নব রূপে
অমৃত ঢালিয়া দেয় নয়নে শ্রবণে ;
জীবনের প্রতিকৃতি আলোকে ছায়ায়
শতবর্ণ সমাবেশে কল্পনা-উজ্জ্বল
তোমারো সৃজন যেন গিয়েছে ছাড়িয়ে
হেন মোর মনে লয় ; সবার উপরে
ছন্দোময়ী ভাষা তার উদার ঝঙ্কারে
মন্দাকিনীধারা যেন উদ্বেল উচ্ছল
প্রাণের অন্তরতম অনন্ত আবেগ
লয়ে আসে নিত্য তব পাদপীঠ তলে ;
হৃদয়ের গুপ্ত ব্যথা দুঃখ সুখ প্রেম
সুরে সুরে উথলিত হয়ে অনাবিল
শান্তি স্থায় জগতের তাপদগ্ধ বুকে,
পূত নির্ঝরিণী যেন মহামরুমাঝে
তৃষিত পান্থের প্রাণে ; এই শোন প্রভু
একখানি গান তার, প্রেমে শিহরিত
তোমার চরণ প্রান্তে আত্মনিবেদনে,
পূজার কুসুম শুভ্র মৃদুগন্ধেভরা
মানবের অন্তরের গীতাঞ্জলি হ'তে :—

আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার
চরণ-ধুলার তলে।
সকল অহংকার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে।
নিজেরে করিতে গৌরব দান,
নিজেরে কেবলি করি অপমান,

আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া
ঘুরে মরি পলে পলে।
সকল অহংকার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে।
আমারে না যেন করি প্রচার
আমার আপন কাজে ;
তোমারি ইচ্ছা করো হে পূর্ণ
আমার জীবন মাঝে।

[রবীন্দ্রনাথ, গীতাঞ্জলি]

বিধাতা। জীবনের দূত, আজ শ্রবণ আমার
তৃপ্ত হ'ল শুনে' এই মানবসঙ্গীত ;
সার্থক সৃজন মম যার কণ্ঠ থেকে
এই ছন্দ এই সুর এই ভাবধারা
উদ্গত ব্যাকুল বেগে, উচ্ছলিত যথা
স্ফটিকনিন্দিত উৎস পৃথ্বীগর্ভ থেকে
অবিরাম, শ্রান্তিহীন ; ছাখো মৃত্যুদূত,
মানুষের কর্মকথা গৌরব-উজ্জ্বল
জ্ঞানে ধর্মে কলাশিল্পে সৌন্দর্য সৃজনে
তোমার প্রাচীন বন্ধু করেছে বর্ণনা ;
এখন শোনাও বৎস তব মনোভাব
এ বিষয়ে, কুণ্ঠাহীন ; বিশাল সংসারে
যেথাই জীবনদূত আলোকের মাঝে
সৃষ্টির মঙ্গল বীজ করয়ে বপন,
তুমি গিয়ে অন্ধকারে ধ্বংসের সূচনা
রেখে আসো পার্শ্বে তার, অব্যর্থ সন্ধানে ;
যেথাই জীবন বিশ্বে সেথাই মরণ,
যেথা আলো, অন্ধকার ; এই দুয়ে মিলে'
অভিব্যক্ত পূর্ণ সত্তা অনন্ত প্রবাহে ;
অচ্ছেদ্য বান্ধব নিত্য তোমরা দুজনে
অনাদি অতীত থেকে ; তাই ইচ্ছা মোর,
জীবন দূতের কথা শুনি' এই ক্ষণে,

তোমার মনের ভাব মানবের 'পরে
জানিতে যথার্থরূপে......

মৃত্যুদূত। পাগল, পাগল,
মানুষ পাগল, প্রভু শোন মোর কথা ;
অলঙ্ঘ্য নিয়তিবশে তোমারি বিধানে
মরণের ছায়াতলে দাঁড়িয়ে যে জন
অমরত্ব দাবী করে তোমার সমান ;
মৃত্যুপাশ হ'তে মুক্তি পাবার আশায়
রাজসিংহাসন ছেড়ে দীন ভিক্ষুবেশে
পর্বতে অরণ্যে ফিরে পশুদের সাথে,
অথবা শত্রুর হাতে দিয়ে আত্মবলি
পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য চায় প্রতিষ্ঠিতে
তোমার সন্তানরূপে ; ভেবে ছাখো প্রভু,
সে যদি পাগল নয়, তোমার সৃষ্টিতে
কে তবে পাগল আর ?
নিদ্রাহার ভুলে'
দিন মাস বর্ষ ধরে' আকাশের পানে
পলকবিহীন চোখে চেয়ে রয় শুধু
তুচ্ছ এক যন্ত্র হাতে, নক্ষত্রের মাঝে
সৃষ্টির গোপনতত্ত্ব সন্ধানের লাগি
অর্থহীন কুতূহলে ; পৃথিবীর বুকে
মেরু হ'তে মেরুপ্রান্ত দুস্তর সাগর
উত্তাল তরঙ্গভঙ্গে উন্মত্ত ঝঞ্ঝায়
দিতে চায় পাড়ি, অজানা দেশের খোঁজে,
অচেনা পথের অন্তহীন অন্বেষণে ;
কিংবা নিজ গৃহকোণে লোক চক্ষু হ'তে
নিরালায় অন্তরালে দীর্ঘ নিশিদিন
একাসনে বসে' রয় তুলিকা সম্পাতে
কল্পনার দিতে রূপ, দেখাইতে হাসি
রেখাঙ্কনে বিরচিত অধরের কোণে

মহীয়সী মানসীর ; জীবনের পথে
মর্মভেদ শত ব্যথা লয়ে নিজ বুকে
সান্ত্বনা ঢালিতে চায় অপরের প্রাণে
ভাষার ঝঙ্কারে আর স্বরের কম্পনে
পাখীদের অর্থহীন কূজনের মত ;
দিন যায় রাত্রি আসে, রাত্রি শেষে দিন,
প্রভাতে সন্ধ্যায় তথা সুষুপ্ত নিশীথে
কি যেন মোহের বশে চেয়ে দূর পানে
জগতের চিরন্তনী কোন্ গূঢ় কথা
ধরিয়া আনিতে চায়, শুনা'তে সবারে
শতচ্ছন্দে, ক্লান্তিহীন ; বাস্তব জীবন,
সত্যকার সুখ দুঃখ অশ্রুহাসে গড়া,
হেলায় ফেলায়ে রেখে এই যে বিলাসী,
স্বপন-পসারী এই তোমার মানব
দুয়ারে দুয়ারে ফিরে যুগযুগান্তরে
অকারণ, অর্থহীন ; এ নয় পাগল ?
কর্মহীন, আত্মভোলা, এ নয় পাগল ?

বিধাতা। শোন মৃত্যুদূত, শোন জীবনের দূত,
সমান স্নেহের ভাগী তোমরা আমার ;
দুজনের বাক্যে মোর সমান বিশ্বাস ;
কিন্তু এই মানবের জীবন বিকাশে
দ্বিমত তোমরা দুয়ে, সম্পূর্ণ বিরোধী ;
নিজ দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে উভয়ে তোমরা
সত্য বলে' যা বুঝেছ বলেছ আমায়
সহজ সরলভাবে ; তবু তোমাদের
কার বাক্যে সত্যসার আছে লুক্কায়িত
জানিতে নরের নিজ মুখ হ'তে আমি
চরম বক্তব্য তার চাহি শুনিবারে।
তোমরা দুজনে আজ যাও ধরণীতে.
কর গিয়ে অন্বেষণ কোথায় কিভাবে

মানুষ পেয়েছে তার প্রকৃত স্বরূপ ;
দুজনে মিলিয়া যারে বিচারিবে স্থির
মানুষের প্রতিনিধি মনের মতন,
সাদরে বরিয়া তারে আমার এখানে
লয়ে এসো নিজ সাথে…

জীবনদূত। তাই হোক্ প্রভু।
এখনি আমরা যাব দুইজনে মিলি
আকাশগঙ্গার পথে শিবলোক দিয়ে ;
ধরণী এখান থেকে নহে বেশী দূর ;
ঐ যে ঐ যে নীচে দিগন্তে দক্ষিণে
শীতল-শ্যামল-শোভা, নয়ন-জুড়ান,
ইন্দ্রনীলমণিগড়া অঙ্গুরীর মত
গোলক চলেছে ভেসে মহাশূন্য মাঝে,
ঐ তো ধরণী শ্যামা, মহামানবের
উত্থান-পতন-ভূমি ;
(মৃত্যুদূতের প্রতি) এসো বন্ধু তবে,
অবিলম্বে যাত্রা করি গন্তব্যের পথে……

মৃত্যুদূত। চল তাই কাজ নাই বিলম্ব এখানে।

(বিধাতাকে জোড়হস্তে প্রণাম করিয়া
উভয়ে প্রস্থানোদ্যত)

প্রস্তাবনা

দ্বিতীয়াংশ

পৃথিবী : হিমালয়ের পাদদেশ

বৃক্ষাচ্ছাদিত পর্বতের পাদমূলে দাঁড়াইয়া জীবনদূত ও মৃত্যুদূত ;
উভয়ের পার্শ্ব দিয়া অদূরে কলনাদিনী গঙ্গা প্রবাহিত

জীবনদূত। দ্যাখো ভাই দ্যাখো চেয়ে সম্মুখে দুপাশে
যতদূর দৃষ্টি যায় আকাশ অবধি
কী শান্ত শ্যামল শোভা আজি এ প্রভাতে
উথলিত প্রকৃতির উদার অঙ্গনে ;
সুনীল গগন তলে হরিৎ বনানী,
নভশ্চুম্বী মহীরুহ কিবা স্তরে স্তরে
দাঁড়িয়ে পর্বতগাত্রে অটল গম্ভীর,
অনন্তের সাক্ষী যেন ; হেথায় সেথায়
ময়ুর ময়ুরী সুখে বিচরিছে ধীরে
নির্ভয় নিঃশঙ্ক চিতে, বিচিত্র কলাপ
উজলিয়া তপনের সুবর্ণ কিরণে ;
চঞ্চলগামিনী গঙ্গা কল কল নাদে
মুখরিয়া দুই তীর চলেছে বহিয়া
উপলখণ্ডের মাঝে ফেনিল উচ্ছল
উন্মত্ত দুর্বার বেগে ; এ পূত মাধুরী
স্বর্গের সুষমা থেকে নহে কিছু হীন,
আমার বিশ্বাস এই……

মৃত্যুদূত। রাখ মিছে কথা ;
রাখ ফেলে তোমার ঐ গঙ্গার সঙ্গীত,
ময়ুরের নৃত্য আর প্রভাতের শোভা ;

যে কাজে এসেছি চল যাই সেই কাজে
বিলম্ব না করে' বৃথা ;

জীবনদূত। নিশ্চয়, নিশ্চয় ;
তুমি বল কি উপায়ে কোন্ রূপ ধরে'
মানুষের দ্বারে দ্বারে বেড়াব দুজনে
সারা পৃথিবীর বুকে ; জীবনের খেলা
শতরূপে প্রকাশিত সুখে আর দুখে
আশা নিরাশায় ভরা ; হাসি অশ্রুধারে
চাঞ্চল্যমুখর কভু, কভু মৌনে লীন ;
কভু বা উন্মত্ত ঘোর ধ্বংসের তাণ্ডবে,
স্তব্ধ কভু গৃহকোণে দীপশিখা পাশে ;
বল তবে কোন্ বেশে কোথায় কিভাবে
মানুষের চিন্তা কর্ম ভাবের বিকাশ
বিচারিয়া সত্যকার প্রতিনিধি তার
লয়ে যাবে বিধাতার সিংহাসন তলে…

মৃত্যুদূত। উতলা বায়ুর মত যেথা ইচ্ছা লয়
নগরে অথবা গ্রামে প্রাসাদে কুটীরে
প্রবেশিব অকস্মাৎ ; নিকটে দাঁড়িয়ে
দেখে লব নগ্ন সত্য জীবনের তার
নিজেরা অদৃশ্য থেকে ;

জীবনদূত। তা কি হবে ভাল ?
আমি বলি যার যার কাছে যাব মোরা,
তাদেরই মনের মত মানুষের বেশে—
বিজ্ঞানীর সহকারী, কবির পাঠক,
প্রেমিকের বন্ধু, চারুশিল্পীর সেবক,
ধার্মিক দ্রষ্টার ভক্ত, ভিন্ন ভিন্ন রূপে—
দেখা দিয়ে কাছে বসে' জেনে লব ধীরে
অন্তরের কথা তার, প্রাণের সাধনা……

মৃত্যুদূত। বৃথা আশা।
তোমার এ যুক্তি শুনে' মনে হয় মোর

মানব চরিত্র তুমি বোঝোনিক আজো
যথাযথভাবে ;   অচিন বিদেশী লোক
ফেলে রাখ দূরে, পত্নীর কাছেও কেহ
অন্তরের কথা প্রকাশ করে না কভু,
অথবা পতির কাছে পত্নী প্রিয়তমা ;
নিজ নিজ সত্যরূপ গৃহের কোনায়
লুকায়ে আঁধার ছায়ে, জগতের বুকে
মনোরম ছদ্মবেশে বেড়ায় সতত,
রঙ্গমঞ্চে নট যথা ;   তার কাছ থেকে
সত্য কথা পাবে তুমি, সত্য ব্যবহার,
নব আগন্তুক হয়ে, যতই না কেন
শিষ্য, বন্ধু, সহকর্মী, ধার্মিকের বেশ
ধর গিয়ে তুমি ?

জীবনদূত   তাই নাকি ?   চল তবে,
চল ত্বরা করে' অদৃশ্য বায়ুর মত
যেথা ইচ্ছা হয় মানুষের কর্মক্ষেত্রে ;
দুইজনে পাশাপাশি দেখিব দাঁড়িয়ে
সকল সাধনা তার, দেহে বাক্যে মনে,
অশরীরী আত্মারূপে ;   অবস্থা বিশেষে
দুজনায় পরস্পরে দুই এক কথা
জানাব নিভৃতে ;   দেখা শেষ হ'লে পর
প্রয়োজন মত যা কিছু বলার থাকে
আলোচনা করে' দুয়ে মিলে' বেছে নেব
সত্য প্রতিনিধি মানুষের…

মৃত্যুদূত।   বেশ, বেশ ;
চল যাই, বেলা হ'লে পথে পাব ক্লেশ।

(উভয়ের গমনোদ্যম)

প্রথম দৃশ্য

কবিগৃহ

সময়—সকাল

দারিদ্র্যলাঞ্ছিত গৃহে ভাঙ্গা চেয়ারে বসিয়া কেরাসিন কাঠের টেবিলের উপর খাতা রাখিয়া রচনা-নিরত কবি। টেবিলের উপর দুই তিন খানি বই; তার মধ্যে একখানি কাশীদাসি মহাভারত। পিছনের দেওয়ালে অন্তঃপুরের একটি দরজা। দরজা খুলিয়া অন্তঃপুর হইতে কবিগৃহিণীর প্রবেশ।

কবি-গৃ। ছ্যাখো, আর তো সহ্য হয় না। সারা দিন রাত্রি ঐ ভাঙ্গা চেয়ারে বসে' পাগলের মত কী যে মাথামুণ্ডু লেখো—ও কি ব্রহ্মাণ্ডে কেউ পড়ে, না ও থেকে দুটো পয়সা আসে? আমি সত্যি সত্যি তোমাকে আজ বলে' দিচ্ছি, আর দুমাসের মধ্যে যদি ছেলেমেয়েদের পেট ভরে' দুটো খেতে দেওয়ার ব্যবস্থা না করতে পার, তবে আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরবো, মরবো, মরবো,—কেউ ঠেকা'তে পারবে না—

কবি। ছ্যাখো বিমলা, তোমার কপালে যদি গলায় দড়ি দেওয়া থাকে, তবে আমি কেন স্বয়ং মহাদেব এসেও তোমাকে বাঁচাতে পারবেন না, কারণ দেবতারাও নিয়তির নাগপাশে বাঁধা। এই শোন, (মহাভারত হাতে লইয়া) মহাভারত পড়েছ তো? মহাভারতের বনপর্ব? শোন, ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠি শকুনির সঙ্গে পাশাখেলায় সর্বস্বান্ত হয়ে চার ভাই ও দ্রৌপদীকে সঙ্গে নিয়ে যখন বনে বনে ঘুরছিলেন আর বনের ফলমূল খেয়ে দিন কাটাচ্ছিলেন, তখন—

কবি-গৃ। ফেলে রাখো তোমার মহাভারত, লক্ষ্মীর জর ১০৩ ডিগ্রীতে উঠেছে, সারারাত্রি একবার চোখের পাতা বুঁজতে পারি নি, গয়লানী আজ দুধ দ্যায় নি, ঘরে একটু হর্লিকও নাই, খোকা সেই ঘুম ভাঙ্গার সময় থেকে কান্না জুড়েছে, আমার হয়েছে মরণ—

কবি। কপালে কষ্ট থাকলে, অর্থাৎ যদি কর্মফলে কষ্ট পেতে হয়, ভগবান্‌ও সে কষ্ট দূর করতে পারেন না; তা না হ'লে পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ যে

পাণ্ডবদের সহায়, সেই পাণ্ডবেরা গাছের ছাল পরে' বনে বনে ভিক্ষুকের মত ফিরে—এই শোন, একটু দাঁড়াও, (মহাভারত খুলিয়া পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে), বনপর্ব, বনপর্ব, কাম্যক বনে শ্রীকৃষ্ণের আগমন, তিনশ' উনত্রিশ পৃষ্ঠা, একটু দাঁড়াও, এই দ্যাখো, শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের দুঃখ দূর করতে না পেরে দৈবের উপর সব দোষ চাপিয়ে তাঁদেরকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করছেন :—

শুন ধর্ম্ম মহীপাল আমার বচন।
গ্রহদোষ হইতে দুঃখ পায় সাধুজন ॥
অবনীতে ছিল পূর্বে শ্রীবৎস নৃপতি।
শনিকোপে দুঃখ তিনি পাইলেন অতি ॥
চিন্তাদেবী তাঁর ভার্য্যা লক্ষ্মী-অংশে জন্ম।
পৃথিবীতে খ্যাত আছে তাঁহার যে কর্ম্ম ॥
দ্রৌপদীর কিবা দুঃখ শুন নরবর।
ইহা হৈতে চিন্তা-দুঃখ হইল বিস্তর ॥
দৈবেতে এসব হয় (শুনছো বিমলা) শুন মহীপাল।
আপন অর্জ্জিত কর্ম্ম ভুঞ্জে চিরকাল ॥
এই দুঃখ পাও রাজা (ভাল করে' শোন) দৈবের বিপাকে।
ঈশ্বরেরে নিন্দ নাহি নিন্দ আপনাকে ॥

তাই বলছিলাম, তোমার কর্ম্মফলে যদি গলায় দড়ি দেওয়া থাকে, স্বয়ং ভগবান্‌ও তা ঠেকা'তে পারবেন না—

কবি-গৃ। তা বেশ, আমার কর্মফলে তো গলায় দড়ি হবে, তোমার কর্মফলটা কি রকম? পায়ে ছেঁড়া চটি, আর পেটে মসুরি ডালের ঝোল আর—

কবি। আহা তুমি রাগো কেন? আমি তো রাগের কথা কিছুই—

কবি-গৃ। রাগবো কেন—তুমি যে কর্ম কর্ম করে' বক্তৃতা ঝারছো কিনা, একবার ভালমত কর্ম করে' দেখাও না। ঐ ভাঙ্গা চেয়ারে বসে'—

কবি। বিমলা, বার বার ভাঙ্গা চেয়ার ভাঙ্গা চেয়ার করে' খোঁটা দিও না। আমি যে কর্ম করছি তা তোমরা কি বুঝবে—তা এ যুগের লোক কেউ বুঝবে না,—তা বুঝবে যারা আজি হ'তে শত বর্ষ পরে—

কবি-গৃ। ঐ গয়লানী এসেছে—এই যে আসি ক্ষীরোদা—

[অন্তঃপুরে প্রবেশ]

কবি (স্বগত)—হায় রে অর্থ, সংসার কেবল তোমাকেই চিনেছে—স্ত্রী

বল, পুত্র বল, ভাই বল, বন্ধু বল, যার অর্থ নাই তার কেউ নাই ; প্রেম, ভক্তি, ভালবাসা, সকলের মূলে ঐ রজতকান্তি ; অর্থহীনের কাব্যসেবা, ধর্মচিন্তা, সৌন্দর্য্যলিপ্সা সব বৃথা ; তার একমাত্র পুরস্কার লোকের ঘৃণা, তাচ্ছিল্য, অপমান ; ছেড়ে দেব এ সাহিত্যসেবা, আর না, আর সহ্য হয় না এই অভাব, এই অপমান ; এখনও হয়তো সময় আছে, এখন থেকে অর্থসেবাতেই মন দেব ; (কিছুক্ষণ নির্বাক্‌ভাবে সম্মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া) কিন্তু, পারবো কি ? সারাজীবন ধরে' যে সাধনা করে' এসেছি তা কি একবারে ভুলে' যেতে পারবো ? আকাশে, বাতাসে, ফুলে, ফলে, ধরণীর শ্যামল বুকে যে সৌন্দর্য অনন্ত ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করেছে আমার চোখে, তাকে ভুলবো কি করে' ? না, পারবো না, কিছুতেই পারবো না, যাক অর্থ, যাক মান, সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, পত্নী পুত্র সব যাক, তুমি থাক, বিশ্বের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ওতপ্রোতভাবে বিরাজিত শাশ্বত সৌন্দর্যশক্তি, তুমি থাক, আর আমি থাকি, তোমার পূজাতেই কেটে যাক আমার এ ক্ষুদ্র জীবনের দিনগুলি ·····

(দূরের দিকে চাহিয়া)

কী জাদু করেছ মোরে,
আঁখিপাতে পরায়েছ সে কোন্ কাজল,
হে সুন্দরী মায়াবিনী অনন্তের লীলায় চঞ্চল···
তুমি মোরে দেখায়েছ সূর্যাস্তের গোধূলি আভায়
তরল সোনার খেলা বিটপীর মাথায় মাথায় ;
দিগন্তে বনানীকোলে দিন যেথা হয়ে যায় শেষ,
সোনালী মেঘের পারে দেখায়েছ স্বপনের দেশ ;
নিশীথে আঁধারে যবে বিশ্ব করে মৌন অভিযান,
মহান্ আকাশ জুড়ে' শুনায়েছ তারাদের গান ;
শুনায়েছ ভোরে যবে জাগে দূর পূবের গগন,
বিহগের কলকণ্ঠে জীবনের নব আবাহন ;
শতধারা জীবনের মন্দাকিনী উদ্বেল উচ্ছল
পরশ করা'লে মোরে, পিয়াইলে ভরিয়া আঁজল ;
দম্পতীর মুগ্ধ প্রেম, আঁখি কোণে সারা বিশ্ব পাওয়া,
বিদায়-আতুর ক্ষণে বার বার ফিরে' ফিরে' চাওয়া ;

শিশুর অমল হাসি, মাতৃকোলে অর্থহীন কথা,
মুমূর্ষু সন্তানবুকে জননীর বাক্যহারা ব্যথা ;
দুঃসহ বেদনাভারে ভেঙ্গে গেলে শেষ ধৈর্যসীমা,
মানুষের ক্ষুদ্র বুকে লীলায়িত বিরাট্ মহিমা ;
দেখা'লে কত না তুমি জীবনের বিচিত্র উন্মেষ,
আঁধারে আলোতে আঁকা, নিত্য নব নবতর বেশ ;
তোমারি পূজায় আমি, বিধাতার মানসী ঘরনী,
উৎসর্গ করেছি মোরে, মহীয়সী ওগো চিরন্তনী ;
দূর হোক চিরতরে বিত্ত-যশ-বিলাস-পিপাসা,
ভিক্ষাপাত্র হাতে লয়ে দ্বারে দ্বারে ঘৃণ্য যাওয়া আসা ;
ধ্রুবতারা সম তুমি জ্বল স্থির হৃদয়ে আমার,
যদি বা আকাশ ঘিরে' নেমে আসে নিরেট আঁধার ;
সানন্দে বরিয়া লব সব ব্যথা সব দুঃখ ক্লেশ,
তোমার নয়নতলে যদি হয় এজীবন শেষ।

দ্বিতীয় দৃশ্য

দার্শনিক-গৃহ

সময় : বৈকাল ৩টা

অন্তঃপুর। মধ্যবিত্ত গৃহস্থের সাধারণ ঘর। সাজ সরঞ্জাম অতি সাধারণ রকমের: একখানি পুরাতন খাট, একপার্শ্বে একটি কাপড়চোপড় রাখিবার আলনা, ও গুটি তিনেক মাঝারি সাইজের ট্রাঙ্ক ; দেওয়ালে কয়েকখানি প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি ; পশ্চিমদিকের জানলা দিয়া খানিকটা রৌদ্র আসিয়া ঘরের মেঝেতে পড়িয়াছে। ঘরের বারান্দায় একটি বৎসর দশের ছেলে কাঁচি দিয়া কাগজ কাটিতে ব্যাপৃত ; অনেক কাগজের টুকরা ইতস্ততঃ ছড়ান। দার্শনিকগৃহিণী গৃহমধ্যে কাপড়চোপড় গোছানো ইত্যাদি কার্যে নিযুক্ত। ছোট উঠানে কয়েকটা ফুলের গাছ। উঠানের একপাশ দিয়া বাহিরে যাইবার দরজা।

পাশের ঘরে সাধারণ একখানি চেয়ারে দার্শনিক উপবিষ্ট, সম্মুখে একখানি টেবিল ; টেবিলের একপার্শ্বে, দার্শনিকের দক্ষিণে, আর একখানি চেয়ারে কবি ; বামপার্শ্বে একটা আলমারিতে অনেকগুলি বই ; টেবিলের উপর একটি দোয়াত ও কলম, দু একখানি বই ও খাতা।

(কবি ও দার্শনিক দুজনে কিছুক্ষণ চুপ থাকিবার পর)

কবি। তোমার সত্য, আমার সৌন্দর্য ; কিন্তু যতই দিন যাচ্ছে, যতই জীবনের অভিজ্ঞতা বাড়ছে, ততই এই বিশ্বাস দৃঢ়তর হচ্ছে যে সত্য ও সৌন্দর্য একই ; সত্য ছাড়া সৌন্দর্য নাই, সৌন্দর্য ছাড়া সত্য নাই…

দার্শ। নিঃসন্দেহ, সত্য, সুন্দর, শিব, একই সত্তার তিন দিক্, এ তিনটির মধ্যে যে কোন একটীর সাধনা করলেই অপর দুটির সাধনা আপনা আপনি হয়ে যায়...অবশ্য অনেকের ধারণা আছে দর্শন দেখা দিলেই সেখান থেকে কাব্য বিদায় নেয়, দর্শনের শীতল স্পর্শে কাব্যের জীবনশোণিত জমে' যায়, কিন্তু সে ধারণা ভ্রান্ত ; কাব্য ও দর্শন দুয়েরই অত্যন্ত হীন আদর্শের উপর সে ধারণা প্রতিষ্ঠিত…

কবি। তা তো বলাই বাহুল্য ; কতকগুলো কথা ছন্দের বাঁধনে

ফেলে শ্রুতিমধুর করতে পারলেই যদি কাব্যসৃষ্টি হ'ত, তা হ'লে চিন্তা ছিল না; শুধু প্রিয়দর্শন হ'লেই যেমন একজন মানুষকে সত্যিকার মানুষ বলা যায় না, তার ভিতরে কিছু বস্তু দরকার, কাব্যেরও তাই, শ্রুতিমাধুর্যের পর বস্তু চাই, সত্য চাই, সত্যই তার প্রাণ···

দার্শ। তোমার সঙ্গে আমার প্রধান পার্থক্য কর্মপদ্ধতিতে, হয় তো বা দৃষ্টিভঙ্গীতেও; কিন্তু সেখানেও সন্দেহের অবকাশ আছে; পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে বেদের ঋষিরা সত্যের সন্ধানে বেরিয়ে যে দৃষ্টি দিয়ে জগৎকে দেখেছিলেন, তার থেকে কবিত্বময় দৃষ্টি তো আমি এ পর্যন্ত কোন কাব্যে পেয়েছি বলে' মনে হয় না, আমার অন্তরের বিশ্বাস প্রত্যেক প্রকৃত দার্শনিকই কবি, এবং কবিই দার্শনিক···

কবি। অর্থাৎ আমি যা বললাম, সত্য ছাড়া সৌন্দর্য নাই, সৌন্দর্য ছাড়া সত্য নাই···

দার্শ। তবে দর্শনের দুর্ভাগ্য, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার বক্তব্য দুর্বোধ্য হয়ে উঠে, যার ফল দাঁড়ায় সেই বক্তব্য মানুষের হৃদয়কে ততটা নাড়া দেয়না যতটা দেয় তার মস্তিষ্ককে; কাব্যে ঠিক বিপরীত, কাব্যের বাক্য মানুষের মস্তিষ্ককে ততটা নাড়া দেয় না যতটা দেয় তার হৃদয়কে; আর মানুষের অধিকাংশই, বোধ হয় একশ' জনার মধ্যে আশিজন, মস্তিষ্কের শ্রমে বিমুখ, কাজেই তুমি শ্রোতা পাও, আমি পাই না বললেই চলে...

কবি। কিন্তু শ্রোতা যতই মিলুক না কেন, লোকে পাগল বলতে ছাড়ে না...আজ সকালে আমার স্ত্রীই আমাকে···

দার্শ। তা বলুক, আমাকেও বলে জানি; সত্যি সত্যি তুমি আমি পাগল, না যারা আমাদেরকে পাগল বলে তারাই পাগল তার বিচার করবে ভবিষ্যৎ···

কবি। সেই আশাতেই সকল তাচ্ছিল্য সহ্য করে' আছি; মনটা আজ বড্ড খারাপ হয়েছিল, তাই খাওয়ার পরই একবার তোমার কাছে এলাম; এখন যাই, সন্ধ্যাবেলায় বাড়ি থাকবে?···

দার্শ। খুব সম্ভব না, একবার জ্ঞানের কাছে যাওয়ার ইচ্ছা আছে, আমাদের মত ঐ আর এক পাগল, আকাশের চন্দ্র সূর্য্য নিয়ে···অনেক ক'দিন ওদিকে যাইনি···

কবি। আচ্ছা এখন তবে যাই, কাল সন্ধ্যাবেলা আসবো একবার...

দার্শ। আচ্ছা ভাই, আমিও একটু পুঁথি ক'খানা নিয়ে বসি, আজ সকালে শরীরটা তেমন ভাল না থাকায় একটা পাতাও উল্টোতে পারিনি, এখন পর্যন্ত আমি অশুচি আছি···

কবি। বেশ তুমি পড়, আমি যাই···

(প্রস্থান)

দার্শ (কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকার পর ঈষৎ উচ্চৈঃস্বরে পাঠ)

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি॥

তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং···তাঁর প্রকাশেই সমস্ত প্রকাশিত······ জ্যোতির্ময় তিনি, জ্যোতিঃস্বরূপ···কিন্তু এই অনন্ত জ্যোতি মানবজীবনের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে কি করে' গ্রহণ করবো? কি করে' উপলব্ধি করবো এই পরম সত্তাকে? পঞ্চাশ বৎসর পার হ'তে চললো···পক্ককেশ, লোলচর্ম বৃদ্ধ, কবে সুখদুঃখ সব পিছনে ফেলে পরপারের খেয়া ধরতে হবে তার ঠিক নাই, আবার কবে সেই পরমসত্তার অনুভূতি হবে···মরীচিকার পিছনে মৃগের মত বৃথাই জীবনপাত করে' গেলাম, তৃষ্ণা আর মিটলো না···বৃথা? —না; নাই বা পেলাম সত্যের দেখা, সত্যের সন্ধান কি কিছুই নয়? বাতি জ্বালতে জ্বালতে কতবার নিভে? নাই বা জ্বললো বাতি···

(স্ত্রীর প্রবেশ)

দার্শ-স্ত্রী। বেলা যে পড়ে' এল তার খোঁজ রাখ? আর কতক্ষণ ঐ ছেঁড়া পুঁথির পাতা উল্টোবে?···

দার্শ। বেলা পড়ে' এল? তাই তো বেলা পড়ে' এল, বেলা পড়ে' এল···

দার্শ-স্ত্রী। আ ম'ল পাগল হ'লে নাকি? পঞ্চাশবার বেলা পড়ে' এল বেলা পড়ে' এল করে' এদিক ওদিক চাইছ, দেখছো না সমস্ত উঠোন ছায়ায় ভরে' গিয়েছে···বুধবারের হাট আজ, হাট ভেঙ্গে গিয়েছে, লোক সব বেসাতি নিয়ে বাড়ী ফিরছে দেখছো না?···

দার্শ (মৃদু মস্তক সঞ্চালন করিয়া)—হাট ভেঙ্গে গিয়েছে, হাট ভেঙ্গে গিয়েছে…

দার্শ-স্ত্রী। হ'ল এত দিনে সব শেষ, এতদিনে মাথা খারাপ হ'ল…

দার্শ। আমার মাথা খারাপ হয়েছে বললে মোক্ষদা, তা বলবে বৈ কি…সংসারের নিয়মই ওই, প্রত্যেকেই মনে করে নিজেকে বাদ দিয়ে আর সকলের মাথা খারাপ, আর সকলেই পাগল…

দার্শ স্ত্রী। বড় অন্যায় হয়েছে তোমাকে পাগল বলা, না? কাল থেকে ঘরে না আছে একটা আলু, না আছে একটা পটল, হাট ভেঙ্গে গেল, সব লোক বেচা কেনা সেরে বাড়ী ফিরছে, আর তোমাকে সে কথা বলাতে তুমি পঞ্চাশবার হাট ভেঙ্গেছে বেলা পড়েছে বলে' মাথা নাড়ছো… পাগল আবার কাকে বলে…

(চঞ্চলভাবে পুনরায় অন্তঃপুরে প্রবেশ)

দার্শ (স্বগত)—নাই, নাই, নাই; নাই, নাই, নাই; পঁচিশ বৎসরের মধ্যে নাই ছাড়া আর কোন কথা শুনলাম না জীবনসঙ্গিনীর মুখ থেকে;… আমার কিছুই যে নাই তা তো ঠিকই, কিন্তু না থাকলেই বা এমন কী আসে যায়…আমি নিজে তো কোন কষ্ট অনুভব করি নে, প্রতিবেশীর অনুকম্পাই আমাকে অস্থির করে' তুলেছে, আর এই স্ত্রীর দুশ্চিকিৎস্য হাহাকার…মানুষগুলো কি সব পাগল হয়ে গেল, দিন রাত্রি অর্থচিন্তা ভিন্ন দ্বিতীয় চিন্তা নাই, কারো ভাববার সময় নাই এই যে জীবনমৃত্যু, জড়চেতন, সসীম অসীম সমস্ত আবৃত করে' দুর্ভেদ্য বিরাট্ প্রহেলিকা যুগে যুগে দিগন্ত আচ্ছন্ন করে' দাঁড়িয়ে আছে, সেই প্রহেলিকার অন্ধকারে সত্যি সত্যি আলো জ্বালাতে পারলো কে…পথ স্থির করতেই জীবন কেটে গেল, জ্যোতির দেখা পেলাম না, তমসো মা জ্যোতির্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়…

তৃতীয় দৃশ্য

বৈজ্ঞানিক-গৃহ, গবেষণাগার।

সময় রাত্রি—৯টা

পিছনে, ডাইনে ও বাঁয়ে দেওয়াল, সম্মুখে কয়েকটি থাম ও তাহার বাহিরে উন্মুক্ত আকাশের নীচে প্রশস্ত বারান্দা; পিছনের দেওয়ালে কয়েকখানি আকাশের মানচিত্র ও একটি ঘড়ি। গবেষণাগারের মধ্যস্থলে টেবিলের উপর কিছু বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও কয়েকখানি মোটা মোটা বই; দুখানি চেয়ার শূন্য। বৈজ্ঞানিক বারান্দাস্থিত দূরবীক্ষণে চক্ষু লাগাইয়া দণ্ডায়মান। পাশের দেওয়ালের একপ্রান্তে অন্তঃপুরের একটি দরজা; অপর পাশের দেওয়ালে বাহিরে যাতায়াতের দরজা।

প্রায় এক মিনিট দূরবীক্ষণে চোখ লাগাইয়া থাকিবার পর চেয়ারে বসিয়া টেবিলের উপরিস্থ খাতায় কিছু লিখিয়া, এক মিনিট চিন্তা করিয়া পুনরায় দূরবীক্ষণে চোখ লাগাইয়া বৈজ্ঞানিকের দণ্ডায়মান অবস্থায় নিশ্চল স্থিতি; তারপর আবার চেয়ারে বসিয়া টেবিলের খাতায় লেখনী চালন; এমন সময়ে বৈজ্ঞানিকগৃহিণীর বৈজ্ঞানিকের রাত্রির আহার ও পানীয় আনিয়া ঐ টেবিলেরই একপার্শ্বে রাখিয়া পুনরায় অন্তঃপুরে গমন।

বৈজ্ঞা (স্ত্রীর দিকে দৃষ্টিপাতও না করিয়া)—অসম্ভব, অসম্ভব, একেবারেই অসম্ভব, এ রহস্য চিরকাল রহস্যই থেকে যাবে, এর আর সমাধান নাই (দূরবীনে চক্ষু লাগাইয়া কিছুক্ষণ থাকার পর) এতদিনের পরিশ্রম বোধ হয় সার্থক হ'ল বলে' মনে হচ্ছে···কয়েক দিন পর পরই তো দেখছি

[বাহিরে দরজায় করাঘাত]

কে? কে? বিশ্বেশ্বর দা, এসো দাদা, এসো

(দ্বারোন্মোচন ও দার্শনিকের প্রবেশ ও উভয়ের চেয়ারে উপবেশন)

দশ পনর দিন তোমাকে দেখিনি, ভাবছিলাম একবার তোমার ওদিকে যাব, কিন্তু কিছুদিন ধরেই সন্ধ্যার পর আকাশটা এমন পরিষ্কার যাচ্ছে, এ সময়ে এরকম পরিষ্কার আকাশ বড় বেশি পাওয়া যায় না, এমন রাতে দূরবীনটা চোখে না লাগিয়ে থাকতে পারি না, আর দূরবীন চোখে লাগালেই আমার

মনের মধ্যে সে যে কী আলোড়ন আরম্ভ হয় তা কথায় বলে' বোঝাবার ক্ষমতা আমার নাই, সেই আলোড়নের ধাক্কা চলে পরের দিন পর্যন্ত...

দার্শ। আমারও ভাই সেই অবস্থা; সকালে উঠে' বই ক'খানা নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করি, চিরকালের অভ্যেস ছাড়তে তো পারিনে; বইগুলোর সঙ্গে এমনি একটা অন্তরের টান হয়ে গেছে...সেই একই কথা দিনের পর দিন, কিন্তু তবু সেই পুরান কথা কী যে উন্মাদনা জাগিয়ে তোলে বুকের মধ্যে...সেই যে

অণোরণীয়ান্মহতো মহীয়া
নাত্মাস্য জন্তো র্নিহিতো গুহায়াম্

তোমার ভাই আকাশের চন্দ্রসূর্যগ্রহনক্ষত্র যেমন পুরান হয় না, আমারও তেমনি এই কথাগুলো, এরা যেন কোন্ অসীমের ওপার থেকে আমার প্রাণকে টান দ্যায়...

বৈজ্ঞা। আচ্ছা দাদা, তুমি যে এই অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্ সত্তার কথা বললে, তার কি সত্যি সত্যি আমাদের মত একটা সচেতন ব্যক্তিত্ব আছে? আমাদের শাস্ত্রে বলে ভক্তি করে' ডাকতে' পারলে ভগবান্ মত্তমাতঙ্গের পায়ের তল থেকে ভক্তকে উদ্ধার করেন, খ্রীষ্টভক্তরাও বিশ্বাস করেন ভগবান্ তাঁদের চোখের জল মুছিয়ে দিবেন; বল তো এই যে সব আশা, সত্যি সত্যি বাস্তবজীবনে এসব আশা কখনও পূর্ণ হবে, না চিরকাল ভক্তের মনে আশার আকারেই থেকে যাবে?...

দার্শ। তোমার মনের এই প্রশ্ন আমার মনেও জেগেছে বহুদিন্ থেকে, কিন্তু অনেক ভেবে ভেবে দেখেছি সকল চিন্তা, সকল বিশ্বাস, সকল সন্দেহের পিছনে এক অনন্ত অব্যয় শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার না করে' উপায় নাই...

বৈজ্ঞা। বেশ ভাল কথা; সেই অনন্ত অক্ষয় শক্তির অস্তিত্ব মানতে কোন বুদ্ধিমান্ মানুষেরই আপত্তি হবে না, বিশেষতঃ এই ইলেক্ট্রনের কথা বিশ্বাস করলে, বিশ্বাস না করে' উপায়ই বা আছে কি, বিজ্ঞান যে আজ চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে...কিন্তু সেই শক্তিই কি আমাদের ভক্তি-শাস্ত্রের ভগবান্? একি সেই ভগবান্, যাঁকে মাতৃরূপে ভজনা করে' ভক্ত গেয়েছেন

আমায় দাও মা তবিলদারী
আমি নিমকহারাম নই শঙ্করী?...

তুমি কি সত্যিই মনে কর আমার এই ক্ষুদ্র ঘরে যে হাসিকান্নার খেলা হয়, তাতে সেই অনন্তশক্তির অনন্ত গতি মুহূর্তের জন্য, বিন্দুমাত্রও, ব্যাহত হয়? সে শক্তির কাছে আমার সুখও যা দুঃখও তা, জন্মও যা মৃত্যুও তা-ই…

দার্শ। তবে কি ভাই তুমি বলতে চাও আমাদের সুখদুঃখের সঙ্গে পরমেশ্বরের কোন সম্পর্ক নাই? যুগযুগান্ত ধরে' মানুষের অন্তরে যে আশা-আকাঙ্ক্ষা জাগরূক হয়ে আছে সে সবই কি মিথ্যা?…

বৈজ্ঞা। বিশ্বেশ্বর দা', কখনও কখনও জীবনে এমন অবস্থার সম্মুখীন হয়েছি, এমন বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়েছি, যে তখন অন্তর থেকে এই চিন্তা স্বতঃই বেরিয়ে এসেছে, একবার যদি ভগবানের দেখা পেতেম তবে তাঁর পায়ে জড়িয়ে ধরে' বলতেম, এ শুধু তোমারই দয়া; তেমনি আবার এমন অবস্থাও এসেছে যখন বুকের মধ্যে আগুন জ্বলে' উঠেছে, মনে হয়েছে ভগবান্ বলে' সত্যি কেউ আছে নাকি? এ আমার কোন্ অপরাধের শাস্তি? তাই বলছি, আমাদের এসব সুখদুঃখের সঙ্গে সেই অনন্ত শক্তিকে জড়িয়ে কাজ নাই…

দার্শ। ভাই, আমিও ভক্তিমার্গের পথিক নই, কিন্তু ঈশ্বরকে যদি সারাবিশ্বের প্রাণ বলেই ধরি, তবুও তো তাঁর সঙ্গে আমাদের জীবনের সম্পর্ক নাই বলতে পারিনা…

বৈজ্ঞা। পারিই না তো, আমি তো বলছিনে যে আমাদের জীবন ঈশ্বরের সম্পর্কবিহীন; আমি বরং বলি, ঈশ্বর ছাড়া আমি কিছুই না, তাঁর বাইরে আমার সত্তাই নাই, কিন্তু তাঁর থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে' নিয়ে এসে আমি বলবো না, প্রভু, আমার এই জীবনপাত্রের সুখদুঃখ তোমারই দান…

দার্শ। তুমি ঠিকই বলেছ ভাই, যে শক্তিকে সকল দ্বন্দ্বের উপরে, সকল বাক্য ও চিন্তার উর্ধ্বে স্থান দিয়েছি, তাকেই আবার ব্যক্তিত্ব আরোপ করে' নিজেদের সুখ দুঃখের সঙ্গে জড়িয়ে নেওয়া, এটা সত্যিই আমাদের দুর্বলতার পরিচয় দ্যায়, আর কিছু না…

বৈজ্ঞা। তবেই তোমার দর্শন আর আমার বিজ্ঞান একই লক্ষ্য পথে চলেছে…পরমাণু থেকে আরম্ভ করে' নীহারিকা পর্য্যন্ত সেই একই শক্তির বিকাশ, অনন্ত, অক্ষয়, কিন্তু সে শক্তি বাক্য ও চিন্তার অগোচর…

দার্শ। দর্শনের ভাষায় তত্র বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ…

(ঘড়ির দিকে চাহিয়া) ওঃ, দশটা বেজে গিয়েছে, আজ তবে উঠি ভাই, রাত্রি হয়েছে···

(প্রস্থান)

বৈজ্ঞা। দাদা কাল আর একবার এসো, অনেক কথা আছে···

[দ্বারের বাহিরে—আচ্ছা আসবো, নিশ্চয় আসবো ;
বৈজ্ঞানিকের পুনরায় বারান্দায় গিয়া দূরবীক্ষণে চক্ষু স্থাপন ;
স্ত্রীর পুনঃপ্রবেশ]

বৈজ্ঞা স্ত্রী (টেবিলে বৈজ্ঞানিকের আহার্য্যের নিকট যাইয়া)—পাগল কি আর আকাশ থেকে পড়ে? ঐ যে দূরবীন না মাথা মুণ্ডু, রাতের পর রাত, মাসের পর মাস, ওতে চোখ লাগিয়ে বসে' থাকা ছাড়া কি আর দ্বিতীয় কাজ আছে···ক্ষিদে নাই, তেষ্টা নাই, সারা রাত ঘুম নাই, শুধু ঐ তারা আর তারা, তারা আর তারা···আমার যেমন কাজ নাই, খাবার তৈরী করে' আনি এই পাগলের জন্যে···বলি শুনছো, কিছু খাবে না কি? (বৈজ্ঞানিকের নিকট গিয়া পিঠে হাত রাখিয়া) ওগো শুনছো, আজ কি কিছু খাবে, না কি? (একটু চুপ থাকিয়া) শুনছো, কিছু খাবে, না কী?···

বৈজ্ঞা (দূরবীন হইতে চোখ না তুলিয়া)—পঁচিশ বৎসরের পরিশ্রম বোধ হয় এতদিনে সার্থক হ'ল বলে' মনে হচ্ছে···

বৈজ্ঞা স্ত্রী। কি হ'ল, কি হ'ল বল' না······

বৈজ্ঞা। একটা নতুন তারা······

বৈজ্ঞা স্ত্রী। নতুন তারা! নতুন তারার আবার কি হ'ল?

বৈজ্ঞা। [দূরবীন হইতে চোখ তুলিয়া]—এই আকাশে যে তারা ছাখো না, সব তারার হিসেব আছে, ম্যাপ আছে জানো তো?

বৈজ্ঞা স্ত্রী। কী, তারার আবার হিসেব আছে? সেই হিসেবে মন দিয়েছ, না? বাক্সে কটা টাকা আছে তার হিসেব রাখ?

বৈজ্ঞা। তুমি বুঝবে না গো বুঝবে না, আমার যেন মনে হচ্ছে একটা নতুন তারা দেখেছি, ঐ উত্তর পশ্চিম আকাশের কোলে, অভিজিতের পাশ দিয়ে······

বৈজ্ঞা স্ত্রী। ভগবান্, আমার দিকে ফিরে' চাও, আর তো এ পাগলামির যন্ত্রণা সহ্য হয় না···

(চোখে আঁচল দিয়া প্রস্থান,
বৈজ্ঞানিকের পুনরায় দূরবীনে চক্ষু স্থাপন)

চতুর্থ দৃশ্য

নগরের একপ্রান্ত, নদীতীর।

সময় : পূর্ববর্তী দৃশ্যের অব্যবহিত পরে, অর্থাৎ রাত্রি প্রায় ১১টা

জীবনদূত ও মৃত্যুদূত

মৃত্যু। কার কথা সত্য হ'ল? আপনার চোখে
দেখলে তো ভাল করে' কী যে ছেলেখেলা
নিয়ে দিন কাটে এই অবোধ মানুষ,
বৈজ্ঞানিক কিবা কবি কিবা দার্শনিক?
অর্থহীন বাক্য দিয়ে দিবস রজনী
কেবল হেয়ালি গাঁথে স্বরের নেশায়;
অথবা বিশ্বের যত রহস্য কাহিনী,
সৃজন, প্রলয়, স্থিতি, আত্মার স্বরূপ,
ইহকাল, পরকাল, স্বরগ, নরক,
তারি আলোচনা নিয়ে অনন্ত কুহেলী
রচিয়া আঁধার করে জীবনের পথ;
অথবা আহার নিদ্রা সব ফেলে রেখে
কাগজে আঁচড় পাড়ে সারা নিশি জেগে
পোগণ্ড শিশুর মত, গৃহমাঝে বসে'
আকাশের চাঁদ যেন ধরিবে বলিয়া;
বাতুল, বাতুল ঘোর, বুদ্ধিলেশহীন।
চুপ করে' র'লে কেন?

জীবন। তর্কে কিবা লাভ?
এখনো অনেক বাকী রয়েছে মোদের
দেখিতে বিচিত্র গতি নর জীবনের;
ধৈর্য ধরে' দ্যাখো সব, তা' পরে বিচার
করা যাবে স্থিরভাবে একান্তে বসিয়া।
ভ্রমণ হয়েছে শেষ আজিকার মত;
কালিকে প্রভাত বেলা শিল্পীদের গৃহে
দেখিব আত্মার লীলা সৌন্দর্য সৃজনে।

পঞ্চম দৃশ্য

সঙ্গীত শিল্পীর গৃহ

সময় সকাল ৮টা

প্রশস্ত বৈঠকখানার পিছনদিকের দেওয়ালে কয়েকখানি বড় প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি ও কয়েকটি সেতার ও এসরাজ ঝোলান ; দুই পার্শ্বের দেওয়ালে একটি করিয়া দরজা ও দুইটি করিয়া জানালা ; জানালা দরজা সবই খোলা ; ঘরের ভিতরে দুইপার্শ্বে ও সম্মুখে একটি মানুষ যাতায়াতের জায়গা রাখিয়া পিছনের দেওয়ালের সঙ্গে লাগাইয়া কয়েকখানি চৌকী পরিষ্কার শাদা চাদরে আবৃত ; গৃহের বাহিরে পিছনে বড় বড় গাছ ও সম্মুখে একটি রাজপথ ; রাজপথ হইতে শিল্পীর গৃহে প্রবেশের জন্য দুই পাশ হইতে দুইটি রাস্তা।

দৃশ্যারম্ভের পূর্ব্ব হইতেই চৌকীর উপর বসিয়া সঙ্গীতশিল্পী সেতার বাদনে নিমগ্ন। দৃশ্যারম্ভের পর প্রথম পাঁচ ছয় মিনিট শুধু সেতার বাদন ; এই কয় মিনিটের প্রথম দুই তিন মিনিটে নৃত্যশিল্পী ও অন্যান্য চরিত্রগুলি* আধ মিনিট বিশ সেকেণ্ড অন্তর একে একে আসিয়া সন্তর্পণে ফরাসের দুইধারে, সম্মুখ দিক্ খোলা রাখিয়া, পা ঝুলাইয়া বসিবে। নৃত্যশিল্পী প্রবেশের পর সঙ্গীতশিল্পীকে প্রণাম করিয়া ফরাসের উপর বসিবে। পাঁচ ছয় মিনিট সেতার বাদ্যের পর সঙ্গীতশিল্পীর গীত, ও গীত আরম্ভের এক মিনিট পরে ফরাসের উপর নৃত্যশিল্পীর নৃত্য আরম্ভ ; নৃত্য গীত ও বাদ্য একসঙ্গে আরও কয়েক মিনিট চলিবে। নৃত্য গীত ও বাদ্যের ঐকতান পূর্ণভাবে চলিতে থাকিলে চৌকীর উপর উপবিষ্ট সমস্ত চরিত্রের মস্তক সমভাবে দুলিতে থাকিবে। নৃত্যগীত শেষে সঙ্গীত ও নৃত্যশিল্পী ব্যতীত অপর সমস্ত চরিত্র একে একে দুই দিকের দরজা দিয়া বাহির হইয়া যাইবে।

[* স্কুল শিক্ষক : একহাতে বই ও অন্যহাতে ছাতি ;
ডাক্তার : গলা হইতে বুকের উপর দিয়া ষ্টেথোস্কোপ ঝোলান ;
উকিল : ঘাড়ে গাউন ও হাতে ছড়ি ;
কৃপণ : হাঁটু পর্যন্ত আটহাতি কাপড় পরনে ও গায়ে বেনিয়ান, চোখে সুতাবাঁধা চশমা, হাতে একখানি গিঁটওয়ালা ছড়ি ;
কেরানী : কানে কলম ও বগলে দুখানি বড় হিসাবের খাতা ;
ব্যানভাসার : পরনে কোটপ্যাণ্ট, দুই পকেটে অনেকগুলি পাতলা পাতলা বই, হাতে টুপী ;

রেলওয়ে গার্ড : গার্ডের পোষাক, লাল ও সবুজ দুটি নিশান হাতে, বুক পকেট হইতে হুইসেল ঝোলান ;

ফেরিওয়াল' : হাতে তোলদাঁড়ি, ফরাসের চাদর তুলিয়া শুধু চৌকীর উপর উপবেশন ;

কারখানার শ্রমিক : পরনে তৈলাক্ত কালিমলিন পোষাক, একহাতে দুটি হাতুড়ি, ফরাসের চাদর তুলিয়া শুধু চৌকীর উপর উপবেশন।]

এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর॥
ঝম্পি ঘন গর— জন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া।
কান্ত পাহুন কাম দারুণ
সঘনে খর শর হন্তিয়া॥
কুলিশ কত শত পাত-মোদিত
মউর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরি ডাকে ডাহুকি
ফাটি য ওত ছাতিয়া॥
তিমির ভরি ভরি ঘোর যামিনী
ন থির বিজুরিক পাঁতিয়া।
বিদ্যাপতি কহ কৈছে গোঙায়বি
হরি বিনে দিন রাতিয়া॥

[অপর সকলের প্রস্থানের পর]

সঙ্গীতশিল্পী। কিহে শঙ্কর, তোমাকে যেন বহুদিন দেখি নি, এখানে ছিলে না নাকি ?…

নৃত্যশিল্পী। না গোঁসাই দা, ছিলাম এখানেই, কিন্তু বড় ব্যস্ত ছিলাম একটা কাজে,…সম্পূর্ণ নূতন ধরণের একটা নৃত্য অনেক দিন থেকেই মনের মধ্যে দেখা দিয়েছিল, সেইটেকে বাস্তব রূপ দিচ্ছিলাম এতদিন ; সমস্তই বেশ শিগগির শিগগির হয়ে উঠছিল, কিন্তু ঠেকে গেলাম একটা জায়গায় একেবারে শেষে, ডান হাত আগে তুলবো না বাঁ হাত আগে তুলবো কিছুতেই ঠিক করতে পারছিলাম না…প্রায় এক মাস নানাভাবে পরীক্ষার পর তবে ঠিক হয়েছে ; নৃত্যটার নাম দিয়েছি "মায়ার খেলা," দেখাব একদিন…

স। আচ্ছা বেশ; এদিকে আমার খবর কি শুনবে···আমার তো মনে হয় আর দেরী নাই, শীঘ্রই সমস্ত মানুষ জাতটা সুরের জাদুর কাছে আত্মসমর্পণ করবে···দেখলে না উকিল, ডাক্তার, মাস্টার, মজুর কেউ আর বাদ নাই, সকলের উপরই সুরের কাজ আরম্ভ হয়েছে, এমন কি তোমার ঐ কৃপণ পর্যন্ত আজ প্রায় দিন পনর হ'ল প্রত্যহ আসছে, ঠিক ঐ সময়টিতে, আমার এই বাজনা আর গান শুনতে···

নৃ। সত্যি! এতো আশ্চর্য কথা বটে···

স। আশ্চর্য বলে' আশ্চর্য···জানো তো ঐ কৃপণ আমার গান ও বাজনাকে কী ঠাট্টাই না করতো, আমাকে পাগল ছাড়া বলতো না, এমন কি কেউ যদি আমার গান বাজনা শুনতে আসতো, তাকে পর্যন্ত পাগল বলতো, আমার এই বসবার ঘরখানাকেই নাম দিয়েছিল 'পাগলের আড্ডা'··· কিন্তু আজ, আজ এই পাগলের দলে যোগ দিতে হয়েছে বাবাজিকে···

(সেতারের উপর অন্যমনস্কভাবে অঙ্গুলিসঞ্চালন)

নৃ। দাদা আপনি তো একরকম অসাধ্য সাধন করেছেন বলা যায়, কিন্তু আমার লক্ষ্যস্থান এখনও বহুদূরে···কখনও যে সেখানে পৌঁছতে পারবো, সে আশা তো হয় না···নৃত্য জিনিষটাকে যেন এখনও লোকে সৌন্দর্যসৃষ্টির একটা বিশিষ্ট পথ বলে' মানতেই চায় না···অথচ···

স [সেতারের উপর অঙ্গুলিসঞ্চালন থামাইয়া]—কিছু চিন্তা করো না ভাই, আজ হোক বা দশ দিন পরে হোক, সৌন্দর্যের জয় হবেই হবে; অর্থ বল, শক্তি বল, রাজসম্মান বল, যা নিয়েই মানুষ ব্যস্ত থাকুক না কেন, একটা দিন প্রত্যেকের জীবনে আসবেই যবে তার ক্লান্ত হৃদয় এই অকেজো সৌন্দর্যের সামনে এসে দাঁড়াবে, দেবতার সামনে যেমন দাঁড়ায় পূজারী, ভক্তিভারে নত···জানোতো ভাই যীশুখৃস্ট যে বলে' গেছেন, মানুষ শুধু রুটী খেয়ে বাঁচবে না, ভগবানের মুখনিঃসৃত বাক্যদ্বারাই বাঁচবে, সেটা বড় সত্যি কথা; কিন্তু আমি ঐ কথাটাকে একটু বদলে' বলতে চাই, মানুষ শুধু রুটী খেয়ে বাঁচবে না, শিল্পীর সৃষ্ট সৌন্দর্য দ্বারাই বাঁচবে···ভগবানের বাক্য আর শিল্পীর সৃষ্টি একই স্তরের জিনিষ, সমান সত্য, কেবল একটিতে জীবনের একদিক পুষ্ট হয়, অপরটিতে পুষ্ট হয় অপরদিক, কিন্তু এই দুটি আহারই চাই, নচেৎ আত্মার আংশিক পক্ষাঘাত হবে···

(সেতারের তারের উপর পুনরায় অঙ্গুলিসঞ্চালন)

নৃ। নিশ্চয় নিশ্চয়, কিন্তু মানুষের যে এখনও ভাল করে' চোখ খুললো না,...একবার যে সে তাকিয়ে দেখে না এই সারাবিশ্বে একটা অনন্ত নৃত্য, অনন্ত ছন্দের লীলা চলেছে, দেখে না যে আকাশে তারা নাচছে, মহাশূন্যে বাতাস নাচছে, সাগরে তরঙ্গ নাচছে, গাছের শাখায় শাখায় ফুলপাতা নাচছে...দাদা আমি যেদিকে তাকাই এই নৃত্য ছাড়া যে কিছুই দেখি না, জীবনের অশ্রান্ত স্পন্দন সেও তো অনন্তশক্তির নৃত্য, ধমনীতে রক্তের শ্রান্তিহীন চলাচল, নাসিকায় শ্বাসপ্রশ্বাস, সবই নৃত্য, নৃত্যই জীবন, নৃত্যের বিরতিই মৃত্যু...

স [অঙ্গুলি সঞ্চালন থামাইয়া]—অতি সত্য কথা বলেছ শঙ্কর, তুমি সারা বিশ্বে এক অনন্তনৃত্যের লীলায়িত গতি দেখছ, আর আমি অনন্ত বিশ্বে শুনছি এক বিরামহীন মহাসঙ্গীতের উচ্ছলিত মূর্চ্ছনা...

(সেতারে ঘন ঘন অঙ্গুলিচালনার সহিত একটি সুর সাধনা ;
নৃত্যশিল্পীর অবনতমস্তকে শ্রবণ)

ষষ্ঠ দৃশ্য

কৃপণবাটী

সময়ঃ বৈকাল বেলা ৩টা

কৃপণের নিজ ঘর। পিছনে ঘরের সংলগ্ন আর একটি ঘর, পালিশ করা খাট ও অন্যান্য সরঞ্জামে শোভিত। দুই ঘরের মধ্যে একটী পর্দা। আচ্ছাদিত দরজা ও দরজার দুই পাশে দুটী খোলা জানালা। কৃপণ পূর্বের দৃশ্যের মতই আটহাতি কাপড় ও বেনিয়ান এবং সুতাবাঁধা চশমা পরিয়া মেঝেতে মাদুর পাতিয়া উপবিষ্ট; সম্মুখে ও পাশে বাক্স (বন্ধ); সম্মুখের বাক্সের উপর একগোছা চাবী; গৃহকোণে একটি বড় লৌহসিন্দুক।

কৃ (স্বগত) আচ্ছা বিপদ হ'ল দেখছি, এ যেন এক নেশায় ধরেছে, সকালটি হ'তে না হ'তে কেবলি মনে হয়, যাই একবার ঐ পাগলের কাছে একটু বাজনা শুনে' আসি ..সারা জীবনে কখন কোন নেশা করলাম না, কখনও একটা পান খেলাম না, মুখে একটা বিড়ি ছোঁয়ালেম না, আর এই বুড়ো বয়সে কিনা গান বাজনার নেশায় ধরলো, কী লজ্জা, কী লজ্জা, যবে থেকে বুদ্ধি হয়েছে অর্থকেই কায়মনোবাক্যে পূজো করেছি, অর্থের জন্যে সারা সমাজের ঘৃণা নির্বাক্‌ভাবে মাথা পেতে নিয়েছি···কৃপণ, কৃপণ, কৃপণ, ঘৃণিত কৃপণ, সমাজের নগণ্য, সমাজের অস্পৃশ্য, কৃপণ···নগণ্য? অস্পৃশ্য? বেশ, বেশ, নগণ্যের দুয়ারে এসে দাঁড়ায় না কে? রাজা মহারাজা কেউতো বাদ যায় না···তখন চেয়ার দরকার হয় না, আমার এই মাদুরে বসে' এই অস্পৃশ্যের পাশে বসে' (হাসি) চাটুয্যে মশায়, চাটুয্যে মশায়, চাটুয্যে মশায়···না, না, না, অর্থ তুমিই সৃষ্টির সারবস্তু, তুমিই জীবনের শ্রেষ্ঠতম আদর্শ···বিদ্যা, বুদ্ধি, কাব্য, কলা, জ্ঞান, বিজ্ঞান, সবই উপায় মাত্র, সাধনার পথ মাত্র, শুধু তুমিই সমস্ত সাধনার সাধ্যবস্তু, সমস্ত পথের চরম লক্ষ্য, আঁধারের আলো। তুমি, দুর্বলের বল, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, ক্ষুধায় অন্ন, পিপাসায় জল, মুমুক্ষুর মোক্ষ, নাস্তিকের নির্বাণ, আস্তিকের স্বর্গ, সসীমরূপে

অসীম তুমি, তুমি আমার ইহকালের সুখ, পরকালের শান্তি, তোমাকে আমি নমস্কার করি…

(নমস্কারান্তে সম্মুখের বাক্সের তালা খুলিয়া আবরণ উদ্ঘাটন, বাক্সের মধ্যে মস্তক প্রবেশ করাইয়া ও হাত দিয়া এদিকে ওদিকে ভিতরের স্বর্ণ আদি পরীক্ষা; এমন সময়ে স্ত্রীর প্রবেশ)

স্ত্রী। ছাখো, এক কথা তোমাকে আর কতদিন বলবো বলতো ?… শুনছো, মাথাটা একবার বাক্সের মধ্যে থেকে বের কর…

কৃ (বাক্সের মধ্যেই মাথা রাখিয়া)—কি বলছো বলনা, মুখের দিকে না তাকিয়ে কি কথা বলা যায় না…এ মুখে আর দেখবার মত কি আছে ?…

(মাথা বহিষ্করণ)

স্ত্রী। তোমার মুখ দেখবার জন্যে আমি তোমাকে মাথা বের করতে বলিনি…বলছিলাম কি সুকুমারের বয়েস কত হ'ল খোঁজ রাখ ? পঁচিশ বছর পূর্ণ হয়েছে এই গত শ্রাবণে, এখন কি ওর একটা বিয়ে থা দেবে, না কি ?

কৃ। বেশ দাও না…

স্ত্রী। হঁ্যা তা তো দেবই, তুমি চেষ্টা না করলে আমাকেই করতে হবে…সুকুমার বলছিল কি ও একটি মেয়ে পছন্দ করেছে, তার সঙ্গেই ওর বিয়ে দিতে হবে…

কৃ। কী রকম ? তিনি মেয়ে দেখে পছন্দ করেছেন, আর এদিকে আমি যে মেয়ে দেখে পছন্দ করে' মেয়ের বাবাকে কথা পর্যন্ত দিয়ে দিয়েছি… খুব সুন্দরী দেখতে মেয়ে, জমিদারের মেয়ে, শান্তিনগরের জমিদার হরকান্ত-বাবুর মেয়ে, কল্যাণী, নামটাও বেশ, আর তা ছাড়া বাবার একমাত্র মেয়ে, কথাটা বুঝলে ?…

স্ত্রী। তা তো বুঝলাম, কিন্তু আজকালকার ছেলে, তার পছন্দও তো দেখতে হবে ..আর শুনলাম মেয়েটিও নাকি সুকুমারকে খুব পছন্দ করেছে…

কৃ। বটে বটে বটে, প্রেমে পড়ার ব্যাপার নাকি ? গান্ধর্ব বিবাহ ? বেশ বেশ বেশ, কিন্তু মনে রেখো, ফেলে ছেড়ে একটি লক্ষ টাকা আমার সিন্দুকে আসবে, সম্পত্তিতে নগদে, আমার পছন্দ করা মেয়ে ঘরে আনলে… মেয়েটি কে, যার সঙ্গে বাবাজী প্রেমে পড়েছেন ?

স্ত্রী। তুমি দেখেছ সে মেয়ে, ভাল করেই জান, আমাদের এই ঘোষ পাড়ার রাম মুখুজ্যের মেয়ে কৃষ্ণা…

কৃ। কী, কী বললে, রাম মুখুজ্যের মেয়ে ? হরি মুখুজ্যে রাম

মুখুজ্যে দুই ভাই, জানি বৈ কি, খুব জানি, ভিটে মাটি বিক্রী করলেও রাম মুখুজ্যে দুহাজার টাকা বের করতে পারবে না···হবে না গো হবে না, ও মেয়ে আমি ঘরে আনতে পারবো না...

স্ত্রী। দ্যাখো, সত্যি কথা বলতে কি, আমারও মনে হয় না যে কৃষ্ণা দেখতে তেমন কিছু সুন্দরী ; রংতো কালোই, তবে মুখখানা বেশ মিষ্টি...

কৃ। মিষ্টিমুখ তুমি ধুয়ে ধুয়ে জল খেয়ো, মিষ্টিমুখ দেখে আমার পেট ভরবে···আর যে মেয়ে আমি ঠিক করেছি তার মুখ যে মিষ্টি নয়, তা তুমি কি করে' জানলে? আমি সত্যি বলছি সে মেয়ে খুবই সুন্দরী···তোমরা তো আমাকে কৃপণ বলেই জানো, মনে কর আমি টাকা ছাড়া আর কিছু চিনি না, আচ্ছা এই মেয়ে তোমরা দ্যাখো, তারপর বলো' আমার পছন্দ আছে কিনা···কাল বৈকালে আমি নিজেই সুকুমারকে সে মেয়ে দেখিয়ে আনবো, দেখি তার পছন্দ হয় কিনা···তুমি শুধু ওকে আমার সঙ্গে যেতে রাজি করিয়ে দিয়ো, বুঝলে···

স্ত্রী। আচ্ছা আমি চেষ্টা করে' দেখবো··· (প্রস্থান)

কৃ (স্বগত)—কী মোহ, কী মোহ,—এই বুদ্ধিহীন অর্বাচীনদের, চোখের নেশায় পাগল হয়ে এরা জীবনে ভাল করে' প্রবেশ করার আগেই পথ হারিয়ে ফেলে, একটু চোখের নেশার পরিতৃপ্তির জন্যে সারাজীবন সাধারণ অন্ন-বস্ত্রের অভাবে দীর্ঘশ্বাস ফেলে···আর এই যে চোখের নেশা, এ নেশা কিসের জন্যে? সুন্দর মুখের জন্যে? সুন্দর মুখ! সুন্দর মুখ কাকে বলে?···একটা রেখার টানেই তো দেখি সুন্দর কুৎসিত হয়, কুৎসিত সুন্দর হয়···চারকোণা মুখকে তোমরা কুৎসিত বল, আর ডিমের মত মুখকে বল সুন্দর···কেন? ডিমের এত মহিমা হ'ল কিসে শুনি?...মুখের লাইনটা ডিমের মত ঘুরে' এলেই তোমাদের চোখের তৃপ্তি হয়, আর যদি লাইনটা কোণ তৈরী করে অমনি তোমাদের চোখ ফিরিয়ে নিতে ইচ্ছা হয়? এ পাগলামির কি কোন অর্থ আছে? দুর্গা দুর্গা, সারা পৃথিবী একটা পাগলের আড্ডা হয়ে উঠলো দেখছি··· এই যে আমার ছেলেটা, একটা কালো মেয়ের মিষ্টি মুখ দেখে পাগল, বাবাজি বুঝছেন না সংসারে প্রবেশ করার সময় যদি একলাখ টাকা বেশীর ভাগ হাতে আসে, তাতে সারাটা জীবনের গতিপথ বদলে' যেতে পারে···কাল যেতেই হবে ওকে নিয়ে একবার শান্তিনগরের জমিদার বাড়ী...গিন্নী ও গিন্নী··· (ডাকিতে ডাকিতে প্রস্থান)

সপ্তম দৃশ্য

শান্তিনগরের জমিদার হরকান্তবাবুর বাড়ী

সময় : অপরাহ্নশেষ

সুসজ্জিত বৈঠকখানা; দুই পাশ দিয়া অন্তঃপুরে যাইবার দুইটী দরজা; ফরাসের উপর বড় বড় তাকিয়া; একটিতে হেলান দিয়া বসিয়া হরকান্তবাবু আলবোলায় তামাক খাইতেছেন; কৃপণ ক্ষুদীরাম চাটুয্যে আর একটি তাকিয়ার সম্মুখে বসিয়া, পরিধানে প্রমাণ ধুতি ও বেনিয়ান; চশমা পূর্বের ন্যায় সুতাবাঁধা, চৌকীর উপর পূর্ববর্ণিত যষ্টি রক্ষিত; নিকটে রৌপ্যপাত্রে অনেকগুলি পান; ঘরের মেঝেতে একখানি টেবিল, তাহার তিন দিকে তিনখানি চেয়ার; একখানি চেয়ারে সুকুমার বসিয়া দুএকখানি মাসিকপত্র নাড়াচাড়া করিতেছে।

হরকান্ত [গড়গড়ার নল মুখ হইতে সরাইয়া]—আমি তো আপনাকে আগেই কথা দিয়েছি চাটুজ্যে মশায়, আমার একমাত্র মেয়ে কল্যাণী, ওকে আমি বিয়ের সময়েই গহনাপত্রে নগদে লাখ টাকা দেব, তারপর ভবিষ্যৎ তো আছেই···

কৃপণ। শোন সুকুমার, ছেলেমানুষি ছাড়, হরকান্ত বাবুর মত একজন মুরুব্বি পাওয়া সৌভাগ্যের কথা···রাম মুখুজ্যের মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে হ'তেই পারে না···রামবাবু প্রতি মাসে আমার কাছ থেকে, থাক্ আর ওসব কথায় এখন কাজ নাই···আজ আমি হরকান্ত বাবুর সঙ্গে একবারে পাকাপাকি সব স্থির করে' যেতে চাই···

সুকুমার। আমি তো বলেছি বাবা আপনাকে, আমার মত কিছুতেই বদলাবে না···

কৃপণ। বটে···

(হরকান্ত বাবুর সঙ্গে কানে কানে কথা ও পরে দুইজনের আস্তে আস্তে ফরাশ হইতে নামিয়া নিকটস্থ দরজা দিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ; হরকান্তবাবুর মেয়ে কল্যাণীর অপর দরজা দিয়া অন্তঃপুর হইতে বৈঠকখানায় আগমন ও দুইহাত তুলিয়া নমস্কারান্তে একখানি চেয়ারে উপবেশন; সুকুমারের দাঁড়াইয়া প্রত্যভিবাদন ও পুনরায় উপবেশন।)

কল্যাণী (চেয়ারে বসিতে বসিতে)—বাবা আপনাকে একা বসিয়ে রেখে গিয়েছেন…বাবার যেন দিন দিন…

সুকুমার। না না, তাতে কি…

কল্যাণী (হাতঘড়ির দিকে তাকাইয়া)—আপনার ঘড়িতে কটা বেজেছে বলুন তো, আমার ঘড়িটা আজ ক'দিন থেকে

সুকুমার (নিজের হাতঘড়ি দেখিয়া)—পাঁচটা সতের…

কল্যাণী (একটু বিস্মিতভাবে)—পাঁচটা সতের! ··(নিজের ঘড়ির কাঁটা ঘুরাইয়া) আপনি ওটা কি পড়ছেন, প্রবাসী?…

সুকুমার। হ্যাঁ, প্রবাসীর এই মাসের সংখ্যায় 'কুণাল ও কাঞ্চন' বলে' যে গল্পটা বেরিয়েছে সেই গল্পটায় একটু চোখ বুলাচ্ছিলেম ··

কল্যাণী। ও, 'কুণাল ও কাঞ্চন'? কুণালের চরিত্রটা যেন তেমন ভাল করে' ফোটেনি…

সুকুমার। হ্যাঁ, আর গল্পটার গোড়ার দিকটা যেমন জমেছে শেষের দিকটা তেমন হয় নি…অনেক লেখকই এইরকম আরম্ভটা করেন ভাল কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঠিক রাখতে পারেন না…

কল্যাণী। আপনি লেখেন টেখেন নাকি?…

সুকুমার। না, আমি লেখা থেকে পড়তেই ভালবাসি··

কল্যাণী। তাই নাকি, আমার কিন্তু উল্টো, আমি পড়া থেকে লিখতেই ভালবাসি…

সুকুমার। আপনার কিছু লেখা টেখা আছে নাকি?…

কল্যাণী। বেশী কিছু না, এই গেল পূজোর ছুটীর পর 'চিত্রিতা'তে একটা ভ্রমণকাহিনী লিখেছিলাম, আমার নিজের তোলা ছবি দিয়ে…ভ্রমণ-কাহিনী ঠিক নয়, দার্জিলিং ভ্রমণ আর শিলং ভ্রমণের একটা তুলনা-মূলক আলোচনা…

সুকুমার। বেশ, বেশ, আমি আপনাকে আমার কংগ্র্যাচুলেশন্ জানাচ্ছি, আমি ভ্রমণকাহিনী পড়তে বড় ভালবাসি কিনা…

কল্যাণী। তাই নাকি, আচ্ছা আপনি একটু বসুন, আমি 'চিত্রিতা'র সেই সংখ্যাটা নিয়ে আসি, বাইরেই আছে…

(ত্বরিতে অন্তঃপুরে প্রবেশ; হরকান্তবাবু ও কৃপণের অন্তঃপুর হইতে কথা বলিতে বলিতে পুনরায় বৈঠকখানায় প্রবেশ।)

হর। তবে এই কথাই ঠিক থাকলো ··

কৃপণ। নিশ্চয়, নিশ্চয় ··আর কোন নড়চড় হওয়ার সম্ভাবনা থাকলো না··· তবে একদিন উনি এসে দেখে যাবেন···

হর। একদিন কেন দশদিন আসবেন, সে তো আনন্দের কথা···এ বাড়ী তো তাঁরই বাড়ী···

কৃপণ। নিশ্চয় নিশ্চয়, আচ্ছা মুখুজ্যে মশায় এখন তবে বিদায় হই··· সুকুমার, চল বাবা, আর বিলম্বে কাজ নাই···

(সুকুমারের গাত্রোত্থান, হরকান্তবাবুর কৃপণের সঙ্গে বৈঠকখানার অর্থাৎ বাড়ীর বাহিরে গমন ; সুকুমারের পশ্চাদনুসরণ)

সুকুমার (বাহিরে যাইতে যাইতে একটু থামিয়া)—এর রংটা খুবই পরিষ্কার, কিন্তু কৃষ্ণা, কৃষ্ণার মুখের যে তুলনা নাই···

(প্রস্থান)

অষ্টম দৃশ্য

কুঞ্জবন

পশ্চাতে বড় বড় বৃক্ষশোভিত ছায়াশীতল রাজপথ দূরে গিয়া অদৃশ্য হইয়াছে।

সময় ঃ গোধূলি বেলা

একখানি বেঞ্চিতে পাশাপাশি উপবিষ্ট সুকুমার ও কৃষ্ণা, পরস্পরের দিকে নির্বাক্ বিস্ময়ে চাহিয়া; অন্তত একমিনিট এইভাবে চাহিয়া থাকিবে; এই সময়ে পশ্চাতের রাজপথে একজন ব্যাঘ্রচর্মপরিহিত লোটা ও চিম্‌টেধারী সন্ন্যাসী আসিয়া দাঁড়াইবে এবং কিছুক্ষণ প্রেমিকপ্রেমিকাদের প্রতি স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রাজপথ ধরিয়া দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া যাইবে। তারপর—

সুকুমার। কৃষ্ণা···কত কথাই তোমাকে বলবো ভেবেছিলাম, কিন্তু সব যেন ওলট-পালট হয়ে গেল···গোধূলির সোনালি আলোতে তোমার মুখখানা, কিসের সঙ্গে তুলনা দিব এর, এর যে তুলনা নাই···

কৃষ্ণা। সুকুমার···

সুকুমার। প্রথম যেদিন তোমাকে দেখেছিলাম তোমাদের ফুলবাগানে ফুল তুলছিলে, ফুলের মধ্যে মিশানো একটা ফুল বলেই মনে হয়েছিল তোমার মুখখানাকে···

কৃষ্ণ। সুকুমার, ঠিক সেই মুহূর্তে তোমার চোখের সঙ্গে আমার চোখের মিলন হতেই আমার বুকের মধ্যে সে যে কী একটা তোলপাড় জেগেছিল তা জানেন শুধু ভগবান্···

সুকুমার। তারপর এক বৎসর কেটে গেছে···যতই তোমাকে দেখছি ততই তোমার মুখের ছবি আর চোখের চাউনি আমার বুকের মধ্যে গভীর ছাপ এঁকে দিয়ে যাচ্ছে···কিন্তু শতবার দেখেও তৃপ্তি নাই, কেবলি মনে হয় এ যেন সেই 'জনম অবধি হাম রূপ নেহারলুঁ, নয়ন না তিরাপিত ভেল'···

কৃষ্ণা। কিন্তু সুকুমার তুমি জানো···

সুকুমার। জানি···

কৃষ্ণা। তবু···

সুকু। তবু···যদিই আমাদের মিলন না হয়···না, আমি মুহূর্ত্তের জন্যও ভাবতে পারি না যে তুমি আমার হবে না···তোমাকে নিয়ে আমি আঁধার ঘরে আলো জ্বালবো, কুঁড়ের ভিতর স্বর্গ রচনা করবো···

কৃষ্ণা। সুকুমার···

সুকু। ছাখো গোধূলির আলো পশ্চিম আকাশে মিলিয়ে আসছে; দিন শেষ হওয়ার আগেই এসো আমরা আমাদের অন্তরের মিলনকে পরস্পরের কাছে চরমভাবে স্বীকার করে নিই, (কৃষ্ণার হাত ধরিয়া একটী গোলাপ গাছের নিকট গমন ও একটী গোলাপ তুলিয়া) কৃষ্ণা, প্রকৃতির অফুরন্ত সৌন্দর্য্য ভাণ্ডারের শ্রেষ্ঠ দান গোলাপ, এই গোলাপ দিয়ে তোমাকে আমি আপনার করে' নিলাম (কৃষ্ণার হাতে গোলাপ প্রদান)···

কৃষ্ণা। আমি তোমাকে কি দিয়ে আপন করবো, আমি তোমাকে আপনার করবো আমার অন্তরের গোলাপ দিয়ে, আমার জীবনের সকল আনন্দবেদনা যে সুরে প্রকাশ পায় সেই সুর দিয়ে···

গান

(নেপথ্যে মৃদঙ্গ ও বংশীধ্বনি)

সখি কি পুছসি অনুভব মোয়

সোই পিরীতি অনু— রাগ বাখানিতে

তিলে তিলে নূতন হোয় ॥

জনম অবধি হাম রূপ নেহারলুঁ

নয়ন না তিরপিত ভেল।

লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয় রাখলুঁ

তবু হিয় জুড়ন না গেল ॥

সোই মধুর বোল- শ্রবণহি শুনলুঁ

শ্রুতিপথে পরশ না ভেল।

কত মধুযামিনী রভসে গোঙাইনু

না বুঝলুঁ কৈছন কেল।—

কত বিদগধ জন রস অনুমোদই

অনুভব কাহুঁ না পেখ।

বিদ্যাপতি কহ প্রাণ জুড়াইতে

লাখে না মিলল এক ॥

নবম দৃশ্য

বৃক্ষতলে সন্ন্যাসীর ধ্যানের বেদী ; পশ্চাতে অদূরে নদী প্রবাহিত ; নদীতীরে শিব মন্দির ও শ্মশান ঘাট ; মন্দির ও শ্মশান ঘাটের পাশ দিয়া প্রশস্ত পথ ।

সময় : পূর্ব দৃশ্যের অব্যবহিত পরে ;

পূর্ব দৃশ্যের সন্ন্যাসী বৃক্ষতলে বেদীর উপর একখানি পুস্তক হস্তে উপবিষ্ট লোটা ও চিম্‌টে পাশে রক্ষিত ।

সন্ন্যাসী (মোহমুদ্গর হইতে সুর করিয়া পাঠ)—

কা তব কান্তা ? কস্তে পুত্রঃ
সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ ।
কস্য ত্বং বা ? কুত আয়াতঃ ?
তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ ॥

(সম্মুখের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া হস্ত সঞ্চালন পূর্বক ব্যাখ্যামূলক বক্তৃতা)

সকল সত্যের সার সত্যই তো এই—কা তব কান্তা ? কস্তে পুত্রঃ ? কিন্তু সে কথা বোঝে ক'জনা ? এই দেখে এলাম দুই তরুণ-তরুণী পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে বিস্ময়-বিমূঢ়, বিস্ময়ে হৃতচৈতন্যপ্রায়, আশ্চর্য, আশ্চর্য, এও কি সম্ভব ? এই মূত্রপুরীষপরিপূর্ণ নশ্বরদেহের এত আকর্ষণ, এই চোখের চাওয়ার এত মোহ ? শিবঃ শিবঃ ...

নলিনী দলগত জলমতি তরলম্ ।
তদ্বজ্জীবিতমতিশয় চপলম্ ।

নলিনী দলগত জলম্, এই তো জীবন, এই তো জীবন, তবে কেন, কিসের জন্য, এত চঞ্চলতা, এত অধৈর্য্য, এত ঈর্ষা, দ্বন্দ্ব, কোলাহল ? কেন এ বাতুলতা...

যাবদ্ বিত্তোপার্জ্জন শক্তঃ
তাবৎ নিজ পরিবারো রক্তঃ ।
তদনু চ জরয়া জর্জরদেহে
বার্ত্তাং কোঽপি ন পৃচ্ছতি গেহে ॥

যাবদ্ বিত্তোপার্জ্জনশক্তঃ, বিত্ত, বিত্তই যেন মরজগতে মোক্ষের স্থান নিয়েছে, পরব্রহ্মের আসন অধিকার করেছে...

(এই সময়ে পিছনের রাজপথে অসিমুকুটধারী যোদ্ধার আগমন ও কিছুক্ষণ স্থিরনেত্রে সন্ন্যাসীর দিকে চাহিয়া পুনরায় দৃষ্টির বাহিরে গমন)

মোক্ষের সন্ধানেই তো সব ছেড়ে এসেছি, কিন্তু তবু আজ দূর অতীতের জন্যে মনের কোণে কি বেদনা জাগে—কী দুর্বলতা, কী দুর্বলতা, শিবঃ শিবঃ...

(পুস্তক রাখিয়া যোগাসনে উপবেশন ও ঊর্ধ্ববাহু হইয়া অপর হস্তের অঙ্গুলিদ্বারা একনাসাপুট বন্ধ করিয়া নিমীলিত নেত্রে স্থিতি)

দশম দৃশ্য

প্রান্তর মধ্যে সৈন্য শিবির

সময় প্রভাত

শিবিরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া পূর্ব দৃশ্যের যোদ্ধা

যোদ্ধা। আর বেশী দিন নয়, তিনটে বৎসর···তিনটে বৎসর যদি বেঁচে থাকি, তবে অর্ধ জগৎকে আমার পদানত করে' যাব···করে' যাবই ...পূর্বে পশ্চিমে দক্ষিণে আসমুদ্র অর্ধভূমণ্ডল আমার এই অসির শাসনতলে এসেছে, বাকী শুধু তুহিনাচ্ছন্ন উত্তর মেরু···সেখানেও এতদিন আমার বিজয়পতাকা উড্ডীন হ'ত যদি আমার দেশের মানুষরা সব সত্যিকার মানুষ হ'ত, কিন্তু তা তো নয়···তারা যে সব পাগল, পাগল নিয়ে কি কাজ করা যায়···কেউ সুরের নেশায় পাগল, কেউ চোখের নেশায় পাগল, কেউ গঞ্জিকাসেবীর কল্পনাবিলাস নিয়ে পাগল···সকলের সেরা পাগল এই লোটাকম্বলধারী ভবঘুরের দল, স্ত্রীপুত্র আহার বিহার সব ছেড়ে কোথায় মুক্তি কোথায় মুক্তি করে' পর্বতে অরণ্যে শ্মশানে প্রান্তরে ছুটে' বেড়াচ্ছে মরীচিকার পিছনে তৃষ্ণার্ত হরিণের মত···পাগল, পাগলের কি সংখ্যা-সীমা আছে এজগতে·· এই পাগলেরা পৃথিবীটাকে ধ্বংস করলো, দরকার এদেরকে পৃথিবী থেকে দূর করা, (জোরের সঙ্গে) দূর করবো আমি এদেরকে, রক্তের স্রোতে ধুয়ে দেব এই পাগলামির শেষ চিহ্ন পৃথিবীর বুক থেকে, আর কয়েকটা বছর যদি পাই—এই তরবার, আর কয়েকটা বছর··· (উৎকর্ণ হইয়া বিস্মিতভাবে) কার গান শোনা যায় যেন (নেপথ্যে একতারার বাদ্য ও গীতের শব্দ) ···গানটা তো একটু অদ্ভুত বলে' মনে হচ্ছে···এমন গান তো এর আগে কখনো শুনিনি...মন্দ লাগছে না তো শুনতে···দেখিতো কে গায়···

(বহির্গমন)

একাদশ দৃশ্য

গ্রামের পথ ;

সময়—পূর্বদৃশ্যের অব্যবহিত পরে।

একতারা বাজাইয়া গাহিতে গাহিতে ও নাচিতে নাচিতে বাউলের প্রবেশ ; দূরে বৃক্ষান্তরালে পূর্ব দৃশ্যের যোদ্ধা তরবারী হাতে দাঁড়াইয়া সঙ্গীত শ্রবণে মুগ্ধ

বাউল। কতই খেলা খেলবে তুমি, ওহে খেলোয়াড়,
আমি দেখে দেখে অবাক্ মানি কারদানি তোমার।
আকাশ ভরা তপন তারা
তোমার হাতের খেলনা তারা,
তুমি আপনি গড়ে' আপনি ভাঙ্গ দুনিয়া সংসার।
বিদায় মিলন কাঁদন হাসি
ছড়িয়ে দিয়ে পাশাপাশি
পাগল হাওয়ায় উতল কর জীবন পারাবার,
কতই খেলা খেলবে তুমি ওগো খেলোয়াড়।

(গাহিতে গাহিতে প্রস্থান, পশ্চাৎ দিয়া যোদ্ধার প্রস্থান)

[জীবনদূত ও মৃত্যুদূতের প্রবেশ]

মৃত্যু। যথেষ্ট হয়েছে দেখা, আর কিবা কাজ
দুয়ারে দুয়ারে ফিরে' নরসমাজের
বিরস বৈচিত্র্যহীন ? যদি বা কখনো
কোন দ্বিধা ছিল মনে তোমার মানুষ
সম্পূর্ণ পাগল কিনা সকল বিষয়ে,
সে দ্বিধা হয়েছে দূর আজিকে আমার
চরম নিঃশেষে।

জীবন। বেশ বেশ ভাল কথা ;
মানলেম এরা সব সম্পূর্ণ পাগল ;

বল তবে মানুষের প্রতিনিধিরূপে
কারে নিয়ে যেতে চাও বিধাতার কাছে ?

মৃত্যু । কারে নিয়ে যেতে চাই ? থামো ভেবে দেখি ;
স্রষ্টার প্রধান সৃষ্টি, বিশ্বের গৌরব,
ধরার মুকুটমণি, মৃত্যুঞ্জয়, বলী,
ইত্যাদি মানবস্তুতি গেয়ে গালভরা,
নমুনা হিসাবে তুমি দেখা'লে যাদের,
তা' সবার মধ্যে গুণে' মাত্র দুটী লোক,
মাত্র দুটী, মনে রেখো', কিছু কাণ্ডজ্ঞান
রাখে বলে' মনে হয় ; অসিধারী এই
জীবনের রসগ্রাহী যোদ্ধা কর্মবীর,
আর সেই কায় মন বাক্য দিয়ে সদা
প্রত্যক্ষ দেবতা জ্ঞানে স্বর্ণের পূজারী,
কৃপণ যাহাকে বল ; এই দুই জন
স্বপন বিলাস ছেড়ে সত্য বস্তু কিছু,
লাভযোগ্য ভোগযোগ্য বাস্তব জীবনে,
ধরিতে করেছে চেষ্টা দৃঢ়মুষ্টি দিয়ে ;
এদের দুয়ের মধ্যে কোন এক জনে
নিয়ে চল বিধাতার কাছে,—

জীবন । বটে বটে !
এ যাবৎ যত লোক দেখেছি আমরা,
পাগল তাদের মধ্যে যদি কেহ থাকে,
এই দুটী জীব তারা, আর কেহ নয়···

মৃত্যু । ত্যাখো দাদা, কাজ নাই তর্কে আমাদের
আমার মনের কথা জানাই তোমায় ;
যত জনে এ যাবৎ দেশে দেশে ঘুরে'
দেখলেম পর পর, বিচার তাদের
করেছি এককভাবে ; এতে মনে হয়
নিখুঁত ন্যায়ের তৌলে মূল্য তা সবার
হয়নিক পরিমাপ ; আমি বলি তাই

তাদের সকলে এনে একত্রে কোথাও
পাশাপাশি দাও স্থান ; একত্রে তাহারা
নিজ নিজ গুণপনা, নিজ নিজ কাজ,
দেখাক সুচারুরূপে, প্রতিদ্বন্দ্বী যেন
দেখায় কৌশল সব পুরস্কার আশে
গুণগ্রাহী রাজার সম্মুখে ; তুমি আমি
সেই স্থানে অলক্ষিত দাঁড়িয়ে নিভৃতে
দেখিব কৃতিত্ব যত তাদের সবার।

জীবন। উত্তম প্রস্তাব এই ; কিন্তু এক কথা,—
কেমনে তাদের সবে নেবে একস্থানে ?
কাহার আদেশে কিম্বা হৃদ্য আমন্ত্রণে
সম্মিলিত হবে তারা নিজ কার্যকলা
দেখা'তে সরল ভাবে ?

মৃত্যু। আমরা দুজন
রাজার অমাত্যবেশে প্রত্যেকের কাছে
গিয়ে গিয়ে নিবেদিব, "কৃতী মহাশয়,
রাজ-আমন্ত্রণ নিয়ে এসেছি আমরা
আপনার গৃহদ্বারে ; কাল সন্ধ্যাবেলা
মধুক্ষরা নদী তীরে রাজার উদ্যানে
দেশের সকল গুণী হয়ে সমবেত
দেখাবেন পরস্পরে আপন সাধনা ;
রাজার একান্ত আশা আপনিও সেথা
সানন্দে দেবেন যোগ সে শুভ উৎসবে"।

জীবন। অতীব সুন্দর পন্থা কল্পনা তোমার
সৃজন করেছে ভাই ; চল তাড়াতাড়ি,
আজিকেই সকলের আমন্ত্রণ কাজ
শেষ করে' তার পর করিব বিশ্রাম।
কিন্তু শোন, রাজোদ্যানে এই সম্মিলন,
রাজার আদেশ বিনা, সে কি হবে ভাল ?

মৃত্যু। কোন চিন্তা নাই রাজার আদেশ লাগি ;
দেশের সকল গুণী তাঁহার উদ্যানে
হবে সম্মিলিত, এতো গৌরবের কথা ;
স্থির জেনো সুখী তিনি হবেন অন্তরে
এ আনন্দ-মেলার সংবাদে ;

জীবন। চল তবে।
কাজ নাই বৃথা কালক্ষেপে…

দ্বাদশ দৃশ্য

নদীতীরে রাজোদ্যান

সময় : অপরাহ্ন

দৃশ্যারম্ভে চরিত্রগুলি নিম্নলিখিত ক্রম অনুযায়ী দণ্ডায়মান অবস্থায় থাকিবে।

জীবনদূত (মঞ্চের পশ্চাতে দক্ষিণ কোনে) মৃত্যুদূত (মঞ্চের পশ্চাতে বাম কোণে)

(ব্য ব ধা ন)

বাউল

সন্ন্যাসী, যোদ্ধা,

প্রেমিকা, প্রেমিক, কৃপণ,

সঙ্গীত-শিল্পী, নৃত্যশিল্পী,

বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, কবি।

দৃশ্যারম্ভে দেখা যাইবে কবি আবৃত্তিমগ্ন; দার্শনিক পুস্তকপাঠে নিযুক্ত; বৈজ্ঞানিক দূরবীক্ষণে নিবদ্ধচক্ষু, সঙ্গীতশিল্পী বাদ্যে ও নৃত্যশিল্পী নৃত্যে রত, কৃপণ বাক্সস্কন্ধে দণ্ডায়মান, প্রেমিকপ্রেমিকা নিঃস্পন্দভাবে পরস্পরের প্রতি চাহিয়া, সন্ন্যাসী ঊর্ধ্ববাহু, যোদ্ধা অসিহস্তে ক্রুদ্ধনয়নে সম্মুখ দিকে প্রসারিতদৃষ্টি, এবং বাউল বাদ্যবিভোর।

কবি আবৃত্তি করিতে করিতে প্রস্থান করিলে দার্শনিক পাঠ করিতে করিতে কবির স্থানে আসিয়া দাঁড়াইবে এবং পাঠ করিতে করিতে প্রস্থান করিবে; দার্শনিকের স্থান শূন্য হইলেই বৈজ্ঞানিক দূরবীক্ষণে চক্ষু লাগাইয়া সেখানে আসিয়া দাঁড়াইবে; এইরূপে প্রত্যেক চরিত্র তার পরের স্থান শূন্য হইলেই সেই স্থানে আগাইয়া যাইবে। সঙ্গীত ও নৃত্যশিল্পী গাহিতে গাহিতে ও নাচিতে নাচিতে প্রস্থান প্ররিবে; কৃপণ, প্রেমিক, প্রেমিকা, সন্ন্যাসী ও যোদ্ধা পর পর সম্মুখের স্থানে আসিয়া নিজ নিজ বক্তব্য বলিবে; সকলের শেষে বাউল নাচিয়া নাচিয়া গাহিতে গাহিতে মঞ্চ ত্যাগ করিবে।

কবি। কী জাদু করেছ মোরে,
আঁখিপাতে পরায়েছ সে কোন্ কাজল,
হে সুন্দরী মায়াবিনী অন্তরের লীলায় চঞ্চল?

তুমি মোরে দেখায়েছ সূর্যাস্তের গোধূলি আভায়
তরল সোনার খেলা বিটপীর মাথায় মাথায়

(আবৃত্তি করিতে করিতে প্রস্থান)

দার্শনিক। ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনু ভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥
মৃত্যোর্মামৃতং গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়…

(বলিতে বলিতে প্রস্থান)

বৈজ্ঞানিক। বিনা বাক্যব্যয়ে দূরবীক্ষণে চক্ষু লাগাইয়া প্রস্থান।

সঙ্গীতশিল্পী (সেতার বাজাইয়া গীত)—
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।
হামারি দুখের নাহি ওর॥

(গাহিতে গাহিতে প্রস্থান)

নৃত্যশিল্পী। সঙ্গীত শিল্পীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ নৃত্য করিতে করিতে প্রস্থান।

কৃপণ (৬ষ্ঠ দৃশ্যের পরিচিত বাক্স কাঁধে লইয়া)—আঁধারের আলো তুমি, দুর্বলের বল, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, ক্ষুধায় অন্ন তুমি, পিপাসায় জল, মুমুক্ষুর মোক্ষ, নাস্তিকের নির্বাণ, আস্তিকের স্বর্গ, সসীমরূপে অসীম তুমি, তুমি আমার ইহকালের সুখ, পরকালের শান্তি, তোমাকে আমি নমস্কার করি।

(বলিতে বলিতে প্রস্থান)

প্রেমিক। জনম অবধি হাম রূপ নেহারলুঁ নয়ন না তিরপিত ভেল।

(গাহিতে গাহিতে প্রস্থান)

প্রেমিকা। লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয় রাখলুঁ তবু হিয় জুড়ন না গেল।

(গাহিতে গাহিতে প্রস্থান)

সন্ন্যাসী (পুস্তক হস্তে পাঠ)—
কা তব কান্তা? কস্তে পুত্রঃ?
সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ।

কস্ত্বং বা? কুত আয়াতঃ?
তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ॥
নলিনী দলগত জলমতি তরলং,
তদ্বজ্জীবনমতিশয় চপলম্।

(পাঠ করিতে করিতে প্রস্থান)

যোদ্ধা (ক্রুদ্ধভাবে অগ্রপশ্চাৎ চাহিতে চাহিতে)—পাগল, পাগল, পাগলেরা এই পৃথিবীটাকে ধ্বংস করলো, দরকার এদেরকে পৃথিবী থেকে দূর করা, (জোরেব সঙ্গে) দূর করবো আমি এদেরকে, রক্তস্রোতে ধুয়ে দেব এই পাগলামির শেষ চিহ্ন পৃথিবীর বুক থেকে, আর কয়েকটা বছর যদি পাই, —এই তরবার আর কয়েকটা বছর···

(বলিতে বলিতে প্রস্থান)

বাউল (একতারা বাজাইয়া নাচিতে নাচিতে গীত)

আনন্দের আজ বান এসেছে জীবনদরিয়ায়,
যেদিক পানেই ফিরাই আঁখি দুকূল ভেসে যায়।
অশ্রুহাসির ফাঁকে ফাঁকে
হৃদয় আজি হৃদয় ডাকে
ফুলের কলি হেলে পড়ে ফুলের কলির গায়,
আনন্দের আজ বান এসেছে জীবনদরিয়ায়।

(গাহিতে গাহিতে প্রস্থান)

(জীবনদূত ও মৃত্যুদূত সম্মুখে আগাইয়া)

জীবন। বড় মিষ্ট গান ভাই;
কানের ভিতর দিয়ে মরমে আমার
কী মধু যে ঢেলে গেল, কী শান্তি বিমল
রচে' গেল স্তরে স্তরে; আনন্দের ধারা
প্রতিটি কথায় তার প্রতিটি ঝঙ্কারে
ঝরে' পড়ে এ বৃদ্ধের, যেন মন্দাকিনী
শত বেদনায় ক্লিষ্ট ধরণীর বুকে;
দর্শনের গূঢ়তর্ক, কাব্যের কল্পনা,
বিজ্ঞানের তীক্ষ্ণদৃষ্টি বিশ্বের অন্তরে

অনন্ত রহস্য লাগি, প্রেমের উচ্ছ্বাস
রঙীন স্বপনে ভরা, কিম্বা সন্ন্যাসের
আসক্তিশৃঙ্খল ছিঁড়ে' পথে পথে ঘোরা
মুক্তির সন্ধানে, সব যেন মনে হয়
তুচ্ছ এর কাছে, সকল-বাঁধন-ভাঙ্গা
আনন্দের কাছে এই বৃদ্ধ বাউলের ;
চল একে নিয়ে যায় বিধাতার কাছে
শ্রেষ্ঠতম প্রতিনিধি মানব আত্মার
আমার বিচারে···

মৃত্যু। আচ্ছা বেশ, তাই হোক্ ;
তোমার কথায় মোর সম্পূর্ণ সম্মতি ;
যেহেতু আমার মতে যত না পাগল
দেখেছি তোমার সাথে, সকলের সেরা
এই, পাগলের রাজা ; অপর সবার
কারণ কিছু না কিছু রয়েছে লুকান
প্রলাপের অন্তরালে ; কিন্তু এই বুড়ো
অকারণে নাচে গায়, আনন্দে বিভোর ;
অশ্রুভরা পৃথিবীর বুকের উপর
ছ্যাখে আনন্দের বান দুকূল ভাসান ;
পাগলের সেরা এই, নাইকো সন্দেহ ;
নিয়ে চল তারে, ডাক দাও, গেল বুঝি···

জীবন। তুমি যাও, এই বলে' ডেকে আনো গিয়ে,
গানটা শোনাবে তার ফের আমাদের···

(মৃত্যুদূতের বহির্গমন ও অল্পক্ষণের মধ্যেই বাউলকে সঙ্গে লইয়া পুনঃ প্রবেশ)

ওহে গাইয়ে, তোমার ঐ আনন্দের গানটা আমাদের বড় মিষ্ট লেগেছে, আর একবার গাওনা শুনি···

(বাউলের স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া পুনরায় গান ; দূতদ্বয়ের মনোযোগের সহিত শ্রবণ)

বাউল। বাবা তোমাদের দুজনের পিঠে পাখা দেখছি কেন, তোমরা কে বল তো ?

জীবন। গাইয়ে, আমরা দুজন বিধাতা পুরুষের সভায় থাকি, তাঁর দূত…বিধাতা আমাদেরকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন এমন একজন গাইয়ে নিয়ে যেতে যে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে ভাল গায়, তিনি শুনবেন; আমরা তোমাকে নিয়ে যাব ভেবেছি, তুমি যাবে, বিধাতাকে গান শুনাতে ?…

বাউল। বিধাতাকে গান শোনাব ? এত বড় আমার অদৃষ্ট ? সারা জীবন যাকে খুঁজে' বেড়াচ্ছি একবার দেখা করে' মনের কথা বল্‌বো বলে', তাকে আমার গান শোনাবো ? চল, চল, এক্ষুণি চল, কিন্তু আমি যাব কি করে' ? আমার তো তোমাদের মত পাখা নাই ?…

জীবন। সে জন্যে তুমি চিন্তিত হয়ো না, আমরা তোমাকে নিয়ে যাব, তুমি এখন আমাদের সঙ্গে এসো…

বাউল। চল বাবা চল…

(প্রথমে জীবনদূত, মধ্যে একতারাবাদ্যরত বাউল, শেষে মৃত্যুদূত—
প্রস্থান)

ত্রয়োদশ দৃশ্য

সময়—অপরাহ্ন

কোন চরিত্র প্রবেশ করিবে না। শুধু দেখা যাইবে মঞ্চের পশ্চাদভাগে হিমালয় পর্বতের দৃশ্য; পর্বতগাত্র বিবিধ বৃক্ষলতায় আচ্ছন্ন; স্থানে স্থানে নির্ঝর; পর্বত-গাত্র বহিয়া একটী এক মানুষের রাস্তা আকাশের কোলে গিয়া মিশিয়াছে; এই রাস্তার শেষভাগের দিকে চিত্রাঙ্কিত সর্বোর্ধ্বে জীবনদূত, পরে একতারা হাতে বাউল, শেষে মৃত্যুদূত।

দৃশ্যটি এক বা দুই মিনিট কাল দর্শকদের দৃষ্টি পথে থাকিবে।

উপসংহার

স্বর্গ : প্রস্তাবনা প্রথমাংশের দৃশ্য

সময়—সন্ধ্যা।

বিধাতা সিংহাসনোপবিষ্ট; দক্ষিণে জীবনদূত ও বামে মৃত্যুদূত, উভয়েই জোড়হস্তে দণ্ডায়মান; জীবনদূতের পাশে বিধাতার দিকে তাকাইয়া দণ্ডায়মান বাউল

বিধাতা। এই সেই প্রতিনিধি নরজগতের
আনিতে গেছিলে যাকে তোমরা দুজনে?
জীবন। প্রভু, এই সেই প্রতিনিধি...
বিধাতা। মৃত্যুদূত?
মৃত্যু। এই সেই প্রতিনিধি, নিজেও পাগল...
বিধাতা। জীবনের দূত, পাগল এ প্রতিনিধি?
কি মত তোমার?...
জীবন। আমাদের মতামতে কিবা আসে যায়,
স্বয়ং একেই প্রভু দ্যাখো না শুধায়ে
মানুষ পাগল নাকি...

বিধাতা। তাই হোক তবে।

ছাখো আগন্তুক,

সত্য করে' বল তো আমাকে

মানুষ পাগল নাকি ? তোমরা পাগল ?

বাউল। প্রভু, আমরা পাগল ? মানুষ পাগল ?

(একতারা বাজাইয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া গীত)

আমাদের কে বলে পাগল, আমাদের কে বলে পাগল ?

আমাদের এই হিয়ার মাঝে

দূর অসীমের বাঁশী বাজে,

সাগরপারের জোয়ার এসে জাগায় কলরোল ;

সন্ধ্যাতারার হাতছানিতে আমাদের প্রাণ করে চঞ্চল।

আমাদের কে বলে পাগল, আমাদের কে বলে পাগল ?

আমরা রজনীদিন যাই যে খাটি

মাথার ঘামে ভিজিয়ে মাটী

সোনায় সোনায় দিই ভরে' দিই ধরামায়ের কোল,

আমরা উষর মরুর বুকে ফোটাই ফুলের ফসল ;

আমাদের কে বলে পাগল, আমাদের কে বলে পাগল ?

বিশ্ব যখন অন্ধকারে

হারিয়ে ফেলে আপনারে,

ভ্রান্ত জগৎ পন্থা মাগি কাঁদে উতরোল,

তখন পথ দেখিয়ে জ্বালাই আলো আমরাই কেবল,

অন্ধকারে প্রদীপ জ্বালি আমরাই কেবল ;

আমাদের কে বলে পাগল, আমাদের কে বলে পাগল ?

আমাদের এই চপল আঁখে

প্রেমের কাজল যখন লাগে,

কালো মুখেও দেখি মোরা সোনার কমল,

আমরা কুঁড়ের ভিতর স্বর্গ রচি আনন্দে উতল ;

আমাদের কে বলে পাগল, আমাদের কে বলে পাগল ?

দুঃখ শোকের বাঁধন থেকে
আত্মা যখন মুক্তি ছাখে,
রাজার ছেলেও ভিক্ষা মাগি কৌপীন-সম্বল,
আমরা হাসিমুখে ছিন্ন করি মায়ার শিকল;
আমাদের কে বলে পাগল, আমাদের কে বলে পাগল?

(মেঝেতে জানু পাতিয়া বসিয়া)

হে শাশ্বত তুমি সারা বিশ্ব জুড়ে'
সৃষ্টির খেলা খেলিছ যে সুরে,
সে সুরেই মোরা তুলিতেছি গড়ে' জীবনের মহাদোল
সুন্দর হ'তে সুন্দরতর শুচিতর সুমঙ্গল;
আমাদের কে বলে পাগল, আমাদের কে বলে পাগল?
আমাদের এই হিয়ার মাঝে
দূর অসীমের বাঁশী বাজে,
সাগরপারের জোয়ার এসে জাগায় কলরোল?
আমাদের কে বলে পাগল, আমাদের কে বলে পাগল?

শেষ ছত্র গাইবার সময় বিধাতা পুরুষ দাঁড়াইয়া দুই হাত সম্মুখে বাড়াইয়া মানুষের প্রতিনিধিকে আশীর্ব্বাদ করিবেন, এবং বিধাতাপুরুষ দাঁড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে জীবনদূত ও মরণদূত জোড় হস্তে জানু পাতিয়া বসিয়া পড়িবে ও বাউল মেঝেতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিবে। বিধাতার আশীর্ব্বাদ সম্পূর্ণ নির্ব্বাক্ হইতে পারে কিম্বা এই ভাষায় প্রকাশ পাইতে পারে—

সার্থক হয়েছে সৃষ্টি; বাসনা আমার
পূর্ণ আজি মানবের বিচিত্র জীবনে;
যুগে যুগে তার কর্মে স্বপনে চিন্তায়
স্বর্গ প্রতিষ্ঠিত হোক ধরণীর ধূসর ধূলায়।
শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

যবনিকা

বসন্ত-বিদায়

ধরা-মায়ের উদ্দেশে

চরিত্রাবলী

জ্ঞানাঞ্জন নাটুয়া	৬০ বৎসরের সম্পূর্ণ পলিতকেশ বৃদ্ধ, পরনে শাদা থানধুতি ও গায়ে শাদা কাপড়ের ফতুয়া ;
তরুণ দশজন	কেহ কেহ কিশোর, কেহ কেহ্ বা যৌবনে পা দিয়াছে ; অধিকাংশই বেশ সুদর্শন, অন্ততঃ-পক্ষে কুৎসিত কেহই নয় ; কিশোরদের পরনে হাফপ্যাণ্ট ও গায়ে হাফশার্ট, যুবকদের পরনে ধুতি ও গায়ে শার্ট বা হাফশার্ট ; দু'জন যুবকের হাতে বাঁশের বাঁশী।
স্বর্গ	দিব্যকান্তি দীর্ঘদেহ গৌরবর্ণ পুরুষ, চেহারা দেখিয়া বয়স অনুমান করা কঠিন, শ্বেত অঙ্গাবরণ, গুম্ফশ্মশ্রুমুণ্ডিত মুখমণ্ডল, মাথায় মল্লিকা, রজনীগন্ধা, স্বর্ণচাঁপা ইত্যাদি সুগন্ধ পুষ্পের মুকুট ও মুকুটের মধ্যস্থলে (পালকের পরিবর্তে) একটি শ্বেতবর্ণের চক্র, গলায় শ্বেত পুষ্পের মালা ও হাতে শ্বেতপুষ্পাচ্ছাদিত লাঠি ;
মর্ত	পূর্ণবয়স্কা শ্যামবর্ণা যুবতী, পরনে নীলশাড়ী, শাড়ীর গায়ে সমুদ্রফেনার রংএ তরঙ্গরেখা আঁকা, মাথায় সবুজ পাতা ও বিবিধবর্ণের ফুলের মুকুট, মুকুটের মধ্যস্থল হইতে ঊর্ধ্বমুখ একগুচ্ছ ধানের শীষ।
প্রেম	*আলুলায়িতকেশা পূর্ণবয়স্কা সুন্দরী,* পরনে ঘন গোলাপী রংএর শাড়ী, মাথায় প্রস্ফুটিত গোলাপফুলের মুকুট, গলায় বকুলফুলের মালা, হাতে বেলফুলের বলয়।

বিশ্বাস	পূর্ণবয়স্কা গৌরাঙ্গী যুবতী, পরনে সবুজশাড়ী, মাথায় বিবিধবর্ণের সুগন্ধ ফুলের মুকুট, গলায় মল্লিকা ফুলের মালা, ডান হাতে একটি প্রস্ফুটিত পদ্ম।
বিজ্ঞান	পূর্ণবয়স্ক শ্বেতবর্ণ যুবক, পরনে কোটপ্যান্ট ইত্যাদি পাশ্চাত্য পোষাক, মাথায় হ্যাট, চোখে বাইনকুলার লাগানো, বাঁ হাতে এক-খানি মোটা বই, ডান হাতে ছড়ি।
অবিশ্বাস	পূর্ণবয়স্ক কৃষ্ণবর্ণ যুবক। প্রচুর গুম্ফশ্মশ্রু আচ্ছাদিত মুখমণ্ডল, পরনে ঘনকালো কাপড় মালকোঁচা দিয়া পরা ও গায়ে কালো কোট, মাথায় কালো পাগড়ি, কালোরঙের চসমা (গগ্‌ল্‌স্) দ্বারা দুই চোখ ঢাকা, হাতে একটা লৌহ-নির্মিত হাতুড়ি।
জিগীষা	পূর্ণবয়স্ক শ্বেতবর্ণ যুবক, দেহ লৌহবর্মদ্বারা আবৃত, পায়ে হাঁটু পর্যন্ত বুটজুতা, মাথায় উড্ডীয়মান বাজ বা ঈগলপাখীর মূর্তিশোভিত পিতলের শিরস্ত্রাণ, ডান হাতে গোলকাকৃতি ধ্বংসাস্ত্র (বোমা);
জিঘাংসা	পূর্ণবয়স্ক ভীমদর্শন কৃষ্ণবর্ণ যুবক, পরনে ঘোর রক্তবর্ণ কোটপ্যান্ট, পায়ে হাঁটুপর্যন্ত বুটজুতা, মাথায় উড্ডীয়মান শকুনিমূর্তি শোভিত রক্ত-বর্ণের শিরস্ত্রাণ, ডান হাতে উন্মুক্ত তরবার।

প্রথম দৃশ্য

গ্রাম্য চণ্ডীমণ্ডপ।

চৈত্র মাসের শেষার্ধ'। বিদায়োন্মুখ বসন্তের দিনশেষে এখনো শীতের আমেজ লাগিয়া আছে। ষাট বৎসরের পলিতকেশ কিন্তু সক্ষমদেহ বৃদ্ধ জ্ঞানাঞ্জন নাটুয়া ফতুয়-গায়ে গ্রাম্য চণ্ডীমণ্ডপের প্রশস্ত বারান্দায় ভাঙ্গাপিঠ একখানি চেয়ারে বসিয়া উঠানের দিকে তাকাইয়া আছে; নিকটস্থ কয়েকখানি বেঞ্চিতে গ্রাম্য থিয়েটার পার্টির তরুণ সভ্য দশজন। উঠানে মল্লিকা, টগোর, রজনীগন্ধা ইত্যাদি নানাজাতীয় ফুলগাছ; চণ্ডীমণ্ডপের পিছনদিকে ও অদূরে প্রবাহিত একটি ক্ষীণতোয়া নদীর ধারে ধারে অনেকগুলি পত্রহীন শিমুল ও পলাশ গাছ ফুলে ঢাকিয়া গিয়াছে। দুটি গাছ হইতে একজোড়া কোকিল অবিরাম ডাকিয়া ডাকিয়া চতুর্দিকে মুখরিত করিতেছে।

সকলেই কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকার পর—

জ্ঞানাঞ্জন। ছাখ্‌ তোদের সকলকেই বলছি, এবারকার চৈত্রসংক্রান্তির নাটকটা আমাদের একটু নতুন ধরণের করতে হবে, আর খুব যত্ন করে' করতে হবে, কারণ এই সংক্রান্তির দিনই এবার আমাদের গ্রামের বসন্তোৎসব পড়েছে, তাছাড়া বুঝেছিস এবারকার নাটকই আমার শেষ নাটক···

বাঁশী হাতে ১ম যুবক। কেন দাদা, সে কী বলছেন, এই তো সবে বছর দুতিন আমি আপনার সঙ্গে নাটক করছি, গেলবার মেডেল পেলাম, আমার আশা এখনো অনেক বৎসর, কম হ'লেও পাঁচসাত বৎসর, আপনার সঙ্গে নাটক করে' গ্রামের লোকদের আনন্দ দিব···

জ্ঞান। আরে নারে ভাই, সে আশা তোদের আর সফল হবে না, ষাটবৎসর বয়েস হয়ে গেল সে খোঁজ রাখিস? শরীল যেন ভেঙ্গে পড়ছে আজ কিছুদিন থেকে···

২য় বাঁশীওলা যুবক। কেন দাদা শরীল তো আপনার কিছু খারাপ দেখছিনে, অন্ততঃ বাইরে তো কোনরকম খারাপ লক্ষণ দেখা যায় না, কি বলিস রে অনিল?···

১ম যুবক। আমারও তো তাই মনে হয়, দাদার শরীল তো আমাদের অনেকের চেয়েই ভাল…

জ্ঞান। বাইরে দেখে তাই মনে হয় রে অনিল, ভিতরটা তো দেখতে পাস্ নে…তাছাড়া বাইরেও এই ত্থাখ্ আঙ্গুলের গিঁটে গিঁটে বাত, দেখেছিস (দুই হাতের আঙ্গুল দেখাইয়া) প্রত্যেকটা গিঁট কি রকম ফুলেছে, আর এই হাঁটু (দুই হাঁটুতে হাত বুলাইতে বুলাইতে) দুই হাঁটুরই জোর এমন কমে' এসেছে যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে, নাটক করার মতো ক্ষমতা আর নাই বললেই হয়…

অনিল (২য় যুবককে লক্ষ্য করিয়া) আঙ্গুলগুলো কিন্তু দাদার সত্যিই ফুলেছে সলিল, দ্যাখ ভালো করে', (জ্ঞানাঞ্জনের একখানি হাত নিজ হাতে লইয়া একটু জোরে টিপিয়া) এই ত্থাখ্, টিপলে কেমন টোল খেয়ে যাচ্ছে…

জ্ঞান (হাত ছাড়াইয়া লইয়া)—ওরে বেদনা রে বেদনা, ওরকম করে' টিপিসনে…

একটি কিশোর। তা সলিলদা অনিলদা তোমরা যা-ই বল, দাদা যে খুব বুড়ো হয়েছে তা স্বীকার করতেই হবে, দাদার চুল তো কক্ষনো একটাও কাঁচা দেখলাম না, একবারে বকের পালকের মত ধবধবে শাদা, ঠিক যেন যাত্রাদলের মন্ত্রীমশায়

(জ্ঞানাঞ্জন সমেত সকলের উচ্চ হাসি)

জ্ঞান। ঠিক বলেছিস রে বীরু, তোদের সকলের জন্মের আগেই আমার মাথা শাদা হয়ে গিয়েছে জানিস, মাইনর ইস্কুলের ফাষ্ট ক্লাশে পড়বার সময়েই আমার চুল পাকতে শুরু হয়, গোঁফের রেখা তখন সবে দেখা দিয়েছে, এই তোর মতনই, আমি কি তোদের কম সিনিয়ার রে (হাসি)…

৩য় যুবক। যাক দাদা এখন কাজের কথায় আসুন, এবার কি নাটক করতে হবে বলুন, আমাকে কিন্তু এবার নায়কের পাট দিতে হবে…

জ্ঞান। তোদের প্রত্যেককেই এবার বেশ ভাল পাট দিব সেজন্যে ভাবিস নে, কিন্তু জনা তিনচারকে যে এবার মেয়ে সাজতে হবে রে, মেয়ে সাজবি কে কে বল্…কই, কেউ যে কথা বলছিস নে, সব চুপ, ব্যাপার কি, কেউ মেয়ে সাজবিনে? মেয়ে সাজলেই মেয়ে হয়ে যাবি নাকি, অ্যাঁ?…

১জন কিশোর। আজ্ঞে আমি মেয়ের পাট নিতে পারি, কিন্তু···

জ্ঞান। কিন্তু কি বল্ না, আপত্তিটা কি···চুপ করে' কেবল মাথা চুলকোচ্ছিস কেন ?···হীরু, বল্ কি আপত্তি···

পূর্বোক্ত কিশোর। আজ্ঞে···

জ্ঞান। আরে ম'লো যা, এত লজ্জা নিয়ে তোরা নাটক করবি, আমার শেষ নাটকটাকে দেখছি তোরা মাঠে মারবি···

আরেকজন কিশোর। দাদা আমি জানি হীরু কেন আপত্তি করছে···

জ্ঞান। কী আপত্তিরে শশধর ?···

শশ। আজ্ঞে ওর নতুন গোঁপ বেরুচ্ছে কিনা, মেয়ে সাজতে হলে তো গোঁপ কামা'তে হবে···

জ্ঞান। সত্যি নাকি রে হীরু, গোঁপ কামানোতে তোর আপত্তি ?···

হীরু। গোঁপ কামা'লে বাবা মারবে আমি জানি···

জ্ঞান। আচ্ছা আমি তোর বাবাকে বলে অনুমতি নিয়ে দিব বুঝেছিস, কোন ভয় নাই, তারপর, আরো তো জনা তিনেক দরকার মেয়ের পাট নেওয়ার জন্যে···

তিনচারজন যুবক একসঙ্গে। সেজন্যে আপনাকে ভাবতে হবে না দাদা, আপনি মেয়ে পুরুষ, দেবতা রাক্ষস যারই পাট বলুন না কেন আমরা করে' দিব, তবে পাট তৈরির জন্যে আমাদেরকে ভাল রকম সময় দিতে হবে, অন্ততঃপক্ষে আটদশ দিন···

জ্ঞান। সেজন্যে ভাবিস নে তোরা, কাল থেকেই আরম্ভ কর না রিহার্সাল, তা ছাড়া এবার প্রম্‌টিংএর বন্দোবস্ত রাখবো খুব ভাল, গেলবারকার মতো অ্যাকটিংএর মধ্যেখানে কাউকে থেমে যেতে না হয়···

৪র্থ যুবক। প্রম্‌টারের উসকানি শুনে' অ্যাকটিং করা আমার দ্বারা হবে না দাদা, মুখে কথা বলবো আর কান খাড়া করে' রাখবো প্রম্‌টারের দিকে, ও আমি পারিনে···

জ্ঞান। আচ্ছা বেশ বেশ, কাল থেকে রিহার্সালই আরম্ভ কর্ না, তা হ'লে এই দশবারো দিনে সব একবারে তোতাপাখীর মত মুখস্থ হয়ে যাবে···

৫ম যুবক। প্লে-টা কি হবে বলুন না শুনি।···

জ্ঞান। না, তা এখন বলবো না, কালকেই একবারে প্লে-র নাম শুনবি, নিজের নিজের পাট পাবি, আর যা যা দরকার···আজ না···

হীরু। প্লে কি আপনারই নিজের লেখা দাদা?···

জ্ঞান। দেখতেই পাবি কাল, আমি কি কখনো অপরের লেখা প্লে ষ্টেজে তুলেছি তোরা শুনেছিস? সে দুর্নাম আমার কেউ দিতে পারবে না···

অনিল। তা সত্যি কথা, আমি তো এর আগেও দাদার থিয়েটারে পাট নিয়েছি, প্রত্যেকবারই দাদা নিজের হাতে লেখা বই থেকে আমাদের পাট লিখিয়ে দিয়েছে···

জ্ঞান। শোন্ অনিল সলিল হীরু, তোদের সকলকেই গোটাকয়েক কথা আজই বলে' রাখি অ্যাকটিং সম্বন্ধে, ভুললে পরে আমি মেজাজ ঠিক রাখতে পারবো না···

তিনচারজন একসঙ্গে। বেশ বলুন না, সে তো ভাল কথা···

জ্ঞান। আমার গোড়ার কথা, মূল কথা, হচ্ছে এই, নাটক যখন করবি, তখন এমনভাবে করবি যেন তাকে কারো নাটক বলে' মনে না হয়, মনে হবে যেন সত্যিকারের জীবনটাই চোখের সামনে দিয়ে চলে, যাচ্ছে, দিনরাত্রি ঘরে বাইরে যেমন যায়···ষ্টেজের উপর যে হাসবি কাঁদবি কথা কইবি তা হবে ঠিক বাড়ীতে রাস্তাঘাটে যে রকম হাসিকান্না শুনিস, কথাবার্তা শুনিস বলিস তারই মতো, কোন তফাৎ থাকবে না···

অনিল। কেন দাদা, আজকাল তো নাম করা অ্যাকটর অ্যাকট্রেস সবাই ষ্টেজে কথা বলবার সময় গলা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে কথা বলে···

জ্ঞান। হ্যাঁ হ্যাঁ তাইতো আমি বলছি, কথা বলতে বা হাসতে কাঁদতে কিছুতেই গলা কাঁপবে না কিংবা হাঁপাবি নে···মা বাবা ভাইবোনদের সঙ্গে যখন কথা বলিস তখন কি গলা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে কথা বলিস, না তোর বৌদি যখন তোর দাদার সঙ্গে কথা বলে তখন গলা কাঁপিয়ে হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে কথা বলে? গলাটলা কাঁপবে না বুঝেছিস, বক্তিতে নয় সাধারণ কথা, দৈনিকজীবনে যেমন কথা বলিস তেমনি কথা, তাই হবে তোদের লক্ষ্য···

সলিল। কিন্তু জোরে কথা না বললে শ্রোতারা, বিশেষতঃ যারা একটু দূরে বসবে তারা, শুনতে পাবে না যে ভাল করে' ··

জ্ঞান। হ্যাঁ, জোরে একটু বলবি, কিন্তু তাই বলে' চেঁচাবিনে, আর নাকী সুরে কথা বলবি নে, বিশেষ করে' যারা মেয়ে সাজবি তারা এ বিষয়ে সাবধান, কথা বলতে গিয়ে যেন চিঁ চিঁ করিস নে, সে নায়িকা হ'লেও না,

প্রেমের কথাবার্তা যদি থাকে, তাতেও না, বুঝলি?…হীরু, তোকে তো একটা মেয়ের পাট নিতেই হবে, কিন্তু সাবধান, যেন চিঁচিঁ করিস নে…

হীরু। আজ্ঞে আচ্ছা, কিন্তু জোরে কথা বলতে গেলেই আমার স্বরটা যে বেশ একটু নাকী হয়ে যায়…

জ্ঞান। আচ্ছা এই ক'দিন রিহার্সালেই আমি তা ঠিক করে' দিব দেখিস, আর একটা কথা…কথাটা হচ্ছে, যাদের পুরুষের পাট থাকবে তারা যেন বেশী হাত পা নাড়িস নে, এমন কি যদি দৈত্য বা রাক্ষসের পাট হয় তবুও না ‥

শশধর ও বীরেন একসঙ্গে। দৈত্যের পাট থাকবে নাকি দাদা?…

জ্ঞান। না ঠিক দৈত্য বা রাক্ষস খোক্কস নয়, কিন্তু ঐ জাতীয় কিছু থাকবে…

বীরেন। ভারি মজার প্লে হবে এবার দেখছি…

জ্ঞান। তবে কাল থেকেই সব লেগে পড় রিহার্সালে, এই চণ্ডী-মণ্ডপের বারান্দাতেই রিহার্সাল হবে বুঝলি…

অনিল। কিন্তু দাদা বারান্দার ধারে ধারে পর্দা দিয়ে দিতে হবে, নইলে চারিদিকে ভিড় জমে' যাবে…

জ্ঞান। আচ্ছা তা দেখা যাবে, তার জন্যে চিন্তা করিস নে…

সলিল। আজকের মত তবে আমরা উঠি এখন…

জ্ঞান। উঠবি, আচ্ছা, কিন্তু শোন্, এই আমার শেষ নাটক, আনন্দের মধ্যেও মনটা যেন কেমন করছে, যেন কান্না আসছে অন্তরের মধ্যে থেকে… অনিল সলিল তোরা দুজন একসঙ্গে একটু বাঁশী বাজিয়ে শোনা তো, তোদের জানা কোন গানের সুর হ'লেই ভাল হয়, আনন্দের গানের সুর, তোরা দুজনে বাজা, আর সবাই সঙ্গে সঙ্গে গা…

অনিল। আনন্দের গান? গত বছরকার বসন্তোৎসবের উদ্বোধন-গানটা গাইব?…

জ্ঞান। বেশ গা-না, তোদের সকলের মনে আছে?…

সলিল। তা আছে, কি বল্‌রে বীরেন?…

বীরেন। সমস্তটা বোধ হয় ঠিক মনে নাই…

জ্ঞান। ও দু এক জনার একটু ভুল হ'লেও কিছু যাবে আসবে না, তবে তাই ধর্, ঐ উদ্বোধন-গানটাই ধর, তোরা গা, আমি শুনি…

অনিল ও সলিলের বাঁশী বাজানোর সঙ্গে

অপর সকলের গান—

কী আনন্দ আজ সারা আকাশে ভুবনে,
কী আনন্দ উথলিছে মধু-পবনে;
মল্লিকা মালতী চাঁপা চামেলি বকুল
দিগন্ত পাগলকরা পলাশ শিমুল
আঁজলে আঁজলে ঢালে আনন্দ-লহরী,
আনন্দে হেলিয়া পড়ে চুত মঞ্জরী.
শাখায় শাখায় নবীন পাতা জাগে শিহরি
রঙে রসে গন্ধে ভরা এই ধরার আঙনে
পিক পাপিয়ার সুরের ধারায়
আনন্দের আজ বান ডেকে যায়,
বিশ্ব জগৎ উতল হ'ল বসন্ত-বোধনে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

গ্রামের রঙ্গমঞ্চ

মঞ্চের পশ্চাদভাগে পটে দেখা যাইবে : দূর আকাশের কোল ঘেঁষিয়া তুষারাবৃত পর্বতশ্রেণী ; পর্বতগাত্রের নিম্নদেশে গভীর অরণ্যানী ; অরণ্যের পর, স্তরে স্তরে, প্রথমে নানাজাতীয় ফুলফলের বৃহৎকায় বৃক্ষশ্রেণী, ফুলে ও ফলে বৃক্ষসমূহের শাখা-প্রশাখা যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে ; তার পর ধান গম ইত্যাদি শস্যক্ষেত্রের উপর দিয়া বাতাসের ঢেউ খেলিয়া যাইতেছে ; সবশেষে একদিকে খড়ে ছাওয়া কুটীর শ্রেণী ও অপরদিকে, কুটীরগুলির সামনাসামনি, নানাবিধ ছোটফুলের গাছ, ফু'ল ঢাকা। সময় প্রত্যুষ ; পর্বতশ্রেণীর এক পাশ দিয়া উদীয়মান রক্তারুণের ছটা পর্বতশিখরে তুষার-রাশির কিয়দংশকে সিন্দুরবর্ণে রঞ্জিত করিয়া অরণ্যানী ও উচ্চ বৃক্ষশ্রেণীর শীর্ষ-দেশে এবং শস্যক্ষেত্র ও কুটীর সমূহের উপর ছড়াইয়া পরিয়াছে।

মঞ্চের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া জ্ঞানাঞ্জন নাটুয়া ; সামান্য একটু দাঁড়াইয়া থাকার পর খানিকটা সম্মুখ দিকে অগ্রসর হইয়া দর্শকদের প্রতি (নমস্কারান্তে)

জ্ঞানাঞ্জন। আজ বসন্ত বিদায়ের দিনে আপনাদেরকে একটা নতুন ধরণের নাটিকা, নতুন ধরণের অভিনয়, দেখাব। তরুণ তরুণীর প্রেম, প্রৌঢ় প্রৌঢ়ার সাংসারিক দ্বন্দ্ব, বৃদ্ধ বৃদ্ধার সন্ন্যাস বা পরলোকের চিন্তা, এবং সাংসারিক দৈনন্দিন জীবনের গণ্ডী পেরিয়ে রাজনীতি ইতিহাস বিজ্ঞান, বর্তমান সভ্যতার নিত্য নব সমস্যা, এই সমস্ত নিয়ে রচিত নাটক উপন্যাসই সাধারণতঃ আপনাদের মনোরঞ্জন করে' থাকে ; আমার এই ক্ষুদ্র নাটিকার বিষয় বলতে পারেন একটা স্বপন, ভাববিলাসীর একটা স্বপন মাত্র। আমার নাটিকার বিষয় স্বর্গ মর্তের মিলন। মর্তের অধিবাসী আমরা সকলেই, স্বর্গ খুব সম্ভব একটা আদর্শ ভিন্ন আর কিছুই নয় ; মর্ত ও এই আদর্শকে আমি মুখোমুখি আনার চেষ্টা করেছি ; হয় তো আপনারা আমার চেষ্টাকে গঞ্জিকা-সেবীর জাগ্রত স্বপন বলেই মনে করবেন, তা করতে হয় করুন ; আমি এই স্বপনকেই আমার অন্তরের গভীরতম আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তি হিসেবে আপনা-দের সম্মুখে উপস্থিত করছি। আপনাদের নিকট আমার বিনীত নিবেদন :

রক্ত মাংসের দেহময় এই জীবন, আর এই জীবনের ভোগের জন্যে ধনসম্পদ্ স্ত্রীপুত্রকন্যা-আদিকে কেন্দ্র করে' আমরণ একটা অশান্ত হাহাকার,—সেই হাহাকারই সত্য, না আমার এই স্বর্গমর্তের মিলনের স্বপন, যে স্বপন কখনো কল্পনার বাইরে এসে ইন্দ্রিয়গোচর মূর্তি ধরে' আপনাদের সামনে দাঁড়াবে না, সেই স্বপন-ই সত্য, তা একবার ভাল করে' ভেবে দেখবেন; তরুণ তরুণী, প্রৌঢ়প্রৌঢ়া, বৃদ্ধবৃদ্ধা সকলেই ছায়ার মত কোথায় মিলিয়ে যাবে; রাজ্য উঠবে, রাজ্যের পতন হবে, এক সভ্যতার পর আর এক সভ্যতা মরুভূমির মরীচিকার মতো মহাশূন্যে বিলীন হবে, কিন্তু অপার্থিব আদর্শের স্বপ্ন চিরন্তন, অক্ষয়; জীবনের চরম বিকাশ, মানবহৃদয়ের উর্ধ্বমুখী আকাঙ্ক্ষার পরম পরিণতি, আত্মিক সাধনার চরম ও পরম আদর্শ যে স্বপ্নময় স্বর্গ, সেই স্বপ্নকেই আজ মরজগতের সম্মুখে এনে দাঁড় করিয়েছি,—আপনারা আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা করবেন।

(পুনরায় নমস্কারান্তে প্রস্থান; সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চের বিপরীত দিক্ হইতে স্বর্গ ও মর্তের প্রবেশ ও পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া দণ্ডায়মান অবস্থিতি)

স্বর্গ। এত সুন্দর তুমি, মাটির পৃথিবী! শত সহস্র যুগ ধরে' কত কথাই শুনেছি তোমার সম্বন্ধে, কিন্তু স্বপ্নেও ভাবিনি কোনদিন তুমি এত সুন্দর; তোমার এই সুনীল আকাশ, এই দিগন্তবিস্তারী সবুজের খেলা, এ যেন আমার চোখে কাজল পরিয়ে দিলে···আজকের প্রভাত আমার সার্থক···

পৃথিবী। আমারও আজকের দিনটি সার্থক, এই সুন্দর প্রভাত সার্থক; মরজগতের মূর্ত স্বপন স্বর্গ, তোমার চরণস্পর্শে আমার মাটির দেহ আজ পুলকিত···

স্বর্গ। তোমার পাখীর গান, নদীর কলধ্বনি, সাগরের অশ্রান্ত গর্জন, সবে মিলে' আমার কানে যে ঐকতানের মাধুরী ঢেলে দিচ্ছে, তা আমার জীবনে সম্পূর্ণ নূতন; এমন বিচিত্র শব্দমাধুরী তো আর কখনো শুনিনি; ভাগ্যবতী তুমি সুন্দরী ধরণী···

পৃথিবী। আমি ভাগ্যবতী! স্বর্গ, তোমার এই স্নেহসিক্ত অপূর্ব আহ্বান শুনে' আমি বিস্মিত হচ্ছি; কত যুগযুগান্তর ধরে' আমি তোমার পথ চেয়ে বসে' আছি, আমার বুকে তোমার সৌন্দর্য, তোমার পবিত্রতা, স্থায়ী

আসন পাতবে, এই আশায়, সে আশা কতদিনে সফল হবে জানিনে, আজ পর্যন্ত সে আশা ব্যর্থ, তুমি বলছো আমি ভাগ্যবতী!...

স্বর্গ। হরিৎকুন্তলা সঙ্গীতমুখরা পৃথিবী, তোমার বুকে আমার সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলার জন্যে কেন তুমি এত চঞ্চলিত হচ্ছ? তোমার জীবন আমার জীবন থেকে পৃথক, সেজন্যে আমাকে তোমার যেমন প্রয়োজন, তোমাকেও আমার তেমনি প্রয়োজন, দুয়ের মিলনে দুয়েই সার্থক হব, একথা ধ্রুব সত্য জেনো...

পৃথিবী। সত্যদ্রষ্টা স্বর্গ, কোন্ দূর ভবিষ্যতে সে মিলন হবে?...

স্বর্গ। শোন বলি তরুণী ধরণী, তোমার বিশাল বুকে জীবনের ধারা শতরূপে লীলায়িত; সুখদুঃখ, অশ্রুহাসি, আনন্দবেদনা, জন্মমরণের সাথে সে ধারা অনন্তবাঁধনে বাঁধা; তোমার দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে আলো আঁধারের খেলা, আমার অখিল রাজ্যে শুধু আলো, সেখানে আঁধারের লেশ নাই, সেখানে হাসি আছে অশ্রু নাই, প্রাণ আছে মৃত্যু নাই, আছে শুধু অনন্ত মিলন, বিচ্ছেদবেদনা অজ্ঞাত, অস্তিত্বহীন ...

পৃথিবী। কী সুন্দর, কী সুন্দর, ছায়াহীন আলোকের দেশ!...

স্বর্গ। আমার অন্ধকারলেশহীন আলোককে সত্যই তুমি সুন্দর ভাবছো? আলো আঁধারের খেলা, দিনশেষে রাত্রি, ফের রাত্রিশেষে দিন, জাগরণশেষে নিদ্রা, শতচিন্তাজর্জরিত জীবনের শেষে মৃত্যুর শান্তিভরা বিশ্রাম, সে যে কী সুখের বস্তু, তা তোমার কল্পনার বাহিরে...

মর্ত। কেন স্বর্গ, আলো অন্ধকার দুঃখসুখ জন্মমৃত্যু তো আমার অতি পরিচিত বস্তু...

স্বর্গ। সেইজন্যেই মূল্যহীন—আমার আলোকের দেশে আঁধারের জাদু, নিদ্রার মায়া, সম্পূর্ণ অজ্ঞাত; অন্তহীন দিন, তার মাঝে অন্তহীন জীবনের গতি সারা দেহ মনে হাহাকার জাগায়; কর্মশেষে শান্তি, জীবনের জ্বালাশেষে মরণের শীতল স্পর্শ আমার কাছে স্বপনমাত্র, কিন্তু তোমার নিকট অতি পরিচিত বস্তু, অতএব মূল্যহীন...

পৃথিবী। জীবনের শেষে মৃত্যু, কর্মশেষে শান্তি, তাকে মূল্যহীন বলিনে, কিন্তু তোমার অনন্ত আলোক, অনন্ত জীবন আমার চির আকাঙ্ক্ষিত আদর্শ, একথা স্বীকার করি...সে আদর্শময় জীবন ফেলে রেখে আমার বুকের

আলো আঁধারের খেলা, জীবনমৃত্যুর ভাঙ্গাগড়ার জন্যে তুমি লালায়িত, এ যেন অমৃত ফেলে কালকূটের সন্ধানে উন্মত্তের অভিযান…

স্বর্গ। উন্মত্ত! তা বলতে পারো,—কিন্তু অজর অমর হয়েও কেন যে তোমার মর জীবনের বৈচিত্র্যের জন্যে আমি লালায়িত, তার কারণ সংক্ষেপে বলি শোন: আমি চিরবৃদ্ধ, শৈশব কৈশোর যৌবন আদি জীবনের যতকিছু দশা সমস্তই আমার বার্ধক্যে লীন ..

পৃথিবী। কেন, কৈশোর যৌবন ও অন্যান্য সকল দশাই যদি তোমার জীবনে মিলিত হয়ে থাকে, তবে তুমি চিরবৃদ্ধ কেন? আমার মতে তুমি চিরকিশোর, চিরযুবা…

স্বর্গ। ইচ্ছা হয় তা-ই বল, কিন্তু এই চিরকৈশোর, চির যৌবন, এ-যে গতিহীন, অচল, স্থবির, একে কি জীবন বলো? এ যে বেঁচে মরা…আর তুমি? ..

পৃথিবী। আমি? বলো না, তোমার অমর মুখে আমার কাহিনীটা শুনি; আমার জীবনকে তুমি এত ভালবাসো, তোমার মুখে সে কাহিনী নূতন, সুন্দরতর হয়ে ফুটে' উঠবে তাতে সন্দেহ নাই…

স্বর্গ। আমি বলবো তোমার কাহিনী? আমি তো তোমাকে এর আগে কখনো চোখে দেখিনি, শুধু দূর থেকে তোমার বিচিত্র ইতিহাস শুনেছি; সেই শোনা কথা বলবো, শুনবে? ..

পৃথিবী। হ্যাঁ, তাই শুনবো…

স্বর্গ। তবে বলি শোন…আশা করি তোমার স্মরণে আছে শতকোটি বর্ষ আগে কি ভাবে দেখা দিয়েছিল তোমার বুকের উলঙ্গ পর্বতমালা, আর তার নীচে দিগন্তপ্রসারী দগ্ধ মরু, মরুর শেষে নীল, সীমাহারা বারিরাশি, আর কিভাবে সেই নীল সিন্ধু কোলে জীবনের বীজ প্রকাশ পেয়েছিল, তৃণলতা শৈবালের হরিৎ আস্তরে তোমার বুক ঢেকে গিয়েছিল, বৃক্ষলতা ফুলে ফলে ধূসর গৈরিকস্তর ভরে' উঠেছিল, প্রকৃতির বুকে জীবনের বিচিত্র বিকাশ হয়েছিল, পক্ষহীন পক্ষযুক্ত জীব, সলাঙ্গুল, অলাঙ্গুল, চতুষ্পদ, যুগ্মপদ, হস্তী ব্যাঘ্র, বানর, মানুষ, কিভাবে যুগে যুগে, ক্রমে ক্রমে, তোমার অঙ্গন অধ্যুষিত করেছিল…

পৃথিবী। নিশ্চয় স্মরণ আছে, আমার দেহের রসে এই জীবনের বিকাশ, তা কি কখনো ভুলতে পারি…

স্বর্গ। সবশেষে তোমার এই দ্বিপদ সন্তান, লাঙ্গুলপালকহীন, বাক্য-বিদ্, ভূতভবিষ্যৎ-দর্শনের শক্তিধারী বিচিত্র মানুষ, জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তার অপূর্ব সাধনা, যার বলে আজ সে তোমার মৃন্ময়বুকে নূতন দেবতার রূপে বিরাজমান···

পৃথিবী। নূতন দেবতা! মানুষ দেবতা!—সত্য বটে সভ্যতার আদিম প্রভাতে আমার এই সন্তান আমার ধূলির মাঝেই তোমাকে সিংহাসন দিতে চেয়েছিল, সর্বত্যাগী চিন্তাধ্যানসাধনার বলে অন্ধকার হ'তে ধ্রুব আলোকের পথ রচনা করেছিল, এ মরজীবনেই শাশ্বতভূমার চরম ও পরম সত্য লাভ করেছিল...

স্বর্গ। সে সাধনার ইতিহাস আমার অজ্ঞাত নয়···

পৃথিবী। আরো বলি শোন—অমৃতের সন্ধানে এই ক্ষণজীবী নর সংসারের সকল সুখ ঐশ্বর্য ধূলায় ফেলে ভিক্ষুকের মত পথে পথে ঘুরেছিল···

স্বর্গ। ভাগ্যবতী তুমি, এমন সন্তান যার···

পৃথিবী। মরুপ্রান্তরে অমৃতধারা বহাবার জন্যে কণ্টকমুকুট মাথায় পরে' হেলায় ক্রুশের উপর প্রাণ দিয়েছিল···

স্বর্গ। আবার বলি ভাগ্যবতী তুমি, এমন সন্তান যার···

পৃথিবী। কিন্তু স্বর্গ, সত্যদ্রষ্টা, পথস্রষ্টা এই যে সব আমার সন্তান, মানুষজাতিকে প্রেমমন্ত্রে দীক্ষা দেওয়ার জন্যে এদের প্রাণের যে সাধনা, আজ তা ব্যর্থ···

স্বর্গ। যে শোচনীয় কাহিনীও আমি শুনেছি; বেশীদিন নয়, প্রেম আর বিশ্বাস আমার নিকট গিয়ে অশ্রুভরা চোখে বলেছিল, পৃথিবীতে আমাদের আর স্থান নাই—বিজ্ঞানের দম্ভ, আর ঘোর অবিশ্বাস, ক্রূর হিংসা, লেলিহান সর্বগ্রাসী লোভ, আজ উন্মত্ত দৈত্যের মত পৃথিবীর বুকে দুর্বার বেগে ছুটেছে, তাদের হুঙ্কারে মনুষ্যসমাজ থর থর কম্পমান···

পৃথিবী। শুধু মনুষ্যসমাজ! বিজ্ঞানের প্রসাদে আমার সর্বাঙ্গ আজ কম্পিত, জল স্থল বায়ু বিষদুষ্ট, জীবনের খেলা কখন যে থেমে যায় তার কিছু স্থির নাই, আমার অস্তিত্ব এখন ধ্বংসের দুয়ারে বলির পশুর মত নতশির—শুধু মনুষ্যসমাজ কম্পমান!···

স্বর্গ। এতটা তো আমি শুনিনি। তোমার অস্তিত্ব পর্যন্ত ধ্বংসের দুয়ারে। বিধাতার সৃষ্টি নিয়ে খেলা! (পশ্চাদ্দিকে মঞ্চমধ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ

করিয়া) প্রেম, বিশ্বাস, এদিকে এসো তো একবার (প্রেম ও বিশ্বাসের প্রবেশ) পৃথিবী, বিজ্ঞান আর বিজ্ঞানের দলভুক্ত যারা, তাদেরও ডাক দাও—

পৃথিবী (পশ্চাদ্দিকে মঞ্চমধ্যে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া)—বিজ্ঞান, অবিশ্বাস, জিগীষা, জিঘাংসা, এদিকে এসো—

(বিজ্ঞান, অবিশ্বাস, জিগীষা ও জিঘাংসা প্রবেশ করিয়া প্রেম ও বিশ্বাসের সামনাসামনি শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হইলে—)

স্বর্গ। বিজ্ঞান, তোমার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ—

বিজ্ঞান। বটে! কেন শুনি—

স্বর্গ। তোমার সঙ্গীদের নিয়ে তুমি নাকি পৃথিবীর ধ্বংসকাজ শুরু করেছ? জীবনের সমাধির উপর মরণকে সিংহাসন দিতে চেষ্টা করছো, বিধাতার সৃষ্টিকার্য ব্যর্থ করার জন্যে?…

বিজ্ঞান। ঘৃণ্য অভিযোগ এটা, অজ্ঞানের অন্ধ বাচালতা; আলোকের পথে আমার যে জয়যাত্রা, জ্ঞান হ'তে উচ্চতর জ্ঞানে মানুষের অগ্রগতি, প্রকৃতির গূঢ়তম অন্তস্তল থেকে সৃষ্টির রহস্যকথা আহরণ করে' শক্তি হ'তে উচ্চতর শক্তির সন্ধানে নিত্য নব অভিযান, বিধাতার সিংহাসনপাশে নিজের আসন দাবি, এ কি পৃথিবীর ধ্বংসচেষ্টা?…

স্বর্গ। জীবনের মূলভিত্তি জল ও বায়ুকে বিষদুষ্ট করে' পৃথিবীকে ধ্বংসের দুয়ারে নিয়ে উপস্থিত করেছ, এই বুঝি বিধাতার সিংহাসনপাশে তোমার আসনদাবি!…

বিজ্ঞান। মৃত্যুহীন, পরিবর্তনহীন স্বর্গ, মরজগতের গতি তুমি কিছুই জানো না—জন্ম মৃত্যু সুখ দুঃখ ভাঙ্গাগড়া শত শুভাশুভ এই ধরণীর বুকে ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে, শুধু সৃষ্টি, শুধুই মঙ্গল এখানে সম্পূর্ণ অসম্ভব…

পৃথিবী। সত্য কথা, কিন্তু অশুভের পাশে কতখানি শুভ তুমি তোমার সাধনাবলে সৃষ্টি করেছ বল তো? জীবিতকে হত্যা করা বড়ই সহজ, যে কোন হস্তিমূর্খ চক্ষের নিমেষে জীবনের আলো নিবিয়ে মরণের আঁধার নিয়ে আসতে পারে, কিন্তু মৃতকে জীবনদান, তা কি কখনো করতে পেরেছ? পারবে কোন কালে? কোটি যুগযুগান্তের পরে?…মৌনী কেন? কী উত্তর দিবে দাও দেখি—

বিজ্ঞান। আশা রাখি, আজ কিংবা শতযুগ পরে মৃতকে জীবনদানও সম্ভব করবো, জগতের আঁখি থেকে চিরবিদায়ের অশ্রুজল মুছে' দিব···

প্রেম। মৃত্যুকে দূর করে' বিদায়ের পবিত্র অশ্রুজল মুছে দিবে? কী যে বল তুমি বিজ্ঞান! মরণের লয় হ'লে অন্তহীন জীবন—অন্তহীন জীবনে বিচ্ছেদ মিলন একেবারে অর্থহীন; বিচ্ছেদ রয়েছে বলে' মিলনের যত কিছু মূল্য, মরণ রয়েছে বলে' জীবনের পূজা—মরণকে জয় করে' তুমি বিধাতার মঙ্গলবিধান ধ্বংসে দিতে চাও? জীবনমৃত্যুর খেলা, বিচ্ছেদ মিলন, গোধূলির আলোছায়ার মত পাশাপাশি হাসি-অশ্রু, এ হ'ল বিধাতার বিধানের সর্বশ্রেষ্ঠ দান, সে দান তুমি ব্যর্থ করবে? অক্ষম্য ধৃষ্টতা।···

স্বর্গ। প্রেম, পৃথিবীকে আমি পূর্বেই বলেছি, আমার আলোর দেশে আঁধার নাই, মৃত্যু নাই, জীবনের জ্বালার শেষে মরণের ঘুমপাড়ানি স্পর্শ আমার কাছে আদর্শ মাত্র; শুধু পৃথিবীর বুকেই জীবনমরণ সুখদুঃখের বিচিত্র প্রকাশ। বিজ্ঞান স্বপন দেখছে এই জীবন মরণের দ্বন্দ্বে মরণকে দূরীভূত করে' জীবনকেই সিংহাসনে বসাবে; বৃথা সে আশা; বিধাতা স্বয়ং ইচ্ছা করলেও তাঁর বিধানের লোপ করতে পারবেন না; জীবনের পর মরণ জগতের চিরন্তন নিয়ম, বিশ্বজোড়া সৃষ্টিপ্রলয়ের খেলা যেমন চিরন্তন; বিজ্ঞান এই চিরন্তন বিধানের বিরোধিতা করতে গিয়ে মানুষের কষ্টের পসরা বাড়াবে বই কমাবে না ..

বিশ্বাস। এরই মধ্যে কতটা বাড়িয়েছে একটু দৃষ্টি দিয়ে দেখুন। বিজ্ঞান দাবি করে তার অনুগ্রহে আজ দেশ ও কালের দূরত্ব লুপ্তপ্রায়, সারা পৃথিবী ভ্রাতৃত্ববন্ধনে বাঁধা, জীবজগতের দেহজ ব্যাধি পরাভূত; এ দাবি যে অনেকাংশে সত্য তাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু বিজ্ঞানের অনুগ্রহে মানুষের হৃদয় থেকে আমিও দূরীভূত; জড় জগতের বিশ্লেষণ করতে করতে বিজ্ঞান এমনি একটা সন্দেহাচ্ছন্ন মনোবৃত্তির সৃষ্টি করেছে যে জড়ের উপরেও যে একটা অদৃষ্ট, অদৃশ্য জগৎ আছে তার অস্তিত্বকে নস্যাৎ করেছে; জীবনের শক্তি হিসেবে আমি এখন পৃথিবী থেকে বিতাড়িত···

অবিশ্বাস। মিছে কথা, বিজ্ঞান তোমার আসনকে ক্রমেই দৃঢ় হ'তে দৃঢ়তর করছে···

বিশ্বাস। বটে! তুমি কি দেখেও দেখছো না আজ জাতির সঙ্গে জাতির সম্বন্ধে, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্বন্ধে, আমার স্থান নাই, এমন কি

বিশ্বনিয়ন্তা বিধাতাও সন্দেহের বস্তুতে পরিণত; সারা বিশ্ব বিজ্ঞানের কাছে একটা অনন্ত জড়ের ক্রীড়া মাত্র !···

বিজ্ঞান। বিশ্বাস, তুমি আমাকে বৃথা দোষ দিচ্ছ···বিশ্লেষণ ছাড়া, জিজ্ঞাসা ছাড়া, তোমার অস্তিত্বই অসম্ভব; সাধারণতঃ যাকে বিশ্বাস বলা হয় তা হচ্ছে অন্ধ অজ্ঞতা, সে অজ্ঞতা তমোর রাজ্যে নিয়ে যায়, জ্যোতির রাজ্যে নয়, মৃত্যুর পথে নিয়ে যায়, জীবনের পথে নয়···

স্বর্গ। আর বিতর্ক বাড়িয়ে কাজ নাই; অবিশ্বাস, জিঘাংসা, জিগীষা, তোমাদের অন্তরের বক্তব্য, শেষ বক্তব্য কি বল শুনি, আমি বুঝতে চাই সত্যিই কি তোমরা বিজ্ঞানপূজারী মানুষকে জ্যোতির রাজ্যে নিয়ে যাচ্ছ, না তমোর রাজ্যে···

পৃথিবী। অবিশ্বাস, তুমি বল প্রথমে তোমার বক্তব্য, তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ বোধ হয় সবচেয়ে গুরুতর, তুমি মানুষের হৃদয়ে বিধাতার আসন টলিয়েছ···

অবিশ্বাস। জানিনাকো এ অভিযোগ সত্য কি মিথ্যা—সত্য হলেও আমি কিছুমাত্র ভীত নই; আমি বিজ্ঞানের অনুচর, বাস্তব জগতের পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণই আমার ব্রত, আমি অন্ধভাবে মায়া বা স্বপন নিয়ে থাকতে অক্ষম; বিশ্বাসের সঙ্গে আমার যে বিরোধ, তার মূল কারণ মায়ার উপর বাস্তবের দাবি ..

জিগীষা। অবাস্তবের উপর বাস্তবের দাবি সরলভাবে মেনে নিলে বিজ্ঞানের উপর, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের উপর, আক্রমণ চালানোর কোন দরকার হয় না···দেখুন পৃথিবী, আপনার নিজ ইতিহাস আগাগোড়া আলোচনা করলে প্রমাণ হয় জীবনবিকাশের কোন ক্ষেত্রেই আপনার বুকে দুর্বলের স্থান নাই, স্বপনবিলাসীর স্থান নাই,—লালসা ত্যাগ কর, হিংসা দূর কর, সকলকে ভালবাসো, যতদূর জীবনের লীলাক্ষেত্র ততদূর প্রেম ও শান্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হোক, এসব হচ্ছে মেরুদণ্ডহীন নপুংসকের কথা···

স্বর্গ। জিগীষা, অত্যন্ত রূঢ় তোমার মুখের ভাষা···

জিগীষা। সত্যমপ্রিয়ম্। জগতের যে সব জাতি শক্তির পূজারী, তাদের জীবনগতির সঙ্গে শান্তিকামী জাতিদের জীবনগতি তুলনা করে' দেখুন, পৃথিবীর বুকে যা কিছু ভোগের বস্তু, তা জয় করে' শক্তিপূজারী আজ মহাকাশের গ্রহগ্রহান্তরে দৃষ্টি প্রসারিত করেছে, আর শান্তিপ্রেমের পূজারী

যিনি তিনি শক্তিসাধকের রাজসিংহাসনের সম্মুখে ভিখারীর বেশে জোড়হস্তে দণ্ডায়মান! প্রেমের পূজার দক্ষিণা এই ভিখারীর বেশে নত শির!...

স্বর্গ। পৃথিবী, বৃথা বাক্যব্যয় বিজ্ঞানের এই সঙ্গীদের সাথে—

জিঘাংসা। আমারও যে আপনাদের কাছে কিছু বলবার ছিল—

স্বর্গ। বেশ বলো না, শুনতে প্রস্তুত আছি, শোনায় আমাদের কোন আপত্তি নাই...

জিঘাংসা। জিগীষা যা বলে' গেছে তারপর আর আমার বেশী কথা বলবার নাই; আমার নিবেদন শুধু এই—আমার নামটাই আপনাদের কাছে বহুদিন থেকে একটা ঘৃণার বস্তু হয়ে আছে, আপনাদের বিচারে আমি দস্যু তস্করেরও অধম, অথচ জিগীষার চেয়ে আমি কোন্ অংশে হেয় বলুন দেখি? জিগীষা রাজদরবারে বিশিষ্ট অতিথি, অসভ্যকে সভ্য করা, অন্ধকারের মধ্যে আলোক বিস্তার করা, এই সব মহৎ আকাঙ্ক্ষার মুখোস পরে' সে জগতের উপর নৃত্য করে' বেড়াচ্ছে, কিন্তু যেখানেই জিগীষা সেখানেই আমি, আমি তার পাশে গিয়ে না দাঁড়া'লে অসভ্যকে সভ্য করার আকাঙ্ক্ষা মূলেই নষ্ট হয়ে যায়; কাজেই বিজ্ঞানের সহায়কদের দলে অপর সকলের সঙ্গে আমিও সম্মানিত আসনের দাবি করি, আমাকে ঘৃণা করলে চলবে না...

স্বর্গ। কে বললে আমরা তোমাকে ঘৃণা করি? বিজ্ঞানের সঙ্গীদের মধ্যে তোমারই আসন আমার মনে হয় সকলের উপরে,—আর তোমাকে বিজ্ঞানের সঙ্গী বলি কেন, বিজ্ঞানই তোমার সঙ্গী, বর্তমান সভ্যতার জয়-যাত্রার পুরোভাগে তোমার স্থান, বিজ্ঞান তার অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তোমার-অনুচরের কাজ করছে মাত্র—কি বলো পৃথিবী?...

পৃথিবী। কোনই সন্দেহ নাই যে জিগীষা আর জিঘাংসা, এই দুজনাই বর্তমান সভ্যতার গতির দিক্ নির্ণয় করছে, বিজ্ঞান তাদের সহায়কমাত্র—

বিজ্ঞান। কী লজ্জা, কী ঘৃণা, পৃথিবীর মুখে এই কথা! বন্ধ করে' দিই তবে সমস্ত কাজ আমার,—গবেষণা, আবিষ্কার, উদ্ভাবন, সব বৃথা—সব বৃথা—অকৃতজ্ঞ ধরণী, বর্বরতার স্তন্যদাত্রী ধরণী আমার সম্মান শিখবে কোথা থেকে! চল অবিশ্বাস, চল জিগীষা, জিঘাংসা, এখানে থাকার অর্থ অপমানের ভার মাথা পেতে নেওয়া...

অবিশ্বাস। আমি অভিসম্পাত দিচ্ছি, এই অন্ধ বিশ্বাসীর দল যুগে যুগে অন্ধ হয়েই থাকুক, অন্ধ হয়েই পথ চলুক, এক অসত্য থেকে আরেক অসত্যে

এগিয়ে চলুক, সত্যের সন্ধান যেন এরা কখনো না পায়···চল বিজ্ঞান, আমরা যাই···

প্রেম। অবিশ্বাস, অল্পক্ষণ আগে বিশ্বাসের মুখে শুনেছ আজ জাতির সঙ্গে জাতির, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির, প্রাণের টান, সহানুভূতির বাঁধন, ছিন্ন, নষ্টপ্রায় ; এমন কি বিধাতার আসন পর্যন্ত মানুষের হৃদয়ে টলটলায়মান ; আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, মানুষের সমাজ ও ধর্ম যদি এইভাবে ধ্বংস হয়েই যায়, তবে জড় জগতের চুলচেরা বিশ্লেষণ, বিজ্ঞানের অভিযান, এ কার জন্যে ? বিধাতার সিংহাসনের পাশে আসন দাবি করছো তোমরা, কিন্তু এই ধ্বংসকার্যই কি সেই আসন দাবির প্রকৃষ্ট পন্থা ? ..

বিজ্ঞান। চলো অবিশ্বাস, জিঘাংসা, জিগীষা, চলো, বারবার একই কুতর্ক আর সহ্য হয় না, আমি চললাম, তোমাদের ইচ্ছা হয় শোন এদের অর্থহীন বাগাড়ম্বর···

(বিজ্ঞানের প্রস্থান এবং অবিশ্বাস, জিগীষা ও জিঘাংসার অনুগমন)

স্বর্গ। দেখলে এদের ব্যবহার, শুনলে এদের দাম্ভিক বচন ?···তুমি যে একবারে বাক্যহীন হয়ে গেলে পৃথিবী ?···

পৃথিবী। বাক্যহীন ? কী বলবো বুঝতে পারছি নে—আমি দেখছি ভবিষ্যৎ অন্ধকার, মৃত্যুছায়ায় লুপ্ত···

স্বর্গ। আমি অতটা হতোৎসাহ হচ্ছিনে পৃথিবী, তোমার ইতিহাসের দিকে চেয়ে ছাখো, যুগযুগান্তর ধরে' আলো-আঁধারের খেলায়, জীবন-মরণের দ্বন্দ্বে, আলোর সাথী জীবনেরই জয় হয়ে এসেছে ; কখনো কখনো মনে হয়েছে আলো বুঝি নিবে' গেল, মৃত্যুই জয়ী হ'ল, কিন্তু সূর্যচন্দ্রের গ্রহণের মত সে আলোর অবলুপ্তি, জীবনের পরাভব, সাময়িক ব্যাঘাতমাত্র, ব্যাঘাতের শেষে গ্রহণ-মুক্ত চন্দ্রসূর্যের মতো আলো উজ্জ্বলতর হয়ে প্রকাশ পেয়েছে, জীবন নব নব রূপে সুন্দরতর বেশে মৃত্যুর ধ্বংসস্তূপের উপর নিজের বিজয় পতাকা উত্তোলন করেছে···

পৃথিবী। সে আলো-আঁধারের খেলার শেষ পরিণতি কি এই ? প্রেম বিশ্বাস চিরকালের জন্যে আমার বুক থেকে নির্বাসিত হয়ে যাবে আর তাদের জায়গায় অবিশ্বাস লোভ হিংসা বীভৎস তাণ্ডবে মত্ত হবে ?···

স্বর্গ। ছাখো পৃথিবী, বিশ্বের অনন্তগতির চরম পরিণতিতে যেমন

মরণের জন্য হ'তে পারে না, হিংসা লোভ অবিশ্বাসেরও তেমনি; বিজ্ঞানের দম্ভ কালক্রমে হ্রাস পেয়ে তার স্থানে বিনয় দেখা দিবে; শত আবিষ্কার উদ্ভাবন সত্ত্বেও সে একদিন বুঝতে পারবে অনন্ত বিশ্বের রহস্যও অনন্ত; তাকে এই রহস্যের সামনে মাথা নত করতেই হবে; সেই সঙ্গে অবিশ্বাস বুঝবে তার আস্ফালন অবোধ শিশুর আস্ফালনের মতই বৃথা; জিঘাংসা তখন প্রেমকে স্বেচ্ছায় নিজের আসন ছেড়ে দিবে, জিগীষা দেখবে পরস্বলুণ্ঠন নিরর্থক, তোমার দানে সকলেরই সমান অধিকার, মায়ের স্তন্যে যেমন সকল শিশুরই সমান অধিকার...

পৃথিবী। ততদিন আমার অস্তিত্ব থাকবে তো?...

স্বর্গ। নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অত সন্দেহ করছো কেন পৃথিবী?...

পৃথিবী। প্রেম ও বিশ্বাস তো ততদিন নির্বাসনেই থাকবে?...

স্বর্গ। নির্বাসনের তীব্রতা ক্রমেই হ্রাস পাবে; রাত্রি যত শেষ হয়ে আসে অন্ধকার ততই ক্ষীণ হয়, পূবের আকাশ আলোতে ভরে' উঠে; সেই রকম বিজ্ঞানের মাথা যেমন ধীরে ধীরে নত হবে, বিশ্বাস ও প্রেম তেমনি নিজ অধিকার ফিরে' পাবে...

বিশ্বাস। তা-ই আমাদের আশা; বিজ্ঞান যখন বুঝবে অবিশ্বাস তাকে কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্যেই নিয়ে যেতে পারছে না, মনে কোন শান্তি দিতে পারছে না, তখন সে বাধ্য হয়েই আমাকে ফিরে' আসার জন্যে মিনতি করবে...

প্রেম। বিশ্বাস ফিরে' আসার সঙ্গে আমারও ফিরে' আসা নিশ্চিত, কারণ আমাদের দুজনের গতি একই সূত্রে গাঁথা; আমরা দুজন পৃথিবীতে ফিরে' এলে মানুষের হৃদয়ে বিধাতার আসন পুনরায় স্থির হবে, মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রাণের টান নূতন বলে সঞ্জীবিত হয়ে পৃথিবীতে স্বর্গসুষমার সৃষ্টি করবে...

স্বর্গ। প্রেম, তোমার বাণী সত্য হোক্, সফল হোক্...

পৃথিবী। আমি জানতে চাই কত যুগ পরে এই বাণী সফল হবে... আমি তো তোমার মতো অজর অমর নই স্বর্গ, আমার বনকুন্তল সরস ও হরিৎ থাকতে থাকতেই তোমার সঙ্গে আমার মিলন হবে এই আমার সাধনা ও স্বপ্ন...

স্বর্গ। তোমায় আমায় মিলন শুধু তোমারই সাধনা ও স্বপ্ন নয়, আমার সাধনা স্বপ্নও তাই...তোমাকে পূর্বেই বলেছি, আমার অনন্তকালব্যাপী

পরিবর্তনহীন অস্তিত্বের ভারে আমি ক্লান্ত, আমি তোমার বুকের পরিবর্তন-বৈচিত্র্যের স্বাদগ্রহণ করে' সেই ক্লান্তি দূর করতে চাই, তোমার সঙ্গে আমার মিলন হবেই…

পৃথিবী। হবেই ?…

স্বর্গ। হবেই তাতে সন্দেহ নাই ; দেখা যাচ্ছে সে মিলনের সময় এখনও হয়নি, কিন্তু সে সময় আসবেই ; আলোকের পুত্র যারা তোমার বুকে এসে ব্যর্থ হয়ে ফিরে' গিয়েছে, তাদের বাণী সফল হবেই, প্রেম ও বিশ্বাসের হাতে বিজ্ঞান হাত দিবে, ঘৃণা হিংসা লোভ চিরকালের জন্য পরাজয় স্বীকার করে' তোমার আমার মিলনের পথ তৈরি করে' দিবে…

প্রেম ও বিশ্বাস (একসঙ্গে)—জয় স্বর্গের জয়, জয় মর্তের জয়, জয় স্বর্গমর্তের জয়…

(সকলের প্রস্থান)

জ্ঞানাঞ্জন ও তাহার পশ্চাতে সারিবদ্ধভাবে অনিল সলিল প্রভৃতি আটজন তরুণের প্রবেশ ; অনিল ও সলিলের হাতে বাঁশের বাঁশী ; জ্ঞানাঞ্জন মঞ্চের মধ্যস্থলে ও তরুণ আটজন তাহার দক্ষিণে ও বামে চারজন চারজন করিয়া পরস্পরের সম্মুখে দাঁড়াইবার পর—

জ্ঞানাঞ্জন (দর্শকদের দিকে তাকাইয়া যুক্তকরে নমস্কারপূর্বক)—সমবেত ভদ্রবৃন্দ, আপনারা আমার দেশের লোক, আমার গ্রামের লোক ; আপনাদের কাছে বড় বড় বাক্য বিন্যাস করে' নিজের মর্যাদা বাড়াবার স্পর্ধা বা ইচ্ছা আমার নাই ; আমার শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুহিসেবে আপনাদের কাছে সরলভাবে আমার অন্তরের কয়েকটা কথা নিবেদন করবো বলেই আরেকবার আপনাদের সামনে এসে দাঁড়ালাম। আজ দীর্ঘ চল্লিশবৎসর ধরে' আমি আপনাদেরকে আমার নাট্যাভিনয় দেখিয়ে সামান্য আনন্দদানের চেষ্টা করেছি, দৈনন্দিন জীবনের একঘেয়ে ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে সামান্য বৈচিত্র্যসৃষ্টির আয়োজন করেছি ; এই আনন্দদানে কতটা কৃতকার্য হয়েছি আপনারা জানেন, তবে বৎসরের পর বৎসর আপনারা অনুগ্রহ করে' জ্ঞানাঞ্জন নাটুয়ার অভিনয় দেখতে এসেছেন তাতেই আমি উৎসাহিত হয়েছি, আমার নাট্যকলার প্রেরণা সঞ্চয় করেছি ; আপনাদেরকে আনন্দ দিতে না পেরে থাকলেও আমি নিজে

আনন্দ পেয়েছি, এই আনন্দই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় পুরস্কার বলে' গ্রহণ করেছি ; তার জন্যে আপনাদেরকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ,—ধন্যবাদ আরো এই কারণে যে আপনারা আমাকে কখনো সত্যের পথ ত্যাগ করতে বলেন নি ; নিজের বিবেক অনুযায়ী সত্যের পথে মাথা উঁচু রেখেই সমস্ত কর্তব্য সম্পাদন করেছি, সেজন্যে পুনরায় আপনাদেরকে ধন্যবাদ (যুক্তকরে পুনরায় নমস্কার)।

আর একটা কথা বলেই আমার বক্তব্য শেষ করবো। আজ বৎসরের শেষ দিন ; বর্ষশেষেই এবার আমাদের বসন্তোৎসব পড়েছে ; বর্ষশেষের সঙ্গে আমারও আজ নাট্যজীবনের শেষ ; আমি বৃদ্ধ হয়েছি, শরীরের শক্তি আজ বসন্তের ক্ষীণতোয়া ধারার মতই অতি ধীরে, অতি নির্জীবভাবে প্রবাহিত হচ্ছে, দগ্ধ বালুকারাশির মধ্যে এখন মিশে' গেলেই হয় ; 'স্বর্গমর্তের মিলন' আপনাদের উদ্দেশে আমার নাট্যজীবনের শেষ উপহার ; দীনের সর্বস্ব এই শেষ উপহার উৎসর্গ করে' আপনাদের নিকট আমি বিদায় নিচ্ছি। অনিল, সলিল, হীরেন, বীরেন, তোমাদের সকলকেই বলছি, তোমাদের সাহায্যেই জ্ঞানাঞ্জন নাটুয়ার যা কিছু কৃতিত্ব, তোমাদেরকে সেজন্যে আমার প্রাণের আশীর্বাদ জানাচ্ছি ; তোমরা এর আগে এঁদেরকে অনেক গান শুনিয়েছ, আজকে আমার সঙ্গে আর একটা গান শুনিয়ে দাও, শেষ বিদায়ের গান···

অনিল সলিলের বংশীবাদনের সঙ্গে জ্ঞানাঞ্জন ও
সকলের মিলিত সঙ্গীত।

আজ বর্ষশেষের খেলা—
খেলার মাঝে ঘনিয়ে এল আমার বিদায়বেলা ;
বিদায়ের এই আতুর ক্ষণে
কতই কথা জাগছে মনে
হাসিকান্নায় তিক্তমধুর দিনের যাওয়া-আসা,
দীঘল পথের উঠাপড়া আশা-নিরাশা ;—
হেসে কেঁদে উঠে' পড়ে'
ধরামায়ের স্নেহের ক্রোড়ে
কতই খেলা খেলে এলাম দীন নাটুয়ার বেশে—
আজ বয়সের শেষে
বসন্ত-বিদায়ের সাথে শেষ হ'ল সে খেলা—
দরদিয়া সবারে তাই
বিদায়বেলার নতি জানাই,
এইবারকার মতো আমার ভাঙলো নটের মেলা।

যবনিকা

লেখকের অন্যান্য রচনা সম্বন্ধে

অভিমত

ভূতের পাঁচালি

সাহিত্যের খবর—সুকুমার রায়চৌধুরীর পর আর কোন লেখকই এই শ্রেণীর এমন উৎকৃষ্ট কবিতা রচনা করেন নাই।···সহজ স্বাভাবিক মুখের কথার রূপ ও চাল অব্যাহত রেখে পদ্য রচনা করা খুবই কঠিন, এবং ইংরেজিতে Shakespeare ও T. S. Eliot, কদাচ Tennyson প্রভৃতি দু' একজন মাত্র এই ব্যাপারে কৃতকার্য্য হয়েছেন। বাংলায় এতে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন দ্বিজেন্দ্রলাল। এ বিষয়ে চৌধুরী মহাশয়ের কৃতিত্ব দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে তুলনীয়।

দেশ—প্রতিটি কাহিনীই রচনাগুণে শিশুবৃদ্ধ সকলকেই সমানভাবে কাছে টানে। লেখকের বিচিত্র জীবনদর্শন এবং অভিজ্ঞতার আশ্চর্য পরিধি পাঠককে মুগ্ধ করবে।

যুগান্তর—আগাগোড়া স্বচ্ছ তরতরে ভাষায় ও সুন্দর সুরেলা ছন্দে গাঁথা। বইটি যাদের জন্যে, তারা ত পড়ে খুসী হবেই, তাদের বাবা-মা'রাও আনন্দের ভোজ থেকে নিশ্চয় বাদ পড়বেন না। ছবিগুলো বিষয়ের সঙ্গে খাসা মানানসই হয়েছে।···

দৈনিক বসুমতী—আসলে গল্পই বলেছেন জ্ঞানেন্দ্রবাবু এবং সার্থকভাবে বাক্য ও মিলের সহযোগে অপূর্ব পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন।····

প্রবাসী—সহজ মনোরম পদ্যে মজাদার গল্প বলার কৌশল লেখকের বেশ আয়ত্ত।···

হিমাদ্রি—'ভূত' তাঁহার উপলক্ষ্য; লক্ষ্য গল্প বলা। ছন্দের লীলাহিল্লোলে তাঁহার কবিতা স্বচ্ছতোয়া স্রোতস্বতীর মত বহিয়া চলিয়াছে। মাঝে মাঝে কবির ব্যক্তিগত জীবনদর্শন যেন কবিতাগুলিকে আরও সুন্দর করিয়াছে···

[এক

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—'ভূতের পাঁচালি' বইখানি ছড়ায় ও ছন্দে, সার্থক প্রতিবেশ রচনায় ও ভূতের সংলাপ ও আচরণের নিগূঢ় তত্ত্বটি আয়ত্ত করিয়া আমাদের মনে ভৌতিক রোমাঞ্চ সঞ্চার করিতে অসাধারণ সাফল্য লাভ করিয়াছে।...Burns-এর Tam O' Shanterকে তিনি যে বাঙ্গালী-বেশে সাজাইয়াছেন ও বাঙ্গালী আবহাওয়ায় স্থানান্তরিত করিয়াছেন তাহা তাঁহার অপূর্ব দক্ষতারই ও শিল্পকৌশলের পরিচয়।...

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত—বইখানি বিশুদ্ধ হাস্যরসের ঝরনা, ছেলে ও বুড়োর সমান উপভোগ্য।...

শ্রীঅমিয়রতন মুখোপাধ্যায়—'ভূতের পাঁচালি' ছেলেমেয়েদের জন্যেই লিখেছেন বটে, কিন্তু এর রচনাকৌশল, ভাষা ও ভঙ্গীর বিশেষত্ব বড়দেরও অনুকরণযোগ্য বলে আমার মনে হয়েছে। সরল পয়ার ও লঘু ত্রিপদী ছন্দে এমন অপরূপ রসঘন কাব্য যে লেখা যেতে পারে আপনার 'ভূতের পাঁচালি' তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হয়ে রইল।...

শ্রীমোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায়—আধুনিক বাংলা সাহিত্যের এই পথে অনেক পথিক নাই; আমাদের সাহিত্যের এই স্বল্পালোকিত পথ লেখক বিচিত্র আলোকপাতে সমুজ্জ্বল ও সমৃদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার লেখনী তীব্র ও ক্ষুরধার, তাঁহার চিত্রপট বিচিত্র ও বিরাট্। আমরা বারেবারে এই ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থখানি উচ্চকণ্ঠে পড়িয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছি।...

ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমীর বৈঠক

দেশ—মানুষ, সাহিত্য, ধর্ম, কর্ম, জন্মান্তর, স্বর্গনরক ও নির্বাণ—এ গ্রন্থে লেখক এই কয়টি বিষয়কে অবলম্বন করে তাঁর দার্শনিক মতামতের অবতারণা করেছেন। পাঠককে অধিকতর চিন্তার জোগান দিতে এ-গ্রন্থ যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য করবে।

আনন্দবাজার—জ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরী তাঁর এই বইটিতে খুব খোলা মন নিয়ে আলোচনা করেছেন। কর্মের জয়গানে তিনি মুখর। ভাবুক মাত্রেই বাস্তব জগতে আদর্শের অভাবে যে-দুঃখ অনুভব করেন, সেই দুঃখের বোধ একটি ম্লান আভার মত বইটির সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। লেখকের আন্তরিক অকপটতার জন্য বইটি সার্থক ও সুখপাঠ্য হতে পেরেছে।...

যুগান্তর—লেখকের আলোচনায় যেমন তত্ত্ব, তথ্য ও যুক্তির ঐশ্বর্য সকলকে খুসী করবে, তেমনি তার নিপুণ বাক্-ভঙ্গী ও কৌতুক কুশলতাও কারো নজর এড়াবে না। লেখক দার্শনিক চিন্তাকে সাহিত্যান্বিত করেছেন। তাঁর মন যেমন ঋদ্ধ, বুদ্ধি যেমন সজাগ, হাত তেমনি দক্ষ। তাঁর এই বৈঠক তাই সত্যিই উপভোগ্য সাহিত্য হয়েছে…

দৈনিক বসুমতী—দার্শনিক তত্ত্বকে সাধারণ পাঠকের মনের মতন করে পরিবেশন করা খুবই কঠিন কাজ। 'ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমীর বৈঠক' গ্রন্থের গ্রন্থকার জ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরী একাজে যথেষ্ট মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন।…

Hindusthan Standard.—In this fascitnaing book. Sri Jnanendranath Chaudhury has discussed mankind, literature, religion, work, transmigration of soul, heaven and hell and nirvana through illuminating dialogues between the fabulous bird and his wife. The writer has a racy style and he has given us a comprehensive exposition of the topics dealt with by him.

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমীর বৈঠকে যেন ('ভূতের পাঁচালি'র পর) ভূতের রাজ্য হইতে একেবারে পঞ্চভূতের ঊর্ধ্বগগন-বিহারী অধ্যাত্মরহস্যময় রাজ্যে পৌছিয়া গেলাম। গ্রন্থখানির সূক্ষ্ম চিন্তাশীলতা ও সংলাপ এবং কথা কাটাকাটির সরসতাযুক্ত দার্শনিক আলোচনা অবিমিশ্র প্রশংসার উদ্রেক করে।…

শ্রীনারায়ণ চৌধুরী—বইটির ভিতর আপনি আপনার গভীর চিন্তাপ্রসূত বক্তব্য সাহিত্যসম্মত ভাষায় পরিবেশন করিয়াছেন। জায়গায় জায়গায় এমন সব মন্তব্য রহিয়াছে, যাহাদের স্বাতন্ত্র্যে ও অভিনবত্বে চমকাইয়া উঠিতে হয়। আপনার ভাবিবার মন আছে, লিখিবার কলম আছে, প্রকাশের ভাষা আছে।…

ছায়ালোক

আনন্দবাজার—মৃত্যুর পর জীবের একটা ছায়াময় অস্তিত্ব থাকে এবং সেই অস্তিত্ব কিছুদিন পর্যন্ত এ জগতের বাঁধন ছিন্ন করিতে পারে না—

এরূপ একটা বিশ্বাস জগতের বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত এবং এই বিশ্বাসই 'ছায়ালোক'এর লেখার ভিত্তি। ছায়ালোকের কাহিনী পড়িয়া পাঠক আনন্দ পাইবেন, সে আনন্দ বেদনামাখা হইলেও উপভোগ্য।

যুগান্তর—লেখকের বর্ণনাভঙ্গী সুন্দর ; তাঁর রচনাভঙ্গী চমৎকার ও চিত্তাকর্ষক।...

দেশ—লেখক গল্প বলতে জানেন। এই ধরণের গল্প রচনায় লেখকের একটি স্বভাবনৈপুণ্য রয়েছে।...

Amrita Bazar Patrika—Between life and death hangs a thin black curtain. Beyond the curtain what happens nobody knows but only guesses. Conan Doyle, Osborne, Swami Abhedananda had interesting things to say about it and last but not last the late Mrinal Kanti Ghosh created a great sensation by publishing his "Life beyond Death". Sri Jnanendranath Chaudhury believes that men and women have a shadowy existence after death. The twelve pieces in the volume under review tell tales which are intriguing.

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত—'ছায়ালোক' বইটি এত ভাল লেগেছিল যে বহুলোককে পড়তে দিয়েছি ও পড়তে দিয়েছি বিশেষতঃ আমাদের ছেলেপিলেদের। বইখানির কাহিনীগুলি সত্যই বড় চিত্তাকর্ষক এবং অর্থপূর্ণ এবং আপনার লেখার ধরণটিও বিশেষ প্রীতিকর।...